الأغلاط الشائعة

প্রচলিত ভুল

২

মাসিক আলকাউসার-এ ‘প্রচলিত ভুল’
বিভাগে প্রকাশিত

মাওলানা মুহাম্মাদ ফজলুল বারী

তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

ইসলামিক বিভিন্ন
ধরনের পিডিএফ
পেতে জয়েন হোন

https://t.me/islaMic_fdf

الأغلاط الشائعة

প্রচলিত ভুল ২

الأغلاط الشائعة

প্রচলিত ভুল ২

মাসিক আলকাউসার-এ 'প্রচলিত ভুল' বিভাগে প্রকাশিত
[সফর'৩৩হি.-রবি. আখির'৪২হি.=জানু.'১২-ডিসে.'২০ঈ.]

মাওলানা মুহাম্মাদ ফজলুল বারী

তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

মারকাযুদ দাওয়াহ প্রকাশনী
(মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর একটি প্রতিষ্ঠান)

https://t.me/islaMic_fdf

الأغلاط الشائعة

প্রচলিত ভুল ২

মাওলানা মুহাম্মাদ ফজলুল বারী

প্রকাশক

মারকাযুদ দাওয়াহ প্রকাশনী
প্রধান দপ্তর : ৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১৩
দোকান নং : ১৫, কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার-ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৩ ২৯৫ ২৯৫
E-mail : publisher.markaz@yahoo.com

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ : রজব ১৪৪৪হি. = ফেব্রুয়ারি ২০২৩ঈ.

নির্ধারিত মূল্য	স্বত্ব
২০০ (দুই শ) টাকা মাত্র	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

Procholito Bhul-2 By Mawlana Muhammad Fazlul Bari, Published by Markazud Dawah Prokashoni. fixed Price : Tk. 200.00 US$ 7.00.

https://t.me/islaMic_fdf

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পেশ লফয

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ، صَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ!

আলহামদু লিল্লাহ, 'প্রচলিত ভুল' বইটির দ্বিতীয় খণ্ড এখন ছাপার জন্য প্রস্তুত। এই খণ্ডের জানুয়ারি ২০১২ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বান্দার লেখা। এর পরের সব আলোচনা বেরাদারে আযীয মাওলানা ফজলুল বারীর লেখা। তিনি মাসিক আলকাউসারের সম্পাদনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মুরুব্বীদের ছায়ায় তিনি পত্রিকাটির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং বড়দের অনেক বোঝা মাশা-আল্লাহ তিনি নিজেই বহন করছেন। আল্লাহ তাআলা তার ইলম ও আমলে ভরপুর বরকত দান করুন। তার জীবনকে আলোকিত করে দিন। তার সন্তান ও বংশধরকে 'সালিহীন'-এর কাতারে শামিল করে নিন। তাদেরকে ঈমান ও সুন্নতের ওপর অবিচল রাখুন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন– আমীন।

আগের মতো এই খণ্ডের সকল আলোচনা প্রকাশের আগে বান্দা নজরে সানী করেছিলাম। এখন যেহেতু সেগুলো কিতাব আকারে প্রকাশিত হচ্ছে সেহেতু মাওলানা ফজলুল বারী পুরো সংকলনটি শুরু থেকে শেষ কয়েকবার পড়েছেন। তারপর মৌলভী মাহমুদ বিন ইমরানও একবার মুতালাআ করেছে। উভয়েই যেসব জায়গায় চিন্তা-ভাবনা করার দরকার, সেগুলো আমার সামনে পেশ করেছেন। আমি আরো তাহকীক ও মশওয়ারার পর যেখানে যেমন মুনাসিব মনে করেছি তাসহীহ করে দিয়েছি। কিছু বিষয় আরো তাহকীক করার উদ্দেশ্যে আপাতত এই কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি– কিতাবের কথাগুলো যেন দলিল-নির্ভর হয় এবং উপস্থাপন সহজ ও সাবলীল হয়। তারপরও পাঠকের কাছে

https://t.me/islaMic_fdf

নিবেদন, কোথাও কোনো ভুল নজরে পড়লে কিংবা কোনো কথা সংশোধন-যোগ্য মনে হলে অবশ্যই আমাদের অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই সেটা থেকে ইস্তেফাদা করব।

অবশেষে একটি দরখাস্ত, প্রচলিত ভুল প্রথম খণ্ডের পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকায় বান্দা কিছু জরুরি কথা আরয করেছিলাম, সেটা অবশ্যই পড়বেন। দ্বিতীয় দরখাস্ত, আমাদেরকে যেকোনো ইলমী কিতাব পড়ার সময় পড়ার আদবসমূহ খেয়াল করে পড়তে হবে। একটি আদব হল হিল্ম ও আনাত তথা সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতার সঙ্গে পড়তে হবে। প্রয়োজনে আহলে ইলমের সাহায্য নিতে হবে। আরেকটি আদব হল, ই'তেরায করতে তাড়াহুড়া না করা। কিছুটা চিন্তা-ফিকির, তাহকীক ও খোঁজাখুঁজির পরও যদি কাবেলে ই'তেরায মনে হয়, তাহলে সেটা হাওয়ালা ও দলিলসহ পেশ করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, এক বন্ধু লিখে পাঠিয়েছেন, আসহাবে কাহ্ফের কুকুর জান্নাতে যাওয়ার কথা সুনানে দারেমীতে (১/২৯-৩০) আছে। অথচ সুনানে দারেমীর উক্ত স্থানে কিংবা অন্য কোনো স্থানে এ ধরনের কোনো কথা নেই। আসলে তিনি এই আলোচনাটি 'ফাতাওয়া মাহমুদিয়া'য় দেখেছেন। সেখানে আসহাবে কাহ্ফের কুকুর নয়, বরং 'উসতুনে হান্নানা' সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করে সুনানে দারেমীর হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। সেই বন্ধু পুরো আলোচনা ভালোভাবে পড়েননি। সেজন্য তার মনে হয়েছে, এটা আসহাবে কাহ্ফের কুকুর-সংক্রান্ত কথার হওয়ালা![১]

এটা তো একটা উসূলী কথা; ফায়েদার জন্য বান্দা লিখে দিয়েছি। নতুবা যে কারো লেখা বা মশওয়ারা পেলে আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে শোকর আদায় করি এবং তার জন্য দুআ করি। আর সেটা থেকে যেভাবে ইস্তেফাদা করা যায়, আমরা ইস্তেফাদা করি।

فَجَزَاهُمُ اللهُ تَعَالَى خَيْرَ الْجَزَاءِ وَأَوْفَاهُ.

বিশেষত যারা ইহতেমামের সঙ্গে এই পত্রিকাটি পাঠ করেন এবং গুরুত্বের সঙ্গে যথাযথ তাহকীক করে নিজেদের মন্তব্য ও মশওয়ারা প্রেরণ করেন তারা

---

(١) نَعَمْ، نُقِلَ فِي «الْمَحْمُوْدِيَّةِ»٤٢٩/٣ عَنِ «الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ» عَنْ «شَرْحِ شِرْعَةِ الْإِسْلَامِ» أَنَّ مُقَاتِلاً قَالَ: «عَشَرَةٌ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ ...» وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ مِنْ بَابِ النَّقْلِ وَالتَّوْقِيْفِ، وَمَاذَا يُغْنِيْ قَوْلُ مُقَاتِلٍ (١٥٠هـ) فِيْ ذٰلِكَ إِنْ ثَبَتَ عَنْهُ، وَرَاجِعْ كَلَامَ الْآلُوْسِيِّ فِيْ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِنَا هٰذَا ص ١٥٩. (محمد عبد المالك).

https://t.me/islaMic_fdf

তো খাস শোকর ও বিশেষ মুবারকবাদের হকদার। তাদের কল্যাণকামিতার প্রতিদান তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলাই দান করবেন।

এই সংক্ষিপ্ত নিবেদনের পর বান্দা পাঠকের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সব ধরনের কল্যাণ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন এবং সব রকমের অনিষ্ট থেকে সবাইকে হেফাযত করুন– আমীন।

আরযগুযার
বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
১১-০৪-১৪৪৪ হি.

https://t.me/islaMic_fdf

بسم الله الرحمن الرحيم

https://t.me/islaMic_fdf

সংখ্যাভিত্তিক সূচি

পেশ লফয ৫
আযানের আগে কি সুন্নত পড়া নিষেধ ৩৭
একটি ভুল ধারণা : তাকাব্বুরের নিয়ত না থাকলে কি
টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা যায় ৩৮
একটি ভুল রেওয়ায়েত ৩৮
একটি ভুল দরূদ : দরূদে হাজারী সঠিক দরূদ নয় ৩৯
একটি ভুল মাসআলা : হাঁটু খুলে গেলে কি ওযু ভেঙে যায় ৩৯
দুটি ভুল প্রচলন : ১. মুসাফাহার সময় ঝোঁকা ৪০
২. মুসাফাহার পর বুকে হাত লাগানো ৪০
এটি হাদীস নয় : জুমার রাত কি কদরের রাত থেকেও উত্তম! ৪১
একটি গর্হিত বিদআত ও মারাত্মক বিকৃতি : ইসলামে কি
তৃতীয় কোনো ঈদ আছে...৪২
একটি ভুল মাসআলা : কেরাতে লোকমা হলে কি
সাহু সেজদা করা জরুরি ৪৩
এটি হাদীস নয় : আবু বকর রা.-এর কাছে জিবরীল আ. কি
নিজের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন? ৪৪
একটি ভুল মাসআলা : মা ভিন্ন হওয়ার কারণে সন্তানরা কি
পিতার মীরাছ থেকে অংশ পায় না? ৪৫
পিতা ভিন্ন হওয়ার কারণে কি সন্তানেরা
মায়ের মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়? ৪৫
একটি ভিত্তিহীন ধারণা : দাফনের পর জুমা বা রমযান এলে কি
কিয়ামত পর্যন্ত আযাব মাফ হয়ে যায়? ৪৬
একটি ভিত্তিহীন ধারণা : মুত্তালিব নাম আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত নয়
আবদুল মুত্তালিব নাম রাখার বিধান ৪৭
একটি ভুল প্রচলন : আযানের আগে কি সালাত ও সালাম কিংবা
যিকির ও তাসবীহ মুস্তাহাব? ৪৭
একটি ভুল ধারণা : ইস্তেখারার জন্য কি দুআ পড়ে ঘুমাতেই হয় ৪৮

https://t.me/islaMic_fdf

তালাক সম্পর্কিত কিছু ভুলত্রুটি : ৫০
১. তিন তালাক ছাড়া কি তালাক হয় না? ৫১
২. তালাকের সঙ্গে কি বায়েন শব্দ ব্যবহার করা জরুরি? ৫২
৩. একসঙ্গে তিন তালাক দিলে কি তালাক হয় না? ৫২
৪. গর্ভাবস্থায় তালাক দিলে কি তালাক পতিত হয় না? ৫৩
৫. তালাক পতিত হওয়ার জন্য কি সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরি? ৫৩
৬. রাগের অবস্থায় তালাক দিলে কি তালাক হয় না? ৫৩
একটি মারাত্মক ভুল কর্মপন্থা : দলিল নয়, এমন বিষয়কে দলিল বানানো ... ৫৪
একটি ভুল ধারণা : দরূদে ইবরাহীমী কি শুধু নামাযে পড়ার জন্য? ৫৭
একটি ভুল রীতি : খতম কি বখশানো জরুরি? ৫৮
একটি ভুল মাসআলা : নাম বদলালে কি আকীকা দোহরাতে হয়? ৫৯
একটি ভুল আমল : ইমামকে রুকুতে পেলেও কি 'ছানা' পড়তে হবে? ৫৯
একটি ভুল বিশ্বাস : কিয়ামতের আলামত : বেগুন গাছ তলায় হাট বসবে ... ৬০
বলার ভুল : আপনি আমার লক্ষ্মী! ৬০
আরেকটি বলার ভুল : ষাট ষাট, বালাই ষাট..., ... ৬১
একটি ভুল ধারণা : টাখনুর ওপর কাপড় কি শুধু নামাযের সময়? ৬২
একটি ভুল আমল : মসজিদে গিয়ে কি আগে বসতে হয়
তারপর নামায পড়তে হয়? ৬৩
আরেকটি ভুল ধারণা : 'ইন্না-লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন'
কি শুধু মৃত্যু সংবাদ শুনলে? ৬৩
একটি ভুল দরূদ : দরূদে হাজারীর ফযীলত ৬৪
একটি ভুল আমল : ছেলের পিতাও কি পাত্রী দেখবে? ৬৪
একটি ভুল ধারণা : যাকাত কি শুধু রমযান মাসে আদায় করতে হয়? ৬৫
একটি ভুল মাসআলা : গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা
বললে কি ওযু নষ্ট হয়ে যায়? ৬৫
একটি অবহেলা : মেয়ে সন্তান হলে কানে আযান না দেওয়া ৬৫
একটি ভুল প্রচলন : বদনজর থেকে হেফাযতের জন্য
শিশুর কপালে টিপ দেওয়া ৬৬
এটি হাদীস নয় ৬৬
একটি অনুত্তম আমল : মাসবুক অবশিষ্ট নামাযের জন্য কখন দাঁড়াবে? ৬৭
একটি ভুল ধারণা : জায়নামায বিছিয়ে রাখলে কি
শয়তান এসে তাতে নামায পড়ে? ৬৭
একটি অনর্থক কাজ : খুতবা চলাকালীন দানবাক্স চালানো ৬৭

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল আমল : দুআর শেষে কি হাতে চুমু খেতে হয়? ৬৮
একটি অমার্জিত আচরণ : মাইক টেস্টের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা ৬৮
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : সুলাইমান আ.-এর যিয়াফত ৬৯
একটি ভুল কাজ : কুরআন তেলাওয়াত চালু করে অন্য কাজ করা ৭০
এটি হাদীস নয় : যারা শিক্ষা লাভ করে এবং সে
অনুযায়ী কাজ করে তারাই প্রকৃত বিদ্বান ৭১
একটি অবহেলা : উদাসীনতার সঙ্গে দুআ করা ৭২
একটি ভুল ধারণা : মাইয়েতের রূহ চল্লিশ দিন বাড়ি আসা-যাওয়া করা ৭৩
এটি হাদীস নয় : আপনার জুতায় আরশ ধন্য হবে ৭৩
একটি ভুল কথা : খোদার পর বাবা-মা তারপর নবীজী! ৭৪
এটি হাদীস নয় : শয়তান ঈদের দিন রোযা রাখে ৭৬
একটি ভিত্তিহীন কথা : আলমে আরওয়াহের সেজদা ৭৬
আরেকটি ভিত্তিহীন কথা : কিয়ামতের দিন কি নবীজী
তিন স্থানে বেহুঁশ হবেন? (নাউযু বিল্লাহ!) ৭৭
একটি ভুল আমল : বরকতের জন্য সকালে
গোলাপজল সন্ধ্যায় আগরবাতি.. ৭৭
এটি হাদীস নয় : জিবরীলের চার প্রশ্ন... আপনি বড় না দ্বীন বড়? ৭৮
একটি ভুল প্রচলন : সালামের জবাব না দিয়ে 'কেমন আছেন' বলা ৭৯
একটি ভুল মাসআলা : রোযার নিয়ত কি মুখে করা জরুরি? ৮০
নামের ভুল উচ্চারণ : প্রসিদ্ধ দুইজন মুহাদ্দিসের নামের ভুল উচ্চারণ–
১. ইমাম তবারানী রাহ. ২. ইমাম দারাকুত্‌নী রাহ. ৮০
একটি ভুল মাসআলা : সন্তানের আকীকার গোস্ত কি
মা-বাবা খেতে পারবে না? ৮১
নামের ভুল উচ্চারণ : প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিসের নামের ভুল উচ্চারণ–
১. ইমাম দারিমী রাহ. ৮১
২. ইকরিমা ৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মাঈন রাহ. ৮২
একটি ভুল মাসআলা : যে মহিলাকে দিনে চল্লিশজন
বেগানা পুরুষ দেখল সে পুরুষের হুকুমে ৮২
একটি ভুল আমল : কুনূতের জন্য তাকবীর বলার সময় কি
প্রথমে হাত ছেড়ে তারপর বাঁধতে হয়? ৮৩
একটি ভুল ধারণা : সন্ধ্যার বাতি ৮৩
নামের বিকৃত উচ্চারণ : মেহবুব, রেহমান, মেহমুদ ৮৩
একটি ভুল আমল : দুআয়ে মা'সূরা কি শুধু

https://t.me/islaMic_fdf

'আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ...' ৮৪
একটি ভুল প্রচলন : চেয়ারে বসে নামায আদায়
করা কি ইচ্ছাধীন বিষয়? ৮৫
একটি ভুল প্রচলন : ডানে শুভলক্ষণ বামে কুলক্ষণ ৮৬
একটি বলার ভুল : আলাইহিস সাল্লাম ৮৬
ভুল উচ্চারণে দরূদ পাঠ : সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,
সালামু দুলাই আলাইকা ৮৭
একটি ভুল ধারণা : জুমার আগের বাংলা বয়ানকে খুতবা মনে করা ৮৮
একটি ভুল ধারণা : ভাত পড়লে তুলে না খেলে
কি তা কবরে বিচ্ছু হয়ে কামড়াবে? ৮৮
বলার ভুল : সন্তানকে বলা : তুমি আমার লক্ষ্মী! ৮৯
একটি ভুল প্রচলন : কবরের চার কোণে চার কুল ৮৯
ভুল উচ্চারণে কালেমা পাঠ : লা-ইলাহা ইল্লেল্লাহ ৯০
একটি বানোয়াট কিসসা : কোহে কাফের মোরগ ৯০
এটি হাদীস নয় : ফেরেশতারা গোনাহ মাথায় নিয়ে
মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন ৯১
একটি ভুল ধারণা : মহররম মাসে বিয়ে করা কি অশুভ! ৯২
আরেকটি ভুল ধারণা : আগের উম্মত কি নবীর
মাধ্যম ছাড়া দুআ করতে পারত না? ৯৩
১. মূসা আলাইহিস সালামের উম্মত ফেরাউনের স্ত্রীর দুআ ৯৩
২. আসহাবে কাহফ তথা তৎকালীন নবীর উম্মতের দুআ ৯৪
৩. ইমরানের স্ত্রীর দুআ ৯৪
এটি হাদীস নয় : আশুরার রোযা : ষাট বছর ইবাদতের সওয়াব ৯৪
একটি ভুল ঘটনা : হযরত আবু বকর রা.-এর চট পরিধান করা ৯৫
এটি হাদীস নয় : জ্ঞান-সাধকের দোয়াতের কালি
শহীদের রক্তের চেয়ে মূল্যবান ৯৬
একটি ভুল মাসআলা : মহিলাদের জবাইকৃত পশু কি হালাল নয়? ৯৭
একটি ভুল ধারণা : পায়ে মেহেদি দেওয়া কি নিষেধ? ৯৭
একটি ভুল আমল : নামাযে পায়ের আঙুল কেবলামুখী না রাখা ৯৭
এটি হাদীস নয় ৯৮
বলার ভুল : লাল বাতি জ্বললে নামায পড়া নিষেধ ৯৯
একটি মনগড়া আমল : মুসাফাহা করে বিসমিল্লাহির
রাহমানির রাহীম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ৯৯

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল ধারণা : প্রজাপতিকে পানি পান করালে
মৃত ব্যক্তিকে পান করানো হয় ১০০
এটি হাদীস নয় ১০০
একটি বলার ভুল : ...ইন্নী কুনতুম মিনায যলিমীন ১০২
একটি ভুল ধারণা : দুপুরে নামাযের নিষিদ্ধ সময় কি ঠিক ১২টা? ১০৩
একটি ভুল প্রথা : দোকান ঝাড়ু দেওয়ার আগে
ভিক্ষা না দেওয়া বা বেচাকেনা না করা ১০৩
একটি গর্হিত রসম : বিয়েতে রং মাখা-মাখি করা ১০৪
একটি নাজায়েয প্রচলন : চুল বিক্রি করা ১০৪
এটি হাদীস নয় : তালেবে ইলমের জন্য সত্তর
হাজার ফেরেশতা ডানা বিছিয়ে দেন ১০৪
একটি ভুল কথা : রোযাদারের খাবারের হিসাব হবে না ১০৫
এটি হাদীস নয় : শবে বরাতে হালুয়া-রুটি
বানালে আরশের নিচে ছায়া পাবে ১০৬
আরেকটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত : শবে বরাতের গোসল ১০৭
একটি ভুল উচ্চারণ : সালামের জবাবে 'অলাইকুম সালাম' ১০৮
একটি ভুল ধারণা : পাত্রে দু'বার খাবার তুলে না দিলে কি
আহার গ্রহণকারী ব্যক্তি পানিতে পড়ে মারা যায়? ১০৯
একটি ভুল ভাবনা : বাসন চেটে খেলে কি কন্যা সন্তান হয়? ১০৯
একটি ভুল চিন্তা : আমরা ইবাদত করলে কি আল্লাহ্র লাভ?! ১১০
একটি ভিত্তিহীন ঘটনা : ওয়ায়েস করনীর দাঁত ভাঙার গল্প ১১১
একটি ভুল আমল : মাসবুক ব্যক্তি ভুলে দুই দিকে
সালাম ফিরিয়ে ফেললে কি নামায বাতিল হয়ে যায়? ১১৩
একটি বাতিল বর্ণনা : আল্লাহ সুস্থতার নেয়ামত চাইতেন (নাউযু বিল্লাহ!) ... ১১৩
একটি ভুল ধারণা : শুকরের নাম মুখে নিলে কি চল্লিশ
দিন মুখ নাপাক থাকে? ১১৪
একটি নামের ভুল : ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ ১১৫
একটি ভুল মাসআলা : নাপাকি লাগলে কি কাপড়ের
কোণা ধুলেই চলবে?
একটি ভিত্তিহীন ঘটনা : হাসান বসরীর পানির ওপর জায়নামায বিছিয়ে নামায
পড়া এবং রাবেয়া বসরীর শূন্যের ওপর ... নামায পড়া ১১৬
একটি ভুল উচ্চারণ : এস্তেমা বা ইস্তেমা ১১৭
আরেকটি ভুল উচ্চারণ : মুআজ্জিম বা মুআজ্জেম ১১৮

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভিত্তিহীন ঘটনা : নূহ আলাইহিস সালামের
কিশতিতে মলত্যাগের ঘটনা ১১৮
আরেকটি ভিত্তিহীন ঘটনা : নূহ আ.-এর প্লাবন ও বুড়ির ঘটনা ১১৮
একটি ভুল বিশ্বাস : চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলা
কিছু কাটলে কি গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়? ১১৯
একটি ভুল ধারণা : কলা কি হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে খাওয়া সুন্নত
বা না-ভেঙে খাওয়া কি আদব পরিপন্থী? ১১৯
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : মূসা আ.-এর পেটব্যথা ও
গাছের পাতা খাওয়ার কাহিনী ১২০
একটি অমূলক ধারণা : একটি দাড়িতে সত্তরজন ফেরেশতা থাকে ১২১
একটি ভিত্তিহীন কথা : একটি ভাতের দানা বানাতে সত্তরজন
ফেরেশতা লাগে ১২১
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : ইদরীস আ.-এর জান্নাত দেখতে
গিয়ে আর বের না হওয়া ১২২
এটি হাদীস নয় : দুনিয়া পচা মরদেহের মতো, আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র
নাফরমানির মাধ্যমে) এর পিছে ছোটে সে কুকুরের মতো ১২৩
একটি ভুল নাম : আম্বিয়া খাতুন ১২৪
একটি ভুল বিশ্বাস : কবরের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা
করলে কি আঙুল পচে যায়? ১২৪
একটি ভুল রসম : মায়ের মাথা ছুঁয়ে কসম করা ১২৪
এটি হাদীস নয় : এক মুহূর্ত চিন্তা-ভাবনা করা/ মুহূর্তকালের
ধ্যানমগ্নতা ষাট বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম ১২৫
একটি জরুরি বিষয় ১৩০
অনির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত আমর ইবনে কায়েসের বালাগ ১৩১
নির্ভরযোগ্য মাওকূফ বর্ণনা ১৩২
'তাফক্কুর'-এর অর্থ ১৩২
একটি ভুল কথা : শিক্ষক ছাত্রকে শরীরের যে
স্থানে আঘাত করবে তা জান্নাতে যাবে! ১৩৩
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : ওয়ায়েস করনীর জন্য কি নবীজী
কোনো জুব্বা দিয়ে গিয়েছিলেন? ১৩৪
একটি রসম : কালেমার মাধ্যমে দুআ শেষ করা ১৩৫
কয়েকটি অবহেলা : দস্তরখানে খাদ্য পড়লে তুলে না খাওয়া, দস্তরখানকে
কাঁটা-হাড্ডি রাখার পাত্র বানানো এবং অপরিষ্কার রাখা ১৩৫

https://t.me/islaMic_fdf

একটি মারাত্মক ভুল চিন্তা : হারাম মাল ভক্ষণ বলতে কি শুধু
হারাম মাল দ্বারা পানাহার বুঝায়? ১৩৬
একটি ভুল ধারণা : ইস্তেঞ্জা করার পর পাত্রের অবশিষ্ট
পানি দ্বারা ওযু না করা ১৩৭
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : মূসা আ. ও আল্লাহ্র মাঝে কথোপকথন ১৩৭
এটি হাদীস নয় : যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে একটি চুল ফেলে দিল
সে যেন একটি মৃত গাধা ফেলে দিল ১৩৮
একটি ভুল কথা : খাওয়ার মাঝে মাঝে কি পানি পান করা সুন্নত ১৩৯
একটি মারাত্মক ভ্রান্ত চিন্তা : কর্মই ধর্ম ১৩৯
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : ফজরের নামায তরক করলে চেহারার
জ্যোতি কমে যায়, যোহরের নামায তরক করলে..., ...১৪১
একটি বানোয়াট কিস্‌সা : শাদ্দাদের বেহেশত ১৪৩
একটি ভুল উচ্চারণ : তাহাজ্জুতের নামায ১৪৪
একটি বানোয়াট কাহিনী : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে
উক্কাশা রা.-এর প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী ১৪৪
একটি ভুল ধারণা : রুকু-সেজদার তাসবীহ কি তিনবারের
বেশি পড়া নিষেধ? ১৪৬
এটি হাদীসের পাঠ নয় : স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত ১৪৬
কুসংস্কার : রাতে নিচের কাজগুলো করা যাবে না– ১৪৭
একটি ভুল ধারণা : কুরবানীর ঈদের দিন কি দুই পা-বিশিষ্ট
প্রাণী (হাঁস-মুরগি ইত্যাদি) জবাই করা নিষেধ? ১৪৮
একটি ভিত্তিহীন কথা : ইবরাহীম আ. কি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার
সময় আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন? ১৪৮
একটি ভিত্তিহীন কথা : সাত আসমানের কোনোটি
লোহা দিয়ে তৈরি, কোনোটি..., ... ১৪৯
একটি কুসংস্কার : প্রথম সন্তান মারা গেলে কি পরের
সন্তানের কান ফুটো করে দিতে হয়! ১৫০
একটি ভুল প্রচলন : সালোয়ার-পায়জামা কি বসে পরা সুন্নত? ১৫১
একটি ভুল মাসআলা : কাপড় পাক করার সময় বিসমিল্লাহ
না বললে কি কাপড় পাক হয় না! ১৫১
আরেকটি ভুল মাসআলা : কাপড় বা শরীরে কি কুকুরের
স্পর্শ লাগলে নাপাক হয়ে যায়? ১৫১
একটি ভুল ধারণা : যে ঘরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়

https://t.me/islaMic_fdf

সে ঘর কি চল্লিশ দিন নাপাক থাকে? ১৫২
একটি ভুল রসম : ঝুড়িতে করে কবরের মাটি এনে
বাড়ির মহিলাদের থেকে ছুঁয়ে নেওয়া ১৫২
একটি জানার ভুল : বিধর্মী ভিক্ষুককে কি ভিক্ষা দেওয়া নিষেধ? ১৫৩
একটি বানোয়াট কিচ্ছা : নবীজীর ওফাতের সময়
মালাকুল মাওতের অনুমতি প্রার্থনা ১৫৩
একটি অবাস্তব কথা : বিদায় হজের ভাষণ শেষে সাহাবীগণের যার ঘোড়া
যেদিকে মুখ করা ছিল তিনি সেদিকেই বেরিয়ে পড়েছেন...! ১৫৩
একটি ভুল ধারণা : 'কবুল' শব্দ না বললে কি বিয়ে সহীহ হয় না? ১৫৪
একটি ভুল রসম : দাফনের পর কবরে আযান দেওয়া ১৫৫
একটি ভুল ধারণা : মাদা বকরি দিয়ে কি আকীকা সহীহ হয় না? ১৫৫
একটি ভুল মাসআলা : স্বামী কি মৃত স্ত্রীকে দেখতে পারবে না? ১৫৫
একটি ভুল ধারণা : রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে কি রোযা ভেঙে যায়? ১৫৫
একটি ভুল প্রচলন : আযানের দুআর জন্য হাত তোলা ১৫৬
একটি ভুল ধারণা : সফর অবস্থায় কি সুন্নত নামায পড়া যাবে না? ১৫৬
একটি অলীক কাহিনী : আখেরী জমানায় একজন পুরুষের
বিপরীতে ১৫/২০জন নারী হবে এবং..., ... ১৫৭
একটি ভুল রসম : তিনবার কবুল না বললে কি বিয়ে সহীহ হবে না? ১৫৭
একটি ভুল ধারণা : অবিবাহিত ইমামের পেছনে কি নামায পড়া যাবে না?.. ১৫৭
একটি ভুল প্রচলন : কুরআন মাজীদ পড়ে গেলে কি
তা ওজন করে চাল সদকা করতে হয়? ১৫৮
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : আসহাবে কাহফের কুকুর,
সুলাইমান আ.-এর পিঁপড়া, সালেহ আ.-এর উটনী,
ইসমাঈল আ.-এর দুম্বা ইত্যাদি কি জান্নাতে প্রবেশ করবে? ১৫৮
একটি ভুল ধারণা : কনে থেকে 'ইযন' নেওয়ার সময় কি সাক্ষী জরুরি?... ১৫৯
ভুল বিশ্বাস : কোনো ঘরে পেঁচা বসলে কি সে ঘরের
কেউ মারা যাবে বা বিপদ আসবে? ১৫৯
একটি ভুল কথা : জানাযার নামাযের কাতার কি বেজোড়
হওয়া জরুরি? ১৬০
একটি ভুল আমল : জামাতের কাতারে দাঁড়িয়ে
ফজরের সুন্নত আদায় করা ১৬১
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : সারা জীবনের কাযা নামাযের কাফফারা ১৬১
একটি ভুল মাসাআলা : আত্মহত্যাকারীর কি জানাযা পড়া নিষেধ বা

https://t.me/islaMic_fdf

তার জন্য কি মাগফেরাতের দুআ করা নিষেধ? ১৬২
একটি বানোয়াট কিসসা : ইবরাহীম আ. কি ইসমাঈল আ. ও তার
মাকে দাওয়াত খাওয়ার কথা বলে নিয়ে যান? ১৬৩
একটি ভিত্তিহীন কথা : নবীজী কি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে
উঠে আল্লাহকে সেজদা করেছিলেন এবং...? ১৬৪
একটি কুসংস্কার : বিয়ের পরে মেয়েরা চুড়ি বা নাকফুল না পরলে
কি স্বামীর হায়াত কমে যায়? ১৬৪
একটি মনগড়া ফযীলত : সুন্নত অনুযায়ী বড় ইস্তেঞ্জা করলে পনেরো পারা
কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব হবে! ১৬৫
একটি ভুল আমল : শেষ বৈঠকের সময় উপস্থিত হলে
জামাতে শরিক না হওয়া ১৬৫
একটি ভুল নাম : আব্দুন নবী ১৬৫
একটি ভুল ধারণা : মুসাফাহা কি শুধু পুরুষদের জন্য? ১৬৬
একটি অমূলক ধারণা : পিতলের তৈরি প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি
ব্যবহার করা কি নিষেধ? ১৬৬
একটি ভুল ধারণা : পানি পান করার সময় গোঁফে
পানি লাগলে কি তা পান করা হারাম বা নাপাক হয়ে যায়? ১৬৭
একটি বানোয়াট কিস্সা : প্লাবনের পর নূহ আ.-কে হত্যার ষড়যন্ত্র!......... ১৬৭
একটি ভুল পদ্ধতি : রুকু না পেলে আবার নতুন
করে তাকবীর বলে হাত বাঁধা ১৬৮
একটি মারাত্মক অবহেলা : রুশো, নিউটন, ফ্যান্সি ইত্যাদি
বিজাতীয় নাম রাখা ১৬৯
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : সাপের পেটে করে ইবলিস
জান্নাতে প্রবেশ করে এবং আদম-হাওয়া আ.-কে ধোঁকা দেয় ১৭০
একটি ভুল ধারণা : ইশার নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত
শুরু হয় কি রাত ১২টার পর থেকে? ১৭১
আরেকটি ভুল ধারণা : বিদায়ের সময় সালাম-মুসাফাহা
করা কি সুন্নতের খেলাফ? ১৭২
একটি ভুল পন্থা : ফরয নামাযের পরের তাসবীহ
কি দ্রুত পড়াই নিয়ম! ১৭৩
একটি কুসংস্কার : গর্ভাবস্থায় আগের সন্তানের খতনা করানো যাবে না ১৭৪
একটি ভুল পদ্ধতি : সময় বিবেচনা ছাড়াই সুন্নতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া ১৭৪
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : যে যতবার লাব্বাইক বলেছে

https://t.me/islaMic_fdf

তত্তবার হজে যাবে.. ১৭৬
একটি অলীক কাহিনী : স্ত্রীকে মাছ কাটতে দিয়ে গোসল করতে..., ... ১৭৬
একটি মনগড়া রসম : দেনমোহরের ক্ষেত্রে জোড় সংখ্যা রাখা
যাবে না, বেজোড় সংখ্যা হতে হবে ১৭৭
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : দুই ব্যক্তির রূহ কবয করতে
মালাকুল মাওতের কষ্ট হয়েছে ১৭৮
একটি ভুল মাসআলা : নামাযের সময় নারীদের একটি
চুল বেরিয়ে থাকলেও কি নামায হবে না! ১৭৯
একটি ভুল কথা : কোনো নারী নাক কান না ফোঁড়ালে কিয়ামতের দিন
লোহা দিয়ে তা ছিদ্র করে দেওয়া হবে ১৮০
একটি ভিত্তিহীন কথা : এক নামের সবাইকে মাফ করে দেওয়া হবে ১৮০
একটি অনুচিত কাজ : মাসবুক মুসল্লীর দিকে মুখ করে
দ্রুত নামায শেষ করার তাগাদা দেওয়া ১৮২
একটি ভুল মাসআলা : কুরআন তেলাওয়াত বা অন্য আমলের নিয়তে
ওযু করলে কি সে ওযু দিয়ে নামায পড়া যাবে না? ১৮২
একটি ভুল আমল : সেজদার আয়াত বাদ দিয়ে তেলাওয়াত করা ১৮৩
একটি মনগড়া রসম : কাফনের ওপর ইয়াসীন, কালেমা ও মুনকার
নাকীরের প্রশ্নের উত্তর লিখে দেওয়া ১৮৩
একটি দরূদ ও ভিত্তিহীন ফযীলত : দরূদে মাহি ১৮৪
একটি নামের ভুল উচ্চারণ : ফাতেমাতুয যুহরা ১৮৫
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : ওযুর পর সূরা কদ্‌র পাঠ করা এবং
তার ফযীলত ১৮৫
একটি বানোয়াট কিসসা : কা'বা ঘর নির্মাণের পর বেঁচে যাওয়া
বালু/পাথর যেখানে পড়েছে সেখানে মসজিদ হবে ১৮৬
একটি ভুল মাসআলা : কেরোসিন তেল কি নাপাক? ১৮৭
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : হে আলী! পাঁচটি কাজ না করে ঘুমাবে না..., ... ১৮৭
আরেকটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : কিয়ামতের দিন মসজিদসমূহ
বগির মতো কা'বার সঙ্গে..., ... ১৮৯
মুসাফাহার ভিত্তিহীন ফযীলত : কেউ যদি দিনে পঁচিশজনের সঙ্গে মুসাফাহা করে
আর সেদিন মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ১৯০
একটি বানোয়াট কিসসা : আওজ ইবনে উনুক,
নূহ আলাইহিস সালাম এবং বিসমিল্লাহ্‌র ঘটনা ১৯০
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : যৌবনে ইবাদতের সওয়াব

https://t.me/islaMic_fdf

জিবরীল আ. গুনে শেষ করতে পারেন না! ১৯২
একটি অসচেতনতা : কোনো মজমা থেকে বের হওয়ার
সময় অন্যের জুতা-সেন্ডেল মাড়ানো ১৯২
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : জুমাবার হজ হলে সত্তর হজের সওয়াব ১৯৩
একটি ভুল ধারণা : মেহরাব কি মসজিদের অংশ নয়? ১৯৪
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : মায়ের অসন্তুষ্টির কারণে
মৃত্যুশয্যায় যুবকের কালেমা বলতে না পারা ১৯৪
একটি অসচেতনতা : নিঃশব্দের কেরাত কি দ্রুত পড়াই নিয়ম! ১৯৬
এটি হাদীস নয় : যে তার চোখ দুটিকে ভালোবাসে
সে যেন আসরের পরে না লেখে ১৯৬
একটি অসতর্কতা : রিংটোন হিসেবে আযান,
কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির ব্যবহার ১৯৭
একটি বাড়াবাড়ি : জামাত চলাকালীন কারো ফোন এলে
ফোনদাতাকে বেনামাযী বলে গালি দেওয়া ১৯৭
মূসা আ. ও আল্লাহ্র মাঝে কথোপকথন : আল্লাহ! আসমান-জমিন-সূর্য
এত বড় বড় সৃষ্টি, আপনার নাফরমানী করলে কী করবেন? ১৯৯
একটি ভুল ধারণা : ওলী-বুযুর্গদের কবরকে কি
কবর বলা যাবে না, মাযার বলতে হবে? ২০০
বলার ভুল : আল্লাহ সুব্হানাল্লাহু তাআলা ২০১
একটি অলীক কাহিনী : জিবরীল আ.-এর জান্নাত মাপার কাহিনী ২০১
একটি ভুল ধারণা : বানর প্রাণিটি কি বনী ইসরাঈলের বানরে
রূপান্তরিত হওয়া মানুষের বংশধর? ২০৩
একটি অনুচিত কাজ : খবরের কাগজের টুকরো দিয়ে হাত মোছা ২০৪
একটি অলীক কাহিনী : মূসা আলাইহিস সালাম ও
এক পাপিষ্ঠা নারীর কাহিনী ২০৪
একটি মনগড়া কথা : দুআর সময়ে প্রবাহিত চোখের পানি চেহারায়
মুছে নিলে সেই চেহারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না ২০৬
ভিত্তিহীন বর্ণনা : রজব মাসের নামায বিষয়ে কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা ২০৭
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : শবে বরাতে ইবাদতের ফযীলত
বিষয়ে ঈসা আ. ও বুযুর্গ বৃদ্ধের কাহিনী ২০৯
একটি ভুল আমল : পারিশ্রমিক দিয়ে ইতেকাফ করানো ২১২
একটি ভিত্তিহীন আমল : জুমাতুল বিদা ও তার বিশেষ নামায ২১২
একটি ভুল ধারণা : কবরের সওয়াল-জওয়াবের সময় কি

https://t.me/islaMic_fdf

নবীজীর ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে? ২১৩
একটি ভুল মাসআলা : তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পর কেরাতে
নামায ফাসেদ হওয়ার মতো ভুল হলেও কি নামায হয়ে যাবে? ২১৪
একটি বানোয়াট কিসসা : মিষ্টি খেতে বারণ করার জন্য
নবীজী বললেন, তিন দিন পরে এসো..., ... ২১৫
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : যিলকদ মাসের রোযার বিশেষ ফযীলত ২১৫
একটি ভুল ধারণা : কুরবানীর গোশত কি অমুসলিমদের দেওয়া যায় না? ... ২১৬
একটি কুফুরি বাক্য : আল্লাহ্ আমার সন্তান ছাড়া
আর কাউকে দেখল না!.. ২১৭
একটি ভুল মাসআলা : সন্তান প্রসবের পর চল্লিশের আগে পবিত্র হয়ে
গেলেও কি চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায-রোযা নিষেধ? ২১৯
একটি বানোয়াট কিসসা : মূসা আলাইহিস সালাম ও
তিন ব্যক্তির কাহিনী ২২০
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও
আবু বকর রা.-এর একান্ত আলাপচারিতা ওমর রা.-ও বুঝতেন না! ২২১
একটি ভিত্তিহীন কথা : কিয়ামতের দিন প্রতিটি মসজিদ
তার মুসল্লীদের নিয়ে জান্নাতে যাবে ২২২
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : দাওয়াতের কাজের বিশেষ ফযীলত ২২৩
একটি বানোয়াট কিসসা : নবীজীকে হুসাইন রা.-এর প্রশ্ন– নানাজী!
আপনি বড় না আমি বড়? ২২৩
একটি ভুল প্রথা : বিয়ের দিন-তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পঞ্জিকা
দেখে শুভ-অশুভ দিন-তারিখ নির্ণয় করা ২২৪
আরেকটি ভুল ধারণা : কা'বা শরীফ দেখলে বা ওমরা
করলে কি হজ ফরয হয়ে যায়? ২২৫
মূসা আ. ও আবেদের কিসসা : আমি ছাড়া আর কেউ
যেন জাহান্নামে না যায় ২২৫
একটি জাহেলি কথা : নামায না পড়লে কী হয়েছে, ঈমান ঠিক আছে! ২২৬
একটি ভিত্তিহীন কথা : যে রাস্তায় দাওয়াতের কাজ নিয়ে মানুষ চলে
সে রাস্তা অন্যান্য রাস্তার ওপর গর্ব করতে থাকে ২২৬
একটি ভুল রসম : দাফনের পরপর মৃতের বাড়িতে
খাবারের আয়োজন করা ২২৮
একটি সূরার নামের ভুল উচ্চারণ : সূরা আল-ইমরান ২২৮
একটি ভুল বিশ্বাস : ঘরে মাকড়সার জাল থাকলে কি

https://t.me/islaMic_fdf

অভাব-অনটন দেখা দেয়? ২২৯
একটি ভুল মাসআলা : মশার রক্ত লেগে থাকলে কি নামায হয় না? ২২৯
একটি গর্হিত কাজ : যাকাত থেকে বাঁচার জন্য
নাবালেগ সন্তানকে মালিক বানিয়ে দেওয়া! ২২৯
একটি ভিত্তিহীন কথা : কিয়ামতের দিন কি
আলেমদের হিসাব-নিকাশ হবে পর্দার আড়ালে? ২৩১
একটি সংশোধনযোগ্য প্রবাদ বাক্য : কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না ২৩১
এ বর্ণনাটির পাঠ ওভাবে নয় এভাবে : আল্লাহ তোমাদের চেহারা-আকৃতি
ও আমলের দিকে তাকান না; বরং..., ... ২৩২
একটি অসতর্কতা : আকীকার দিন গুনতে ভুল করা ২৩৩
একটি ভুল আমল : কাতার ঠিক হওয়ার আগেই নিয়ত বেঁধে ফেলা ২৩৪
যিলকদ মাসকেন্দ্রিক কিছু ভিত্তিহীন আমল ও ফযীলত ২৩৪
একটি ভিত্তিহীন কথা : মাটির ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের আগে কি
'উসকুত আন যিকরিল্লাহ' বলতে হয়! ২৩৬
একটি ভিত্তিহীন ফযীলত : আল্লাহ্র রাস্তায় মেহনতকারীর জন্য
আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তিন দুআ করেন ২৩৭
যিলহজ্ব মাসকেন্দ্রিক কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা ২৩৮
১. যিলহজ মাসের বিভিন্ন নামায ২৪০
২. পাঁচ যিলহজ পর্যন্ত ফজরের নামাযের পর বিশেষ দুআ ২৪০
৩. নয় যিলহজের প্রতিদিনের রোযার ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত ২৪১
একটি জাল বর্ণনা : যিলহজের শেষ দিন ও মহররমের
প্রথম দিন রোযা রাখার ফযীলত ২৪২
একটি ভুল আমল : কবরে রাখার পর মাইয়েতের
শুধু চেহারা কেবলামুখী করে দেওয়া ২৪৩
একটি ভুল রসম : মাইয়েতের খাটিয়া বহনের সময়
উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পড়তে থাকা ২৪৪
একটি ভিত্তিহীন কথা : ইবলিস কি 'মুআল্লিমুল মালাইকাহ' ছিল? ২৪৫
একটি ভিত্তিহীন আমল : আখেরী চাহার শোম্বার নামায ২৪৭
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : নবীজীর বাড়িতে দুষ্ট মেহমান ২৪৭
একটি অনুচিত কাজ : কালেমা বা আয়াত খচিত
কাপড় দ্বারা মাইয়েতের খাটিয়া ঢাকা ২৫০
ভিত্তিহীন আমল : রবিউল আখির-এর বিশেষ নামায ও আমল ২৫০
একটি ভিত্তিহীন কিসসা : আবু জেহেলের গর্ত খোঁড়ার কিসসা ২৫১

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল ধারণা : সূর্যগ্রহণের সময় কি গর্ভবতী নারী
কিছু খেতে পারবে না? ২৫২
একটি ভুল নাম : মানতাশা ২৫৩
একটি ভুল ধারণা : জান্নাতের সুসংবাদ কি কেবল
দশজন সাহাবীই লাভ করেছেন? ২৫৪
এটি কি নাম হতে পারে? : আলফে সানী ২৫৬
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : নবীকন্যা ফাতেমা রা.-এর
ঘরে জান্নাতের খাবার.. ২৫৬
এটি কি কারো নাম হতে পারে? : সাবেরীন ২৫৯
একটি নামের ভুল উচ্চারণ : ইবনুল কাইয়ূম ২৫৯
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : আলী রা.-এর ছয় দিরহাম দান এবং
জিবরীল আ. ও মিকাঈল আ.-এর উটনী ক্রয়-বিক্রয় ২৬০
একটি ভিত্তিহীন কথা : ২৩ বছরে জিবরীল আ. নবীজীর কাছে এসেছেন
৪০,০০০ বার আর নূহ আ.-এর ৯৫০ বছরে মাত্র ৫ বার! ২৬৩
শব্দের ভুল ব্যবহার : একজন সাহাবা/সাহাবাগণ ২৬৪
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : জান্নাতে মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী কে? ... ২৬৫
একটি ভুল ধারণা : জবাই কি আড়াই পোঁচেই করতে হবে? ২৬৬
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : ফেরেশতাদের দরূদ ও তার ফযীলত ২৬৬
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : মহররমের প্রথম দশদিন রোযা রাখার ফযীলত ২৬৮
একটি ভুল আমল : ইমাম সাহু সেজদার জন্য সালাম
ফেরালে কি মাসবুকও সালাম ফেরাবে? ২৭০
একটি ভিত্তিহীন কিসসা : জিবরীল আ.-কে নবীজীর জিজ্ঞাসা
আপনার বয়স কত?... নবীজী বললেন, আমিই ওই তারকা...!! ২৭১
একটি ভুল নাম : জাফী ২৭২
আরেকটি ভুল নাম : মাহীন ২৭২
ভিত্তিহীন বর্ণনা : রবিউল আউয়ালে বিশেষ নামায
এবং দরূদ পাঠের ফযীলত ২৭৪

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

বিষয়ভিত্তিক সূচি

ভুল বিশ্বাস

একটি ভুল বিশ্বাস : কিয়ামতের আলামত : বেগুন গাছ তলায় হাট বসবে ৬০
একটি ভুল বিশ্বাস : চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলা
কিছু কাটলে কি গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়? ১১৯
একটি ভুল বিশ্বাস : কবরের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা
করলে কি আঙুল পচে যায়? ১২৪
ভুল বিশ্বাস : কোনো ঘরে পেঁচা বসলে কি সে ঘরের
কেউ মারা যাবে বা বিপদ আসবে? ১৫৯
একটি ভুল বিশ্বাস : ঘরে মাকড়সার জাল থাকলে কি
অভাব-অনটন দেখা দেয়? ২২৯

হাদীস নয়/ভিত্তিহীন বর্ণনা

এটি হাদীস নয় : জুমার রাত কি কদরের রাত থেকেও উত্তম! ৪১
এটি হাদীস নয় : আবু বকর রা.-এর কাছে জিবরীল আ. কি
নিজের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন? ৪৪
এটি হাদীস নয় : যারা শিক্ষা লাভ করে এবং সে
অনুযায়ী কাজ করে তারাই প্রকৃত বিদ্বান ৭১
এটি হাদীস নয় : আপনার জুতায় আরশ ধন্য হবে ৭৩
এটি হাদীস নয় : শয়তান ঈদের দিন রোযা রাখে ৭৬
এটি হাদীস নয় : জিবরীলের চার প্রশ্ন... আপনি বড় না দ্বীন বড়? ৭৮
এটি হাদীস নয় : ফেরেশতারা গোনাহ্ মাথায় নিয়ে
মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন ৯১
এটি হাদীস নয় : আশুরার রোযা : ষাট বছর ইবাদতের সওয়াব ৯৪
এটি হাদীস নয় : জ্ঞান-সাধকের দোয়াতের কালি
শহীদের রক্তের চেয়ে মূল্যবান ৯৬
এটি হাদীস নয় : তালেবে ইলমের জন্য সত্তর
হাজার ফেরেশতা ডানা বিছিয়ে দেন ১০৪
এটি হাদীস নয় : শবে বরাতে হালুয়া-রুটি
বানালে আরশের নিচে ছায়া পাবে ১০৬

https://t.me/islaMic_fdf

এটি হাদীস নয় : দুনিয়া পচা মরদেহের মতো, আর যে ব্যক্তি
(আল্লাহ্‌র নাফরমানির মাধ্যমে) এর পিছে ছোটে সে কুকুরের মতো ১২৩
এটি হাদীস নয় : এক মুহূর্ত চিন্তা-ভাবনা করা/মুহূর্তকালের ধ্যানমগ্নতা
ষাট বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম ১২৫
এটি হাদীস নয় : যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে একটি চুল ফেলে দিল
সে যেন একটি মৃত গাধা ফেলে দিল ১৩৮
এটি হাদীস নয় : যে তার চোখ দুটিকে ভালোবাসে
সে যেন আসরের পরে না লেখে ১৯৬
এটি হাদীসের পাঠ নয় : স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত ১৪৬
আরেকটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত : শবে বরাতের গোসল ১০৭
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : মূসা আ.-এর পেটব্যথা ও
গাছের পাতা খাওয়ার কাহিনী ১২০
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : ওয়ায়েস করনীর জন্য কি নবীজী
কোনো জুব্বা দিয়ে গিয়েছিলেন? ১৩৪
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : ফজরের নামায তরক করলে চেহারার
জ্যোতি কমে যায়, যোহরের নামায তরক করলে..., ... ১৪১
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : আসহাবে কাহফের কুকুর, সুলাইমান আ.-এর
পিঁপড়া, সালেহ আ.-এর উটনী ... ইত্যাদি কি জান্নাতে প্রবেশ করবে? ১৫৮
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : সারা জীবনের কাযা নামাযের কাফফারা ১৬১
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : যে যতবার লাব্বাইক বলেছে
ততবার হজে যাবে ১৭৬
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : ওযুর পর সূরা কদ্‌র পাঠ করা এবং
তার ফযীলত ১৮৫
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : হে আলী! পাঁচটি কাজ না করে ঘুমাবে না..., ... ১৮৭
আরেকটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : কিয়ামতের দিন মসজিদসমূহ
বগির মতো কা'বার সঙ্গে..., ... ১৮৯
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : যৌবনে ইবাদতের সওয়াব
জিবরীল আ. গুনে শেষ করতে পারেন না! ১৯২
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : জুমাবার হজ হলে সত্তর হজের সওয়াব ১৯৩
ভিত্তিহীন বর্ণনা : রজব মাসের নামায বিষয়ে কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা ২০৭
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : যিলকদ মাসের রোযার বিশেষ ফযীলত ২১৫
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও
আবু বকর রা.-এর একান্ত আলাপচারিতা ওমর রা.-ও বুঝতেন না! ২২১
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : দাওয়াতের কাজের বিশেষ ফযীলত ২২৩

https://t.me/islaMic_fdf

যিলহজ্ব মাসকেন্দ্রিক কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা ২৩৮
১. যিলহজ মাসের বিভিন্ন নামায ২৪০
২. পাঁচ যিলহজ পর্যন্ত ফজরের নামাযের পর বিশেষ দুআ ২৪০
৩. নয় যিলহজের প্রতিদিনের রোযার ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত ২৪১
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : ফেরেশতাদের দরূদ ও তার ফযীলত ২৬৬
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : মহররমের প্রথম দশদিন রোযা রাখার ফযীলত ২৬৮
ভিত্তিহীন বর্ণনা : রবিউল আউয়ালে বিশেষ নামায
এবং দরূদ পাঠের ফযীলত ২৭৪
একটি জাল বর্ণনা : যিলহজের শেষ দিন ও মহররমের
প্রথম দিন রোযা রাখার ফযীলত ২৪২
একটি বাতিল বর্ণনা : আল্লাহ্ সুস্থতার নেয়ামত চাইতেন (নাউযু বিল্লাহ!) ... ১১৩

ভুল ধারণা

একটি ভুল ধারণা : তাকাব্বুরের নিয়ত না থাকলে কি
টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা যায় ৩৮
একটি ভুল ধারণা : ইস্তেখারার জন্য কি দুআ পড়ে ঘুমাতেই হয় ৪৮
একটি ভুল ধারণা : দরূদে ইবরাহীমী কি শুধু নামাযে পড়ার জন্য? ৫৭
একটি ভুল ধারণা : টাখনুর ওপর কাপড় কি শুধু নামাযের সময়? ৬২
আরেকটি ভুল ধারণা :'ইন্না-লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন'
কি শুধু মৃত্যু সংবাদ শুনলে? ৬৩
একটি ভুল ধারণা : যাকাত কি শুধু রমযান মাসে আদায় করতে হয়? ৬৫
একটি ভুল ধারণা : জায়নামায বিছিয়ে রাখলে কি
শয়তান এসে তাতে নামায পড়ে? ৬৭
একটি ভুল ধারণা : মাইয়েতের রূহ চল্লিশ দিন বাড়ি আসা-যাওয়া করা ৭৩
একটি ভুল ধারণা : সন্ধ্যার বাতি ৮৩
একটি ভুল ধারণা : জুমার আগের বাংলা বয়ানকে খুতবা মনে করা ৮৮
একটি ভুল ধারণা : ভাত পড়লে তুলে না খেলে
কি তা কবরে বিচ্ছু হয়ে কামড়াবে? ৮৮
একটি ভুল ধারণা : মহররম মাসে বিয়ে করা কি অশুভ! ৯২
আরেকটি ভুল ধারণা : আগের উম্মত কি নবীর
মাধ্যম ছাড়া দুআ করতে পারত না? ৯৩
একটি ভুল ধারণা : পায়ে মেহেদি দেওয়া কি নিষেধ? ৯৭
একটি ভুল ধারণা : প্রজাপতিকে পানি পান করালে
মৃত ব্যক্তিকে পান করানো হয় ১০০

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল ধারণা : দুপুরে নামাযের নিষিদ্ধ সময় কি ঠিক ১২টা? ১০৩
একটি ভুল ধারণা : পাত্রে দু'বার খাবার তুলে না দিলে কি
আহার গ্রহণকারী ব্যক্তি পানিতে পড়ে মারা যায়? ১০৯
একটি ভুল ধারণা : শুকরের নাম মুখে নিলে কি চল্লিশ দিন
মুখ নাপাক থাকে? ১১৪
একটি ভুল ধারণা : ইস্তেঞ্জা করার পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি
দ্বারা ওযু না করা ১৩৭
একটি ভুল ধারণা : রুকু-সেজদার তাসবীহ কি তিনবারের
বেশি পড়া নিষেধ? ১৪৬
একটি ভুল ধারণা : কুরবানীর ঈদের দিন কি দুই পা-বিশিষ্ট
প্রাণী (হাঁস-মুরগি ইত্যাদি) জবাই করা নিষেধ? ১৪৮
একটি ভুল ধারণা : যে ঘরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়
সে ঘর কি চল্লিশ দিন নাপাক থাকে? ১৫২
একটি ভুল ধারণা : 'কবুল' শব্দ না বললে কি বিয়ে সহীহ হয় না? ১৫৪
একটি ভুল ধারণা : মাদা বকরি দিয়ে কি আকীকা সহীহ হয় না? ১৫৫
একটি ভুল ধারণা : রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে কি রোযা ভেঙে যায়?.....১৫৫
একটি ভুল ধারণা : সফর অবস্থায় কি সুন্নত নামায পড়া যাবে না? ১৫৬
একটি ভুল ধারণা : অবিবাহিত ইমামের পেছনে কি নামায
পড়া যাবে না? ১৫৭
একটি ভুল ধারণা : কনে থেকে 'ইয্ন' নেওয়ার সময় কি সাক্ষী জরুরি?...১৫৯
একটি ভুল ধারণা : মুসাফাহা কি শুধু পুরুষদের জন্য? ১৬৬
একটি ভুল ধারণা : পানি পান করার সময় গোঁফে
পানি লাগলে কি তা পান করা হারাম বা নাপাক হয়ে যায়? ১৬৭
একটি ভুল ধারণা : ইশার নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত
শুরু হয় কি রাত ১২টার পর থেকে? ১৭১
আরেকটি ভুল ধারণা : বিদায়ের সময় সালাম-মুসাফাহা
করা কি সুন্নতের খেলাফ? ১৭২
একটি ভুল ধারণা : মেহরাব কি মসজিদের অংশ নয়? ১৯৪
একটি ভুল ধারণা : ওলী-বুযুর্গদের কবরকে কি
কবর বলা যাবে না, মাযার বলতে হবে? ২০০
একটি ভুল ধারণা : বানর প্রাণিটি কি বনী ইসরাঈলের বানরে
রূপান্তরিত হওয়া মানুষের বংশধর? ২০৩
একটি ভুল ধারণা : কবরের সওয়াল-জওয়াবের সময় কি
নবীজীর ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে? ২১৩

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল ধারণা : কুরবানীর গোশত কি অমুসলিমদের দেওয়া যায় না?... ২১৬
আরেকটি ভুল ধারণা : কা'বা শরীফ দেখলে বা ওমরা
করলে কি হজ ফরয হয়ে যায়? ২২৫
একটি ভুল ধারণা : সূর্যগ্রহণের সময় কি গর্ভবতী নারী
কিছু খেতে পারবে না? ২৫২
একটি ভুল ধারণা : জান্নাতের সুসংবাদ কি কেবল
দশজন সাহাবীই লাভ করেছেন? ২৫৪
একটি ভুল ধারণা : জবাই কি আড়াই পোঁচেই করতে হবে? ২৬৬
একটি ভিত্তিহীন ধারণা : দাফনের পর জুমা বা রমযান এলে কি
কিয়ামত পর্যন্ত আযাব মাফ হয়ে যায়? ৪৬
একটি ভিত্তিহীন ধারণা : মুত্তালিব নাম আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত নয় :
আবদুল মুত্তালিব নাম রাখার বিধান ৪৭
একটি ভুল ধারণা : কলা কি হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে খাওয়া সুন্নত
বা না-ভেঙে খাওয়া কি আদব পরিপন্থী? ১১৯
একটি অমূলক ধারণা : পিতলের তৈরি প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি
ব্যবহার করা কি নিষেধ? ১৬৬
একটি অমূলক ধারণা : একটি দাড়িতে সত্তরজন ফেরেশতা থাকে ১২১

ভুল মাসআলা

একটি ভুল মাসআলা : কেরাতে লোকমা হলে কি সাহু সেজদা করা জরুরি... ৪৩
একটি ভুল মাসআলা : মা ভিন্ন হওয়ার কারণে সন্তানরা কি
পিতার মীরাছ থেকে অংশ পায় না? ৪৫
একটি ভুল মাসআলা : নাম বদলালে কি আকীকা দোহরাতে হয়? ৫৯
একটি ভুল মাসআলা : গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা বললে
কি ওযু নষ্ট হয়ে যায় ৬৫
একটি ভুল মাসআলা : রোযার নিয়ত কি মুখে করা জরুরি? ৮০
একটি ভুল মাসআলা : সন্তানের আকীকার গোস্ত কি
মা-বাবা খেতে পারবে না? ৮১
একটি ভুল মাসআলা : যে মহিলাকে দিনে চল্লিশজন
বেগানা পুরুষ দেখল সে পুরুষের হুকুমে ৮২
একটি ভুল মাসআলা : মহিলাদের জবাইকৃত পশু কি হালাল নয়? ৯৭
একটি ভুল মাসআলা : নাপাকি লাগলে কি কাপড়ের কোণা ধুলেই চলবে?...১১৬
একটি ভুল মাসআলা : কাপড় পাক করার সময় বিসমিল্লাহ
না বললে কি কাপড় পাক হয় না! ১৫১

https://t.me/islaMic_fdf

আরেকটি ভুল মাসআলা : কাপড় বা শরীরে কি কুকুরের স্পর্শ লাগলে নাপাক হয়ে যায়? ১৫১
একটি ভুল মাসআলা : স্বামী কি মৃত স্ত্রীকে দেখতে পারবে না? ১৫৫
একটি ভুল মাসাআলা : আত্মহত্যাকারীর কি জানাযা পড়া নিষেধ বা তার জন্য কি মাগফেরাতের দুআ করা নিষেধ? ১৬২
একটি ভুল মাসআলা : নামাযের সময় নারীদের একটি চুল বেরিয়ে থাকলেও কি নামায হবে না! ১৭৯
একটি ভুল মাসআলা : কুরআন তেলাওয়াত বা অন্য আমলের নিয়তে ওযু করলে কি সে ওযু দিয়ে নামায পড়া যাবে না? ১৮২
একটি ভুল মাসআলা : কেরোসিন তেল কি নাপাক? ১৮৭
একটি ভুল মাসআলা : তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পর কেরাতে নামায ফাসেদ হওয়ার মতো ভুল হলেও কি নামায হয়ে যাবে? ২১৪
একটি ভুল মাসআলা : সন্তান প্রসবের পর চল্লিশের আগে পবিত্র হয়ে গেলেও কি চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায-রোযা নিষেধ? ২১৯
একটি ভুল মাসআলা : মশার রক্ত লেগে থাকলে কি নামায হয় না? ২২৯

ভুল আমল/কাজ

একটি ভুল আমল : ইমামকে রুকুতে পেলেও কি 'ছানা' পড়তে হবে? ৫৯
একটি ভুল আমল : মসজিদে গিয়ে কি আগে বসতে হয় তারপর নামায পড়তে হয়? ৬৩
একটি ভুল আমল : ছেলের পিতাও কি পাত্রী দেখবে? ৬৪
একটি ভুল মাসআলা : গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা বললে কি ওযু নষ্ট হয়ে যায়? ৬৫
একটি ভুল আমল : দুআর শেষে কি হাতে চুমু খেতে হয়? ৬৮
একটি ভুল আমল : বরকতের জন্য সকালে গোলাপজল সন্ধ্যায় আগরবাতি........ ৭৭
একটি ভুল আমল : কুনূতের জন্য তাকবীর বলার সময় কি প্রথমে হাত ছেড়ে তারপর বাঁধতে হয়? ৮৩
একটি ভুল আমল : দুআয়ে মা'সূরা কি শুধু 'আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ...' ৮৪
একটি ভুল আমল : নামাযে পায়ের আঙুল কেবলামুখী না রাখা ৯৭
একটি মনগড়া আমল : মুসাফাহা করে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ৯৯
একটি ভুল আমল : মাসবুক ব্যক্তি ভুলে দুই দিকে

https://t.me/islaMic_fdf

সালাম ফিরিয়ে ফেললে কি নামায বাতিল হয়ে যায়? ১১৩
একটি ভুল আমল : জামাতের কাতারে দাঁড়িয়ে
ফজরের সুন্নত আদায় করা ১৬১
একটি ভুল আমল : শেষ বৈঠকের সময় উপস্থিত হলে
জামাতে শরিক না হওয়া... ১৬৫
একটি ভুল আমল : সেজদার আয়াত বাদ দিয়ে তেলাওয়াত করা ১৮৩
একটি ভুল আমল : পারিশ্রমিক দিয়ে ইতেকাফ করানো ২১২
একটি ভুল আমল : কাতার ঠিক হওয়ার আগেই নিয়ত বেঁধে ফেলা ২৩৪
যিলকদ মাসকেন্দ্রিক কিছু ভিত্তিহীন আমল ও ফযীলত ২৩৪
একটি ভুল আমল : কবরে রাখার পর মাইয়্যেতের
শুধু চেহারা কেবলামুখী করে দেওয়া ২৪৩
একটি ভিত্তিহীন আমল : আখেরী চাহার শোম্বার নামায ২৪৭
ভিত্তিহীন আমল : রবিউল আখির-এর বিশেষ নামায ও আমল ২৫০
একটি ভুল আমল : ইমাম সাহু সেজদার জন্য সালাম
ফেরালে কি মাসবুকও সালাম ফেরাবে? ২৭০
একটি অনর্থক কাজ : খুতবা চলাকালীন দানবাক্স চালানো ৬৭
একটি ভুল কাজ : কুরআন তেলাওয়াত চালু করে অন্য কাজ করা ৭০
একটি অমার্জিত আচরণ : মাইক টেস্টের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা ৬৮
একটি গর্হিত কাজ : যাকাত থেকে বাঁচার জন্য
নাবালেগ সন্তানকে মালিক বানিয়ে দেওয়া! ২২৯
একটি অনুচিত কাজ : খবরের কাগজের টুকরো দিয়ে হাত মোছা ২০৪
একটি জাহেলি কথা : নামায না পড়লে কী হয়েছে, ঈমান ঠিক আছে! ২২৬
একটি অনুচিত কাজ : কালেমা বা আয়াত খচিত
কাপড় দ্বারা মাইয়্যেতের খাটিয়া ঢাকা ২৫০
একটি অনুচিত কাজ : মাসবুক মুসল্লীর দিকে মুখ করে
দ্রুত নামায শেষ করার তাগাদা দেওয়া ১৮২

ভুল উচ্চারণ

নামের ভুল উচ্চারণ : প্রসিদ্ধ দুইজন মুহাদ্দিসের নামের ভুল উচ্চারণ–
১. ইমাম তবারানী রাহ...৮০
২. ইমাম দারাকুত্নী রাহ. ৮০
নামের ভুল উচ্চারণ : প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিসের নামের ভুল উচ্চারণ–
১. ইমাম দারিমী রাহ. ৮১
২. ইকরিমা ৮২

https://t.me/islaMic_fdf

৩. ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন রাহ. ৮২
একটি ভুল উচ্চারণ : সালামের জবাবে 'অলাইকুম সালাম' ১০৮
একটি ভুল উচ্চারণ : এস্তেমা বা ইস্তেমা ১১৭
আরেকটি ভুল উচ্চারণ : মুআজ্জিম বা মুআজ্জেম ১১৮
একটি ভুল উচ্চারণ : তাহাজ্জুতের নামায ১৪৪
একটি নামের ভুল উচ্চারণ : ফাতেমাতুয যুহরা................................. ১৮৫
একটি সূরার নামের ভুল উচ্চারণ : সূরা আল-ইমরান ২২৮
একটি নামের ভুল উচ্চারণ : ইবনুল কাইয়ূম ২৫৯
ভুল উচ্চারণে কালেমা পাঠ : লা-ইলাহা ইল্লেল্লাহ ৯০
নামের বিকৃত উচ্চারণ : মেহবুব, রেহমান, মেহমুদ ৮৩
ভুল উচ্চারণে দরূদ পাঠ : সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,
সালামু দুলাই আলাইকা ৮৭
শব্দের ভুল ব্যবহার : একজন সাহাবা/সাহাবাগণ ২৬৪

ভুল নাম

একটি ভুল নাম : আম্বিয়া খাতুন ১২৪
একটি ভুল নাম : আব্দুন নবী ১৬৫
একটি ভুল নাম : মানতাশা ২৫৩
এটি কি নাম হতে পারে? : আলফে সানী ২৫৬
এটি কি কারো নাম হতে পারে? : সাবেরীন ২৫৯
একটি ভুল নাম : জাফী ২৭২
আরেকটি ভুল নাম : মাহীন ২৭২
একটি নামের ভুল : ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ ১১৫

ভুল প্রচলন

দুটি ভুল প্রচলন : ১. মুসাফাহার সময় ঝোঁকা ৪০
২. মুসাফাহার পর বুকে হাত লাগানো ৪০
একটি ভুল প্রচলন : আযানের আগে কি সালাত ও সালাম কিংবা
যিকির ও তাসবীহ মুস্তাহাব? ৪৭
একটি ভুল প্রচলন : বদনজর থেকে হেফাযতের জন্য
শিশুর কপালে টিপ দেওয়া ৬৬
একটি ভুল প্রচলন : সালামের জবাব না দিয়ে 'কেমন আছেন' বলা ৭৯
একটি ভুল প্রচলন : চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কি ইচ্ছাধীন বিষয়?...৮৫
একটি ভুল প্রচলন : ডানে শুভলক্ষণ বামে কুলক্ষণ ৮৬

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল প্রচলন : কবরের চার কোণে চার কুল ৮৯
একটি ভুল প্রচলন : সালোয়ার-পায়জামা কি বসে পরা সুন্নত? ১৫১
একটি ভুল প্রচলন : আযানের দুআর জন্য হাত তোলা ১৫৬
একটি ভুল প্রচলন : কুরআন মাজীদ পড়ে গেলে কি তা ওজন করে
চাল সদকা করতে হয়? ১৫৮
একটি নাজায়েয প্রচলন : চুল বিক্রি করা ১০৪

ভুল কথা/বলার ভুল/ভিত্তিহীন কথা

একটি ভুল কথা : খোদার পর বাবা-মা তারপর নবীজী! ৭৪
একটি ভুল কথা : রোযাদারের খাবারের হিসাব হবে না ১০৫
একটি ভুল কথা : শিক্ষক ছাত্রকে শরীরের যে
স্থানে আঘাত করবে তা জান্নাতে যাবে! ১৩৩
একটি ভুল কথা : খাওয়ার মাঝে মাঝে কি পানি পান করা সুন্নত ১৩৯
একটি ভুল কথা : জানাযার নামাযের কাতার কি বেজোড় হওয়া জরুরি?.... ১৬০
একটি ভুল কথা : কোনো নারী নাক কান না ফোঁড়ালে কিয়ামতের দিন
লোহা দিয়ে তা ছিদ্র করে দেওয়া হবে ১৮০
বলার ভুল : আপনি আমার লক্ষ্মী! ৬০
আরেকটি বলার ভুল : ষাট ষাট, বালাই ষাট..., ... ৬১
একটি বলার ভুল : আলাইহিস সাল্লাম ৮৬
বলার ভুল : সন্তানকে বলা : তুমি আমার লক্ষ্মী! ৮৯
বলার ভুল : লাল বাতি জ্বললে নামায পড়া নিষেধ ৯৯
একটি বলার ভুল : ...ইন্নী কুনতুম মিনায যলিমীন ১০২
বলার ভুল : আল্লাহ্ সুব্হানাল্লাহু তাআলা ২০১
একটি ভিত্তিহীন কথা : আলমে আরওয়াহের সেজদা ৭৬
আরেকটি ভিত্তিহীন কথা : কিয়ামতের দিন কি নবীজী
তিন স্থানে বেহুঁশ হবেন? (নাউযু বিল্লাহ!) ৭৭
একটি ভিত্তিহীন কথা : একটি ভাতের দানা বানাতে সত্তরজন
ফেরেশতা লাগে ১২১
একটি ভিত্তিহীন কথা : ইবরাহীম আ. কি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময়
আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন? ১৪৮
একটি ভিত্তিহীন কথা : সাত আসমানের কোনোটি
লোহা দিয়ে তৈরি, কোনোটি..., ... ১৪৯
একটি ভিত্তিহীন কথা : নবীজী কি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে
উঠে আল্লাহকে সেজদা করেছিলেন এবং...? ১৬৪

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভিত্তিহীন কথা : এক নামের সবাইকে মাফ করে দেওয়া হবে ১৮০
একটি মনগড়া কথা : দুআর সময়ে প্রবাহিত চোখের পানি চেহারায় মুছে নিলে সেই চেহারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না ২০৬
একটি ভিত্তিহীন আমল : জুমাতুল বিদা ও তার বিশেষ নামায ২১২
একটি ভিত্তিহীন কথা : কিয়ামতের দিন প্রতিটি মসজিদ তার মুসল্লীদের নিয়ে জান্নাতে যাবে ২২২
একটি ভিত্তিহীন কথা : যে রাস্তায় দাওয়াতের কাজ নিয়ে মানুষ চলে সে রাস্তা অন্যান্য রাস্তার ওপর গর্ব করতে থাকে ২২৬
একটি ভিত্তিহীন কথা : কিয়ামতের দিন কি আলেমদের হিসাব-নিকাশ হবে পর্দার আড়ালে? ২৩১
একটি ভিত্তিহীন কথা : মাটির ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের আগে কি 'উসকুত আন যিকরিল্লাহ' বলতে হয়! ২৩৬
একটি ভিত্তিহীন কথা : ইবলিস কি 'মুআল্লিমুল মালাইকাহ' ছিল? ২৪৫
একটি ভিত্তিহীন কথা : ২৩ বছরে জিবরীল আ. নবীজীর কাছে এসেছেন ৪০,০০০ বার আর নূহ আ.-এর ৯৫০ বছরে মাত্র ৫ বার! ২৬৩
একটি অবাস্তব কথা : বিদায় হজের ভাষণ শেষে সাহাবীগণের যার ঘোড়া যেদিকে মুখ করা ছিল তিনি সেদিকেই বেরিয়ে পড়েছেন...! ১৫৩
একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা : আসহাবে কাহফের কুকুর ..., ইসমাঈল আ.-এর দুম্বা ইত্যাদি কি জান্নাতে প্রবেশ করবে? ১৫৮

ভুল ঘটনা/কিসসা/কাহিনী

একটি ভুল ঘটনা : হযরত আবু বকর রা.-এর চট পরিধান করা ৯৫
একটি ভিত্তিহীন ঘটনা : ওয়ায়েস করনীর দাঁত ভাঙার গল্প ১১১
একটি ভিত্তিহীন ঘটনা : হাসান বসরীর পানির ওপর জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়া এবং রাবেয়া বসরীর শূন্যের ওপর ... নামায পড়া ১১৬
একটি ভিত্তিহীন ঘটনা : নূহ আলাইহিস সালামের কিশতিতে মলত্যাগের ঘটনা ১১৮
আরেকটি ভিত্তিহীন ঘটনা : নূহ আ.-এর প্লাবন ও বুড়ির ঘটনা ১১৮
একটি বানোয়াট কিসসা : আওজ ইবনে উনুক, নূহ আলাইহিস সালাম এবং বিসমিল্লাহ্র ঘটনা ১৯০
একটি বানোয়াট কিসসা : কোহে কাফের মোরগ ৯০
একটি বানোয়াট কিসসা : ইবরাহীম আ. কি ইসমাঈল আ. ও তার মাকে দাওয়াত খাওয়ার কথা বলে নিয়ে যান? ১৬৩
একটি বানোয়াট কিসসা : কা'বা ঘর নির্মাণের পর বেঁচে যাওয়া

https://t.me/islaMic_fdf

বালু/পাথর যেখানে পড়েছে সেখানে মসজিদ হবে ১৮৬
একটি বানোয়াট কিসসা : মিষ্টি খেতে বারণ করার জন্য
নবীজী বললেন, তিন দিন পরে এসো..., ... ২১৫
একটি বানোয়াট কিসসা : নবীজীকে হুসাইন রা.-এর প্রশ্ন– নানাজী!
আপনি বড় না আমি বড়? ২২৩
মূসা আ. ও আবেদের কিসসা : আমি ছাড়া আর কেউ যেন
জাহান্নামে না যায় ২২৫
একটি ভিত্তিহীন কিসসা : আবু জেহেলের গর্ত খোঁড়ার কিসসা ২৫১
একটি ভিত্তিহীন কিসসা : জিবরীল আ.-কে নবীজীর জিজ্ঞাসা
আপনার বয়স কত?... নবীজী বললেন, আমিই ওই তারকা...!! ২৭১
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : সুলাইমান আ.-এর যিয়াফত ৬৯
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : ইদরীস আ.-এর জান্নাত দেখতে
গিয়ে আর বের না হওয়া ১২২
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : মূসা আ. ও আল্লাহ্র মাঝে কথোপকথন ১৩৭
একটি বানোয়াট কিস্সা : শাদ্দাদের বেহেশত ১৪৩
একটি বানোয়াট কাহিনী : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে
উক্কাশা রা.-এর প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী ১৪৪
একটি বানোয়াট কিচ্ছা : নবীজীর ওফাতের সময়
মালাকুল মাওতের অনুমতি প্রার্থনা ১৫৩
একটি অলীক কাহিনী : আখেরী জমানায় একজন পুরুষের
বিপরীতে ১৫/২০জন নারী হবে এবং..., ... ১৫৭
একটি বানোয়াট কিস্সা : প্লাবনের পর নূহ আ.-কে হত্যার ষড়যন্ত্র! ১৬৭
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : সাপের পেটে করে ইবলিস
জান্নাতে প্রবেশ করে এবং আদম-হাওয়া আ.-কে ধোঁকা দেয় ১৭০
একটি অলীক কাহিনী : স্ত্রীকে মাছ কাটতে দিয়ে গোসল করতে যায়..., ... ১৭৬
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : দুই ব্যক্তির রূহ কবয করতে
মালাকুল মাওতের কষ্ট হয়েছে ১৭৮
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : মায়ের অসন্তুষ্টির কারণে
মৃত্যুশয্যায় যুবকের কালেমা বলতে না পারা ১৯৪
একটি অলীক কাহিনী : জিবরীল আ.-এর জান্নাত মাপার কাহিনী ২০১
একটি অলীক কাহিনী : মূসা আলাইহিস সালাম ও এক পাপিষ্ঠা
নারীর কাহিনী ২০৪
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : শবে বরাতে ইবাদতের ফযীলত
বিষয়ে ঈসা আ. ও বুযুর্গ বৃদ্ধের কাহিনী ২০৯

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : নবীজীর বাড়িতে দুষ্ট মেহমান ২৪৭
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : নবীকন্যা ফাতেমা রা.-এর ঘরে
জান্নাতের খাবার ২৫৬
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : আলী রা.-এর ছয় দিরহাম দান এবং
জিবরীল আ. ও মিকাঈল আ.-এর উটনী ক্রয়-বিক্রয় ২৬০
একটি ভিত্তিহীন কাহিনী : জান্নাতে মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী কে? ... ২৬৫

ভুল রসম-প্রথা-রীতি/কুসংস্কার/পন্থা/চিন্তা-ভাবনা

একটি ভুল চিন্তা : আমরা ইবাদত করলে কি আল্লাহ্র লাভ?! ১১০
একটি মারাত্মক ভুল চিন্তা : হারাম মাল ভক্ষণ বলতে কি শুধু
হারাম মাল দ্বারা পানাহার বুঝায়? ১৩৬
একটি ভুল রসম : মায়ের মাথা ছুঁয়ে কসম করা ১২৪
একটি ভুল রসম : ঝুড়িতে করে কবরের মাটি এনে
বাড়ির মহিলাদের থেকে ছুঁয়ে নেওয়া ১৫২
একটি ভুল রসম : দাফনের পর কবরে আযান দেওয়া ১৫৫
একটি ভুল রসম : তিনবার কবুল না বললে কি বিয়ে সহীহ্ হবে না? ১৫৭
একটি ভুল প্রচলন : কুরআন মাজীদ পড়ে গেলে কি
তা ওজন করে চাল সদকা করতে হয়? ১৫৮
একটি ভুল রসম : দাফনের পরপর মৃতের বাড়িতে
খাবারের আয়োজন করা ২২৮
একটি ভুল রসম : মাইয়েতের খাটিয়া বহনের সময়
উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পড়তে থাকা ২৪৪
একটি রসম : কালেমার মাধ্যমে দুআ শেষ করা ১৩৫
একটি গর্হিত রসম : বিয়েতে রং মাখা-মাখি করা ১০৪
একটি মনগড়া রসম : কাফনের ওপর ইয়াসীন, কালেমা ও মুনকার
নাকীরের প্রশ্নের উত্তর লিখে দেওয়া ১৮৩
একটি ভুল রীতি : খতম কি বখশানো জরুরি? ৫৮
একটি ভুল প্রথা : দোকান ঝাড়ু দেওয়ার আগে
ভিক্ষা না দেওয়া বা বেচাকেনা না করা ১০৩
কুসংস্কার : রাতে নিচের কাজগুলো করা যাবে না– ১৪৭
একটি কুসংস্কার : প্রথম সন্তান মারা গেলে কি পরের
সন্তানের কান ফুটো করে দিতে হয়! ১৫০
একটি কুসংস্কার : বিয়ের পরে মেয়েরা চুড়ি বা নাকফুল না পরলে
কি স্বামীর হায়াত কমে যায়? ১৬৪

https://t.me/islaMic_fdf

একটি কুসংস্কার : গর্ভাবস্থায় আগের সন্তানের খতনা করানো যাবে না ১৭৪
একটি ভুল পদ্ধতি : সময় বিবেচনা ছাড়াই সুন্নতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া ১৭৪
একটি মনগড়া রসম : দেনমোহরের ক্ষেত্রে জোড় সংখ্যা রাখা যাবে না, বেজোড় সংখ্যা হতে হবে ১৭৭
একটি মারাত্মক ভ্রান্ত চিন্তা : কর্মই ধর্ম ১৩৯
একটি ভুল পদ্ধতি : রুকু না পেলে আবার নতুন করে তাকবীর বলে হাত বাঁধা ১৬৮
একটি ভুল পন্থা : ফরয নামাযের পরের তাসবীহ কি দ্রুত পড়াই নিয়ম!.... ১৭৩
একটি ভুল প্রথা : বিয়ের দিন-তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পঞ্জিকা দেখে শুভ-অশুভ দিন-তারিখ নির্ণয় করা ২২৪
একটি মারাত্মক ভুল কর্মপন্থা : দলিল নয়, এমন বিষয়কে দলিল বানানো ৫৪
একটি ভুল ভাবনা : বাসন চেটে খেলে কি কন্যা সন্তান হয়? ১০৯

ভুল দরূদ/ভিত্তিহীন ফযীলত

একটি ভুল দরূদ : দরূদে হাজারী সঠিক দরূদ নয় ৩৯
একটি ভুল দরূদ : দরূদে হাজারীর ফযীলত ৬৪
একটি দরূদ ও ভিত্তিহীন ফযীলত : দরূদে মাহি ১৮৪
একটি ভিত্তিহীন ফযীলত : আল্লাহ্র রাস্তায় মেহনতকারীর জন্য আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তিন দুআ করেন ২৩৭
মুসাফাহার ভিত্তিহীন ফযীলত : কেউ যদি দিনে পঁচিশজনের সঙ্গে মুসাফাহা করে আর সেদিন মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ... ১৯০
একটি মনগড়া ফযীলত : সুন্নত অনুযায়ী বড় ইস্তেঞ্জা করলে পনেরো পারা কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব হবে! ১৬৫

অবহেলা/অসতর্কতা/ইত্যাদি

একটি অবহেলা : মেয়ে সন্তান হলে কানে আযান না দেওয়া ৬৫
একটি অবহেলা : উদাসীনতার সঙ্গে দুআ করা ৭২
কয়েকটি অবহেলা : দস্তরখানে খাদ্য পড়লে তুলে না খাওয়া, দস্তরখানকে কাঁটা-হাড্ডি রাখার পাত্র বানানো এবং অপরিষ্কার রাখা ১৩৫
একটি মারাত্মক অবহেলা : রুশো, নিউটন ...বিজাতীয় নাম রাখা ১৬৯
একটি অসচেতনতা : কোনো মজমা থেকে বের হওয়ার সময় অন্যের জুতা-সেন্ডেল মাড়ানো ১৯২
একটি অসচেতনতা : নিঃশব্দের কেরাত কি দ্রুত পড়াই নিয়ম! ১৯৬

https://t.me/islaMic_fdf

একটি অসতর্কতা : রিংটোন হিসেবে আযান, কুরআন
তেলাওয়াত ইত্যাদির ব্যবহার ১৯৭
একটি অসতর্কতা : আকীকার দিন গুনতে ভুল করা ২৩৩
আযানের আগে কি সুন্নত পড়া নিষেধ ৩৭
একটি অনুত্তম আমল : মাসবুক অবশিষ্ট নামাযের জন্য কখন দাঁড়াবে? ৬৭
১. মূসা আলাইহিস সালামের উম্মত ফেরাউনের স্ত্রীর দুআ ৯৩
২. আসহাবে কাহফ তথা তৎকালীন নবীর উম্মতের দুআ ৯৪
৩. ইমরানের স্ত্রীর দুআ ৯৪
একটি গর্হিত বিদআত ও মারাত্মক বিকৃতি : ইসলামে কি
তৃতীয় কোনো ঈদ আছে ৪২

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

আযানের আগে কি সুন্নত পড়া নিষেধ

যেসব ফরয নামাযের আগে দুই বা চার রাকাত সুন্নত পড়তে হয় সেসব সুন্নতের সময় শুরু হয় ওই ফরযের সময়ের শুরু থেকেই। তাই ফরযের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান না দেওয়া হলেও সুন্নত নামায আদায় করা যায়। অনেকে মসজিদে এসেও শুধু এই মনে করে বসে থাকেন যে, এখনো তো আযান হয়নি, নামায কীভাবে পড়ব? অথচ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান না হলেও সুন্নত পড়তে কোনো অসুবিধা নেই।

তা ছাড়া নির্দিষ্ট কয়েকটি সময় ছাড়া অন্য সব সময় নফল নামায পড়া যায়। সুতরাং মসজিদে প্রবেশের পর হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী বসার আগে দুই রাকাত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) পড়ে নেওয়া উচিত বা সরাসরি সুন্নত নামায পড়ে নেওয়া উচিত, তাহলে তা তাহিয়্যাতুল মসজিদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

মোটকথা, ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর শুধু আযান হয়নি–এ অজুহাতে নফল কিংবা সুন্নত পড়া থেকে বিরত থাকা ঠিক নয়। আযানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ফরযের জামাত। এ জামাতের দিকে আহ্বান করার জন্যই আযান হল ওয়াজিব পর্যায়ের একটি সুন্নতে মুআক্কাদা আমল। সুতরাং সুন্নত বা নফলকে এর সঙ্গে যুক্ত মনে করা ঠিক নয়।

এমনিভাবে কোনো কোনো মহিলাকে দেখা যায়, তারা ঘরে আযানের অপেক্ষায় বসে থাকেন। যদিও তারা জানেন, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। এটিও ভুল প্রচলন।

কারো কারো মাঝে এমনও প্রচলন আছে, সূর্যাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরও শুধু আযান শোনা না যাওয়ার কারণে ইফতারে বিলম্ব করে। এটাও ভুল, যার সংশোধন অপরিহার্য। এসবের কোনো কোনোটি সম্পর্কে আগেও এ বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। তবু সবগুলো একশ্রেণির হওয়ায় আগেরগুলোও পুনরুল্লেখ করা হল।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল ধারণা

তাকাব্বুরের নিয়ত না থাকলে কি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা যায়

যেসব কাপড় দেহের নিচের অংশে ঝুলন্ত থাকে, যেমন– লুঙ্গি, সালোয়ার, প্যান্ট, জুব্বা, কামিজ, আবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিধান হল, পুরুষের জন্য এসব কাপড় টাখনুর ওপরে রাখতে হবে, টাখনু ঢাকা যাবে না এবং টাখনুর নিচে ঝুলানো যাবে না। এটি একটি সাধারণ ও ব্যাপক বিধান। টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো কবীরা গোনাহ। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন, তাকাব্বুর তথা অহংকারের নিয়তে করলে হারাম। যদি তাকাব্বুরের নিয়ত না থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

মনে রাখবেন, এই ধারণা ঠিক নয়। তাকাব্বুরের নিয়ত না থাকলেও এটা নাজায়েয। আর তাকাব্বুরের নিয়তে করা তো আরো মারাত্মক গোনাহ। হাদীস শরীফে এ কাজটিকেই তাকাব্বুরের আলামত বলা হয়েছে। সুতরাং এ থেকে বিরত থাকা জরুরি।

আর শার্ট-প্যান্ট তো মূলত মুসলমানের পোশাক নয়। এটা এসেছে বাইরে থেকে। তাই তা থেকে এমনিতেই বিরত থাকা উচিত। তারপরও যাদের প্যান্ট পরতেই হয়, তাদের উচিত প্যান্টের পা টাখনুর ওপর বানিয়ে নেওয়া।

মাশা-আল্লাহ, দ্বীনের প্রতি আগ্রহী অনেক জেনারেল শিক্ষিত ভাইকেও টাখনুর ওপর প্যান্ট পরতে দেখা যায়। এটি দৃষ্টিকটুও নয়, আবার কেউ তাকে মন্দও বলে না।

এটা ভুল ধারণা যে, পশ্চিমা ফ্যাশনের দ্বারা ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি পায়। বাস্তবতা এই যে, মুসলমান যদি নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ছেড়ে অন্যদের সংস্কৃতি ধারণ করে তবে এটাই তার লাঞ্ছনার কারণ। নিজেদের মাঝেও সে লাঞ্ছিত হবে এবং অন্যদের কাছেও।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক উপলব্ধি দান করুন এবং ইসলামী লেবাস-পোশাক খুশিমনে গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

একটি ভুল রেওয়ায়েত

أَنْتَ يَا صِدِّيْقُ عَاصٍ، تُبْ إِلَى الْمَوْلَى الْجَلِيْلِ...

অনেকে দুআ ও মুনাজাতসম্বলিত এই কবিতাকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. রচিত মুনাজাত মনে করে থাকে। অথচ এর কোনো সনদ বা নির্ভরযোগ্য

https://t.me/islaMic_fdf

কোনো হাওয়ালা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ফাসাহাত-বালাগাত তথা সাহিত্যের বিচারেও এর মান এত নিচু যে, এটাকে আবু বকর রা. রচিত পঙ্‌ক্তি মনে করাই আরবী সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সিদ্দীকে আকবর রা.-এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানহীনতার প্রমাণ।

ইমদাদুল ফাতাওয়ায় (৪/৯০) হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ.-ও স্পষ্ট বলেছেন, এটিকে সিদ্দীকে আকবার রা.-এর মুনাজাত মনে করা ভুল। এমনকি জনাব আহমদ রেযা খানও তার 'মালফুযাত'-এ একথা উল্লেখ করেছেন অথচ শিরক ও বিদআতের সমর্থনের জন্য তিনি অনেক মুনকার ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতকেও জোরপূর্বক প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছেন।

অবশ্য এই পঙ্‌ক্তিগুলোতে শিরকি কিছু নেই। শুধু এতটুকুই যে, এটি সিদ্দীকে আকবর রা.-এর রচিত মুনাজাত নয়।

একটি ভুল দরূদ

দরূদে হাজারী সঠিক দরূদ নয়

ওযিফার অনির্ভরযোগ্য কোনো কোনো পুস্তিকায় বা পৃথক আকারে প্রকাশিত লিফলেটে দরূদে হাজারী নামের একটি দরূদ কোনো কোনো হালকায় প্রচার করা হয়। এই দরূদ কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি এবং তা কোনো আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গের রচিত দরূদও নয়। এতে না আছে দরূদের নূর, না আছে সাহিত্যের মাধুর্য। বরং এর ভাষায় রয়েছে অসৌজন্য। তাই এই দরূদ পাঠ থেকে বিরত থাকা জরুরি। আর একে কুরআন হাদীসের মা'সূর দরূদ মনে করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। # জানুয়ারি '১২ঈ.

একটি ভুল মাসআলা

হাঁটু খুলে গেলে কি ওযু ভেঙে যায়

অনেককে বলতে শোনা যায়, ওযু করার পর কোনোভাবে হাঁটু খুলে গেলে অর্থাৎ পরিধেয় কাপড় হাঁটুর ওপরে উঠে গেলে ওযু ভেঙে যায়। তেমনি পা ধোয়ার সময় যদি হাঁটু খুলে যায়, তাহলেও যতটুকু ওযু করা হয়েছে তা ভেঙে যায়। তাই আবার শুরু থেকে ওযু করতে হবে। এ কারণে অনেককে নতুন করে ওযু করতেও দেখা যায়।

এ ধারণা ঠিক নয়। হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং তা ঢেকে রাখা অপরিহার্য। পা ধোয়ার সময় সতর্কতার সঙ্গে ধোয়া উচিত, যেন হাঁটু খুলে না যায়। কিন্তু এ

https://t.me/islaMic_fdf

কথা ঠিক নয় যে, হাঁটু খুলে গেলে ওযু ভেঙে যায় কিংবা ওযুর মাঝে এমনটি হলে নতুন করে ওযু করা জরুরি! ওযু ভাঙার কারণগুলো তো মাশা-আল্লাহ মকতবের ছোট ছোট শিশুরাও জানে; তাতে সতর খুলে যাওয়ার কথা নেই।

দুটি ভুল প্রচলন

১. মুসাফাহার সময় ঝোঁকা

সাক্ষাতের সময় নিজ মুসলিম ভাইকে সালাম করা তো সুন্নতে মুআক্কাদা এবং ইসলামের শিআর তথা প্রতীক। আগে আগে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করা, পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া, শুদ্ধ ও পরিষ্কার উচ্চারণে সালাম বলা, কমপক্ষে 'আসসালামু আলাইকুম' পর্যন্ত অবশ্যই বলা সুন্নত।

সালামের পর আরেকটি আমল হল মুসাফাহা, যা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল। তবে সালামের মতো মুসাফাহার আদেশ এতটা তাকিদপূর্ণ নয় যে, পরিচিত-অপরিচিত সবার সঙ্গে মুসাফাহা করতে হবে। আর আজকাল তো মুসাফাহার আদবের আলোচনাও কম হয় এবং এসবের প্রতি লক্ষও কম করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে এ বিষয়ে আলাদা প্রবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

মুসাফাহার আদব রক্ষা না করার কারণে অনেকসময় মানুষের কষ্ট হয়। এটা নাজায়েয।

এই মুহূর্তে যে রসম সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই তা এই যে, অনেককে দেখা যায়, কোনো বুযুর্গ বা বড় ব্যক্তির সঙ্গে মুসাফাহা করার সময় কিছুটা ঝুঁকে যান। অথচ কারো সম্মানে মাথা বা ঘাড় ঝোঁকানোর অনুমতি নেই। 'কোনো ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে কি মুসাফাহা করব'–এ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হাঁ, মুসাফাহা কর। এরপর জিজ্ঞেস করা হল, তার সামনে কি ঝুঁকতে পারি? ইরশাদ করলেন, না। ঝোঁকা যাবে না। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭২৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৭০৩

২. মুসাফাহার পর বুকে হাত লাগানো

অনেক ভাইকে দেখা যায়, মুসাফাহার পর বিশেষ করে কোনো বুযুর্গের সঙ্গে মুসাফাহার পর ডান হাত নিজের বুকে মুছে নেন। কী নিয়তে এমনটি করেন তা আমার জানা নেই। সম্ভবত এই নিয়ত হতে পারে যে, মুসাফাহার দ্বারা যে বরকত হাসিল হল তা নিজ শরীরে মুছে নেওয়া।

https://t.me/islaMic_fdf

এই প্রচলনের যেমন কোনো ভিত্তি নেই তেমনি এই নিয়তেরও। এ ধরনের ছোট ছোট বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা এজন্য জরুরি যে, ধীরে ধীরে তা রসম-রেওয়াজে পরিণত হয়ে যায়। এ নিয়ে পরস্পর দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয়। এমনকি মূর্খতাপ্রসূত এই রেওয়াজ একপর্যায়ে বিদআত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অন্যথায় কেউ যদি এমনিতেই বুকে নিজের হাত মুছে নেয়, তাহলে এতে ক্ষতির কী আছে!

এটি হাদীস নয়

জুমার রাত কি কদরের রাত থেকেও উত্তম!

'শবে জুমা শবে কদর থেকেও উত্তম। কেননা শবে জুমায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভে আগমন করেছিলেন।' এটি হাদীস কি না–এই প্রশ্ন বার বার করা হয়।

এই রেওয়ায়েতটি কোথায় পড়েছেন বা কার কাছে শুনেছেন–জিজ্ঞেস করা হলে কেউ কেউ একটি কিতাবের কথা বলেছেন। বললাম, সেখানে কি এর কোনো হাওয়ালা আছে? তারা দেখে বললেন, মুসনাদে আহমাদের হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। মূল কিতাব খুলে দেখা গেল, সেখানে এই বিষয়টিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখই করা হয়নি; বরং 'আশিআতুল লামাআত' (মেশকাতের ফার্সী শরহ)-এর উদ্ধৃতিতে ইমাম আহমাদের বরাতে এই উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, কয়েকটি কারণে জুমার রাত কদরের রাত থেকেও উত্তম। কেননা জুমার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা আমিনার গর্ভে আগমন করেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল, কোথাকার বিষয় কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। ইমাম আহমাদের নাম দেখেই মুসনাদে আহমাদের উদ্ধৃতি অবতারণা করা হয়েছে। আবার একটি উক্তিকে হাদীস বানিয়ে দেওয়া হয়েছে!! অথচ এ বিষয়টিও তাহকীক করা প্রয়োজন ছিল যে, ইমাম আহমাদ থেকে কথাটি প্রমাণিত কি না? আর এ রাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভে আগমন করেছিলেন–এ কথারও সনদ খোঁজার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া এটি প্রমাণিত হলেও এটা কীভাবে আবশ্যক হয় যে, এ কারণে রাতটি কদরের রাত থেকে উত্তম? 'আশিআতুল লামাআত' গ্রন্থে এ প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর নেই, অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবেও নেই।

সারকথা এই যে, উপরিউক্ত উক্তিটি হাদীস নয় এবং এটি অন্য কোনো দলিল দ্বারাও প্রমাণিত নয়।

https://t.me/islaMic_fdf

ওপরের ঘটনা থেকে এই বাস্তবতা আবারো ফুটে উঠল যে, শুধু অনুবাদসর্বস্ব জ্ঞান খুবই ভয়ঙ্কর। যারা শুধু অনুবাদের ওপর নির্ভর করে কোনো আরবী কিতাবের জ্ঞান লাভ করেন, মূল কিতাব থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও আবশ্যকীয় ইলম যাদের নেই, তারা অনুবাদের সহায়তায় যতটুকু অর্জন করেন তা ঝুঁকিপূর্ণ। এ পন্থায় অর্জিত জ্ঞান যেমন তাদেরকে গবেষণার যোগ্য প্রমাণ করে না, তেমনি এটাকে পুঁজি করে কোনো আহলে ইলমের সঙ্গে ইলমী আলোচনা ও পর্যালোচনার অধিকারও সৃষ্টি হয় না।

হায়! আমাদের বন্ধুরা যদি এই বাস্তবতাটুকু অনুভব করতেন, তাহলে সমাজের অনেক বিবাদ দূর হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন– আমীন। # ফেব্রুয়ারি '১২ঈ.

একটি গর্হিত বিদআত ও মারাত্মক বিকৃতি

ইসলামে কি তৃতীয় কোনো ঈদ আছে

অনেকসময় সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতির দিকে লক্ষ করে কিংবা কোনো বাস্তবতা বোঝানো কঠিন মনে হলে অনেকে চুপ থাকার পথ বেছে নেন। অথবা দু-একবার বলে চুপ হয়ে যান। এটা এ কারণে অনুচিত যে, এতে প্রকৃত বিষয় মানুষের অজানা থেকে যাবে এবং ভুল কথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

ঈদ ইসলামের শাখাগত বিষয় নয়। এটি দ্বীনের 'শিআর' তথা প্রতীকের অন্তর্ভুক্ত এবং এমন একটি বিষয়, যা সম্পূর্ণরূপে শরীয়তের নির্ধারণ ও নির্দেশনার ওপর নির্ভরশীল (أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ وَتَوْقِيفِيٌّ) অর্থাৎ এটি শুধু বিবেকবুদ্ধি ও কিয়াস দ্বারা অনুধাবন করা যায় না। সরাসরি শরীয়তদাতার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট আদেশ দ্বারাই বিধিত হয়। এজন্য সুন্নতে মুতাওয়ারাসা, স্পষ্ট হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের বিপরীতে তৃতীয় ঈদ আবিষ্কার করা বিদআতই হবে।

আর এখন তো বিষয়টি শুধু এই নয় যে, একটি বিদআতকে সুন্নতের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে; বরং এটিকে বানানো হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের মাপকাঠি ও প্রতীক। অথচ শরীয়ত বলে, সুন্নাহ্‌র অনুসরণ, উসওয়ায়ে হাসানা অনুযায়ী জীবন-যাপন, সুন্নতকে জিন্দা করা ও বিদআত নির্মূল করার মেহনত

https://t.me/islaMic_fdf

হচ্ছে মহব্বতের মাপকাঠি ও নিদর্শন।

সাদাচোখে এটি কারো কাছে সামান্য বিষয় মনে হলেও বাস্তবে তা একটি মারাত্মক চিন্তাগত বিকৃতি। আর এই নব আবিষ্কৃত 'ঈদ'কে জশনে জুলুস আকারে পালন করতে গিয়ে যেসব গর্হিত কাজ, আচরণ ও ভিত্তিহীন বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া হয়, সে বিষয় তো রইলই।

মনে রাখা উচিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকসমূহ আদায় করা থেকে উদাসীন হয়ে অন্যায় পন্থায় হক আদায়ের বাহানার দ্বারা নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া নিজের প্রতি ও গোটা উম্মতের প্রতি মারাত্মক জুলুম। আল্লাহ তাআলার কাছে দাবি নয়, আমল গ্রহণযোগ্য। বাহ্যিক চাকচিক্য নয়, অন্তরের তাকওয়াই তাঁর কাছে পৌঁছয়। বিদআত নয়, শুধু সুন্নতই তাঁর কাছে বরণীয়।

একটু ভেবে দেখুন, যে নাসারাদের পথ থেকে আমরা সূরা ফাতেহায় প্রতিদিন কমপক্ষে বিশবার আল্লাহ তাআলার কাছে وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলে আশ্রয় প্রার্থনা করি, তাদের থেকে নেওয়া রসম-রেওয়াজে কি উম্মতের কোনো কল্যাণ থাকতে পারে? اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

একটি ভুল মাসআলা

কেরাতে লোকমা হলে কি সাহু সেজদা করা জরুরি

নামাযের কেরাতে কোথাও ইমামের সন্দেহ হলে এবং সামনে অগ্রসর হতে না পারলে মুক্তাদির তাকে সহযোগিতা করা উত্তম। সহযোগিতার পদ্ধতি এই যে, মুক্তাদি উচ্চৈঃস্বরে শুদ্ধভাবে পাঠ করবেন। এটাকে পরিভাষায় 'লোকমা দেওয়া' বলে। অনেকসময় কেরাত ছাড়াও ওঠা-বসার ক্ষেত্রে কোথাও ইমামের ভুল হলে তাকে সতর্ক করাকেও লোকমা দেওয়া বলে। এই লোকমা দেওয়া ও নেওয়ার আদব ও বিধান রয়েছে। যেগুলো জানা ও মেনে চলা অপরিহার্য।

জনসাধারণের মাঝে এ মাসআলাগুলোর আলোচনা কম হয়। সম্ভবত এরই প্রভাব যে, আমার এক সঙ্গী একটা ঘটনা শোনালেন। তিনি নানা বাড়ি গিয়েছিলেন। নামাযে তাকে ইমাম বানানো হল। কেরাতে তার লোকমা লাগল। সালাম ফেরানোর পর মুসল্লীদের কেউ কেউ বলল, আপনি লোকমা নিয়েছেন, কিন্তু সাহু সেজদা করেননি। তাই এখন নামায দোহরানো উচিত!

https://t.me/islaMic_fdf

অথচ সাহু সেজদার বিষয়টি নামাযের কোনো ওয়াজিবে ভুল করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেরাতের লোকমার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেরাতের যেসব ভুলের কারণে নামায ভেঙে যায় এমন কোনো ভুল যদি কারো নামাযে হয়, তাহলে সাহু সেজদার দ্বারা নামায শুদ্ধ হবে না; পুনরায় নামায আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে কেরাতে যদি কোনো সাধারণ ভুল হয় কিংবা বড় ভুল হলেও লোকমা দেওয়ার পর ইমাম তা শুধরে নেন, তাহলে নামাযের ক্ষতি হবে না। এক্ষেত্রে নামাযও পুনরায় পড়তে হবে না, সাহু সেজদাও ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় সেজদায়ে সাহুর মাসায়েল সম্পর্কে আলাদা নিবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছা রইল।

এটি হাদীস নয়

আবু বকর রা.-এর কাছে জিবরীল আ. কি নিজের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন?

একটি ঘটনা সম্পর্কে কিছুদিন আগে এক ভাই ফোনে জিজ্ঞেস করেছিলেন। একই ঘটনা সম্পর্কে আজ একজন সরাসরি প্রশ্ন করলেন। ঘটনাটি হল, একবার আবু বকর রা. চট পরিধান করেন। হয়ত অভাবের কারণে কিংবা সাধনা-মুজাহাদার জন্য। তখন জিবরীল আ. মানুষের আকৃতিতে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো জিবরীল এখন কোথায় আছেন?

সিদ্দীকে আকবর রা. মুরাকাবার মাধ্যমে জিবরীল আ.-কে খুঁজতে লাগলেন। আসমান-জমিনে কোথাও না পেয়ে তিনি বললেন, আপনিই জিবরীল! তখন তিনি বললেন, আমি আপনাকে এই পয়গাম শোনাতে এসেছি যে, আপনার এই আমল এত মাকবুল হয়েছে, আপনার অনুকরণে আজ সকল ফেরেশতা চট পরিধান করেছে!! (নাউযু বিল্লাহ!)

মনে রাখবেন, এ ধরনের কোনো ঘটনা হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কোনো কিতাবে আমরা পাইনি। আর আমাদের জানামতে তাসাওউফের নির্ভরযোগ্য ও সনদযুক্ত কোনো কিতাবেও তা সহীহ সনদে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাইয়ের যোগ্যতা ও রুচি দান করেছেন তারা শোনামাত্র বুঝবেন, এই ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট।

আল্লাহ তাআলা মিথ্যুকদের বিনাশ করুন। তারা সিদ্দীকে আকবরকেও রেহাই দেয়নি; নবীকেও না, এমনকি আল্লাহকেও ছাড়েনি। প্রত্যেকের সম্পর্কেই তারা মিথ্যাচার করেছে। # মার্চ '১২ঈ.

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল মাসআলা
মা ভিন্ন হওয়ার কারণে সন্তানরা কি পিতার মীরাছ থেকে অংশ পায় না?

কয়েকদিন আগে এক ভদ্রলোক মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমরা পিতার মীরাছ বণ্টন করতে চাচ্ছি। আমাদের আরো কয়েকজন ভাইবোন আছে, যাদের মা ভিন্ন। তারাও কি এই মীরাছের অংশীদার হবে? একজন বলেছেন, তারাও অংশ পাবে। তার এ কথা কি ঠিক?

আমি তাকে বললাম, কথাটি ঠিক না হলে আপনিই বা কেন অংশ পাবেন! কারণ মৃতের ওই স্ত্রীর সন্তানরাও তো বলতে পারে যে, আমাদের পিতার মীরাছ বণ্টন করা হচ্ছে। এতে আমাদের ওই ভাইবোনেরাও কি অংশ পাবে, যাদের মা ভিন্ন?

এ বিষয়েও কীভাবে কারো বিভ্রান্তি হয়, এটা সত্যি বোধগম্য নয়। যেহেতু পিতার মীরাছ বণ্টন করা হচ্ছে তাই পিতার সকল সন্তান তাতে অংশীদার হবে।

ইন্তেকালের সময় মৃতের যত ছেলে ও মেয়ে জীবিত ছিল তাদের প্রত্যেকেই শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হারে মীরাছ পাবে। সকল সন্তান একই স্ত্রীর হোক বা একাধিক স্ত্রীর, এতে কোনো পার্থক্য হবে না। মৃতের ইন্তেকালের সময় সকল স্ত্রী জীবিত থাকুক অথবা কেউ মৃত্যুবরণ করুক, বিয়ে অটুট থাকুক বা ছিন্ন হয়ে যাক, সর্বাবস্থায় তার ঔরসজাত সকল সন্তান মীরাছের অংশীদার হবে।

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ.

নীতিতে সবাই সমান। সে অনুযায়ী সকল সন্তান মীরাছের অংশ পাবে।

পিতা ভিন্ন হওয়ার কারণে কি সন্তানেরা মায়ের মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়?

ওপরের ধারণার মতো কেউ এমন ধারণাও করতে পারে যে, মায়ের মৃত্যুর পর তার শেষ স্বামীর ঔরসজাত সন্তানরাই শুধু মীরাছ পাবে। এটিও সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মায়ের মীরাছে তার সকল স্বামীর সন্তানরাই সমানভাবে অংশীদার। এতে প্রথম স্বামী বা শেষ স্বামীর সন্তানদের মাঝে কোনো পার্থক্য হবে না। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

https://t.me/islaMic_fdf

'আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ করছেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। কিন্তু কেবল কন্যা দুইয়ের অধিক হলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, কেবল এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ।' –সূরা নিসা (৪) : ১১

একটি ভিত্তিহীন ধারণা

দাফনের পর জুমা বা রমযান এলে কি কিয়ামত পর্যন্ত আযাব মাফ হয়ে যায়?

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ সকল মুমিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন, সকলকে বরযখের আযাব থেকে মুক্তি দান করুন, আখেরাতের সকল মঞ্জিল সহজ ও নিরাপদে পার করে দিন।

কবরের আযাব সত্য। কুরআন ও হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। এই আযাব থেকে মুক্তির প্রথম শর্ত ঈমান। দ্বিতীয় শর্ত ঈমানের দাবি অনুযায়ী জীবন যাপন, বিশেষত যেসব গোনাহের কারণে কবরে আযাবের কথা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা এবং যেসব আমলের দ্বারা কবরের আযাব থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে সেসব আমল গুরুত্বের সঙ্গে করা।

এখানে আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তা এই যে, কাউকে বলতে শোনা যায়, কৃত গোনাহের কারণে যার কবরে আযাব হওয়ার কথা তার দাফনের পর যখনই কোনো জুমা বা রমযান আসে তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তার আযাব বন্ধ হয়ে যায়।

অনেকে এ কথার পক্ষে আহ্সানুল ফাতাওয়ার উদ্ধৃতিও দিয়ে থাকেন।

বাস্তবে এ ধারণা ভিত্তিহীন। এ ধরনের কথা কোনো সহীহ হাদীস বা শরীয়তের কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। আহ্সানুল ফাতাওয়ায় (৪/২০৮) যদিও এমন কথা আছে, কিন্তু আহ্সানুল ফাতাওয়ার তাতিম্মা (পরিশিষ্ট) অর্থাৎ আহ্সানুল ফাতাওয়ার দশম খণ্ডে (৪৩৩-৪৩৫)-এ দলিল-প্রমাণসহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং আগের কথাটিকে ভিত্তিহীন বলা হয়েছে।

সুতরাং এই ভিত্তিহীন কথা বিশ্বাস করা এবং বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। আর কবর ও আখেরাতকে সর্বোচ্চ সুন্দর বানানোর চেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন– আমীন।

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভিত্তিহীন ধারণা
মুত্তালিব নাম আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত নয়
আবদুল মুত্তালিব নাম রাখার বিধান

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদার নাম ছিল শাইবা। তিনি ছোট থাকতেই তার পিতা হাশেমের ইন্তেকাল হয়ে যায় এবং তিনি নানার বাড়িতে লালিত-পালিত হতে থাকেন। তিনি যখন বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে উপনীত হন তখন তার চাচা মুত্তালিব তাঁকে আনার জন্য মদীনায় গেলেন। ভাতিজাকে উটের পেছনে বসিয়ে তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন, তখন যাদের জানা ছিল না তারা ভাবল যে, মুত্তালিব সফর থেকে একটি গোলাম খরিদ করে এনেছেন। তারা শাইবাকে 'আবদুল মুত্তালিব' (মুত্তালিবের গোলাম) বলে ডাকতে লাগল। তিনি মানুষকে যতই বললেন, সে আমার ভাতিজা, আমার ভাই হাশেমের ছেলে, কিন্তু শাইবা 'আবদুল মুত্তালিব' নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১৩৭-১৩৮)

যারা হাকীকত জানে না এবং আল্লাহ্ তাআলার আসমায়ে হুসনা সম্পর্কেও যাদের তেমন জানাশোনা নেই, তারা কখনো কখনো নিজেদের সন্তানের নাম রাখেন আবদুল মুত্তালিব। তারা হয়ত মনে করে থাকবেন, মুত্তালিব আল্লাহ তাআলার কোনো গুণবাচক নাম। অতএব আবদুর রহমান, আবদুর রহীমের মতো আবদুল মুত্তালিবও কারো নাম হতে পারে!

এ ধারণা ঠিক নয়। মুত্তালিব আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এ নাম রাখা যাবে না। # এপ্রিল '১২ঈ.

একটি ভুল প্রচলন
আযানের আগে কি সালাত ও সালাম কিংবা যিকির ও তাসবীহ্ মুস্তাহাব?

এ বিষয়টি সম্ভবত আলকাউসারে প্রকাশিত হয়েছে। তারপরও আবার লেখার ইচ্ছা হল। মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর নতুন প্রাঙ্গণ কেরানীগঞ্জের হযরতপুরে অবস্থিত। ওখানে আশেপাশের বিভিন্ন মসজিদে এই রেওয়াজ দেখা গেল যে, আযানের সময় মুআয্যিন মাইকে তাসবীহ্, দুআ, না'ত বা অন্তত দরূদ শরীফ পাঠ করেন। এরপর আযানের তাকবীর বলেন। সাধারণত মাগরিবের আযানে এমনটি শোনা যায়, কোথাও ফজরের আযানেও শোনা যায়।

https://t.me/islaMic_fdf

এটি একটি নবউদ্ভাবিত নিয়ম। খায়রুল কুরূনের তিন যুগের কোনো যুগে; বরং এর পরও কয়েক শ বছর পর্যন্ত এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, আযানের শুরু হল তাকবীর– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

নবী-যুগ থেকে এ পদ্ধতিই চলে এসেছে। হাদীস শরীফে আযানের জবাব দেওয়া, আযান শেষে দরূদ পড়া, এরপর দুআ পড়া–এই তিনটি আমলের কথা উল্লেখ আছে। এগুলো ব্যক্তিগত আমল। মুআয্যিনও আযান শেষ করে দরূদ ও দুআ পড়বে। তবে একাকী ও আস্তে আওয়াজে। উঁচু আওয়াজেও নয়, মাইকেও নয়।

হাদীস ও মুতাওয়ারাস সুন্নাহ অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এই নবউদ্ভাবিত পদ্ধতি গ্রহণ করা ভুল। এটা বিদআতের শামিল। আযান হল ইসলামের শিআর ও নিদর্শন। আর শিআর ও নিদর্শনের মাঝে পরিবর্তন-পরিবর্ধন অত্যন্ত গর্হিত বিষয়।

বেরেলভী ভাইদের কোনো কোনো এলাকায় দেখা যায়, তারা সব আযান দরূদ শরীফের মাধ্যমে শুরু করে। আর দরূদের শব্দ হল– আসসালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দরূদ রওযায়ে আতহার যিয়ারতের সময় অনুমোদিত হলেও সাধারণ অবস্থায় পড়ার জন্য নয়। একদিকে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে আযানের সঙ্গে দরূদ শরীফকে যুক্ত করেছে, অন্যদিকে এমন দরূদ যুক্ত করেছে, যা সব অবস্থায় পড়ার নয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূলের মহব্বতের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণের সৌভাগ্য দান করুন। প্রিয়তমের সুন্নাহ ও আদর্শের পরিবর্তে কোনো নবউদ্ভাবিত পন্থাই যদি পছন্দ হয় তাহলে তা কেমন মহব্বত?!

একটি ভুল ধারণা

ইস্তেখারার জন্য কি দুআ পড়ে ঘুমাতেই হয়

ইস্তেখারার অর্থ কল্যাণ প্রার্থনা, কল্যাণ সম্পর্কে অবগত হওয়া নয়। তাই ইস্তেখারার হাকীকত এই যে, যে কাজের ইচ্ছা করা হয়েছে সে সম্পর্কে (চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শের পর) দুই রাকাত নফল নামায পড়ে হাদীসে শেখানো দুআ পাঠ করা। যার সারকথা হল, ইয়া আল্লাহ! এ কাজে যদি আমার কল্যাণ থাকে তবে তুমি তা সহজ করে দাও এবং তাতে বরকত দান কর। আর যদি তা আমার জন্য উপযোগী না হয়, তবে তা থেকে আমাকে বিরত রাখ এবং যেখানে কল্যাণ আছে সেখানে নিয়ে যাও আর আমাকে তাতে

https://t.me/islaMic_fdf

সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দান কর।

সহীহ হাদীসের আলোকে এটাই হল ইস্তেখারার হাকীকত ও স্বরূপ। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে, ইস্তেখারার নামায ও দুআ শোয়ার আগে করতে হয়। আর ইস্তেখারার ফলাফল অর্থাৎ কাজটি করা উচিত কি উচিত না, তা স্বপ্নযোগে জানিয়ে দেওয়া হয়। এটি নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন ধারণা। ইস্তেখারার পর কেউ কোনো স্বপ্ন দেখতেও পারে। কিন্তু স্বপ্ন তো ইস্তেখারা ছাড়াও দেখা যায়। স্বপ্নে কোনো কিছু দেখলে তাকে বিচার করতে হবে স্বপ্নের বিষয়ে শরীয়তের যে বিধান আছে তারই ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরয়ী বিধান অনুযায়ী। আর স্বপ্ন যে কোনো দলিল নয়, এ তো সবাই জানে।

ইস্তেখারা-বিষয়ক আরেকটি ভুল হল, দুআ-ওযিফার কোনো কোনো অনির্ভরযোগ্য বইপত্রে ইস্তেখারার যে পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে তা পালন করা। অথচ ইস্তেখারার মাসনূন পদ্ধতি ছেড়ে কারো অভিজ্ঞতা বা উদ্ভাবন গ্রহণ করার কোনো অর্থ হতে পারে না।

ইস্তেখারার একটি নবউদ্ভাবিত ও বিদআতী পদ্ধতি হচ্ছে, কুরআন মাজীদ থেকে কিংবা দেওয়ানে হাফেয, মসনবী ইত্যাদি থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ। এটি সম্পূর্ণ ভুল পদ্ধতি। আর কুরআন মাজীদ থেকে এজাতীয় ইঙ্গিত গ্রহণ মূলত কুরআনের সঙ্গে বেয়াদবি।

আরেকটি ভুল হল, নিজে না করে অন্যকে দিয়ে ইস্তেখারা করানো। অনেকে মসজিদের ইমাম সাহেব অথবা পরিচিত কোনো আলেমের কাছে ইস্তেখারার আবেদন করে থাকেন। অথচ হাদীস শরীফে প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তিকেই ইস্তেখারা করতে বলা হয়েছে।

সবচেয়ে মারাত্মক ভ্রান্তি এই যে, কোনো কোনো মানুষ শুধু কাজের ইচ্ছার সময়ই নয়; বরং গায়েবের বিভিন্ন কথা জানার জন্য বে-শরা তদবিরকারীর কাছে যায় এবং এটাকেও ইস্তেখারা বলে। এমনকি ওইসব কথা বিশ্বাসও করে। অথচ গায়েব জানার জন্য কারো কাছে যাওয়া এবং তার কথা বিশ্বাস করা এক প্রকারের শিরক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের শিরক থেকে হেফাযত করুন- আমীন। (বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, আলমাদখাল, ইবনুল হাজ্ব ৪/৩৬-৪০; হায়াতুল হায়াওয়ান ৩/৩৮; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, মুরতাযা যাবীদী ২/২৮৫; উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া, লাহোরের (২/৫৭১-৫৭৩) প্রবন্ধটিও ভালো।) # মে '১২ঈ.

https://t.me/islaMic_fdf

তালাক সম্পর্কিত কিছু ভুলত্রুটি

এ সংখ্যায় শুধু এ বিষয়ে আলোচনা করাই মুনাসিব মনে হল। একটি কথা তো বারবার লেখা হয়েছে, উলামা-মাশায়েখও আলোচনা করে থাকেন যে, অতি প্রয়োজন (যা শরীয়তে ওজর বলে গণ্য) ছাড়া স্বামীর জন্য যেমন তালাক দেওয়া জায়েয নয়, তেমনি স্ত্রীর জন্যও তালাক চাওয়া দুরস্ত নয়। তালাকের পথ খোলা রাখা হয়েছে শুধু অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। বর্তমান সমাজে, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলে কোনো পরিবারে তালাকের ঘটনা যে কত ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা, জুলুম-অত্যাচার ও ঝগড়া-বিবাদের কারণ হয় তা আর বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। তালাক প্রদানের ক্ষমতাকে শরীয়তের নির্ধারিত নীতিমালার বাইরে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বিধানের সঙ্গে বালখিল্যতার শামিল।

এজন্য কেউ দাম্পত্য জীবনে পা রাখার চেষ্টা করলে তার অপরিহার্য কর্তব্য হবে, বিয়ের আগেই দাম্পত্য জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় মাসআলাগুলোর সঙ্গে তালাকের বিধানসমূহ জেনে নেওয়া।

তালাক অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। কেউ এই ক্ষমতার অপব্যবহার করলে কিংবা ভুল পন্থায় তা প্রয়োগ করলে সে একদিকে যেমন গোনাহগার হবে, অন্যদিকে তালাকও কার্যকর হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি বিবেচক স্বামীর দায়িত্ব হল, তালাক শব্দ কিংবা এর সমার্থক কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করা থেকে সতর্কতার সঙ্গে বিরত থাকা।

অবশ্য অতি প্রয়োজনে তালাক প্রদানে বাধ্য হলে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় শুধু এক তালাক দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া উচিত। এভাবে বলবে যে– 'তোমাকে তালাক দিলাম।' তালাকের সঙ্গে 'বায়েন' শব্দ কিংবা ৩ সংখ্যা ব্যবহার করবে না। কেউ 'বায়েন' শব্দ বলে ফেললে (চাই তা এক বা দুই তালাক হোক না কেন) নতুন করে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিয়ে দোহরানো ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় মিলনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে তিন তালাক দিয়ে ফেললে–একই মজলিসে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া হোক কিংবা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়া হোক–যেমন বলল, তোমাকে তিন তালাক দিলাম অথবা আগে কখনো দুই তালাক দিয়েছিল আর এখন শুধু এক তালাক দিল; সর্বমোট তিন তালাক দেওয়া হল। যেকোনো উপায়ে তিন তালাক দেওয়া হলে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় শুধু মৌখিকভাবে স্ত্রীকে বিয়েতে

https://t.me/islaMic_fdf

ফিরিয়ে আনার যেমন কোনো সুযোগ থাকে না, তেমনি নতুন করে বিয়ে দোহরানোর মাধ্যমেও ফিরিয়ে নেওয়ার পথ খোলা থাকে না।

একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া কিংবা বিভিন্ন সময় তালাক দিতে দিতে তিন পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া একটি জঘন্য অপরাধ এবং ঘৃণিত কাজ। আল্লাহ তাআলা এর শাস্তি হিসেবে এই বিধান দিয়েছেন যে, তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পুনরায় একসঙ্গে বসবাস করতে চাইলে স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্যত্র তার বিয়ে হওয়া এবং সে স্বামীর সঙ্গে তার মিলন হওয়া অপরিহার্য। এরপর কোনো কারণে সে তালাকপ্রাপ্তা হলে কিংবা স্বামীর মৃত্যু হলে ইদ্দত পালনের পর এরা দুজন পরস্পর সম্মত হলে নতুন করে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এজন্য শরীয়ত আগেই সাবধান করে দিয়েছে যে, প্রথমত তালাকের কথা চিন্তাও করবে না। তবে অতি প্রয়োজনে কখনো তালাক প্রদানের প্রয়োজন হলে শুধু সাদামাটা তালাক দাও, শুধু এক তালাক। যেন উভয়ের জন্যই নতুন করে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকে এবং পুনরায় ফিরে আসার পথ খোলা থাকে। এরপর আবারো কোনো সমস্যা দেখা দিলে এভাবেই শুধু এক তালাক দেবে। এখনো ফিরে আসার পথ খোলা থাকবে।

কিন্তু এরপর যদি আবার কখনো শুধু এক তালাকই দেওয়া হয় এবং সব মিলে তিন তালাক হয়ে যায়–এ অবস্থায় আর তাকে ফিরিয়ে আনারও সুযোগ থাকবে না, নতুন করে বিয়ে করার বৈধতাও বাকি থাকবে না।

আজকাল স্বামী-স্ত্রীর তালাকের বিধান জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করার পরিবর্তে নিজেদের মনে–আল্লাহ মাফ করুন–এমন সব ভুল ও বানোয়াট মাসআলা স্থির করে রাখে যে :

১. তিন তালাক ছাড়া কি তালাক হয় না?

যেমন, কেউ মনে করে যে, শুধু এক বা দুই তালাক দেওয়ার দ্বারা তো তালাকই হয় না। তালাকের জন্য একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়াকে তারা অপরিহার্য মনে করে।

মনে রাখবেন, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তালাক দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি হল শুধু এক তালাক দেওয়া। পরবর্তী সময়ে আবারও প্রয়োজন হলে শুধু এক তালাকই দেবে। এরচেয়ে বেশি দেবে না। কিন্তু তিন তালাক দিয়ে ফেললে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রাখার সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

https://t.me/islaMic_fdf

একই মজলিসে কিংবা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়া হারাম এবং কবীরা গোনাহ। কিন্তু কেউ এমনটি করলে তালাক কার্যকর হবে এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে।

২. তালাকের সঙ্গে কি বায়েন শব্দ ব্যবহার করা জরুরি?

অনেকে মনে করে, শুধু তালাক বললে তালাক হয় না; বরং তালাকের সঙ্গে 'বায়েন' শব্দও যোগ করা অত্যাবশ্যক।

এটাও ভুল ধারণা। শুধু তালাক শব্দ দ্বারাই তালাক হয়ে যায়। এর সঙ্গে 'বায়েন' শব্দ যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। উপরন্তু এ শব্দের সংযোজন নাজায়েয। তবে কেউ যদি এক তালাক বায়েন বা দুই তালাক বায়েন দেয়, তবে সে মৌখিকভাবে রুজু করার (পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার) পথ বন্ধ করে দিল। এখন শুধু একটি পথই খোলা আছে। আর তা হল, নতুনভাবে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিয়ে দোহরানো। অথচ শুধু তালাক বললে এক তালাক বা দুই তালাক পর্যন্ত মৌখিক রুজুর পথ খোলা থাকে। এজন্য স্বামীর উচিত, যত উত্তেজিতই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই যেন তিন তালাক না দেয়। এমনকি তা কখনো মুখেও না আনে। অথচ অনেকে তো তিন তালাক দেওয়ার পরও পৃথকভাবে 'বায়েন' শব্দ যোগ করেন। যেন সব কটি তালাক দেওয়ার পরও তার মন ভরল না। না হলে তিন তালাক দেওয়ার পর আর কী বাকি থাকে যে 'বায়েন' শব্দ বলতে হবে?!

মনে রাখবেন, তিন তালাক দেওয়াই এক গোনাহ, এরপর 'বায়েন' শব্দ যোগ করে সে আরো বেশি গোনাহগার হল।

৩. একসঙ্গে তিন তালাক দিলে কি তালাক হয় না?

অনেকে এই ভুল ধারণাও প্রচার করে রেখেছে যে, একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া হলে তালাক হয় না কিংবা শুধু এক তালাক হয়।

এটিও একটি মারাত্মক ভুল। একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া জায়েয না হলেও কেউ যদি এই নাজায়েয কাজ করে, তাহলে তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক ঠিকই পতিত হয়। এক্ষেত্রে তার মৌখিকভাবে রুজু করার অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি নতুন করে বিয়ে দোহরিয়ে নেওয়ার দ্বারাও তারা একে অপরের জন্য হালাল হতে পারে না। তাই সকল স্বামীরই কর্তব্য, প্রথম থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা। মুখ দিয়ে কখনো তিন তালাক কিংবা তালাক, তালাক,

https://t.me/islaMic_fdf

তালাক শব্দ উচ্চারণ না করা। আর আগেই দুই তালাক দিয়ে থাকলে এখন আর তৃতীয় তালাকের চিন্তাও না করা।

৪. গর্ভাবস্থায় তালাক দিলে কি তালাক পতিত হয় না?

অনেকে এই মাসআলা বানিয়ে রেখেছে যে, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হলে তা কার্যকর হয় না। এটিও সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা। গর্ভাবস্থায় হোক বা অন্য যেকোনো অবস্থায়ই হোক, তালাক দেওয়া হলে তা পতিত হয়ে যায়। এজন্য সঠিক মাসআলা শেখা সকলের দায়িত্ব। অজ্ঞতার ধোঁকায় থাকার কারণে হারাম কখনো হালাল হতে পারে না।

৫. তালাক পতিত হওয়ার জন্য কি সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরি?

অনেকের ধারণা, স্বামী তালাকের সময় কোনো সাক্ষী না রাখলে তালাক পতিত হয় না। আগেরটার মতো এটাও মানুষের মনগড়া মাসআলা। কোন্ মূর্খ এই কথা বলেছে জানা নেই। সাক্ষীর প্রয়োজন তো হয় বিয়ের সময়। তালাক পতিত হওয়ার জন্য এক বা একাধিক কোনো সাক্ষীরই প্রয়োজন নেই। স্বামী যদি রাতের অন্ধকারে একা একা বসে তালাক দেয়, তাতেও তালাক হয়ে যায়।

৬. রাগের অবস্থায় তালাক দিলে কি তালাক হয় না?

তালাক তো দেওয়াই হয় রাগ হয়ে। কয়জন আছে, শান্তভাবে তালাক দেয়? আসলে তো এমনই হওয়া উচিত ছিল যে, যদি বাস্তবসম্মত ও অনিবার্য প্রয়োজনে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, তাহলে বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে একে-অন্যের কল্যাণকামী হয়ে বুঝে-শুনে, সঠিক মাসআলা জেনে নিয়ে মাসআলা অনুযায়ী তালাক প্রদানের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ মানুষ মাসআলা জানার চেষ্টাও করে না, আর না তাদের মধ্যে এই সুবুদ্ধি আছে যে, বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করবে, চিন্তা-ভাবনা করবে। নিজের ইচ্ছাবিরোধী কোনো কিছু পেলেই রাগের বশে তালাক দিয়ে ফেলে। আর তা এক বা দুইটি নয়, এক নিঃশ্বাসে তিন তালাক।

যখন রাগ প্রশমিত হয় তখন অনুতপ্ত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কথা বানাতে থাকে। বলে, আমি রাগের মাথায় বলে ফেলেছি, আসলে আমার সংসার ভাঙার ইচ্ছা ছিল না। এসব লোকের জেনে রাখা উচিত, তালাক পতিত হওয়ার জন্য এ ধরনের কোনো ইচ্ছা থাকার প্রয়োজন নেই। স্ত্রীকে তালাক

https://t.me/islaMic_fdf

দিলেই তালাক হয়ে যায়। তেমনিভাবে রাগের অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়, এমনকি হাস্যরস বা ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দিলেও তা পতিত হয়ে যায়।

অবশ্য কেউ যদি প্রচণ্ড রেগে যায় এবং রাগের ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আর ও অবস্থায় সে কী বলেছে তার কিছুই মনে না থাকে, তাহলে ওই অবস্থার তালাক কার্যকর হবে না।

শেষকথা এই যে, দাম্পত্য জীবন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় ও বিশেষ একটি নেয়ামত। স্বামী-স্ত্রী সবার কর্তব্য এই নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করা এবং পরস্পরের সকল অধিকার আদায় করা। স্ত্রীর উচিত নয়, কথায় কথায় স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া। আবার স্বামীর জন্যও জায়েয নয়, আল্লাহ তাআলার দেওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করা।

বিয়ে, তালাক ও দাম্পত্য জীবনের সকল বিধান ও মাসআলা শিক্ষা করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য জরুরি। বিশেষ করে স্বামীর কর্তব্য হল, তালাকের মাসআলা এবং এর পরিণতি সম্পর্কে অবগত না হয়ে মুখে কখনো তালাক শব্দ উচ্চারণ না করা। আর যদি কোনো কারণে তালাক দেয় এবং এমনভাবে দেয় যে, এখন আর তাদের একসঙ্গে থাকা শরীয়তে বৈধ নয়, তাহলে তাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। বিভিন্ন টাল-বাহানা, অজুহাতের আশ্রয় নিয়ে কিংবা ভুল কথার ওপর ভিত্তি করে অথবা মূল ঘটনা গোপন রেখে একসঙ্গে বাস না করা উচিত। বিয়ে শুধু একটি সময়ের বিষয় নয়, সারা জীবনের বিষয়।

বাস্তবেই যদি তালাক হয়ে যায় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় এরপরও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসঙ্গে বাস করে, তাহলে তা হবে কবীরা গোনাহ এবং উভয়েই যিনা-ব্যভিচারের গোনাহে লিপ্ত।

আল্লাহ তাআলা সকলকে হেফাযত করুন এবং তাকওয়া ও পবিত্রতা দান করুন– আমীন। –মুহাম্মাদ আবদুল মালেক # জুন '১২ঈ.

একটি মারাত্মক ভুল কর্মপন্থা

দলিল নয়, এমন বিষয়কে দলিল বানানো

শরীয়তের দলিল কী কী এবং কোন্ প্রকারের দলিল দ্বারা কী বিধান প্রমাণিত হয়–তা দ্বীন ও শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন সুন্নাহর আলোকে এর ফয়সালা হতে পারে এবং হয়ে আছে। শরীয়তের দলিল-প্রমাণ কয়টি ও কী কী–এ সম্পর্কে কমবেশি সকল মুসলমান অবগত আছেন। কিন্তু আহলে

https://t.me/islaMic_fdf

বিদআত ও আহলে বাতিল সব সময় নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন নতুন দলিল উদ্ভাবন করতে থাকে। যেন নিজেদের বিদআত ও বাতিল বিষয়ের পক্ষে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনে বেগ পেতে না হয়। আজকাল অজ্ঞতার এত ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে যে, ভালো ভালো শিক্ষিত মানুষকে আশ্চর্য বিভ্রান্তির শিকার হতে দেখা যায়। যেমন, কোনো রেওয়ায়েতকে হাদীস হিসেবে কিংবা কোনো নবীর ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করার জন্য শুধু এটুকুই যথেষ্ট মনে করা হয় যে, তা কোনো গল্পকারের মুখে শুনেছেন অথবা কোনো বইয়ে পেয়েছেন। এতটুকু খোঁজখবর নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেন না যে, ওই রেওয়ায়েত বা ঘটনাটি ইলমে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে আছে কি না, তার কোনো সনদ আছে কি না, সনদ থাকলে তা গ্রহণযোগ্য কি না।

নিজে তাহকীক করতে না পারলে কমপক্ষে এতটুকু খোঁজ নেওয়া তো অতি জরুরি যে, ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় এমন কোনো আলেম সেটাকে গ্রহণযোগ্য ও বর্ণনার উপযোগী বলেছেন কি না।

কোনো প্রকার তাহকীক ছাড়া শুধু কোনো কিতাব বা রিসালায় আছে বলেই তা প্রচারের চেষ্টা করা কোনো বিবেকবান ও দায়িত্বশীল মানুষের কাজ হওয়া উচিত নয়।

শরীয়তের নিয়ম এই যে, কোনো রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ইলমে রেওয়ায়েত-বিশেষজ্ঞদের কাছে তা স্বীকৃত ও সমাদৃত হওয়া জরুরি। কমপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হতে হবে। কেবল সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি ও প্রচলনের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তেমনি কোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখকের কিংবা সিহহতের শর্ত করেননি এমন কোনো লেখকের উদ্ধৃতি ও সনদবিহীন বর্ণনাও নির্ভরযোগ্য নয়। অধিকাংশ মনগড়া ও মওযূ রেওয়ায়েত তো কোনো না কোনো বইয়েই লেখা থাকে। শুধু এ কারণেই কি তা গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে? নাউযু বিল্লাহ!

মনে রাখা উচিত, কোনো বে-সনদ রেওয়ায়েত সনদবিহীন হওয়ার পাশাপাশি যদি মুনকারও হয় এবং তার মতনে (বক্তব্যে) শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কিছু থাকে, তেমনি যদি কোনো মাসূম ব্যক্তির (নবী-রাসূলের) মাকাম ও মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী কোনো বিষয় তাতে থাকে, তাহলে তা ওয়ায-নসীহতে বর্ণনা করা কিংবা আমলের জন্য লিখিত কিতাবসমূহে লিখে দেওয়া আরো মারাত্মক গোনাহ।

https://t.me/islaMic_fdf

আলকাউসারের কোনো এক সংখ্যায় এ ধরনের বে-সনদ মনগড়া ও আপত্তিকর একটি রেওয়ায়েতকে বাতিল ও ভিত্তিহীন বলা হয়েছিল। আর মুনকার হওয়ার কারণে বলা হয়েছিল, এ ধরনের আকীদা পোষণ করা জায়েয নয়। এক ভাই ফোন করে বললেন, 'ওই রেওয়ায়েত বর্ণনা করা বা তার আকীদা পোষণ করা নাজায়েয হল কীভাবে? এ তো অমুক অমুক ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন!'

অথচ ওই অমুক অমুক ব্যক্তি না ইলমে রেওয়ায়েতের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, না নিজেদের কিতাবে প্রতিটি রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাই করে শুধু গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েত উল্লেখ করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

এজন্য ইলমে রেওয়ায়েতের বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে যদি কোনো রেওয়ায়েতকে ভিত্তিহীন লেখা হয় এবং এর বিপরীতে ইলমে রেওয়ায়েতের অন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত না থাকে, তবে অমুক অমুক ব্যক্তি তা লিখেছে–শুধু এ কথা বলে তা বর্জন করা ভুল।

হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. 'আত্তাকাশশুফ' (পৃ. ৪০৩, হাদীস ২৬৩)-এ বলেছেন, এই রেওয়ায়েত ভিত্তিহীন হওয়ার বিষয়টি যেহেতু অমুক অমুক ব্যক্তির জানা ছিল না তাই তারা 'মাজুর' হবেন। কিন্তু আহলে ফনের উদ্ধৃতিতে সঠিক বিষয়টি তোমাদের সামনে আসার পর তোমরা আর মাজুর গণ্য হবে না। তোমাদের জন্য এখন এ বিষয়ে অমুক অমুকের অনুসরণ করা জায়েয নয়।

হাকীমুল উম্মতের এই কথা আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত। আলকাউসারে যাকারিয়া আ.-এর যে ঘটনা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল তা একটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। উপরন্তু কোনো কোনো কিচ্ছাকার তার সঙ্গে এ কথাও যোগ করেছে যে,–নাউযু বিল্লাহ–যাকারিয়া আ. যেহেতু আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে গাছের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এরপর করাত চলার সময় যখন তিনি উহ্ বলতে লাগলেন, তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন, যদি তুমি উহ বল, নবুওতের তালিকা থেকে তোমার নাম বাদ দেওয়া হবে। নাউযু বিল্লাহ!

এই বর্ধিত অংশটুকু কোনো ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন হল, এই মনগড়া ও ভিত্তিহীন কথা বিশ্বাস করাকে (আকীদা পোষণ করা) যদি নাজায়েয বলা হয়, তবে কি এতেও আপনি আপত্তি করবেন?

আফসোস যে, এক মুরুব্বী চিঠি লিখেছেন, পান্দেনামার অমুক পঙ্ক্তিতে তো এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত আছে। আর বাংলা অনুবাদক এর টীকায় সে ঘটনা

https://t.me/islaMic_fdf

উল্লেখ করেছেন।

আফসোসের বিষয় এই যে, তিনি পান্দেনামার ইশারাকেও সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের মানদণ্ড বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ তিনি বা অনুবাদক কবির ইশারা যথার্থ অনুধাবন করতে পেরেছেন–এটাও তো অপরিহার্য নয়। এ কথা কার জানা নেই যে, আত্তার রাহ.-এর কিতাব থেকে উপদেশ-নসীহত গ্রহণ করা যায়, কিন্তু শুধু তাঁর কিতাবে উল্লেখ থাকার কারণে কোনো রেওয়ায়েতকে সহীহ বলা যায় না। এটা নির্ণয়ের জন্য ইলমে হাদীসের আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। এ প্রসঙ্গে 'তালীমুদ্দীন'(–ইসলাহী নেসাব ৩০৪-৩০৫)-এ উল্লিখিত হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ.-এর সাবধানবাণী গুরুত্ব সহকারে লক্ষ রাখা উচিত।

আমরা যদি এই নির্দেশনা অনুযায়ী আমল না করি তাহলে আমাদের ও আহলে বিদআতের মাঝে কী পার্থক্য থাকবে?

শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহ.-এর এই কথাও সোনার হরফে লিখে রাখার মতো। একটি দীর্ঘ চিঠিতে তিনি লিখেছেন– মাসআলার ক্ষেত্রে ভক্তিকে স্থান দেওয়া উচিত নয়। ভালো করে যাচাই-বাছাই করে নেওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আসলাফের পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফীক দান করুন, যাঁরা ছিলেন হেদায়েতপ্রাপ্ত, সুন্নাহ্র অনুসারী ও তাহকীকপ্রেমী। # জুলাই-আগস্ট '১২ঈ.

একটি ভুল ধারণা

দরূদে ইবরাহীমী কি শুধু নামাযে পড়ার জন্য?

জনৈক খতীব সাহেব ফোনে বললেন, আলকাউসারের এই বিভাগে আমি যেন এ বিষয়ে লিখি। তিনি বললেন, আমি কয়েকজনকে দেখেছি, তারা দরূদে ইবরাহীম, যা নামাযের শেষ বৈঠকে পড়া হয়, শুধু নামাযে পড়ার দরূদ মনে করে। নামাযের বাইরে এই দরূদ পড়া বা তাকে ওযিফা বানানো মুনাসিব মনে করে না।

খতীব সাহেবের আপত্তি সঠিক। কারণ এই দরূদ শুধু নামাযের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। একথা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে যে, নামাযে পড়ার জন্য এই দরূদ শেখানো হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ কখনো এই নয় যে, ওই কারণে দরূদটি নামাযের সঙ্গে খাস হয়ে যাবে। নামাযে তো তেলাওয়াত, তাসবীহ, তাকবীর

https://t.me/islaMic_fdf

ইত্যাদি কত বিষয় আমরা আদায় করে থাকি। এসব বিষয় কি শুধু নামাযের বিষয়? নামাযের বাইরে কি এগুলো করা যায় না? নামাযে আমরা কত বার 'আল্লাহু আকবার' বলি। কিন্তু নামাযের বাইরেও তো 'আল্লাহু আকবার' যিকির করে থাকি।

আহলে ইলম এবং আকাবির ও মাশায়েখ এই দরূদ নিজেদের রচনা ও বক্তৃতায় ব্যাপকভাবে এনে থাকেন। সুতরাং নামাযের বাইরে তা পাঠ করা বা ওযিফা বানানোতে কোনো অসুবিধা নেই।

একটি ভুল রীতি

খতম কি বখশানো জরুরি?

ইতঃপূর্বে লিখেছি কি না মনে নেই। আমি গ্রামে দেখেছি এবং কেউ কেউ ফোন করেও জানিয়েছেন যে, সাধারণত মেয়েদের মাঝে এই রেওয়াজ আছে, রমযানে তাঁদের খতম সমাপ্ত হওয়ার পর মসজিদের ইমাম সাহেবকে তা জানানোর ইহতেমাম করা হয় যে, অমুক কুরআন খতম করেছে, তা বখশে দিন। কোথাও কোথাও এ কথা জানানোর পাশাপাশি বখশানেওয়ালার জন্য কিছু হাদিয়া পাঠানোরও রেওয়াজ আছে।

এই রেওয়াজের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যা বর্জনীয়। যেমন :

ক. কুরআন খতম করা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইবাদত। কেউ খতম করলে এটা জরুরি নয় বা এমন কোনো বিধান নেই যে, তা বখশাতেই হবে। হাঁ, কেউ কোনো নেক আমল করে মৃত মুসলিমদের জন্য সওয়াবরেসানী করতে চাইলে তার অনুমতি আছে। কিন্তু না এটা কুরআন খতমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, না রমযান মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া একটি মোবাহ কাজকে জরুরি কাজের মতো গুরুত্ব দেওয়াও সমীচীন নয়।

খ. সওয়াবরেসানীর জন্য আমলের আগে বা পরে এই নিয়তই যথেষ্ট যে, আমলটি অমুকের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। তেমনি অন্তরের এই দুআই যথেষ্ট যে, আয় আল্লাহ! এই আমলের সওয়াব অমুক অমুককে দান করুন বা সকল মৃত মুসলমানকে দান করুন। সওয়াবরেসানীর জন্য এ-ই যথেষ্ট। ইমাম সাহেব বা কোনো বুযুর্গের মাধ্যমে বখশানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো বুযুর্গের দ্বারা বখশানো ছাড়া সওয়াব পৌঁছাবে না—এমন ধরণা একটি ভুল আকীদা, যা ত্যাগ করা জরুরি।

গ. বখশানোর জন্য হাদিয়া দেওয়া বা নেওয়ার বিষয়টিও বর্জনীয়। আমল

https://t.me/islaMic_fdf

বখশানো অর্থ দুআ করা। আর দুআ একটি খালেস ইবাদত, যার বিনিময়ে হাদিয়ার আদান-প্রদান জায়েয নয়।

এছাড়া এভাবে ইমাম সাহেবের দ্বারা আমল বখশানোর রীতির কারণে মেয়েদের নাম এবং তাদের খতম বা খতমের সংখ্যা ইত্যাদি গোপন বিষয় মানুষের সামনে আসে। কোনো প্রয়োজন ছাড়া এমনটি করার কী যুক্তি? তো সব বিচারেই এই রসম বর্জনীয়।

একটি ভুল মাসআলা

নাম বদলালে কি আকীকা দোহরাতে হয়?

কারো ভুল নাম রাখা হলে তা পরিবর্তন করে সঠিক নাম রাখা জরুরি। কিন্তু নাম বদলালে নতুন করে আকীকাও করতে হয়–এই ধারণা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে প্রথম আকীকাই যথেষ্ট। নতুন আকীকা জরুরি নয়, মুস্তাহাবও নয়।# সেপ্টেম্বর '১২ ঈ.

একটি ভুল আমল

ইমামকে রুকুতে পেলেও কি 'ছানা' পড়তে হবে?

'ছানা' পড়া সুন্নত। নামাযে নিয়ত বাঁধার পর প্রথম কাজ হল ছানা পড়া। কেউ একা নামায পড়ুক বা জামাতে–উভয় অবস্থায় ছানা পড়তে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকের যে ভুলটা হয়ে থাকে তা হল, ইমামকে যদি রুকুতে পায় তাহলে প্রথমে তাকবীর বলে হাত বাঁধে তারপর দ্রুত ছানা পড়ে রুকুতে যায়। অনেকসময় ছানা পড়তে পড়তে ইমামের রুকু শেষ হয়ে যায়, ফলে ওই রাকাত ছুটে যায়। এটা ঠিক নয়। এ অবস্থায় ছানা পড়তে হবে না, হাতও বাঁধতে হবে না; বরং নিয়ম হল প্রথমে দাঁড়ানো অবস্থায় দু-হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত ছেড়ে দেবে, তারপর দাঁড়ানো থেকে তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।

এক্ষেত্রে অনেকে আরেকটি ভুল করে থাকে– ইমাম রুকুতে চলে গেছে, এখন দ্রুত রুকুতে শরিক হয়ে রাকাত ধরা দরকার, তা না করে এসময়ও আরবীতে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়তে থাকে, ফলে ওই রাকাত পায় না। এটা আরো বড় ভুল।

নিয়তের বিষয়ে আগেও বলা হয়েছে, নিয়ত অর্থ সংকল্প করা, যা দিলের কাজ। উচ্চারণ করে নিয়ত পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বিষয়টি নিয়ে আগে বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল বিশ্বাস

কিয়ামতের আলামত : বেগুন গাছ তলায় হাট বসবে

কিছু লোককে বলতে শোনা যায়, কিয়ামতের একটি আলামত হল, মানুষ ছোট হতে হতে এত ছোট হবে যে, বেগুন গাছ তলায় হাট বসবে।

এটি একটি ভুল বিশ্বাস, যা একেবারেই ভিত্তিহীন। একটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ মাজুজ সম্বন্ধে এমন কথা পাওয়া যায়, তাদের কারো দৈর্ঘ্য এক বিঘত, কারো দুই বিঘত। আর তাদের যারা সবচেয়ে লম্বা তারা তিন বিঘত...। কিন্তু এ রেওয়ায়েতের কোনোই ভিত্তি নেই। (দেখুন, আলইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল-মাওযূআত ২৩৯)

বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের বিভিন্ন আলামতের কথা বলেছেন; কোথাও এমন কথা নেই। সুতরাং এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা বলা বা বিশ্বাস করা কোনোটিই ঠিক নয়।

বলার ভুল

আপনি আমার লক্ষ্মী!

সাধারণত ব্যবসায়ী-দোকানদারদের মুখে এমন কথা শোনা যায়। প্রথম খরিদদারের ক্ষেত্রে বা সারাদিন বেচাকেনা হচ্ছে না বা ভালো বেচাকেনা হচ্ছে না, হঠাৎ একজন বড়সড় খরিদদার এল এবং অনেক লাভ হল, তখন বলে- ভাই! আপনি আমার লক্ষ্মী! এমনকি খোদ ক্রেতাকেই লক্ষ্মী বলতে শোনা যায়। অর্থাৎ যেকোনো ক্রেতাই দোকানদারের জন্য লক্ষ্মী!

এটিও একটি মারাত্মক ভুল ও শিরকি কথা, যা আকীদা-বিশ্বাসকে কলুষিত করে। হিন্দুদের থেকে এটা মুসলমানদের মাঝে প্রবেশ করেছে। লক্ষ্মী হল, যাকে হিন্দুরা ধন-ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করে। ব্যবসা ভালো হওয়া, মন্দ হওয়া আল্লাহ্র হাতে। এর সঙ্গে লক্ষ্মীর কী সম্পর্ক? আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

'তারা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন, যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন। এতে রয়েছে মুমিনদের জন্য নিদর্শন।' -সূরা যুমার (৩৯) : ৫২

মুমিনের কাজ হল, ভালো হলে শুকরিয়া আদায় করা আর মন্দ হলে সবর

https://t.me/islaMic_fdf

করা। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের বিষয় কতই না সুন্দর! তার সকল অবস্থা তার জন্য কল্যাণকর। আর এটা একমাত্র মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য। যদি সে নেয়ামত ও সুখ লাভ করে তাহলে সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সে মসিবতে আক্রান্ত হয় তাহলে সবর করে। ফলে এ অবস্থাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৯৯

আরেকটি বলার ভুল

ষাট ষাট, বালাই ষাট...

গ্রামের অনেক মহিলা ছোট বাচ্চাদের বদনজর ইত্যাদি থেকে রক্ষার জন্য অনেকসময় বলে বসেন, 'ষাট ষাট, বালাই ষাট'। আমাদের গল্প-উপন্যাসেও এ বাক্যটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এটা হিন্দুদের থেকে আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে। বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ষাট শব্দের অধীনে লিখেছে, ষাট : উচ্চারিত কোন অশুভ কাজের প্রতিবিধান বা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠীদেবীর নাম উচ্চারণ (ষাট ষাট, বেঁচে থাকুক বালাই ষাট; ও কথা বলতে নেই।)

প্রথম কথা হল, এখানে ষাট বলে কোনো মুসলিমই হয়ত হিন্দুদের ষষ্ঠীদেবী উদ্দেশ্য নেয় না, কিন্তু পৌত্তলিক সমাজের বিশ্বাসের বাহক বিশেষ শব্দগুলো পরিহার করাই ইসলামের শিক্ষা। তা ছাড়া সহীহ আকীদা-বিশ্বাসের পাশাপাশি মুসলিমের উচ্চারণও সঠিক ও সুন্দর হওয়া জরুরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলার ক্ষেত্রেও বাক্যের উত্তম-অনুত্তমের প্রতি লক্ষ রাখতেন এবং এক্ষেত্রে সাহাবীদের সামান্য ভুলও শুধরে দিতেন। সেখানে কোনো বাক্য যদি পৌত্তলিক সমাজের বিশ্বাসের বাহক হয়, তাহলে তা যে বর্জনীয়-একথা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

এক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বললেন, أَأَلِجُ (আ আলিজু)? (এ শব্দে অনুমতি চাওয়া শুনে) নবীজী খাদেমকে বললেন, সে সুন্দর করে অনুমতি চাইতে জানে না। যাও তাকে বল, সে যেন প্রথমে সালাম দেয়, তারপর ('আ আলিজু' শব্দের পরিবর্তে) أَأَدْخُلُ (আ-দ্খুলু) বলে অনুমতি চায়। তখন তিনি সালাম দিয়ে আ-দ্খুলু বলে অনুমতি চাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন...। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩১২৭

https://t.me/islaMic_fdf

এখানে 'আ আলিজু' ও 'আ-দ্‌খুলু' দুটি শব্দের অর্থই 'আমি কি প্রবেশ করতে পারি?' কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে উত্তম ও সুন্দর। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দ্বিতীয়টি বলতে শেখালেন।

আর সন্তানদের বদনজর ইত্যাদি থেকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উম্মতকে শিখিয়েছেন। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রা.-এর জন্য এই দুআ পড়ে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতেন–

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

'সকল শয়তান, কীটপতঙ্গ ও বদনজর হতে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কালিমাসমূহের আশ্রয়ে দিচ্ছি। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২০৬০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৭৩৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৫২৫

দুআটি এক সন্তানের জন্য পড়লে 'উয়ীযুকা' (أُعِيذُكَ), দুইজনের জন্য 'উয়ীযুকুমা' (أُعِيذُكُمَا) আর দুইয়ের অধিক হলে 'উয়ীযুকুম' (أُعِيذُكُمْ) বলতে হবে। এর সঙ্গে আয়াতুল কুরসী, তিন কুল ও হাদীসের অন্যান্য দুআ তো আছেই। # অক্টোবর '১২ঈ.

একটি ভুল ধারণা

টাখনুর ওপর কাপড় কি শুধু নামাযের সময়?

অনেকসময় দেখা যায়, জামাত শুরু হওয়ার আগে মুসল্লীদের কেউ কেউ নিজেদের পাজামা, প্যান্ট ইত্যাদি টাখনুর ওপর তুলে নিচ্ছেন বা ইমাম সাহেব বলে দিচ্ছেন, কাপড় টাখনুর ওপর তুলে নিন। এতে মনে হয় যেন শুধু নামাযের সময়ই কাপড় টাখনুর ওপর তুলতে হবে; এ বিষয়টি শুধু নামাযের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আসলে বিষয়টি এমন নয়।

নামাযের ভেতরে-বাইরে সর্বাবস্থায় কাপড় টাখনুর নিচে পরা কবীরা গোনাহ। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

'লুঙ্গির (কাপড়ের) যে অংশ টাখনুর নিচে থাকবে তা জাহান্নামে যাবে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৮৭

আরেক হাদীসে এসেছে–

https://t.me/islaMic_fdf

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيْلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০৮৫

সুতরাং এ বিষয়ে নিজেও সতর্ক থাকা এবং অন্যদেরও সঠিক বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি।

একটি ভুল আমল

মসজিদে গিয়ে কি আগে বসতে হয় তারপর নামায পড়তে হয়?

অনেক মানুষকে দেখা যায়, তারা মসজিদে এসে প্রথমে একটু বসেন, তারপর নামায শুরু করেন। এটি ঠিক নয়। বরং মসজিদে গিয়ে প্রথম কাজ হবে নামায। হাদীস শরীফে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

'যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন যেন দুই রাকাত নামায পড়া ছাড়া না বসে।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭১৪

মোটকথা, মসজিদে প্রবেশ করে প্রথম কাজ হবে নামায; যদি তা নামাযের সময় হয়ে থাকে। মসজিদে প্রবেশের পর পর্যাপ্ত সময় থাকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে, সে সময় না থাকলে নির্ধারিত ওয়াক্তের সুন্নত পড়বে, সেটাই তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলে গণ্য হবে।

আরেকটি ভুল ধারণা

'ইন্না-লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন' কি শুধু মৃত্যু সংবাদ শুনলে?

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্যশীল মুমিনের গুণাবলি বর্ণনা করে বলেন–

...اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

'...যারা কোনো মসিবতে আক্রান্ত হলে বলে– اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ. আমরা আল্লাহ্‌র এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যাব।' –সূরা বাকারা (২) : ১৫৬

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, একজন মুমিন যেকোনো ধরনের মসিবত সামনে এলেই বলবে– اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ. এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালা সমর্পিতচিত্তে

https://t.me/islaMic_fdf

মেনে নেবে। অথচ অনেক মানুষ মনে করেন, 'ইন্না-লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন' শুধু মৃত্যুসংবাদ শুনলে বলতে হয়। এ ধারণা ঠিক নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুসলিম যখন কোনো মসিবতে আক্রান্ত হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যা বলতে বলেছেন তাই বলে- (অর্থাৎ)

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اؤْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا.

তখন আল্লাহ তাআলা তাকে ওই মসিবতের উত্তম বদলা এবং আগের চেয়ে উত্তম বিকল্প দান করেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯১৮

একটি ভুল দরূদ

দরূদে হাজারীর ফযীলত

এক এলাকার গোরস্থানে প্রবেশের মুখেই দেখলাম, বড় করে সাইনবোর্ড তৈরি করে অতি যত্নের সঙ্গে দরূদে হাজারী নামে একটি দরূদ লিখে রেখেছে। নিচে ফযীলত হিসেবে লেখা আছে, 'কবরের নিকট গিয়ে এই দরূদ তিনবার পাঠ করিলে ঐ কবরওয়ালার চল্লিশ বছরের কবরের আযাব মাফ হইয়া যাইবে।'

এ ধরনের দরূদ ও ফযীলতের কোনো ভিত্তি নেই। এ ছাড়া এতে না আছে দরূদের নূর, না আছে ভাষার মাধুর্য; বরং এতে রয়েছে কিছু অসৌজন্যমূলক শব্দ।

আমাদের উচিত এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা বিশ্বাস না করা এবং মানুষকে সঠিক বিষয় জানানো। গোরস্থানের পরিচালনা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই জায়গায় কবর যিয়ারতের দুআ, যিয়ারতের আদব, মৃত্যুর স্মরণ-এজাতীয় আয়াত ও হাদীস লিখে দেওয়া যায়। # নভেম্বর '১২ ঈ.

একটি ভুল আমল

ছেলের পিতাও কি পাত্রী দেখবে?

অনেক পরিবারে দেখা যায়, পাত্রী দেখতে গেলে ছেলের পিতাও পাত্রী দেখেন। তারা ভাবেন, ছেলের পিতা তার হবু বৌমা, না দেখলে কি হয়? এ কাজটি ঠিক নয়। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এই মেয়েটি ছেলের পিতার জন্য দেখা জায়েয নেই। সুতরাং এ কাজটি বর্জন করা উচিত। পাশাপাশি ওলিমার অনুষ্ঠানে কনেকে স্টেজে বসিয়ে আগত নারী-পুরুষ সকল মেহমানকে

https://t.me/islaMic_fdf

দেখানো ইত্যাদি সব ধরনের বেপর্দা ও গর্হিত সকল হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি।

একটি ভুল ধারণা

যাকাত কি শুধু রমযান মাসে আদায় করতে হয়?

অনেক মানুষ মনে করে, যাকাত শুধু রমযান মাসে আদায়যোগ্য আমল। এ ধারণা ঠিক নয়। নেসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হলেই সেই সম্পদের যাকাত দেওয়া ফরয। যাকাত ফরয হওয়ার পর দ্রুত আদায় করতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো লোককে দেখা যায়, তাদের যাকাতবর্ষ রমযান মাসের আগে, এমনকি ৪/৫ মাস আগে হয়ে যায়। এরপরও তারা তখন যাকাত আদায় করে না; বরং রমযানের অপেক্ষা করতে থাকে। এমন করা আদৌ উচিত নয়; বরং গরীবের পাওনা যত দ্রুত আদায় করা যায় ততই শ্রেয়। হাঁ, যাদের যাকাতবর্ষ রমযান মাসে পূর্ণ হয় তারা রমযানেই আদায় করবেন।

একটি ভুল মাসআলা

গায়রে মাহ্রামের সঙ্গে কথা বললে কি ওযু নষ্ট হয়ে যায়?

অনেকের ধারণা, গায়রে মাহ্রামের (মাহ্রাম নয় এমন; অর্থাৎ যাদের সঙ্গে পর্দা করতে হয়) সঙ্গে কথা বললে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। এ ধারণা ঠিক নয়। তবে বিনা প্রয়োজনে গায়রে মাহ্রামের সঙ্গে কথা বলাও জায়েয নয়। এমনকি প্রয়োজনে কথা বললেও তা যেন কোমল স্বরে না হয় সে ব্যাপারেও আলকুরআনুল কারীমে নারীদের সতর্ক করা হয়েছে। (দ্র. সূরা আহ্যাব (৩৩) : ৩২)

উল্লেখ্য, মোবাইলে কথা বলার ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি লক্ষণীয়।

একটি অবহেলা

মেয়ে সন্তান হলে কানে আযান না দেওয়া

নিয়ম হল সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া। কিন্তু দেখা যায়, অনেক মানুষ ছেলে হলে কানে আযান-ইকামত দেয়, কিন্তু মেয়ে হলে দেয় না বা শুধু আযান দেয় ইকামত দেয় না–এটা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে ছেলে সন্তান-মেয়ে সন্তানের মাঝে

https://t.me/islaMic_fdf

কোনো পার্থক্য নেই। এ ছাড়া অনেকে তো এ আমলটির ব্যাপারেই অবহেলা করে, যা একেবারেই অনুচিত।

একটি ভুল প্রচলন

বদনজর থেকে হেফাযতের জন্য শিশুর কপালে টিপ দেওয়া

অনেকে বদনজর থেকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে শিশুর কপালে টিপ দেয়। এটা ঠিক নয়। এটি বদনজর রোধ করে না। শিশুকে বদনজর ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার জন্য কী করতে হবে–নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শিখিয়েছেন।

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রা.-এর জন্য এই দুআ পড়ে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইতেন–

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

'সকল শয়তান, কীটপতঙ্গ ও বদনজর হতে তোমাদেরকে আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কালিমাসমূহের আশ্রয়ে দিচ্ছি।'

দুআটি এক সন্তানের জন্য পড়লে 'উয়ীযুকা' (أُعِيْذُكَ), দুইজনের জন্য 'উয়ীযুকুমা' (أُعِيْذُكُمَا) আর দুইয়ের অধিক হলে 'উয়ীযুকুম' (أُعِيْذُكُمْ) বলতে হবে। এর সঙ্গে আয়াতুল কুরসী, তিন কুল ও হাদীসের অন্যান্য দুআ তো আছেই। # ডিসেম্বর '১২ঈ.

এটি হাদীস নয়

লোকমুখে প্রসিদ্ধ– 'আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার দিকে ১০ বার রহমতের নজরে তাকালে সে নিয়মিত জামাতে নামায পড়তে পারে। আর ৪০ বার তাকালে হজ করতে পারে। আর ৭০ বার তাকালে আল্লাহ্র রাস্তায় বের হতে পারে।'

এটি হাদীস নয়। আল্লাহ তাআলার রহমত ও তাওফীক না হলে বান্দা কোনো ভালো কাজই করতে পারে না। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা এতবার কারো প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিলে সে অমুক আমল করতে পারে, এতবার হলে অমুক... ইত্যাদি, এ ধরনের কোনো রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। সুতরাং তা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

একটি অনুত্তম আমল

মাসবুক অবশিষ্ট নামাযের জন্য কখন দাঁড়াবে?

নিয়ম হল মাসবুক (যে ইমামের সঙ্গে এক বা একাধিক রাকাত পায়নি) ইমামের দুই দিকে সালাম ফেরানো শেষ হওয়ার পর ছুটে যাওয়া রাকাত আদায় করার জন্য দাঁড়াবে। কিন্তু অনেককে দেখা যায়, ইমাম সালাম ফেরানো শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায়। এটা অনুত্তম।

এতে আরেকটি সমস্যা এই যে, কখনো ইমাম একদিকে সালাম ফেরানোর পর বরং দুই দিকে সালাম ফেরানোর পরও সাহু সেজদা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

একটি ভুল ধারণা

জায়নামায বিছিয়ে রাখলে কি শয়তান এসে তাতে নামায পড়ে?

অনেকের ধারণা, নামায পড়ার পর জায়নামায বিছিয়ে রাখলে শয়তান এসে তাতে নামায পড়ে নেয়। এটি একটি ভুল ধারণা। তবে নামায পড়া হয়ে গেলে জায়নামায বিছিয়ে না রাখাই ভালো। কারণ জায়নামায পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা জরুরি। বিছিয়ে রাখলে তার ওপর দিয়ে চলাফেরা হবে। ফলে তা ময়লা হবে। কখনো নাপাকিও লেগে যেতে পারে।

উল্লেখ্য, কিতাব বা কুরআন শরীফের ব্যাপারেও অনেককে এমন ধারণা পোষণ করতে দেখা যায় যে, খুলে রাখলে শয়তান এসে পড়ে নেবে। এ ধারণাও ঠিক নয়। তবে পড়ার পর প্রয়োজন ছাড়া খুলে না রাখাই ভালো।

একটি অনর্থক কাজ

খুতবা চলাকালীন দানবাক্স চালানো

অনেক মসজিদে দেখা যায়, খুতবা চলা অবস্থায়ও দানবাক্স চলতে থাকে। হাদীস শরীফে খুতবা চলা অবস্থায় অন্যকে চুপ করতে বলাকেও অনর্থক কাজ বলা হয়েছে। সেখানে খুতবার সময় দানবাক্স চালানো তো আরো বড় অনর্থক কাজ। সুতরাং তা পরিহার করা জরুরি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে জুমার জন্য মসজিদে এল, তারপর চুপ থেকে খুতবা শুনল তার দশ দিনের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে নুড়ি স্পর্শ করল সে 'অনর্থক' কাজ করল।' –সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জুমুআ, হাদীস ৮৫৭

https://t.me/islaMic_fdf

আরেক হাদীসে এসেছে, 'জুমার দিন খুতবা চলা অবস্থায় যদি তোমার পাশের সাথীকে বল, 'চুপ কর' তাহলে তুমিও একটি অনর্থক কাজ করলে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৫১

'নাহি আনিল মুনকার' বা গোনাহের কাজ থেকে নিষেধ করা তো ভালো; কিন্তু খুতবা চলা অবস্থায় সেটাকেও অনর্থক ও গোনাহের কাজ বলা হয়েছে। মসজিদের জন্য দান করা বা দান সংগ্রহ করা নিঃসন্দেহে সওয়াবের কাজ। কিন্তু তা যদি খুতবা চলা অবস্থায় করা হয় তাহলে তাও অনর্থক ও গোনাহের কাজ বলে গণ্য হবে। এজন্য এ বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা জরুরি।

এখানে এ বিষয়টিও বলে দেওয়া সমীচীন যে, মসজিদ-ফান্ডের জন্য দান সংগ্রহ করার এই পদ্ধতি (বাক্স চালনা) কি কোনো আদর্শ পদ্ধতি? এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন। অনেকে এ পদ্ধতিকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখেন না। এজন্য এর উত্তম বিকল্প কী হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা প্রয়োজন। আসলে তো উচিত ছিল, প্রত্যেক মুসল্লী নিজ নিজ জিম্মাদারিতে নিজ অনুদান মসজিদের জিম্মাদারদের কাছে জমা করে আসবেন। কিন্তু না আমাদের ঈমান এত মজবুত, না আমাদের সেই ফুরসত আছে।

একটি ভুল আমল

দুআর শেষে কি হাতে চুমু খেতে হয়?

অনেক মানুষকে দুআ শেষে হাতে চুমু খেতে দেখা যায়। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি দেখা যায়। এটা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাতে চুমু খাওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং তা না করা চাই।

একটি অমার্জিত আচরণ

মাইক টেস্টের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা

অনেকসময় মাইক টেস্টের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করতে দেখা যায়। এটা ঠিক নয়। কুরআন তেলাওয়াত একটি 'ইবাদতে মাকসুদা' ও স্বতন্ত্র ইবাদত। হাদীস শরীফে কুরআন তেলাওয়াতের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আর কুরআন হল আল্লাহ্র কালাম, যা সর্বোচ্চ তাযীম ও সম্মানের বিষয়। সুতরাং কুরআন তেলাওয়াতকে মাইক টেস্ট ইত্যাদি কাজের মাধ্যম বানানো কখনোই সমীচীন নয়। এটা কালামুল্লাহ্র তাযীমের খেলাফ। অনুরূপভাবে মোবাইলের রিংটোনের জন্যও কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবহার অনুচিত। কারণ মোবাইল

https://t.me/islaMic_fdf

নিয়ে টয়লেটে প্রবেশের পর কল এলে অপবিত্র স্থানে আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালামের ধ্বনি বেজে ওঠে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আল্লাহ তাআলা সবাইকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করুন। # জানুয়ারি '১৩ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

সুলাইমান আ.-এর যিয়াফত

লোকমুখে প্রসিদ্ধ, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম একবার আল্লাহ তাআলাকে বললেন, হে আল্লাহ! আমি সকল সৃষ্টিজীবকে এক বছর খাওয়াতে চাই। আল্লাহ বললেন– হে সুলাইমান, তুমি তা পারবে না। তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, হে আল্লাহ! তাহলে এক সপ্তাহ। আল্লাহ বললেন, তুমি তাও পারবে না। সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, তাহলে এক দিন। আল্লাহ বললেন, হে সুলাইমান তুমি তাও পারবে না। একপর্যায়ে আল্লাহ এক দিনের অনুমতি দিলেন।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম জিন ও মানুষকে হুকুম করলেন, পৃথিবীতে যত প্রকার খাদ্যশস্য আছে এবং হালাল যত প্রকার প্রাণী আছে সব হাজির কর। তারা তা করল। এরপর বিশাল বিশাল ডেগ তৈরি করা হল এবং রান্না করা হল। তারপর বাতাসকে আদেশ করা হল, সে যেন খাদ্যের ওপর দিয়ে সদা প্রবাহিত হতে থাকে, যাতে খাবার নষ্ট না হয়। তারপর খাবারগুলো সুবিস্তৃত জমিনে রাখা হল। যে জমিনে খাবার রাখা হল তার দৈর্ঘ্য ছিল দুই মাসের পথ। খাবার প্রস্তুত শেষ হলে আল্লাহ বললেন, হে সুলাইমান, কোন্ প্রাণী দিয়ে শুরু করবে? সুলাইমান আ. বললেন, সমুদ্রের প্রাণী দিয়ে।

তখন আল্লাহ তাআলা সাগরের একটি বড় মাছকে বললেন, যাও সুলাইমানের যিয়াফত খেয়ে এসো। তখন মাছটি সমুদ্র থেকে মাথা উঠিয়ে বলল, হে (আল্লাহর নবী) সুলাইমান, আপনি নাকি যিয়াফতের ব্যবস্থা করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, এই তো খাবার প্রস্তুত। তুমি শুরু কর। তখন সে খাওয়া শুরু করল এবং খেতে খেতে খাবারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সব খাবার শেষ করে ফেলল। তারপর বলল, আমাকে আরো খাবার দিন, আমি এখনো তৃপ্ত হইনি। তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি সব খাবার খেয়ে ফেলেছ তাও তোমার পেট ভরেনি। তখন মাছ বলল, মেজবান কি মেহমানের সঙ্গে এভাবে কথা বলে? হে (আল্লাহর নবী) সুলাইমান! শুনে রাখুন, আমার রব আমাকে প্রতিদিন এর তিন গুণ খাবার দেন। আজ আপনার কারণে আমাকে কম খেতে হল। এ কথা শুনে সুলাইমান আ. সেজদায় লুটিয়ে

https://t.me/islaMic_fdf

পড়লেন...!

ঘটনাটি একেবারেই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। হাদীস, তাফসীর বা ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এ ঘটনার মাঝে এমন কিছু বিষয় আছে, যা নিজেই প্রমাণ করে যে ঘটনাটি সত্য নয়।

১. একজন নবী এমন উদ্ভট ও অযৌক্তিক আবদার করবেন তা হতে পারে না। এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্‌র মাখলূক সম্পর্কে তাঁর ন্যূনতম ধারণা নেই। একজন নবীর শানে এরকম ধারণা করা সমীচীন নয়।

২. আল্লাহ তাআলা নিষেধ করার পরও একজন নবী এ রকম আবদার করতে থাকবেন আর আল্লাহ তাআলাও তাঁকে এমন অযৌক্তিক বিষয়ের অনুমতি দিয়ে দেবেন, তা কীভাবে হয়?

৩. পৃথিবীর সকল প্রাণীই কি রান্না করা খাবার খায়? মাছ কি রান্না করা খাবার খায়?

৪. ঘটনায় বলা হয়েছে, খাবার যে জমিনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার দৈর্ঘ্য দুই মাসের পথ। মাছটি কি দুই মাসের পথ মুহূর্তেই অতিক্রম করে ফেলল? বা এত দীর্ঘ পথ জলের প্রাণী স্থলে থাকল কীভাবে?

৫. যে মাছের পেটে এত খাবার সংকুলান হয় সে মাছটি কত বড়!

৬. শুধু বাতাস প্রবাহিত হওয়াই কি রান্না করা খাদ্য নষ্ট না হওয়ার জন্য যথেষ্ট? এ ধরনের আরো অযৌক্তিক কথা এ কিসসায় রয়েছে, যা এ ঘটনা মিথ্যা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এমন ঘটনা বর্ণনা করা যেমন বৈধ নয়, তেমনি বিশ্বাস করাও মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই শোনা কথা বলা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন।

একটি ভুল কাজ

কুরআন তেলাওয়াত চালু করে অন্য কাজ করা

অনেক মানুষকে দেখা যায়, ক্যাসেট বা কম্পিউটারে কুরআন তেলাওয়াত চালু করে অন্য কাজ করতে থাকে। তেলাওয়াত একেবারেই শুনছে না বা কাজের কারণে তেলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ দিতে পারছে না। অথবা একটা কিছু শুনতে শুনতে কাজ করার অভ্যাস, তাই তেলাওয়াত ছেড়ে রেখেছে, শোনা উদ্দেশ্য নয়। এ কাজটি ঠিক নয়। কুরআন তেলাওয়াত শোনা একটি স্বতন্ত্র

https://t.me/islaMic_fdf

আমল। আলকুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

'যখন কুরআন তেলাওয়াত হয় তখন তোমরা মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।' –সূরা আরাফ (৭) : ২০৪

তেলাওয়াত ছেড়ে তা না শোনা এবং অন্য কাজে লিপ্ত থাকা কুরআনের এই হুকুমের খেলাফ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অন্যের থেকে তেলাওয়াত শুনতে পছন্দ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাও। বললাম, আপনাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাব, কুরআন তো আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে তেলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি। আমি সূরা নিসা তেলাওয়াত করতে শুরু করলাম। যখন এই আয়াতে পৌঁছালাম–

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.

'যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে উপস্থিত করব তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে, তখন কী অবস্থা হবে?' –সূরা নিসা (৪) : ৪১

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থাম (হে আব্দুল্লাহ্)। আমি নবীজীর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর দুগণ্ড বেয়ে অশ্রু পড়ছে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫৮২

আল্লাহ্ তাআলার কালাম তেলাওয়াত হচ্ছে আর আমি অন্যদিকে মনোযোগ দেব, তা হয় না। সুতরাং তেলাওয়াত যখন শুনব তো মনোযোগ দিয়েই শুনব। আর কাজ করার সময় যদি কিছু শুনতেই হয় তাহলে গোনাহের কিছু না শুনে শরীয়তসম্মত গজল-সংগীত শোনা যেতে পারে। # ফেব্রুয়ারি '১৩ ঈ.

এটি হাদীস নয়

যারা শিক্ষা লাভ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে তারাই প্রকৃত বিদ্বান

একটি পাঠ্য বইয়ের কভার পেজের পেছনে উক্ত কথা উদ্ধৃত করার পর লেখা হয়েছে '–আলহাদীস' অর্থাৎ এটি একটি হাদীসে নববী।

প্রথম কথা হল এটি হাদীস নয়; বরং আলী রা.-এর উক্তি। সুতরাং এখানে

https://t.me/islaMic_fdf

আলহাদীস-এর পরিবর্তে লেখা উচিত '–হযরত আলী রা.'।

সুনানে দারেমী (বর্ণনা ৩৯৪) ইকতিযাউল ইলমিল আমালা (পৃ.২২) আলজামে লি-আখলাকির রাবী ওয়া-আদাবিস সামে (বর্ণনা ৩১) ইত্যাদি কিতাবে এই বর্ণনাটি রয়েছে। সেখানে স্পষ্ট রয়েছে যে, এটা আলী রা.-এর উক্তি।

ইলমের দাবিই হল সে অনুযায়ী আমল করা। কুরআন হাদীসে ইলম অনুযায়ী আমল করার প্রতি অনেক তাকিদ এসেছে। 'ইকতিযাউল ইলমিল আমালা' (ইলমের দাবি হল আমল) নামে এ বিষয়ে খতীব বাগদাদী রাহ.-এর স্বতন্ত্র কিতাব রয়েছে। তবে উক্তিটি আমাদের জানামতে হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তাই একে হাদীস না বলে আলী রা.-এর উক্তি বলতে হবে।

একটি অবহেলা

উদাসীনতার সঙ্গে দুআ করা

আমরা অনেকসময় দুআর জন্য হাত তোলার পরও উদাসীন থাকি। বিশেষ করে জুমার দিন বিষয়টি বেশি চোখে পড়ে। মসজিদ থেকে বের হচ্ছে আর হাঁটতে হাঁটতে হাত তুলে দুআ করছে। অর্থাৎ নিছক হাত তুলে আছে। এমনও দেখা যায়, হাত তুলে আছে আবার আরেকজনের সঙ্গে গল্পও চলছে বা হাতের আঙুল ফোটাচ্ছে ইত্যাদি। এ সবই উদাসীনতার সঙ্গে দুআ করার শামিল, যা কখনোই উচিত নয়।

হাদীস শরীফে আছে, উদাসীনতার সঙ্গে দুআ করলে আল্লাহ তাআলা সে দুআ কবুল করেন না। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِّنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ.

'দুআ কবুল করা হবে–এই বিশ্বাস নিয়ে তোমরা দুআ কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ তাআলা উদাসীন হৃদয়ের দুআ কবুল করেন না।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৭৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬৫৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/২২২

আমাকে দুআয় শরিক হতেই হবে তা তো জরুরি নয়। আমার যদি দুআয় শরিক হওয়ার সময় না থাকে তাহলে শরিক হব না; কিন্তু আল্লাহর সামনে হাত তুলে আমার মনোযোগ থাকবে অন্যদিকে, তা কখনোই সমীচীন নয়।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল ধারণা

মাইয়েতের রূহ চল্লিশ দিন বাড়ি আসা-যাওয়া করা

অনেক এলাকায় প্রচলন আছে, কেউ মারা গেলে চল্লিশ দিন বাড়িতে বা যে ঘরে মারা গিয়েছে সে ঘরে আগরবাতি জ্বালিয়ে রাখে। এর কারণ হিসেবে বলে থাকে, মাইয়েতের রূহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত আসা-যাওয়া করে। সুতরাং চল্লিশ দিন পর্যন্ত আগরবাতি জ্বালাতে হবে।

এ আমলটি একেবারেই ভিত্তিহীন। যেমন ভিত্তিহীন উপরিউক্ত ধারণা।

মৃতের রূহ বাড়িতে আসার বিষয়টি ঠিক নয়। জুমার রাতে বা বিশেষ বিশেষ রাতে মাইয়েতের রূহ বাড়ির দরজায় আসে–এ ধরনের কিছু বর্ণনা সমাজে প্রচলিত আছে, কিন্তু তা সহীহ নয়।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ.-কে জিজ্ঞেস করা হল, প্রতি জুমার রাতে মুমিনদের রূহ তাদের পরিবারের কাছে আসে, এটা কি ঠিক?

তিনি উত্তরে বলেন, জুমার রাত ও অন্যান্য সময় মৃতের রূহ বাড়িতে আসা প্রমাণিত নয়। এ বিষয়ের বর্ণনা সহীহ নয়। সুতরাং এ বিশ্বাস রাখা ঠিক নয়। –তালিফাতে রশিদিয়া ২৩৩ # মার্চ '১৩ ঈ.

এটি হাদীস নয়

আপনার জুতায় আরশ ধন্য হবে

লোকমুখে মেরাজ সম্পর্কে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে, মেরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে মুআল্লায় প্রবেশের আগে জুতা খুলতে চাইলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا مُحَمَّدُ! لَا تَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، فَإِنَّ الْعَرْشَ يَتَشَرَّفُ بِقُدُوْمِكَ مُتَنَعِّلًا، وَيَفْتَخِرُ عَلَى غَيْرِهِ مُتَبَرِّكًا.

'হে মুহাম্মাদ, আপনি জুতা খুলবেন না। (জুতা নিয়েই আরোহণ করুন।) কেননা, আপনার জুতা নিয়ে আগমনে আরশ ধন্য হবে। এটি বরকত লাভের কারণে অন্যের ওপর গর্ববোধ করবে।'

কথাগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ তো আছেই, কোনো কোনো বক্তার মুখেও শোনা যায়। কিন্তু তা প্রমাণিত নয়। সবগুলোই মনগড়া ও বানোয়াট।

ইমাম রযীউদ্দীন আলকায্ভীনী রাহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা নিয়ে আরশ গমন এবং আল্লাহ

https://t.me/islaMic_fdf

তাআলার সম্বোধন– (হে মুহাম্মাদ, আপনার জুতায় আরশ ধন্য হবে) ইত্যাদি প্রমাণিত কি না? তিনি উত্তরে বলেছিলেন–

أَمَّا حَدِيْثُ وَطْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْشَ بِنَعْلِهِ فَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَلَا ثَابِتٍ، بَلْ وُصُوْلُهُ إِلَى ذِرْوَةِ الْعَرْشِ لَمْ يَثْبُتْ فِيْ خَبَرٍ صَحِيْحٍ وَلَا حَسَنٍ، وَلَا ثَابِتٍ أَصْلًا، إِنَّمَا صَحَّ فِي الْأَخْبَارِ انْتِهَاؤُهُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَحَسْبُ.

'জুতা পায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরশ গমনের হাদীস প্রমাণিত নয়। এমনকি তিনি (খালি পায়ে) আরশে পৌঁছেছেন এমন কথাও কোনো নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত নেই। সহীহ বর্ণনামতে তিনি শুধু সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেছেন।' –সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ–শরহুল মাওয়াহেব ৮/২২৩

অপর এক মুহাদ্দিসের ভাষ্য– আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করুন, যে বলে, তিনি জুতা নিয়ে আরশে আরোহণ করেছেন। কত ঔদ্ধত্য! কত বড় স্পর্ধা!! যিনি শিষ্টাচারীদের সরদার, যিনি আরেফ-বিল্লাহগণের মধ্যমণি, তাঁর ব্যাপারে এমন কথা! তিনি আরো বলেন, রযীউদ্দীন আলকাযভীনীর উত্তরই সঠিক। প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ তথা ঊর্ধ্বজগতে গমনের ঘটনা বর্ণিত আছে। এঁদের কারো হাদীসে একথা উল্লেখ নেই যে, সে রাতে তাঁর পায়ে জুতা ছিল। একথা কতক গণ্ডমূর্খ কিসসা-কাহিনীকারদের কাব্যে এসেছে।... কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বা দুর্বলসূত্রে বর্ণিত হাদীসেও একথা নেই, তিনি আরশে আরোহণ করেছেন। এটি কারো বানানো কথা, এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যায় না। –শরহুল মাওয়াহেব ৮/২২৩

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মাক্কারী রাহ. স্বরচিত গ্রন্থ 'ফাতহুল মুতাআল ফী মাদহি খাইরিন নিআল'-এ উপরিউক্ত কথাকে জাল বলে জানিয়েছেন। –আলআসারুল মারফুআ ৩৭; আরো দ্রষ্টব্য, গায়াতুল মাকাল ফীমা ইয়াতাআল্লাকু বিন্নিআল, আল্লামা লাখনোভী রাহ. ১৭৯-১৮৪

একটি ভুল কথা

খোদার পর বাবা-মা তারপর নবীজী!

এ কথাটি লোকমুখে আগেও শুনেছি। কিন্তু ক'দিন আগে যখন দেশের বড় একজন লেখকের লেখায় কথাটি দেখলাম তখন ভাবলাম, এটা আলকাউসারের 'প্রচলিত ভুল' বিভাগে আসা দরকার।

https://t.me/islaMic_fdf

এ কথা সত্য যে আল্লাহ্ তাআলা মা-বাবার হককে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সন্তানের ওপর মা-বাবার প্রতি সদাচার আবশ্যক করে দিয়েছেন। এমনকি মা-বাবা যদি কাফের হয় তবুও। কিন্তু কুফুরির ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করবে না।

আলকুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে শিরক না করার আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচারের কথা এসেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে...।' –সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ২৩

কিন্তু 'খোদার পরে বাবা-মা তারপর নবীজী'–এ জাতীয় কথা কুরআন হাদীসের কোথাও নেই। হাদীস শরীফে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা (মাতা) সন্তান এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব। –সহীহ্ বুখারী, হাদীস ১৫; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ৪৪

বরং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ.

'তোমরা কেউ ওই পর্যন্ত মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় না হই।' –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৮০৪৭; সহীহ্ বুখারী, হাদীস ৬৬৩২

আলকুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.

'নবী মুমিনদের কাছে তাদের প্রাণ অপেক্ষা বেশি প্রিয়।' –সূরা আহযাব (৩৩) : ৬

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দ্বীনের সহীহ্ সমঝ নসীব করুন এবং দ্বীনের মেযাজ বোঝার তাওফীক দান করুন– আমীন। # এপ্রিল '১৩ঈ.

https://t.me/islaMic_fdf

এটি হাদীস নয়

শয়তান ঈদের দিন রোযা রাখে

কিছু মানুষের মুখে একে হাদীস হিসেবে বলতে শোনা যায়। কিন্তু এটা কোনো হাদীসও নয়, কোনো হাদীসের ভাষ্যও নয়। ঈদের দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। সুতরাং ঈদের দিন রোযা রাখা একটি শয়তানি কাজ। সম্ভবত এখান থেকেই কেউ কেউ বলেছে, ঈদের দিন শয়তান রোযা রাখে। আর পরবর্তী সময়ে কেউ সেটাকে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছে।

একটি ভিত্তিহীন কথা

আলমে আরওয়াহের সেজদা

জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, আলমে আরওয়াহে (রূহের জগতে) নাকি আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে সেজদার নির্দেশ দেন। তখন যারা প্রথমে সেজদা করেছিল তারা দুনিয়াতে কাফের হবে। আর যারা মাঝখানে সেজদা করেছে তারা দুনিয়াতে মাঝামাঝি বা মধ্যপন্থী আর যারা শেষে সেজদা করেছে তারা প্রথমে কাফের হবে, পরে ঈমানদার হয়ে জান্নাতী হবে।

এটা একেবারেই অলীক ও ভিত্তিহীন একটা কথা। কোনো বিবেকবান মানুষ তা বলতে পারে না, বিশ্বাস করা তো দূরের কথা। আলমে আরওয়াহে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সেজদা করতে বলেছেন–এমন কথা কুরআন হাদীসের কোথাও নেই। সুতরাং এমনটি বলা বা বিশ্বাস করা কোনোটিই ঠিক নয়।

হাঁ, আলমে আরওয়াহে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের থেকে একটি স্বীকারোক্তি নিয়েছেন, যার বর্ণনা কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে। সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াতে তা এসেছে–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا

‘স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, ‘আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?’ তারা বলে, হাঁ অবশ্যই; আমরা সাক্ষী রইলাম... ।’ আর হাদীস শরীফেও এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অবাস্তব কথা বলা এবং তা বিশ্বাস করা থেকে হেফাযত করুন।

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

আরেকটি ভিত্তিহীন কথা

কিয়ামতের দিন কি নবীজী তিন স্থানে বেহুঁশ হবেন? (নাউযু বিল্লাহ!)

মীযান, আমলনামা ও পুলসিরাতের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে কাউকে বলতে শোনা গেছে, এই তিন স্থানে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসব স্থানে বেহুঁশ হয়ে যাবেন। (নাউযু বিল্লাহ!)

এ কথার কোনোই ভিত্তি নেই। এ ধরনের কথা বলা মারাত্মক গোনাহের কাজ; বরং হাদীস শরীফে তো এসেছে, হযরত আনাস রা. বলেন, 'আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশের আবেদন জানালাম। তিনি বললেন, (হাঁ) আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি (সেদিন) আপনাকে কোথায় খুঁজব। তিনি বললেন, প্রথমে (পুল)সিরাতের কাছে খুঁজবে। বললাম, সেখানে যদি আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হয় তাহলে কোথায় খুঁজব? তিনি বললেন, তাহলে আমাকে মীযানের কাছে খুঁজবে। আমি বললাম, সেখানেও যদি আপনাকে না পাই? নবীজী বললেন, তাহলে হাউযের (হাউযে কাউসার) কাছে খুঁজবে। কারণ আমি সেদিন এই তিন স্থানের কোনো না কোনো স্থানে থাকবই।' -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৩৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২৮২৫

এর চেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহুঁশ হবেন না। হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলা কঠিন ক্রোধের অবস্থায় থাকবেন। মানুষ সুপারিশের জন্য বড় বড় নবীগণের কাছে যাবে, সবাই অপারগতা প্রকাশ করবেন। অবশেষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি সুপারিশ করবেন। (বিস্তারিত, জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৩৪; সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৪০)

হাঁ, একথা ঠিক যে এসব স্থানে বান্দাদের অবস্থা অনেক নাজুক ও ভয়াবহ হবে। কিন্তু এ তিন স্থানে নবীজী বেহুঁশ হয়ে যাবেন-এ কথা একেবারেই অবাস্তব। আল্লাহ আমাদের মনগড়া কথা বলা থেকে হেফাযত করুন।

একটি ভুল আমল

বরকতের জন্য সকালে গোলাপজল সন্ধ্যায় আগরবাতি

বিভিন্ন দোকানে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়, বরকতের জন্য সকালে

https://t.me/islaMic_fdf

গোলাপজল ছিটায় আর সন্ধ্যা হলে আগরবাতি জ্বালায়।

গোলাপজল একটি সুগন্ধি পানি আর আগরবাতি একটি সুগন্ধি ধূপ। এর সঙ্গে বরকতের কী সম্পর্ক? বরকত তো আসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, তাঁর দেওয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে এবং তাঁর কাছে বরকতের দুআর মাধ্যমে। শুকরিয়া আদায় (জবানের মাধ্যমে এবং আমলের মাধ্যমে) বরকত লাভের সবচেয়ে বড় উপায়।

আল্লাহ তাআলা আলকুরআনুল কারীমে বলেছেন–

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.

'তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর তাহলে অবশ্যই আমি বাড়িয়ে দেব...।' –সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৭

মুমিন বরকত কামনা করবে নেক আমলের মাধ্যমে এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ শিখিয়েছেন, সকালে বলবে–

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ.

সন্ধ্যায় বলবে–

اَللّٰهُمَّ مَا أَمْسٰى بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ.

'হে আল্লাহ, এই সকালে (বা এই সন্ধ্যায়) আমি অথবা আপনার যেকোনো মাখলুক যত নেয়ামত ভোগ করছে সকল নেয়ামত কেবল আপনারই দান। আপনার কোনো শরিক নেই। সুতরাং আপনারই প্রশংসা এবং আপনারই জন্য শোকরগোযারি।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭৩; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৯৭৫০

সুতরাং আমরা দ্বীন অনুযায়ী চলার মাধ্যমে এবং নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে বরকত কামনা করব; কোনো রসম-সর্বস্ব বিষয়ের মাধ্যমে নয়। # মে '১৩ঈ.

এটি হাদীস নয়

জিবরীলের চার প্রশ্ন... আপনি বড় না দ্বীন বড়?

লোকমুখে শোনা যায়, একবার জিবরীল আমীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

https://t.me/islaMic_fdf

ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন–

১. আপনি বড়, না আমি বড়? নবীজী বললেন, আমি বড়। কারণ আমার কাছে আপনাকে পাঠানো হয়।

২. আপনি বড়, না কুরআন বড়? নবীজী বললেন, আমি বড়। কারণ কুরআন আমার ওপর নাযিল হয়েছে।

৩. আপনি বড়, না আরশ বড়? নবীজী বললেন, আমি বড়। কারণ আমাকে আরশে জুতা পায়ে দিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

৪. আপনি বড়, না দ্বীন বড়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন, দ্বীন বড়। কারণ দ্বীনের জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে।

এটি কোনো হাদীসও নয়, কোনো হাদীসের ভাষ্যও নয়। জিবরীল, কুরআন, আরশ, দ্বীন–এর প্রতিটির মর্যাদা আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। একটিকে আরেকটির সঙ্গে তুলনা করা বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এর কোনোটির মর্যাদা তুলনা করা একেবারেই অনর্থক কাজ। যা কোনো মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়। না ঈমানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে, না আমলের সঙ্গে। তা ছাড়া এই বর্ণনার মাঝে আরো জাল বর্ণনার সমাবেশ ঘটেছে, যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে এটি একটি জাল বর্ণনা। যেমন এখানে জুতা পায়ে নবীজীর আরশ গমনের কথাটি এসেছে, যা সর্বসম্মতিক্রমে জাল ও ভিত্তিহীন। (এপ্রিল ২০১৩ আলকাউসারের প্রচলিত ভুল বিভাগে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।)

সুতরাং এজাতীয় মূর্খচিত জাহেলি কথা বলা থেকে বিরত থাকা ফরয।

একটি ভুল প্রচলন

সালামের জবাব না দিয়ে 'কেমন আছেন' বলা

অনেক মানুষকেই দেখা যায়, সালামের জবাব না দিয়ে বলে, 'কেমন আছেন?' বা সালামের উত্তর কোনোরকম দিয়ে কেমন আছেন বলতে ব্যস্ত হয়ে যায়। এ কাজটি ঠিক নয়। কেউ সালাম দিলে তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব। তাই আগে স্পষ্টভাবে শুনিয়ে সালামের জবাব দিতে হবে, তারপর কুশল বিনিময়ের সময় থাকলে তা করবে।

কিন্তু সালামের জবাব না দিয়ে বা কোনোরকম সালামের উত্তর দিয়ে কেমন আছেন বলাটা একেবারেই অনুচিত।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল মাসআলা

রোযার নিয়ত কি মুখে করা জরুরি?

রোযার নিয়ত নিয়ে অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা কাজ করে। অনেকেই মনে করেন, রোযার নিয়ত মুখে করতে হয়। সমাজে যে আরবী নিয়ত প্রচলিত আছে তা বলতে হয়, নইলে কমপক্ষে মুখে এতটুকু বলতে হয়, আমি আগামীকাল রোযা রাখার নিয়ত করছি। অন্যথায় নাকি রোযা সহীহ হবে না।

তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। রোযার জন্য মৌখিক নিয়ত জরুরি নয়; বরং অন্তরে রোযার সংকল্প করাই যথেষ্ট। এমনকি রোযার উদ্দেশ্যে সাহরী খেলেই রোযার নিয়ত হয়ে যায়। সুতরাং একথা ভাবার কোনো সুযোগ নেই, মুখে রোযার নিয়ত না করলে রোযা হবে না।

নামের ভুল উচ্চারণ

প্রসিদ্ধ দুইজন মুহাদ্দিসের নামের ভুল উচ্চারণ

হাদীসের প্রসিদ্ধ কয়েকজন ইমামের নাম উচ্চারণ করতে বা লিখতে অনেকেই ভুল করেন। তার মধ্য থেকে দুইটি এখানে তুলে ধরা হল :

১. ইমাম তবারানী রাহ.

তাঁর পূর্ণ নাম সুলাইমান ইবনে আহমাদ ইবনে আইয়ূব আবুল কাসেম আত্‌তবারানী (২৬০-৩৬০ হি.)। তিনি হাদীসের একজন বড় ইমাম ছিলেন। তাঁর সংকলিত কয়েকটি হাদীসের কিতাবের নাম আমরা সচরাচর শুনে থাকি। যেমন, মুজামে কাবীর, মুজামে আওসাত, মুজামে সগীর। কোনো কোনো সময় সরাসরি মুজামে তবারানী বা তবারানী শরীফও বলা হয়। এক্ষেত্রে যে ভুলটা লক্ষ করা যায় তা হল, ইমাম তবারানী রাহ.-এর নাম বলতে গিয়ে অনেকে 'তিব্‌রানী' বলে থাকে, যা সম্পূর্ণ ভুল। শামের 'তবারিয়্যাহ্'-এর দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে 'তবারানী' বলা হয়। সুতরাং তিব্‌রানী বলা একেবারেই ভুল। –মুজামুল বুলদান ৩/২৪৮ (তবারিয়্যাহ); আলআ'লাম, যিরিকলী ৩/১৮১

২. ইমাম দারাকুত্‌নী রাহ.

তাঁর পূর্ণ নাম আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী আবুল হাসান আদ্‌দারাকুতনী (৩০৬-৩৮৫ হি.)। তিনি হাদীসের একজন বড় ইমাম ছিলেন। তাঁর সংকলিত হাদীসের কিতাব 'সুনানে দারাকুতনী'-এর নাম আমরা

https://t.me/islaMic_fdf

প্রায়ই শুনে থাকি। তিনি বাগদাদের 'দারুল কুত্ন' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে সম্পৃক্ত করেই তাঁকে 'দারাকুত্নী' বলা হয়। কিন্তু অনেকেই তাঁর নাম বলা বা লেখার ক্ষেত্রে 'দারাকুত্নী'-এর স্থলে 'দার্কুতনী বা দারেকুত্নী' বলে বা লিখে থাকেন, যা একেবারেই ভুল। তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ হল 'দারাকুত্নী'। –মুজামুল বুলদান ২/২৭৬ (দারুল কুত্ন); আলআ'লাম, যিরিকলী ৫/১৩০

একটি ভুল মাসআলা

সন্তানের আকীকার গোস্ত কি মা-বাবা খেতে পারবে না?

আকীকার গোস্ত বন্টন নিয়ে কোথাও কোথাও বিভ্রান্তি দেখা যায়। অনেকের ধারণা, সন্তানের আকীকার গোস্ত মা-বাবা খেতে পারবে না; বরং আশেপাশের ঘর-বাড়ি ও গরীব-মিসকীনের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে।

এ ধারণা ঠিক নয়। আকীকার গোস্ত সন্তানের মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী বা মিসকীন যে কেউ খেতে পারবে। (দ্র. সুনানে বায়হাকী ৯/৩০২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ২৪৭৩৯, ২৪৭৪৯; ইলাউস সুনান ১৭/১২৬; তুহফাতুল মাওদূদ ৭৮) # জুন-জুলাই '১৩ ঈ.

নামের ভুল উচ্চারণ

প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিসের নামের ভুল উচ্চারণ

হাদীসের প্রসিদ্ধ কয়েকজন ইমামের নাম উচ্চারণ করতে বা লিখতে অনেকেই ভুল করেন, এর মধ্যে কয়েকটি গত সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে এ সংখ্যায়ও অনুরূপ আরো কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

১. ইমাম দারিমী রাহ.

তাঁর পূর্ণ নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে ফযল ইবনে বাহরাম ইবনে আব্দুস সামাদ আদদারিমী (১৮১-২৫৫ হি.)। তিনি হাদীসের একজন বড় ইমাম ছিলেন। তাঁর সংকলিত হাদীসের কিতাব 'সুনানে দারিমী'র নাম আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। তিনি সমরকান্দের অধিবাসী ছিলেন। ফলে তাঁকে সমরকান্দীও বলা হয়। আর বনু দারিম-এর দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে দারিমী বলা হয়। কিন্তু অনেকেই তাঁর নাম বলতে গিয়ে দারিমী (রা-এর মধ্যে যের) এর পরিবর্তে দারামী (রা-এর মধ্যে যবর দিয়ে) বলেন বা লিখে থাকেন, যা একেবারেই ভুল। সঠিক উচ্চারণ 'দারিমী'। বাংলায় সর্বোচ্চ দারেমী (র-তে

https://t.me/islaMic_fdf

এ-কার দিয়ে) বলা যায়।

তিনি ছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন মুহাদ্দিসের নাম রয়েছে 'দারিমী', তাঁদের নামের ক্ষেত্রেও একই কথা। -আলআনসাব, সামআনী ২/৪৪০, তাহযীবুল কামাল ১৫/২১০-২২০

২. ইকরিমা

এ নামে বেশ কয়েকজন সাহাবী ও মুহাদ্দিস রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইকরিমা ইবনে আবু জাহ্ল রা. এবং ইকরিমা মাওলা ইবনে আব্বাস রাহ.। তাঁদের নাম বলতে বা লিখতে গিয়েও কেউ কেউ 'ইকরিমা' (রা-এর মধ্যে যের)-এর স্থলে 'ইকরামা' (রা-এর মধ্যে যবর দিয়ে) বলে থাকেন, যা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক হল ইকরিমা (রা-এর মধ্যে যের)।

৩. ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন রাহ.

তাঁর পূর্ণ নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন ইবনে আওন ইবনে যিয়াদ ইবনে বিসতাম ইবনে আব্দুর রহমান (১৫৮-২৩৩ হি.)। তিনি হাদীস শাস্ত্রের একজন বড় ইমাম ছিলেন। হাদীস অধ্যয়নকারী তালেবে ইলমমাত্রই তাঁর নাম জানেন। কিন্তু অনেকেই তাঁর নাম বলতে গিয়ে নামের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ পিতার নামের ক্ষেত্রে ভুল করে থাকেন। তাঁর পিতার নাম হল 'মাঈন' অর্থাৎ মীমে-এ যবর। কিন্তু অনেকেই বলে থাকেন 'মুঈন' (মীমে-এ পেশ দিয়ে) যা সম্পূর্ণ ভুল।

একটি ভুল মাসআলা

যে মহিলাকে দিনে চল্লিশ জন বেগানা পুরুষ দেখল সে পুরুষের হুকুমে

কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, 'যে মহিলাকে দিনে চল্লিশজন বেগানা পুরুষ দেখল সে পুরুষের হুকুমে'। কথাটি হয়ত এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, এ ধরনের ফাসেক নারীদের থেকে পর্দানশীন অন্য নারীদের দূরে থাকা উচিত। এ দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক আছে। তাই বলে ঢালাওভাবে এ কথা বলে দেওয়া, এ ধরনের নারী পুরুষের হুকুমে, তা ঠিক নয়। নারী তো নারীই, তার বেলায় নারীর সকল বিধানই প্রযোজ্য। তবে অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কাফের, ফাসেক ও বেদ্বীন নারীদের থেকে দূরে থাকবে। তা ছাড়া এক্ষেত্রে চল্লিশ সংখ্যারই বা যৌক্তিকতা কোথায়?

উল্লেখ্য, পর্দা লঙ্ঘন করা কবীরা গোনাহ। আর অবিরত এ গোনাহ করতে থাকা অনেক বড় অন্যায়। এ পাপ শুধু নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং

https://t.me/islaMic_fdf

অন্যকেও পাপ করতে সহায়তা করা হয়, ফলে তার পাপের দায়ও নিজের কাঁধে চলে আসে। পাপের বোঝা ভারী হয়। সুতরাং প্রতিটি নারী-পুরুষেরই এ পাপ থেকে বেঁচে থাকা ফরয।

একটি ভুল আমল

কুনূতের জন্য তাকবীর বলার সময় কি প্রথমে হাত ছেড়ে তারপর বাঁধতে হয়?

অনেককে দেখা যায়, বিত্র নামাযে দুআয়ে কুনূতের জন্য তাকবীর বলার সময় প্রথমে নিচের দিকে হাত ছেড়ে দেয় তারপর হাত উঠিয়ে বাঁধে। এটি ঠিক নয়। তাকবীর বলে হাত বাঁধার জন্য নিচের দিকে হাত ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীরের ক্ষেত্রেও অনেককে এমনটি করতে দেখা যায়।

একটি ভুল ধারণা

সন্ধ্যার বাতি

অনেকের ধারণা, মাগরিবের আযান দিলে দোকান-পাট বা গাড়িতে বাতি জ্বালাতে হয়, নইলে ব্যবসায় ক্ষতি হয়। এটাকে 'সন্ধ্যার বাতি' বলে। এ ধারণা ঠিক নয়। সন্ধ্যা হলে প্রয়োজনের খাতিরে এমনিতেই দোকান-পাট বা গাড়িতে বাতি জ্বালাতে হয়। এর সঙ্গে লাভ-ক্ষতির কী সম্পর্ক? লাভ ক্ষতি তো হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে; বাতি জ্বালানো না-জ্বালানোর এখানে কোনো দখল নেই। প্রয়োজন হলে বাতি জ্বালাবে, না হলে জ্বালাবে না।

নামের বিকৃত উচ্চারণ

মেহবুব, রেহমান, মেহমুদ

অনেকেই এ নামগুলোকে এভাবে উচ্চারণ করে বা লেখে। এভাবে বলা বা লেখা দুটিই ভুল। এগুলোর সঠিক উচ্চারণ যথাক্রমে 'মাহবুব' [অথবা মাহবূব (ব-এ দীর্ঘ-ঊকার)] 'রহমান', 'মাহমুদ' [অথবা মাহমূদ (ম-এ দীর্ঘ-ঊকার)]। এগুলো আরবী নাম। প্রতিটি নামের প্রথম অক্ষরে যবর। ওভাবে উচ্চারণ করলে যবরের স্থলে যের হয়ে যায়, যা সম্পূর্ণ ভুল। আর 'রহমান' নামটি আল্লাহ্ তাআলার। এটি নামের দ্বিতীয় অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

https://t.me/islaMic_fdf

মাহবুবুর রহমান। বিশেষত এটা আল্লাহ্র নাম হওয়ার কারণে এ নামটির বিকৃত উচ্চারণ বড় ধরনের অন্যায়। # আগস্ট '১৩ ঈ.

একটি ভুল আমল

দুআয়ে মা'সূরা কি শুধু 'আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ...'

নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ শরীফের পর দুআয়ে মা'সূরা–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

পড়তে হয়। এখানে কোনো একটি মাসনূন দুআ পড়লেই হয়। একাধিক দুআও পড়া যায়। হাদীস শরীফে এসেছে–

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

'এরপর (দরূদ পাঠের পর) যে দুআ ইচ্ছা পড়বে।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০২

এ ক্ষেত্রে বেশি প্রসিদ্ধ হল 'আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী...' এই দুআটি। ফলে অনেকেই মনে করেন, দুআ মা'সূরা শুধু এটিই। এটি ছাড়া এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো দুআ পড়লে হবে না। আসলে বিষয়টি তা নয়, বরং এ ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের যেকোনো দুআই পড়া যায় এবং কুরআন হাদীসের যেকোনো দুআর মাধ্যমেই এ সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, দুআয়ে মা'সূর (বহুবচনে আদইয়ায়ে মা'সূরা) শব্দের অর্থ বর্ণিত দুআ। অর্থাৎ আলকুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে যেসব দুআর তালীম দেওয়া হয়েছে।

হাদীস শরীফে এ ক্ষেত্রে পড়ার আরো দুআ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে একটি হল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফেতনা থেকে। আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি গোনাহ ও ঋণ থেকে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৮৯

আর আমাদের মাঝে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে দুআ তা আবু বকর রা.-এর

https://t.me/islaMic_fdf

আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে শিখিয়েছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে, আবু বকর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন– আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন, যা আমি নামাযে পড়ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দুআ কর–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

'ইয়া আল্লাহ! আমি নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া গোনাহ মাফকারী আর কেউ নেই। আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই ক্ষমাকারী, করুণাময়।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০৫

একটি ভুল প্রচলন

চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কি ইচ্ছাধীন বিষয়?

কিছুদিন যাবৎ মহল্লার মসজিদে এক মুসল্লীকে দেখছি, যখন তিনি সহজে চেয়ার পান তখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করেন। আর পরে এলে বা চেয়ার না পেলে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করেন।

মসজিদগুলোতে চেয়ারের প্রচলন বেড়ে যাওয়ায় কিছু মানুষ হয়ত মনে করেন, চেয়ারে বসে নামায আদায় করাটা ইচ্ছাধীন। কোন্ ধরনের ওজর হলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয, কোন্ ক্ষেত্রে নামায সহীহ হয় না বা মাকরূহ হয়। কোন্ ক্ষেত্রে চেয়ারে না বসে জমিনে বসে নামায আদায় করতে হয়–এসব বিষয়ে যে শরীয়তের স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে তা মনে হয় তাদের জানাই নেই।

যাদের এ ধরনের ওজর আছে, তাদের উচিত নিজ নিজ অবস্থা কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছে পেশ করা এবং সঠিকভাবে মাসআলা জেনে আমল করা। সামান্য ব্যথা হল বা একটু কষ্ট অনুভব হল, অমনি নিজ থেকে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম আর আমার খবরও নেই যে, আমার নামায হচ্ছে না।

এ বিষয়ে মৌলিক কথা হল, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম

https://t.me/islaMic_fdf

তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল জমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু সেজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল ইশারায় তা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি জমিনে বসে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প হল চেয়ারে বসে নামায আদায় করা। কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ওজরের কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা ঠিক নয়।

সুতরাং আমাদের উচিত এ বিষয় এবং এজাতীয় যেকোনো বিষয়ে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া।

একটি ভুল প্রচলন

ডানে শুভলক্ষণ বামে কুলক্ষণ

অনেকে সকালবেলা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পাখি দেখলে ঢিল মারে। এখন পাখিটি যদি ডানে যায় তাহলে মনে করে যাত্রা শুভ। আর যদি পাখিটি বামে যায় তাহলে কুলক্ষণ; যাত্রা অশুভ।

এটি একটি অমূলক ধারণা, যার কোনো ভিত্তি নেই। কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-ক্ষতি সব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়। এর সঙ্গে পাখির কী সম্পর্ক?! আল্লাহ তাআলা চাইলে আমার কল্যাণ হবে, নইলে নয়। আর কুলক্ষণের এ মানসিকতাকে ইসলাম কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঘোষিত হয়েছে–

لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ.

অর্থাৎ রোগ লেগে যাওয়া, কুলক্ষণ, পেঁচা ও সফর-এর কোনো বাস্তবতা নেই। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭০৭

এ ছাড়া অমূলক ধারণার ভিত্তিতে সকালবেলা খামোখা নিজের কাজের মনোবল নষ্ট করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুতরাং এমন অমূলক ধারণা পরিত্যাগ করা প্রতিটি মুমিনের অবশ্যকর্তব্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। # সেপ্টেম্বর '১৩ ঈ.

একটি বলার ভুল

আলাইহিস সাল্লাম

আমাদের নবীজীর নাম উচ্চারণ করলে আমরা বলি– 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। অন্যান্য নবীর নাম উচ্চারণ করলে বলি– 'আলাইহিস সালাম'। কয়েকজন নবীর নাম উচ্চারণ করলে 'আলাইহিমুস সালাম'। কিন্তু কিছু মানুষ

https://t.me/islaMic_fdf

সাল্লাম ও সালাম-এর মাঝে পার্থক্য করতে পারেন না। ফলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আলাইহিস সালাম-এর স্থলে আলাইহিস সাল্লাম বলেন, যা সম্পূর্ণ ভুল।

সঠিক উচ্চারণ হল– প্রথমটির শেষ শব্দ 'সাল্লাম' 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম', আর দ্বিতীয়টির শেষ শব্দ হল 'সালাম' 'আলাইহিস সালাম'।

ভুল উচ্চারণে দরূদ পাঠ
সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সালামু দুলাই আলাইকা

দরূদ শরীফ অত্যন্ত বরকতপূর্ণ আমল। দুআর বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে দরূদ শরীফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ হিসেবে তা আল্লাহ তাআলার ইবাদত। দ্বিতীয়ত, এর সম্পর্ক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে, যাঁর হক মুসলমানদের ওপর তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি এবং যিনি আল্লাহ তাআলার পরে আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী। দরূদের মাধ্যমে তাঁর জন্য আল্লাহ্র দরবারে দুআ করা হয়। তাই এই আমল অত্যন্ত ভক্তি ও অনুরাগের সঙ্গে আদায় করা উচিত। সহীহ-শুদ্ধভাবে আদায় করা উচিত।

নামাযে পঠিত দরূদে ইবরাহীমীর পর ছোট দরূদ হিসেবে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' দরূদটিই সবচেয়ে বেশি লেখা ও পাঠ করা হয়। কিন্তু অনেক মানুষকেই দেখা যায়, এই ছোট্ট দরূদটির প্রথম অংশ صَلَّى الله

সাল্লাল্লাহু (প্রথম লাম-এ যবর)-কে সাল্লেল্লাহু (প্রথম ল্ল-তে এ-কার দিয়ে অর্থাৎ প্রথম লামে যের দিয়ে) পড়ে থাকেন, যা সম্পূর্ণ ভুল।

আর আমাদের দেশের প্রচলিত মিলাদ মাহফিলে সুর করে সম্মিলিতভাবে যে দরূদ ও সালাম পাঠ করা হয়, সেক্ষেত্রে তো দরূদ শরীফকে বড়ই মজলুম বানানো হয়।

এভাবে সুর করে সম্মিলিতভাবে দরূদ পাঠ করা কী, তা এখনকার আলোচনার বিষয় নয়। এখনকার আলোচ্যবিষয় হল, সেক্ষেত্রে দরূদ ও সালামের শব্দাবলির উচ্চারণের যে বেহাল দশা হয় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

সেখানে জনসাধারণ–

يا نبي! سلام عليك.

'ইয়া নাবী সালামুন আলাইকা' বাক্যটি উচ্চারণ করে এভাবে– ইয়া নবী সালাই মালাইকা। তারপর– صلوات الله عليك

https://t.me/islaMic_fdf

'সালাওয়া-তুল্লাহি আলাইকা' বাক্যটি উচ্চারণ করে এভাবে- 'সালামু দুলাই আলাইকা'। তারপর- وعلى آل سيدنا
'ওয়া আলা আলি সায়্যিদিনা' বাক্যটি উচ্চারণ করে এভাবে- 'অলাই আলে সায়্যেদিনা' ইত্যাদি। এগুলো নিছক উচ্চারণের ভুল নয়; বরং অমার্জনীয় বিকৃতি, যা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। দরূদের মতো বরকত ও ফযীলতপূর্ণ আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা আমাদের আরো সচেতন হওয়ার এবং সহীহ-শুদ্ধভাবে সঠিক পন্থায় বেশি বেশি দরূদ পাঠ করার তাওফীক দিন- আমীন।

একটি ভুল ধারণা

জুমার আগের বাংলা বয়ানকে খুতবা মনে করা

জুমার নামাযের আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি খুতবা দিতেন। দুই খুতবার মধ্যে অল্প সময় বসতেন এবং উভয় খুতবা হত আরবী ভাষায়। দুই খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া সুন্নত (মুআক্কাদা)। হাদীস শরীফ দ্বারা তা-ই প্রমাণিত। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ সর্বযুগে এ অনুযায়ী আমল করেছেন। এজন্য এ নিয়মের খুতবাকে 'খুতবায়ে মাসনূনাহ' বলে।

আর জুমার দিন যেহেতু মসজিদে অনেক মানুষের সমাগম হয়, তাই এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় ভাষায় কিছু দ্বীনী আলোচনা করা হয়। এটা 'খুতবায়ে মাসনূনাহ' বলে গণ্য নয়। কিন্তু কিছু মানুষ খুতবার আগের এই দ্বীনী আলোচনাকেও জুমার খুতবা মনে করেন। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ জুমার খুতবার কিছু স্বতন্ত্র আহকাম রয়েছে, যা এই খুতবারই বৈশিষ্ট্য। যেমন, খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া, খুতবা চলাকালে কোনো প্রকার কথা বা কাজ নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং জুমার খুতবার আগের বাংলা বয়ানকে যারা খুতবা মনে করেন তাদের ধারণা ঠিক নয়।

একটি ভুল ধারণা

ভাত পড়লে তুলে না খেলে তা কবরে কি বিচ্ছু হয়ে কামড়াবে?

ছোট শিশু নিজ হাতে খেতে গেলে অনেক ভাত পড়ে। তখন সে ভাতগুলো তুলে খাওয়ার জন্য অনেকেই বলে থাকেন- 'পড়ে যাওয়া ভাতগুলো তুলে খাও, নইলে কিন্তু এগুলো কবরে বিচ্ছু হয়ে কামড়াবে।'

https://t.me/islaMic_fdf

ছোটদেরকে এজাতীয় বিষয়ে সতর্ক করা ও উৎসাহ দেওয়া প্রশংসনীয়। কিন্তু তা করতে গিয়ে অমূলক কথা বলা কখনোই সমীচীন নয়।

হাদীসে এ বিষয়ে যে নির্দেশনা এসেছে সেটাই ছোটদের সামনে পেশ করা উচিত। হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাবার খেতেন তখন আঙুল চেটে খেতেন এবং বলতেন, খাদ্য পড়ে গেলে তা থেকে ময়লা দূর করে খেয়ে নাও এবং তা শয়তানের জন্য রেখে দিয়ো না। তিনি আমাদের পাত্র চেটে খাওয়ার আদেশ করতেন এবং বলতেন, তোমাদের তো জানা নেই– খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০৩৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৪৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫২৪৯ # অক্টোবর '১৩ ঈ.

বলার ভুল

সন্তানকে বলা : তুমি আমার লক্ষ্মী!

অনেক বাবা-মা সন্তানকে আদর করে বলেন, তুমি আমার লক্ষ্মী! এটি একটি মারাত্মক ভুল কথা, যা আকীদা-বিশ্বাসকে কলুষিত করে। এ ধরনের কথা মূলত হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের মাঝে সংক্রমিত হয়েছে। লক্ষ্মী হল হিন্দুদের দেবী, যাকে হিন্দুরা ধন-ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের দেবী মনে করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ভাষার শব্দ-চয়নের সুন্দর-অসুন্দরও শিখিয়েছেন। সেখানে কোনো শব্দের সঙ্গে যদি শিরকের সম্পৃক্ততা থাকে তাহলে তা যে বর্জনীয়, একথা বলারই অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এ ধরনের হিন্দুয়ানী কথা বলা থেকে বিরত থাকা জরুরি।

একটি ভুল প্রচলন

কবরের চার কোণে চার কুল

অনেক এলাকায় প্রচলন আছে, মাইয়েতকে দাফন করার পর চার ব্যক্তি কবরের চার কোণে দাঁড়িয়ে চার কুল (অর্থাৎ সূরা কাফিরুন, ইখলাস, ফালাক, নাস) পড়ে। তারপর তারা কবরের চার কোণে চারটি তাজা ডাল পুঁতে দেয়।

কোথাও আবার চার কোণের চারটি খুঁটি হাতে চার কুল পড়ে খুঁটিগুলো গেড়ে দেয়। কোথাও চার খুঁটিতে সুতা পেঁচায়। আবার কেউ বলল, তাদের এলাকায় চারটি কঞ্চি হাতে চার কুল পড়ে কঞ্চি চারটি কবরের ওপর রাখে।

এটি একটি মনগড়া রসম, যার কোনো ভিত্তি নেই। কোনো হাদীসে বা

https://t.me/islaMic_fdf

সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে এ আমলের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং তা বর্জনীয়। এজাতীয় মনগড়া কোনো রসমের পেছনে না পড়ে প্রমাণিত কোনো আমল করা উচিত। যেমন, দাফন শেষে মাইয়েতের জন্য মাগফেরাতের দুআ করা এবং কবরের সওয়াল-জওয়াব সহজ হওয়ার জন্য দুআ করা। সূরা বাকারার শুরু থেকে মুফলিহূন (১-৫ আয়াত) পর্যন্ত এবং 'আমানার রাসূলু...' থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত (২৮৫-২৮৬ আয়াত) তেলাওয়াত করে ঈসালে সওয়াব করা ইত্যাদি।

ভুল উচ্চারণে কালেমা পাঠ

লা-ইলাহা ইল্লেল্লাহ

যে কালেমার মাধ্যমে আমরা ঈমানের স্বীকৃতি দিই, তাওহীদের সাক্ষ্য দিই, সে কালেমার উচ্চারণেও দেখা যায় কিছু মানুষ ভুল করে থাকেন। দ্বীনী শিক্ষার বিষয়ে শিথিলতা অনেক বড় অন্যায়। কিন্তু এ পর্যায়ের শিথিলতাকে আমরা কী বলতে পারি জানি না।

দ্বীনী বিষয়ে মক্তব স্তরের শিক্ষা যে লাভ করেছে তারও তো এ ধরনের ভুল হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আফসোস! কিছু মানুষের এ স্তরের দ্বীনী শিক্ষারও সুযোগ হয় না বা প্রয়োজন মনে করে না। ফলে দ্বীনী সাধারণ সাধারণ বিষয়েও ভুলের শিকার হন।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এখানে 'ইল্লাল্লাহ' শব্দের প্রথম ল্ল-এ আ-কার দিয়ে অর্থাৎ যবর দিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু কিছু মানুষ এক্ষেত্রে আ-কার অর্থাৎ যবর-এর পরিবর্তে এ-কার অর্থাৎ যের দিয়ে 'ইল্লেল্লাহ' পড়েন, যা সম্পূর্ণ ভুল। এ শব্দের সঠিক উচ্চারণ হল 'ইল্লাল্লাহ' বা 'ইল্লাল্ল-হ' (দ্বিতীয় ল্ল-এ পোড় করে অর্থাৎ স্বর মোটা করে উচ্চারণ করতে হবে।)

উল্লেখ্য, আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ বাংলায় প্রকাশ করা কঠিন। এ কারণে কর্তব্য হচ্ছে, এজাতীয় উচ্চারণগত বিষয়গুলো কোনো অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের কাছে মশক করে শুদ্ধ করে নেওয়া।

একটি বানোয়াট কিসসা

কোহে কাফের মোরগ

কোহ ফার্সী শব্দ, অর্থ পাহাড় আর কাফ হল আরবী হরফ দুই নোকতা-ওয়ালা ক্বফ। আর কোহে কাফ বলতে বুঝায় একটি পাহাড়, যা কি না আরবী ক্বফের

https://t.me/islaMic_fdf

মতো বৃত্তাকার হয়ে পুরো পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে আর তার ওপর বিশালাকার একটি মোরগ রয়েছে, যার এক পা পাহাড়ের এক প্রান্তে আর অন্য পা অপর প্রান্তে। একেই বলে কোহে কাফের মোরগ।

আল্লাহ তাআলা কত বড় রায্যাক (রিযিকদাতা) তা বোঝাতে গিয়ে কিছু কাহিনীকার এই কিস্সার অবতারণা করে বলেন, আল্লাহ এত বড় রিযিকদাতা যে, এই বিশালাকার মোরগকে নিয়মিত রিযিক দিচ্ছেন।

আসলে এটি একটি বানোয়াট কিস্সা, যার কোনো ভিত্তি নেই। কোহে কাফের মোরগ তো দূরের কথা কোহে কাফেরই কোনো অস্তিত্ব নেই।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা ক্বফ-এর তাফসীরের শুরুতে ইবনে কাসীর রাহ. বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়, এটা এবং এজাতীয় বিষয়গুলো যিন্দীকদের বানানো।' ইমাম আলূসী রাহ. তাফসীরে রূহুল মাআনীতে ইমাম ক্বারাফী রাহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'কোহে কাফের (জাবালে কাফ) কোনো অস্তিত্ব নেই।' এ কথা নকল করার পর আলূসী রাহ. বলেন, আমার মতও এমনই। –তাফসীরে রূহুল মাআনী ২৩/১৯২; আরো বিস্তারিত দেখুন, আলইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল-মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু শাহবা ৩০২-৩০৪

আর আল্লাহ যে মহান রিযিকদাতা এ কথা বোঝানোর জন্য এজাতীয় ভিত্তিহীন কিসসার অবতারণা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আলকুরআনে এবিষয়ক প্রচুর আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের যাচাই-বাছাই ছাড়া ভিত্তিহীন কথা বলা থেকে হেফাযত করুন– আমীন। # নভেম্বর '১৩ঈ.

এটি হাদীস নয়

ফেরেশতারা গোনাহ মাথায় নিয়ে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন

কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশের সময় ফেরেশতারা তার গোনাহ মাথায় করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন, যাতে গোনাহসহ কোনো ব্যক্তিকে পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে না হয়। ওই ব্যক্তি বেশি দেরি করলে একসময় ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহ! তার গোনাহ বহন করতে আমাদের তো খুব কষ্ট হচ্ছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, গোনাহগুলো সমুদ্রে ফেলে দাও।

মসজিদে যত বেশি সময় কাটানো যায় ততই ভালো। কিন্তু মসজিদে বেশি সময় অবস্থান করার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী উপরিউক্ত বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই।

https://t.me/islaMic_fdf

নামাযের পর পবিত্র অবস্থায় নামাযের স্থানে বসে থাকলে ফেরেশতা মাগফেরাতের দুআ করে– হে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিন, তার প্রতি রহম করুন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৫৯) এক নামাযের পর আরেক নামাযের অপেক্ষায় থাকলে গোনাহ মাফ হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫১) কিন্তু ফেরেশতারা গোনাহ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আর দেরি করে বের হলে কষ্টের কারণে তা সমুদ্রে ফেলে দেন। গোনাহ মাফ হওয়ার এই আজগুবি কাহিনীর কোনোই ভিত্তি নেই। এ ধরনের কল্পিত বিষয় বলা আবার হাদীস হিসেবে বলা অনেক বড় অন্যায়।

একটি ভুল ধারণা

মহররম মাসে বিয়ে করা কি অশুভ!

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা কতক মাস, দিন ও রাতকে অন্যান্য মাস, দিন ও রাতের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ বানিয়েছেন এবং তাতে ভালো কাজের অধিক বরকত রেখেছেন। কিন্তু কোনো মাস, দিন ও রাত বা কোনো সময়কে অকল্যাণকর বা অশুভ বানাননি। সময় মাত্রই আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও করুণা। উত্তম ও সঠিক কাজের মাধ্যমে মানুষ যে কোনো সময়কেই ফলপ্রসূ ও বরকতময় করতে সক্ষম।

কোনো মাস, দিন বা রাতকে অশুভ মনে করা, বিশেষ কোনো সময়কে বিশেষ কাজের জন্য অশুভ ও অলক্ষুনে মনে করা–সবই জাহেলিয়াতের কুসংস্কার। যেমন ইসলামপূর্ব যুগের কোনো কোনো লোকের এই ধারণা ছিল যে, শাওয়াল মাসে বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠান অশুভ ও অকল্যাণকর। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এই ভিত্তিহীন ধারণাকে এই বলে খণ্ডন করেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসেই বিয়ে করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই বিবাহ-রজনী উদ্‌যাপন করেছেন। অথচ তাঁর অনুগ্রহ লাভে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে?' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪২৩

বর্তমানে কিছু লোক মহররম মাসের ব্যাপারে এজাতীয় ধারণা পোষণ করে। সম্ভবত তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার পেছনে এ মাসে হযরত হুসাইন রা.-এর শাহাদাতবরণের ঘটনা কার্যকর। অথচ সময় কখনো অশুভ হয় না। বিশেষ করে মহররম মাস তো 'আশহুরে হুরুম' তথা মর্যাদাপূর্ণ মাস-চারটির অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। রমযান মাসের পর এ মাসের গুরুত্ব ও ফযীলতই সবচেয়ে বেশি। হযরত হুসাইন রা.-এর শাহাদাতবরণের মাধ্যমে এ মাস

https://t.me/islaMic_fdf

কীভাবে অশুভ হতে পারে? অশুভ ও অকল্যাণ তো ওইসব লোকের বদআমলের মধ্যে নিহিত, যারা তাঁকে অন্যায়ভাবে শহীদ করেছে। বছরের কোন্ মাসটি এমন আছে, যাতে কোনো মহান ব্যক্তির শাহাদাতের ঘটনা ঘটেনি? তবে কি বছরের সকল মাসই অশুভ ও অকল্যাণকর হয়ে যাবে?

সফর মাসের ব্যাপারেও জাহেলি যুগে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, এ মাসটি অশুভ। নাউযু বিল্লাহ! এজাতীয় শুভাশুভের ধারণা একটি কুসংস্কার, যাকে ইসলাম বাতিল সাব্যস্ত করেছে এবং এভাবে বান্দাদেরকে এক বিরাট মসিবত থেকে মুক্তি দিয়ে আরাম ও স্বস্তির জীবন-যাপনের পথ সুগম করেছে।

আরেকটি ভুল ধারণা

আগের উম্মত কি নবীর মাধ্যম ছাড়া দুআ করতে পারত না?

কিছু মানুষের ধারণা, আগের উম্মতগণ নবীর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে পারত না। এটি একটি অমূলক ধারণা। কুরআন হাদীসে এর কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না; বরং এর উল্টোটা পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন−

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

'আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন যে,) আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি (তার ডাকে সাড়া দিই।)' −সূরা বাকারা (২) : ১৮৬

এ আয়াতে বর্তমান উম্মত ও পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এ ছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতের সরাসরি দুআ করার নজির কুরআনেই বিদ্যমান। এখানে কয়েকটি পেশ করা হল :

১. মূসা আলাইহিস সালামের উম্মত ফেরাউনের স্ত্রীর দুআ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

'আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যে দুআ করেছিল− 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি থেকে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালেম সম্প্রদায় হতে।' −সূরা তাহরীম (৬৬) : ১১

https://t.me/islaMic_fdf

২. আসহাবে কাহফ তথা তৎকালীন নবীর উম্মতের দুআ

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا.

'যখন যুবক দলটি (আসহাবে কাহ্ফ) গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং (আল্লাহ্র কাছে দুআ করে) বলেছিল– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আপনার কাছ থেকে বিশেষ রহমত নাযিল করুন এবং এ পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য কল্যাণকর পথের ব্যবস্থা করে দিন।' –সূরা কাহ্ফ (১৮) : ১০

৩. ইমরানের স্ত্রীর দুআ

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

'যখন ইমরানের স্ত্রী (আল্লাহ্র কাছে দুআ করে) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' –সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৫ # ডিসেম্বর '১৩ ঈ.

এটি হাদীস নয়

আশুরার রোযা : ষাট বছর ইবাদতের সওয়াব

গত ১৪ নভেম্বর (২০১৩) দৈনিক ইনকিলাবে ধর্ম-দর্শন পাতায় 'পথনির্দেশ : মুহররম ও শহীদানে কারবালা' শিরোনামে একটি লেখা পড়লাম। সেখানে আশুরার রোযার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখে সে ষাট বছর দিনে রোযা রাতে ইবাদত করার সওয়াব লাভ করে।' হাদীস হিসেবে লেখা হলেও এটি হাদীস নয়। এটি একটি জাল বর্ণনার অংশবিশেষ, যা হাবীব ইবনে আবী হাবীব নামক এক হাদীস জালকারী থেকে বর্ণিত।

ইবনুল জাওযী রাহ. বলেন, 'এটা নিঃসন্দেহে মওযূ বর্ণনা।' –আলমাওযূআত ২/২০৩

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন, এটি একটি বাতিল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা। এটা হাবীব ইবনে আবী হাবীব বর্ণনা করে। আর সে হাদীস জাল করত। –আলমানারুল মুনীফ ১/৪৭, বর্ণনা ৪৪

হাফেয সুয়ূতী রাহ. ও আল্লামা ইবনে ইরাক রাহ. এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী রাহ. আশুরার রোযার ফযীলত বিষয়ে জাল বর্ণনার আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই এই বর্ণনাটি

https://t.me/islaMic_fdf

এনেছেন। –আললাআলিল মাসনূআ ১/১৩৫; তানযীহুশ শরীআহ ২/১৪৮; আলআসারুল মারফূআ ৯৪

আশুরার রোযার ফযীলত তো সহীহ হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু কাতাদা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، إِنِّيْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ.

'আমি আশাবাদী যে, আশুরার রোযার কারণে আল্লাহ তাআলা অতীতের এক বছরের (সগীরা) গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।' –জামে তিরমিযী ১/১৫৮, হাদীস ৭৫২; সহীহ মুসলিম ১/৩৬৭, হাদীস ১১৬২

সুতরাং সহীহ হাদীসে যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে শুধু তা-ই বলা উচিত।

আর আশুরা-কেন্দ্রিক বিভিন্ন ভিত্তিহীন বর্ণনা ও ঘটনা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে মাসিক আলকাউসারে (মহররম-ফেব্রুয়ারি ২০০৫) বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

একটি ভুল ঘটনা

হযরত আবু বকর রা.-এর চট পরিধান করা

অনেক বক্তাকেই এই চটকদার কাহিনী বলতে শোনা যায়–

'একবার হযরত আবু বকর রা. আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতে করতে সবকিছু দান করে দিলেন। এমনকি তিনি নিজের গায়ের পোশাকও দান করে দিলেন। এখন তিনি সতর ঢাকার জন্য ছালার চট পরিধান করলেন। হযরত আবু বকরের এই কাজ আল্লাহ এত পছন্দ করলেন যে, সমস্ত ফেরেশতাকে ডেকে বললেন, আমার হাবীবের দোস্ত আবু বকর নিজের সবকিছু দান করে চট পরিধান করেছে। সুতরাং তোমরাও তার অনুসরণে চট পরিধান কর। সমস্ত ফেরেশতা তখন তিন দিন পর্যন্ত চট পরিধান করেছিলেন।'

আল্লাহ্র রাস্তায় দান করার ফযীলত বা আবু বকর রা.-এর ফযীলত হিসেবে অনেকে ঘটনাটি বলে থাকেন। কিন্তু আসলে এটি একটি জাল বর্ণনা, যা উশনানী নামক জনৈক মিথ্যাবাদী কর্তৃক জালকৃত।

ইবনুল জাওযী রাহ. তাঁর আলমাওযূআত কিতাবে (১/৩১৪) বলেন, 'এটা উশনানীর জালকৃত বর্ণনা।'

সুয়ূতী রাহ. 'আললাআলিল মাসনূআ'তে (১/২৬৯) বলেন, 'এটি একটি জাল

https://t.me/islaMic_fdf

বর্ণনা, যা উশনানী কর্তৃক জালকৃত।'

এ ছাড়া দেখুন, আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ ১/৩৩২; তানযীহুশ শারীআহ ১/৩৯১

তার জালকৃত বর্ণনা নিম্নরূপ :

'জিবরীল আ. একবার চট পরিহিত অবস্থায় নবীজীর কাছে আগমন করলেন। নবীজী বললেন, হে জিবরীল! আপনাকে তো এমন পোশাকে কখনো দেখিনি! উত্তরে জিবরীল আ. বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আসমানে সকল ফেরেশতাকে এই পোশাক পরার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ আবু বকর জমিনে এই পোশাক পরেছে।'

এই হল তার জালকৃত বর্ণনা। কিন্তু কাহিনীকাররা এর সঙ্গে আগে-পরে আরো কথা যোগ করে আরো চটকদাররূপে বর্ণনা করে। আবু বকর রা.-এর ফযীলত বা তাঁর দান করার ঘটনা তো সহীহ্ হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোই বলা উচিত।

হাদীস শরীফে এসেছে, ওমর রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান করার নির্দেশ দিলেন। তখন আমার হাতে বেশ সম্পদও ছিল। আমি মনে মনে বললাম, আজ আমি আবু বকরের চেয়ে অগ্রগামী হব। আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নবীজীর দরবারে পেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ (হে ওমর!)? আমি বললাম, অনুরূপ অর্ধেক রেখে এসেছি।

তারপর আবু বকর তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি কখনোই তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হতে পারব না! –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৬৭৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৮; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১৫১০ # জানুয়ারি '১৪ঈ.

এটি হাদীস নয়

জ্ঞান-সাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে মূল্যবান

'জ্ঞান-সাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে মূল্যবান।' এ কথাটি হাদীস হিসেবে জনশ্রুতি থাকলেও হাদীস বিশারদগণের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে এটি হাদীস নয়; বরং পরবর্তী কারো উক্তি। ইমাম সাখাবী রাহ.

https://t.me/islaMic_fdf

'আলমাকাসিদুল হাসানা'-এ (৪৪২, বর্ণনা ১০০৫) এটিকে হাসান বসরী রাহ.-এর উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

শাওকানী রাহ., যারকাশী রাহ., তাহের পাট্টানী রাহ. প্রমুখ হাদীস বিশারদ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। (দেখুন, আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ ১/২৮৭, বর্ণনা ৫৩; আললাআলিল মানসূরাহ ১০১, বর্ণনা ১০; আলআসারুল মারফূআ ২০৭; কাশফুল খাফা ২/২০০; তাযকিরাতুল মাওযূআত ২/৩৬৯; মীযানুল ইতিদাল ৩/৪৯৮)

সুতরাং এটিকে হাদীস হিসেবে বলা উচিত নয়।

একটি ভুল মাসআলা

মহিলাদের জবাইকৃত পশু কি হালাল নয়?

সাধারণত পুরুষরাই হাঁস-মুরগি ইত্যাদি জবাই করে থাকেন। মহিলাদের জবাই করার তেমন প্রয়োজন হয় না। ফলে কোনো কোনো মানুষ মনে করেন, কোনো মহিলা মুরগি বা কোনো পশু জবাই করলে তা খাওয়া হালাল নয়। তাদের এই ধারণা ঠিক নয়। পুরুষের জবাইকৃত পশু যেমন হালাল, তেমনি মহিলার জবাইকৃত পশুও হালাল।

বাড়িতে পুরুষ মানুষ না থাকলে অনেকসময়ই মহিলাদের হাঁস-মুরগি জবাই করতে হয়। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

একটি ভুল ধারণা

পায়ে মেহেদি দেওয়া কি নিষেধ?

অনেকে মনে করেন, মেয়েদের জন্যও পায়ে মেহেদি দেওয়া নিষেধ। এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রথম কথা হল, পুরুষদের জন্য সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে মেহেদি লাগানো নিষেধ। তবে চুল-দাড়ি পেকে গেলে তাতে মেহেদি লাগানোর অনুমতি আছে। আর মেয়েদের জন্য হাতে-পায়ে মেহেদি লাগানোতে দোষের কিছু নেই।

একটি ভুল আমল

নামাযে পায়ের আঙুল কেবলামুখী না রাখা

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় পায়ের আঙুল কেবলামুখী করে রাখতে হয়। কিন্তু অনেককেই দেখা যায়, নামাযে দাঁড়ানোর সময় পায়ের পাতা (আঙুলগুলো)

https://t.me/islaMic_fdf

ডানে বামে ঘুরিয়ে রাখেন। এটা ঠিক নয়। দুই পায়ের পাতার মাঝে সামনে পেছনে সমান ফাঁকা রেখে পায়ের আঙুল সোজা কেবলামুখী করে দাঁড়াতে হয়। অবশ্য কারো যদি ওজর থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

তেমনিভাবে অনেক মানুষকে দেখা যায়, তাকবীর বলে হাত ওঠানোর সময় হাতের তালু নিজের কানের দিকে বা আকাশের দিকে করে রাখেন, এটিও ঠিক নয়। নিয়ম হল এসময় হাতের তালু কেবলামুখী করে রাখা। # ফেব্রুয়ারি '১৪ঈ.

এটি হাদীস নয়

'মসজিদে কেউ প্রথমবার দুনিয়াবী কথা বললে ফেরেশতারা বলেন, হে আল্লাহ্র বন্ধু 'আপনি' চুপ করুন। আবার দুনিয়াবী কথা বললে ফেরেশতারা বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা 'তুমি' চুপ কর। তৃতীয়বার কথা বললে ফেরেশতারা বলেন, হে আল্লাহ্র দুশমন 'তুই' চুপ কর।'

এক ভাই প্রশ্ন পাঠিয়েছেন, এটি হাদীস কি না। কাউকে তিনি এটিকে হাদীস হিসেবে বলতে শুনেছেন।

এটি হাদীস নয়; হাদীসের কিতাবসমূহে এটা পাওয়াও যায় না।

ইতঃপূর্বে (সেপ্টেম্বর ২০০৫) এ বিভাগে এ বিষয়ক একটি জাল বর্ণনা আলোচনা করা হয়েছে। সেটি ছিল– 'মসজিদে (দুনিয়াবী) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে।'

মনে রাখতে হবে, মসজিদ নামায ও আল্লাহ তাআলার যিকিরের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মসজিদকে দুনিয়াবী কথাবার্তা ও কাজকর্মের স্থান বানানো অথবা এ উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়া নাজায়েয।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বেচা-কেনা বা হারানো বস্তু খুঁজে পাওয়ার এলান করতে নিষেধ করেছেন। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৭৯

আরেক হাদীসে এ বিষয়ে কঠিন ধমকি এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কাউকে মসজিদে বেচাকেনা করতে দেখলে বল, তোমার বেচাকেনা লাভজনক না হোক। তেমনিভাবে কাউকে যদি মসজিদে হারানো বস্তুর এলান করতে দেখ তাহলে বল, আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দিন। (অর্থাৎ এ কাজটি খুবই নিন্দনীয়)। –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৩২১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৩০৫

https://t.me/islaMic_fdf

তবে কোনো দ্বীনী কাজের জন্য মসজিদে প্রবেশের পর প্রসঙ্গক্রমে দুনিয়াবী কোনো বৈধ কথাবার্তা বলা জায়েয। এর বৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। (দ্র. সহীহ বুখারী ১/৬৩, ৬৪, ৬৫; রদ্দুল মুহতার (শামী) ১/৬৬২; আললু'লুউল মারসূ ৭৮)

বলার ভুল

লাল বাতি জ্বললে নামায পড়া নিষেধ

অনেক মসজিদে দেখা যায়, মেহরাবের একপাশে একটা লাল বাতি থাকে, তার নিচে লেখা থাকে, 'লাল বাতি জ্বললে নামায পড়া নিষেধ'। যেকোনো ফরয নামাযের ২/৩ মিনিট আগে বাতিটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এখন কথা হল, বাস্তবেই কি ফরয নামাযের ২/৩ মিনিট আগে কোনো ধরনের নামায পড়া নিষেধ! দুই-তিন মিনিটে তো অন্তত দুই রাকাত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' আদায় করা যায়। আর ফজরের সময় দুই রাকাত ফজরের সুন্নত আদায় করা যায়। আর 'নিষেধ' শব্দ দ্বারা তো না-জায়েয বা হারাম বোঝানো হয়। এখানে তো বিষয়টি এমন নয়; বরং এটি ইনতেযাম বা শৃঙ্খলা রক্ষার্থে করা হয়। অর্থাৎ এর দ্বারা মুসল্লীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, এখনই জামাত দাঁড়াবে, এখন যদি নফল বা সুন্নত শুরু করা হয় তাহলে জামাত দাঁড়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে বা আপনি মাসবুক হবেন। সুতরাং এখন মসজিদের ভেতরে নফল বা সুন্নতের নিয়ত না করা চাই।

এ উদ্দেশ্যে তো শুধু 'জামাতের সময় আসন্ন' বা এ ধরনের অন্য কোনো বাক্য লেখাই যথেষ্ট।

উল্লেখ্য, অনেকসময় কোনো কোনো মুসল্লী পর্যাপ্ত সময় না থাকা সত্ত্বেও সামনের কাতারে বা অন্য কোনো কাতারের এমন স্থানে নামাযে দাঁড়িয়ে যান, যার ফলে জামাত দাঁড়াতে বিঘ্ন ঘটে বা তার কারণে কাতারের মাঝে ফাঁকা থেকে যায়। সুতরাং এ ব্যাপারে নিজ থেকেই সতর্ক হওয়া কাম্য।

একটি মনগড়া আমল

মুসাফাহা করে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

একবার এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে মুসাফাহা করল। মুসাফাহার সময় সে বলল, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমি বুঝে উঠতে পারলাম না- কী হল! তারপর ফেরার সময় সে আবার

https://t.me/islaMic_fdf

মুসাফাহা করল এবং একইভাবে 'বিসমিল্লাহির...' বলল। জানি না সে কারো কাছ থেকে শুনে এমনটি করল, নাকি নিজে থেকেই আবিষ্কার করল।

হাদীস শরীফে তো এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এবং তা প্রসিদ্ধও বটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুজন মুসলিম যখন মিলিত হয় ও মুসাফাহা করে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করে ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫২১১-৫২১২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৮৯৫৬; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ১৩৯৫৩

হাদীসে ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া-লাকুম' বাক্যটি প্রসিদ্ধ। সুতরাং এ বাক্যের মাধ্যমে বা আল্লাহ্র হামদ ও ইস্তেগফার-সম্বলিত অন্য কোনো বাক্যে মুসাফাহার দুআ হতে পারে। কিন্তু মনগড়াভাবে 'বিসমিল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ' বা এজাতীয় কোনো কিছু বলা ঠিক নয়। আর এটিকে যদি কেউ মুসাফাহার বিধানই মনে করে তাহলে তো তা হয়ে যাবে বিদআত। আর 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বাক্যটি যদি হাযির-নাযির আকীদার কারণে বলা হয়ে থাকে তাহলে তা তাওহীদ-পরিপন্থী হবে, যা সংশোধন করা ফরয।

একটি ভুল ধারণা

প্রজাপতিকে পানি পান করালে মৃত ব্যক্তিকে পান করানো হয়

কখনো কখনো ঘরে বড় ধরনের প্রজাপতি আসে। তখন অনেককে বলতে শোনা যায়, এটা অমুকের রূহ। এর গায়ে সামান্য পানি ছিটিয়ে দিলে মৃত ব্যক্তিকে পানি পান করানো হবে বা এধরনের বড় প্রজাপতির প্রতি বিশেষ আচরণ দেখানো হয়।

এটি একটি অমূলক ধারণা। প্রজাপতির সঙ্গে রূহের কী সম্পর্ক? তা ছাড়া কোনো প্রাণীর সুরতে বা অন্য কোনোভাবে রূহ দুনিয়াতে আসে–এমন কথার কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং এজাতীয় ভিত্তিহীন ধারণা পরিহার করা জরুরি।
মার্চ '১৪ঈ.

এটি হাদীস নয়

এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা গেল, কেউ ফজরের দুই রাকাত (ফরয) নামায আদায় করলে আল্লাহ তাআলা তার সারা দিনের জামিন হয়ে যান। যোহরের চার রাকাত (ফরয) ও আসরের চার রাকাত (ফরয)–এই আট রাকাত আদায়

https://t.me/islaMic_fdf

করলে সে আট জান্নাতের মালিক হয়ে গেল। মাগরিবের তিন রাকাত (ফরয) ও ইশার চার রাকাত (ফরয)–এই সাত রাকাত আদায় করলে সাত জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

এই বক্তব্যের প্রথম অংশ–(ফজরের নামায আদায় করলে আল্লাহ তাআলা সারা দিনের জামিন হয়ে যান)–সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ...

'যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করল সে আল্লাহ্র জিম্মায় চলে গেল...।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫৭

কিন্তু বাকি অংশ কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ অংশ হাদীস নয়। এর পরিবর্তে নামাযের ফযীলত বিষয়ে নিচের সহীহ হাদীসগুলো বলা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

'আল্লাহ্ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করবে এবং সময়মতো তা (পাঁচ ওয়াক্ত নামায) আদায় করবে, পূর্ণরূপে রুকু, (সেজদা) করবে, খুশু-খুযুর সঙ্গে তা আদায় করবে, তার ব্যাপারে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। আর যে তা করবে না তার ব্যাপারে আল্লাহ্র কোনো প্রতিশ্রুতি নেই; তাকে ক্ষমাও করতে পারেন আবার আযাবে গ্রেফতারও করতে পারেন।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৫

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

إِنِّيْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِيْ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ.

'(হে নবী!) আমি আপনার উম্মতের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যে ব্যক্তি সময়মতো যত্নের সঙ্গে তা আদায় করবে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে তা করবে না তার ব্যাপারে আমার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৩০

আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে বান্দার গোনাহ মাফ হওয়ার নিম্নোক্ত

https://t.me/islaMic_fdf

হাদীস তো সবারই জানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوْا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

'তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় যদি একটি নহর থাকে আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কি কোনো ময়লা বাকি থাকতে পারে? সাহাবীরা বললেন, কখনোই না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও তেমন; এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার গোনাহ মিটিয়ে দেন।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৬৭; সহীহ বুখারী, হাদীস ৫২৮

এ ছাড়া এধরনের আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

আর আলকুরআনুল কারীমে তো জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারীদের গুণ বলা হয়েছে– 'তারা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে, খুশু-খুযু সহকারে নামায আদায়কারী হবে।' সুতরাং নামাযের সঙ্গে জান্নাতের ওয়াদা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই নামাযের ফযীলত হিসেবে এ বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস বলা উচিত। কিন্তু নিজ থেকে কোনো ফযীলত বানিয়ে বলা বা ভিত্তিহীন কোনো কিছু ফযীলত হিসেবে বলা ঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের ভিত্তিহীন কথা বলা থেকে হেফাযত করুন– আমীন।

একটি বলার ভুল

...ইন্নী কুনতুম মিনায যলিমীন

দুআ ইউনুসের সহীহ পাঠ হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

'লা– ইলা-হা ইল্লা– আন্‌তা, সুব্‌হানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যলিমীন।' (আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয় আমি অপরাধী।) –সূরা আম্বিয়া (২১) : ৮৭

কিন্তু কিছু কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায় বা বিভিন্ন গাড়িতে লেখা দেখা যায়, তারা এ বাক্যের 'ইন্নী কুনতু মিনায যলিমীন'-এর স্থলে 'ইন্নী কুনতুম মিনায যলিমীন' বলে বা লেখে, যা ভাষাগতভাবে ভুল। আর দুআটি যেহেতু

https://t.me/islaMic_fdf

কুরআন মাজীদের অংশ তাই এ ভুল আরো মারাত্মক। 'ইন্নী কুনতু মিনায যলিমীন' অর্থ হল নিশ্চয় আমি অপরাধী। আর 'ইন্নী কুনতুম মিনায যলিমীন'-এর অর্থই মেলে না, এর একরকম অর্থ দাঁড়ায়– নিশ্চয় আমি তোমরা অপরাধী। তাই বাক্যটি সহীহভাবে বলা জরুরি। # এপ্রিল '১৪ঈ.

একটি ভুল ধারণা

দুপুরে নামাযের নিষিদ্ধ সময় কি ঠিক ১২টা?

দুপুরবেলা সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে থাকে তখন নামায পড়া নিষেধ। অনেকে মনে করে এ সময়টা ঠিক দুপুর ১২টা। এ ধারণা ঠিক নয়।

এ সময়টা হল সূর্য ঢলার সময়ের আগের আনুমানিক ৫ মিনিট। মৌসুমভেদে সূর্য ঢলার সময়ের তারতম্যের কারণে এ সময়টিও পরিবর্তিত হতে থাকে। মৌসুম ভেদে সূর্য ঢলার সময়ের মাঝে প্রায় আধা ঘণ্টার ব্যবধান হয়ে থাকে। এক মৌসুমে (ঢাকার সময় অনুযায়ী) সূর্য ঢলার সর্বনিম্ন সময় ১১ : ৪২ তো আরেক মৌসুমে সর্বোচ্চ ১২ : ১৩।

এ সময় থেকে পাঁচ মিনিট বিয়োগ করলে দুপুরের নামাযের নিষিদ্ধ সময় হয় এক মৌসুমে সর্বনিম্ন ১১ : ৩৭ আরেক মৌসুমে সর্বোচ্চ ১২ : ০৮। সুতরাং নির্দিষ্ট করে ঠিক ১২টাকে দুপুরে নামাযের নিষিদ্ধ সময় মনে করা ঠিক নয়।

মোটকথা, সূর্য ঢলার সময় যখনই হবে তার আগের পাঁচ মিনিটই হল দুপুরে নামাযের নিষিদ্ধ সময়।

একটি ভুল প্রথা

দোকান ঝাড়ু দেওয়ার আগে ভিক্ষা না দেওয়া বা বেচাকেনা না করা

অনেক দোকানদারকে দেখা যায়, দোকান খোলার পর ঝাড়ু দেওয়ার আগে কোনো ভিক্ষুক এলে ভিক্ষা দেয় না বা কেউ কিছু কিনতে এলে বিক্রি করে না। এটাকে অলক্ষুণে মনে করে। মনে করে, ঝাড়ু দেওয়ার আগে এগুলো করলে সারাদিন বেচাকেনা ভালো হবে না।

এটি একটি অমূলক ধারণা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস। ঝাড়ু দেওয়া যেমন ভালো কাজ, দোকান খোলার পর ভিক্ষুককে দান করা আরো ভালো কাজ। দোকান খোলার পর একটি ভালো কাজের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করা হল। এতে আরো বরকত বেশি হওয়ার কথা। তেমনিভাবে পণ্য বিক্রি করা–এটি ব্যবসার পাশাপাশি একটি সেবাও বটে। সুতরাং এটিও একটি ভালো কাজ। শুধু ঝাড়ু

https://t.me/islaMic_fdf

দেওয়ার ওসিলায় এ ভালো কাজগুলো থেকে বিরত থাকার কোনোই অর্থ হয় না। সুতরাং ঝাড়ু দেওয়ার আগে ভিক্ষা দেওয়া যাবে না বা বিক্রি করা যাবে না, মনে করা ঠিক নয়।

একটি গর্হিত রসম

বিয়েতে রং মাখা-মাখি করা

অনেক এলাকায় দেখা যায়, বিশেষ করে গ্রামে বিয়ে বাড়িতে রং মাখা-মাখি করা হয়। এটা অত্যন্ত গর্হিত একটি রসম, যা হিন্দুদের থেকে আমাদের মাঝে প্রবেশ করেছে। রং মাখা-মাখি হিন্দুদের একটি বিশেষ উৎসব, যাকে হোলি উৎসব বলে। সুতরাং কোনো মুসলিম এ কাজ করতে পারে না। শুধু বিজাতীয় সংস্কৃতি ও একটি অনর্থক কাজ হওয়াই এটি বর্জনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বিজাতীয় সংস্কৃতি হওয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রে যে চরম অশ্লীলতা পরিলক্ষিত হয় তাতে কোনো মুসলিমের দ্বারা এমন কাজ কল্পনাও করা যায় না।

বিয়ে আল্লাহ তাআলা একটি নেয়ামত। আল্লাহ্র নাফরমানির মাধ্যমে এ নেয়ামতের নাশোকরি হয় এবং তা বরকত ও কল্যাণ থেকে মাহরূমীর কারণ হয়। আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার অশ্লীলতা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে হেফাযত করুন।

একটি নাজায়েয প্রচলন

চুল বিক্রি করা

অনেক এলাকায় দেখা যায়, ফেরিওয়ালারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে মহিলাদের জমানো চুল ক্রয় করে। আর মহিলারাও অজ্ঞতাবশত চুল বিক্রি করেন। এটি একটি নাজায়েয কাজ, এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

মানুষের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা কোনো অংশ বিক্রি করা জায়েয নয়। মানুষকে যেমন আল্লাহ তাআলা সম্মানিত বানিয়েছেন, তেমনিভাবে মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি চুল, নখ ইত্যাদির কর্তিত অংশও সম্মানিত এবং এগুলো বিক্রয়যোগ্য কোনো বস্তু নয়। সুতরাং এগুলো বিক্রি করা যাবে না। সম্ভব হলে দাফন করে দেওয়া উত্তম। # মে '১৪ঈ.

এটি হাদীস নয়

তালেবে ইলমের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা ডানা বিছিয়ে দেন

জনৈক ওয়ায়েয তালেবে ইলমের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'যে

https://t.me/islaMic_fdf

ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য পথ চলে তার পায়ের নিচে সত্তর হাজার ফেরেশতা ডানা বিছিয়ে দেন।'

এটি হাদীস নয়। আমাদের জানামতে এমন কথা হাদীসের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে নেই। বরং এ ব্যাপারে সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস হল, (যেখানে ফেরেশতার ডানা রাখার কথা আছে, কিন্তু ফেরেশতার কোনো সংখ্যার কথা উল্লেখ নেই।) 'যে ব্যক্তি ইলমের জন্য পথ চলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর ফেরেশতারা তালেবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ডানা রেখে দেন। আর আলেমের জন্য আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা ইসতেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করতে থাকে। এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তাঁদের জন্য ইসতেগফার করতে থাকে ...।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ১৫৭৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৮৮

হাদীসের আরবী পাঠ নিম্নরূপ–

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِيْ فِيْهِ عِلْمًا، سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ.

সুতরাং তালেবে ইলমের ফযীলত বিষয়ে উল্লিখিত হাদীসসহ আরো যেসব সহীহ হাদীস রয়েছে সেগুলোই বলা উচিত।

দ্রষ্টব্য, কেউ কেউ এই হাদীসের– لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন 'ডানা বিছিয়ে দেওয়া।' আবার কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল 'তালেবে ইলমের সম্মানে বিনয়াবনত হওয়া।' কেউ বলেছেন, 'উড্ডয়ন বন্ধ করে থেমে যাওয়া এবং তাদের বেষ্টন করে নেওয়া।' মূলত এ বাক্যের মাঝে এ সবক'টি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে।

একটি ভুল কথা

রোযাদারের খাবারের হিসাব হবে না

কোনো কোনো মানুষকে বলতে শোনা যায়, রোযাদারের খাবারের কোনো হিসাব হবে না। এটি একটি ভুল কথা।

খাবারের হিসাব বলতে সাধারণত খাবারের অপচয় বোঝায়। আর কুরআন হাদীসে এমন কোনো কথা নেই, রোযাদার যদি খাবারের অপচয় করে তাহলে

https://t.me/islaMic_fdf

তার কোনো হিসাব হবে না। যে ব্যক্তিই খাবার বা যেকোনো বস্তু অপচয় করুক আল্লাহ্র দরবারে তাকে এর হিসাব দিতে হবে। সুতরাং রোযাদার হোক বা যেই হোক, খাবার বা যেকোনো বস্তুর অপচয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

আর পানাহারের ক্ষেত্রে হারাম থেকে বেঁচে থাকা ফরয– তা তো সবসময় এবং সর্বাবস্থারই বিধান। হিসাবের প্রশ্ন আসে হালালের ক্ষেত্রে; নেয়ামতের যথাযথ ব্যবহার হল কি না এবং তার শোকর আদায় করা হল কি না। হারামের ওপর তো সরাসরি শাস্তি হয়; তাই প্রচলিত এ বাক্য শুনে এরূপ মনে করা যে, হারাম খেলেও কোনো হিসাব নেই– তা আরো ভয়াবহ।

পুনশ্চ : সম্ভবত এ কথাটি একটি জাল বর্ণনা থেকে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। বর্ণনাটি হল–

ثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُوْنَ عَنْ نَعِيْمِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ الْمُضْطَرُّ وَالْمُتَسَحِّرُ وَصَاحِبُ الضَّيْفِ.

'তিন শ্রেণি পানাহারের নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না; এক. অনন্যোপায় ব্যক্তি। দুই. সাহরী গ্রহণকারী। তিন. মেজবান।'

আলোচ্য ক্ষেত্রে 'সাহরী গ্রহণকারী'কে রোযাদার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সে যাইহোক এটি একটি জাল বর্ণনা। এতে মুজাশি' ইবনে আমর নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যে নির্ভরযোগ্য রাবীদের নামে হাদীস জাল করত। (দ্র. তানযীহুশ শরীআহ, ইবনে ইরাক ২/১৬৬; তাযকিরাতুল মাওযূআত, মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী ৭০; আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ, শাওকানী ৯০) # জুন-জুলাই '১৪ঈ.

এটি হাদীস নয় : শবে বরাতে হালুয়া-রুটি বানালে আরশের নিচে ছায়া পাবে

একটি গ্রামের মহিলাদের প্রায় সকলকেই বলতে শোনা গেছে, 'শবে বরাতে হালুয়া-রুটি বানালে আরশের নিচে ছায়া পাওয়া যাবে।' এটিকে রাসূলের হাদীস হিসেবেই বলা হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সঙ্গে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।

এটি এমন একটি ভিত্তিহীন কথা, যার জাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি জাল হাদীস-বিষয়ক রচিত কিতাবাদিতেও এর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।

কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, ওহুদ যুদ্ধে যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু

https://t.me/islaMic_fdf

আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানদান মুবারক শহীদ হয়েছিল, তখন কিছুদিন কোনো প্রকার শক্ত খাবার খেতে পারতেন না। সেই ঘটনার প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এই দিনে ঘটা করে হালুয়া-রুটি খাওয়া হয়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধ তো শাবান মাসের ১৫ তারিখে হয়নি, তা হয়েছে শাওয়ালের ৭ তারিখ। সুতরাং যদি সে কেন্দ্রিক কোনো বিষয় থাকত তাহলে তা শাওয়াল মাসের ৭ তারিখে থাকত, শাবানের ১৫ তারিখে নয়।

শাবানের পনেরো তারিখের রাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (এ রাতের ফযীলত বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আলকাউসার সেপ্টেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় 'বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান-শবে বরাত' শিরোনামে) হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তাআলা অর্ধ শাবানের রাতে (শাবানের ১৪ তারিখ দিনগত রাতে) সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন।' –সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৬৬৫; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৩৮৩৩

কিন্তু এই রাতের সঙ্গে হালুয়া-রুটির কী সম্পর্ক?

এ রাতের যতটুকু ফযীলত প্রমাণিত আছে শুধু ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। রসম-রেওয়াজের পিছে পড়ে এর মূল ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়া ঠিক নয়।

আর আলোচ্য বিষয়টি মূলত এই রাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন রসমের অন্যতম, যার কোনো ভিত্তি নেই। এ ধরনের কাজ এবং এ রাত কেন্দ্রিক আরো যত রসম-রেওয়াজ আছে–এগুলো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

আর এ ধরনের ভিত্তিহীন কথাকে রাসূলের হাদীস হিসেবে বলা অনেক মারাত্মক গোনাহের কাজ। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। দ্বীনের সকল বিষয়ে সহীহ কথা ও সহীহ কাজ করার তাওফীক দিন– আমীন।

আরেকটি ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত

শবে বরাতের গোসল

শাবানের ১৫ তারিখের রাতের বিষয়ে আরেকটি ভিত্তিহীন বর্ণনা সমাজে প্রচলিত আছে। সেটি শবে বরাতের গোসলকেন্দ্রিক। এই রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে যদি কেউ গোসল করে তাহলে তার গোসলের প্রতি ফোঁটার বিনিময়ে গোনাহ মাফ হবে। আবার কেউ কেউ বর্ণনাটি এভাবে বলে যে, প্রতি ফোঁটায়

https://t.me/islaMic_fdf

৭০ রাকাত নফল নামাযের সওয়াব হবে।

তো যে যেভাবেই বলুক, এটি যে একটি জাল বর্ণনা বা ভিত্তিহীন কথা তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ ধরনের জাল বর্ণনা ও ভিত্তিহীন কথা থেকে হেফাযত করুন এবং ফযীলতের প্রতিটি বিষয়কে তার গণ্ডির মধ্যে রেখে কাজে লাগানোর তাওফীক দিন– আমীন।

একটি ভুল উচ্চারণ : সালামের জবাবে 'অলাইকুম সালাম'

আমাদের অনেকেরই সালাম দিতে গিয়ে বা সালামের উত্তর দিতে গিয়ে অজান্তেই ভুল হয়ে যায়। ইতঃপূর্বে (এপ্রিল ২০০৫) সালামের বিভিন্ন ভুল নিয়ে লেখা হয়েছিল। সেখানে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অনেকের উচ্চারণে যে বিভিন্ন ভুল হয়ে থাকে সে বিষয়ে লেখা হয়েছিল। আজ সালামের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চারণে যে ভুল পরিলক্ষিত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সালাম একটি দুআ। ইসলামের শিআর ও প্রতীক পর্যায়ের একটি আমল। এর সহীহ উচ্চারণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। কমপক্ষে এতটুকু বিশুদ্ধ উচ্চারণ অবশ্যই জরুরি, যার দ্বারা অর্থ ঠিক থাকে।

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

'ওয়া-আলাইকুমুস সালাম, ওয়া-রাহ্‌মাতুল্লাহি, ওয়া-বারাকাতুহু।'

আরবী দেখে এর সহীহ উচ্চারণ শিখে নেওয়া উচিত, অন্যথায় ع বাদ পড়ে যায়– 'ওয়া-আলাইকুমুস সালাম'-এর স্থলে 'অলাইকুম...' হয়ে যায়, যা স্পষ্ট ভুল।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়– আমরা অনেকসময়ই সালামের পূর্ণ জবাব দিতে কার্পণ্য করে থাকি। পুরো উত্তর বলি না, দায়সারাভাবে উত্তর দিই। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনেই শিখিয়েছেন; কেউ সালাম দিলে তার চেয়ে উত্তম শব্দে উত্তর দেওয়া উচিত। সূরা নিসার ৮৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا.

'যখন কেউ তোমাদের সালাম করে, তখন তোমরা তাকে তার চেয়ে উত্তম পন্থায় সালাম (জবাব) দিও কিংবা (অন্ততপক্ষে) সেই শব্দেই তার জবাব দিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর হিসাব রাখেন।' # আগস্ট '১৪ঈ.

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল ধারণা

পাত্রে দু'বার খাবার তুলে না দিলে কি আহার গ্রহণকারী ব্যক্তি পানিতে পড়ে মারা যায়?

কোথাও দেখা যায়, আহার গ্রহণকারীর পাত্রে এক চামচ খাবার তুলে দেওয়ার পর তিনি যদি আর নিতে না চান তবুও জোর করে অল্প হলেও আরেক চামচ দেওয়া হয় এবং সঙ্গে একথাও বলা হয়– 'একবার দিতে নেই, অন্যথায় তুমি পানিতে পড়ে মারা যাবে।'

প্রশ্ন হল, পাত্রে একবার বা দুইবার খাবার তুলে দেওয়ার সঙ্গে মৃত্যুর স্থানের কী সম্পর্ক? কে কোথায় মারা যাবে তার প্রকৃত জ্ঞান তো একমাত্র আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলার কাছেই আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) 'আর কোনো প্রাণ জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে।' –সূরা লুকমান (৩১) : ৩৪

অবশ্য পাত্রে দু'বার না দিলে পানিতে পড়ে যাবে–এ ধরনের ভ্রান্ত চিন্তা বাদ দিয়ে কেউ যদি মেহমানদারির খাতিরে একাধিকবার খাবার তুলে দিতে চায় তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে এক্ষেত্রেও কৃত্রিমতা পরিহার করে আহার গ্রহণকারী ব্যক্তির রুচি ও চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

একটি ভুল ভাবনা

বাসন চেটে খেলে কি কন্যা সন্তান হয়?

এক ভাইকে বাসন চেটে খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হলে সে বলল, 'প্লেট চেটে খেলে তো কন্যা সন্তান হয়।' আরেকজন মন্তব্য করলেন, চেটে খাওয়া তো অভদ্রতা ও দারিদ্র্যের আলামত। (নাউযু বিল্লাহ!)

ধারণাদুটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অর্থহীন ও নিতান্তই মূর্খতা। দ্বীনী বিষয়ে গাফলত ও অজ্ঞতার কারণেই যে এ ধরনের কথাবার্তা মানুষ বলে থাকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সন্তান দেওয়া না-দেওয়া বা কাউকে ছেলে সন্তান দেওয়া, কাউকে মেয়ে সন্তান দেওয়া তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। বাসন চেটে খাওয়ার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۗءُ عَقِيْمًا ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

'আসমান-জমিনের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই; তিনি যা চান সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা

https://t.me/islaMic_fdf

কন্যা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন। অথবা তাদেরকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সবকিছুই জানেন, সব কিছুই করতে পারেন।' –সূরা শুরা (৪২) : ৪৯-৫০

এ ধরনের ধারণার আরেকটি বাজে দিক হল, তাতে জাহেলি যুগের দুর্গন্ধ প্রকাশ পায়। জাহেলি যুগে কন্যা সন্তানের কথা শুনলেই মানুষের মুখ কালো হয়ে যেত। (সূরা নাহ্ল (১৬) : ৫৮) আল্লাহ তাআলা তো কন্যা সন্তানের সংবাদকে 'সুসংবাদ' বলে ব্যক্ত করেছেন।

আর সম্ভবত দ্বিতীয় মন্তব্যটি ওই ভদ্রলোক এজন্য করেছেন যে, তার জানা নেই, বাসন চেটে খাওয়া রাসূলের সুন্নত। কারণ যার হৃদয়ে তিল পরিমাণ ঈমান আছে, বিষয়টি সুন্নত জানার পরও সে ব্যক্তি এ ধরনের মন্তব্য করতে পারে না। কোন্‌টা ভদ্রতা ও আদব-কায়েদা আর কোন্‌টা অভদ্রতা ও বেয়াদবি তা তো রাসূলের কাছ থেকেই শিখতে হবে।

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে সে যেন তার আঙুল চেটে খায়। আর লোকমা (খাদ্যদ্রব্য) পড়ে গেলে সে যেন ময়লা দূর করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা রেখে না দেয়। পাশাপাশি তিনি আমাদেরকে পাত্র চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– কারণ, তোমাদের জানা নেই খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৮০৩

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সহীহ ইলম ও সমঝ দান করুন– আমীন।

একটি ভুল চিন্তা

আমরা ইবাদত করলে কি আল্লাহ্‌র লাভ?!

এক ভাইয়ের আব্বা খুব অসুস্থ। তাকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। অক্সিজেনের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হচ্ছে। তো তার আব্বাকে দেখতে গিয়ে তার সঙ্গে কথা চলছিল, সুস্থতা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। এ নেয়ামতের ওপর বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা দরকার। তখন সে এক পর্যায়ে বলে বসল, আমরা সুস্থ থাকলে তো আল্লাহ্‌রই লাভ; তখন আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারব। (আরো কোনো কোনো মানুষকে এজাতীয় বাক্য বলতে শুনেছি।)

https://t.me/islaMic_fdf

এটি একটি ভুল চিন্তা, যা ব্যক্তির অজ্ঞতার কারণেই মনে এসে থাকে। আমাদের ইবাদতের সঙ্গে আল্লাহ্র লাভ-ক্ষতির কী সম্পর্ক? আমরা কোনো নেক আমল করলে তার কল্যাণ ও সওয়াব আমরাই লাভ করব। আর আমাদের নাফরমানির অকল্যাণ ও আপদ আমাদের ওপরেই বর্তাবে। আমাদের ইবাদত করা না-করা আল্লাহ্র রাজত্বে সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى أَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا...

'...তোমাদের শুরু থেকে শেষ সবাই যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকী (পরহেযগার) ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, তাহলে তা আমার রাজত্বে সামান্য বৃদ্ধিও ঘটাবে না। তেমনিভাবে তোমাদের শুরু থেকে শেষ সবাই যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, তাহলে তা আমার রাজত্বে সামান্য হ্রাস ঘটাবে না।...' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৭৭

কিছু মরুবাসী মনে করছিল, ইসলাম গ্রহণ করে তারা (আল্লাহ্র ওপর) আল্লাহ্র নবীর ওপর অনুগ্রহ করে ফেলেছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশে বললেন–

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ۭ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

'তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে। আপনি বলুন, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করো না; বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' –সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১৭

সুতরাং আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক থাকব, যেন এজাতীয় কথা বা চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারি। আল্লাহ্ই তাওফীকদাতা। # সেপ্টেম্বর '১৪ঈ.

একটি ভিত্তিহীন ঘটনা

ওয়ায়েস করনীর দাঁত ভাঙার গল্প

ওয়ায়েস করনীর দাঁত ভাঙার গল্প লোকমুখে খুবই প্রসিদ্ধ। ঘটনাটি এই–

https://t.me/islaMic_fdf

ওহুদ যুদ্ধে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানদান মুবারক শহীদ হল তখন ওয়ায়েস করনী বিষয়টি জানতে পারলেন এবং যারপরনাই ব্যথিত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। এ ঘটনা শুনে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত মুবারক যখন শহীদ হয়েছে তো আমার এ দাঁতের কী অর্থ! তিনি নিজের একটি দাঁত ভেঙে ফেললেন। পরক্ষণে চিন্তা করলেন, আমি যে দাঁত ভেঙেছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হয়ত এ দাঁত ভাঙেনি, অন্য দাঁত; তাই ভেবে তিনি নিজের আরেকটি দাঁত ভেঙে ফেললেন। এভাবে তিনি নিজের সবগুলো দাঁত ভেঙে ফেললেন।

নবীজীর প্রতি উম্মতের ভালোবাসা প্রকাশের চূড়ান্ত নজির হিসেবে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে এ ঘটনা বলে থাকেন। কিন্তু এ ঘটনার কোনোই ভিত্তি নেই। মোল্লা আলী কারী রাহ. বলেন, এ ঘটনা প্রমাণিত নয়। (দ্র. আলমা'দিনুল আদানী–আলবুরহানুল জালি ফী তাহকীকি ইনতিসাবিস সুফিয়্যাতি ইলা আলী ১৬৪-১৬৫)

ওয়ায়েস করনী (উয়াইস আলকারানী) একজন বড় মাপের তাবেয়ী ও বুযুর্গ ছিলেন। ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৩৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ তার হয়নি। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। তার বৃদ্ধা মা ছিলেন। মায়ের সঙ্গে তিনি সদাচার করতেন। মায়ের সেবাযত্ন করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনতেন। হাদীস শরীফে এসেছে, ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়ামান থেকে উয়াইস নামে এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। ইয়ামানে মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। তার শ্বেত রোগ ছিল। সে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করলে আল্লাহ্ তার রোগ ভালো করে দেন, কিন্তু তার শরীরের একটি স্থানে এক দিনার অথবা এক দিরহাম পরিমাণ স্থান সাদাই থেকে যায়। তোমাদের কেউ যদি তার সাক্ষাৎ পায় সে যেন তাকে নিজের জন্য ইস্তেগফার করতে বলে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৪২

ওয়ায়েস করনীর সঙ্গে সাহাবীদের সাক্ষাতের ঘটনাও হাদীস শরীফে এসেছে। কিন্তু কোথাও এমন কিসসার কথা নেই। সহীহ মুসলিমে এসেছে, ওমর রা.-এর সঙ্গে ওয়ায়েস করনীর সাক্ষাৎ হলে তাকে সনাক্ত করার জন্য তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে দেওয়া সব আলামত জিজ্ঞেস করেন। এ বর্ণনায় আছে, ওমর রা. নবীজীর কথা অনুযায়ী তাকে নিজের জন্য

https://t.me/islaMic_fdf

ইস্তেগফার করতে বলেন। তিনি ওমর রা.-এর জন্য ইস্তেগফার করেন। পরবর্তী বছর হজের মৌসুমে ওয়ায়েস করনী যে এলাকায় বসবাস করছিলেন সেখান থেকে এক ব্যক্তি এলে ওমর রা. তার (ওয়ায়েস করনীর) খোঁজ-খবর নেন। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৪২)

একটি ভুল আমল

মাসবুক ব্যক্তি ভুলে দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেললে কি নামায বাতিল হয়ে যায়?

অনেক মানুষকে দেখা যায়, মাসবুক অবস্থায় যদি ইমামের সঙ্গে দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে মনে করে যে তার নামায বাতিল হয়ে গিয়েছে। ফলে আবার নতুন করে শুরু থেকে নামায পড়ে।

এ আমলটি ভুল। মাসআলা না জানার কারণেই হয়ত তারা এমনটি করেন। এক্ষেত্রে নিয়ম হল, দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেললেও, যদি নামায ভেঙে যায়–এমন কোনো কাজ না করা হয়, তাহলে উঠে যাবে এবং বাকি রাকাত আদায় করবে। শেষে সাহু সেজদা আদায় করবে।

আর একথা তো সবারই জানা, মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাম ফেরাবে না; বরং ইমামের দুই দিকে সালাম ফেরানো হলে উঠে বাকি রাকাত আদায় করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে মাসআলা জেনে আমল করার তাওফীক দান করুন। # অক্টোবর '১৪ঈ.

একটি বাতিল বর্ণনা

আল্লাহ সুস্থতার নেয়ামত চাইতেন (নাউযু বিল্লাহ!)

মূসা আ. ও আল্লাহ্র মাঝে কথোপকথন হয়েছে–এটা কুরআন দ্বারা স্বীকৃত। এজন্য মূসা আ.-কে 'কালীমুল্লাহ' বলা হয়। এটাকেই পুঁজি করে একশ্রেণির কাহিনীকার 'মূসা আ. ও আল্লাহ্র মাঝে কথোপকথন' শিরোনামে সমাজে বহু আজগুবি ঘটনা বলে থাকে, যা ওয়াযের মাঠ গরম করে ঠিকই, কিন্তু সেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই।

এগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি কথোপকথন হল সুস্থতার নেয়ামত-বিষয়ক। 'মূসা আ. আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি মূসা হতেন আর আমি যদি আল্লাহ হতাম তাহলে আপনি কী চাইতেন? আল্লাহ বললেন, এটা আমার শান না। মূসা বললেন, তা তো জানি, কিন্তু হলে কী চাইতেন?

https://t.me/islaMic_fdf

তখন আল্লাহ বলেন, সুস্থতা চাইতাম।'

সুস্থতা কত বড় নেয়ামত–একথা বোঝাতে এই বানোয়াট কিসসা বলা হয়, যার সঙ্গে মূসা আ.-এর কোনোই সম্পর্ক নেই।

এমন কথোপকথনের অর্থ দাঁড়ায়– মূসা আ. আল্লাহ্‌র সঙ্গে মশকরা করছেন। (নাউযু বিল্লাহ!) যা একজন নবীর জন্য কখনোই শোভনীয় নয়। একজন নবীর শানে এধরনের কথা বলা বড়ই বেয়াদবি ও গর্হিত কাজ, যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

সুস্থতার নেয়ামতের ব্যাপারে তো হাদীস শরীফে কত সুন্দর সুন্দর কথা এসেছে সেগুলোই বলা উচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

'দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে (লসের মধ্যে) রয়েছে। একটি হল সুস্থতা, অপরটি হল অবসর।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪১২

সুস্থতা ও অবসরকে মানুষ যথাযথ কাজে লাগায় না। যখন অসুস্থ হয় বা ব্যস্ততা বেড়ে যায় তখন বলে, এখন আমি সুস্থ থাকলে বা আমার অবসর থাকলে অমুক ভালো কাজ করতাম। অথবা বলে, সুস্থ হলে বা অবসর পেলে অমুক ভালো কাজ করব। অথচ আগের সুস্থতার সময় বা অবসর সময়কে সে হেলায় নষ্ট করেছে। এদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে হাদীস শরীফে।

সুতরাং সহীহ বর্ণনা থাকতে ভিত্তিহীন কথা বলা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। আমরা তা থেকে বিরত থাকব এবং যাচাই-বাছাই ছাড়া কিছু বলব না এবং কোনো কিছু শোনামাত্রই বলে বেড়াব না।

একটি ভুল ধারণা

শুকরের নাম মুখে নিলে কি চল্লিশ দিন মুখ নাপাক থাকে?

অনেক মানুষকে বলতে শোনা যায়, 'শুকর'-এর নাম উচ্চারণ করলে চল্লিশ দিন মুখ নাপাক থাকে; শুকর না বলে 'খিনযীর' বলতে হবে। একথাটি একেবারেই অমূলক।

শুকরকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন, আর হারাম বস্তুর প্রতি ঘৃণা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে শুকরের নাম মুখে উচ্চারণ করলেও মুখ নাপাক হয়ে যাবে–একথার কোনো ভিত্তি নেই।

https://t.me/islaMic_fdf

এরপর শুকর বাংলা শব্দ, এর আরবী হল খিনযীর। একই প্রাণীর নাম বাংলায় উচ্চারণ করলে মুখ নাপাক হবে আর আরবীতে উচ্চারণ করলে নাপাক হবে না−এরই বা কী অর্থ? আল্লাহ তাআলা আমাদের অমূলক কথা বলা থেকে হেফাযত করুন।

একটি নামের ভুল

ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ

অনেক দ্বীনদার মানুষই ইবনুল কায়্যিম রাহ.-এর নাম শুনেছেন। তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর। উপাধী শামসুদ্দীন। (সংক্ষেপে) ইবনুল কায়্যিম নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি ৬৯১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর ইন্তেকাল হয় ৭৫১ হিজরীতে। অনেকেই তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'যাদুল মাআদ'-এর নাম শুনে থাকবেন। তাঁকে 'ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ'ও বলা হয়।

কিন্তু কিছু মানুষ তাঁকে 'ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ'-এর স্থলে 'ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ' বলে বা লিখে থাকেন। এটা ভুল। হয়ত বলতে হবে 'ইবনুল কায়্যিম' অথবা 'ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ'।

তাঁর পিতা দামেস্কের 'আলমাদরাসাতুল জাওযিয়্যাহ'-এর কায়্যিম (তত্ত্বাবধায়ক, দায়িত্বশীল) ছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'কায়্যিমুল জাওযিয়্যাহ' (জাওযিয়্যাহ মাদরাসার কায়্যিম বা তত্ত্বাবধায়ক) বলা হত। সে হিসেবে তাঁর সন্তানকে 'ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ' (কায়্যিমুল জাওযিয়্যার ছেলে, জাওযিয়্যাহ মাদরাসার তত্ত্বাবধায়কের ছেলে) বলা হয়।

কিন্তু অনেকেই 'জাওযিয়্যাহ'কে তার নিসবতী নাম (এলাকা, বংশ বা পেশা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাম) মনে করেন। তারা ভাবেন না যে, সেক্ষেত্রে 'জাওযিয়্যাহ' (মুআন্নাস) না হয়ে 'জাওযী' (মুযাক্কার) হওয়া দরকার ছিল। যেমন, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী। সম্ভবত তারা 'ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ'-এর শেষ অংশ (জাওযিয়্যাহ)-কে 'ইবনুল জাওযী' রাহ.-এর নামের 'জাওযী'-এর মতো নিসবতী নাম মনে করেন। যা নিতান্তই ভুল ধারণা।

যাহোক, হয়ত বলতে হবে 'ইবনুল কায়্যিম' অথবা বলতে হবে 'ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ'। 'ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ' বলা ভুল।

পুনশ্চ : কিছু মানুষকে এ নামের ক্ষেত্রে ইবনুল কায়্যিম জাওযীও বলতে বা লিখতে দেখা যায়, তারাও একে 'ইবনুল জাওযী' রাহ.-এর নামের জাওযী

https://t.me/islaMic_fdf

শব্দের মতো নিসবতী নাম মনে করে। তারা হয়ত 'জাওযীয়্যাহ' শব্দকে নিসবতী মনে করে এর সহীহ রূপ হিসেবে 'জাওযী' লেখে। অর্থাৎ ঠিক করতে গিয়ে আরেক ধরনের ভুলের শিকার হয়। # নভেম্বর '১৪ঈ.

একটি ভুল মাসআলা

নাপাকি লাগলে কি কাপড়ের কোণা ধুলেই চলবে?

কোনো কোনো মানুষ মনে করেন, কাপড়ে নাপাকি লাগলে বা নাপাকির ছিটা লাগলে কাপড়ের এক কোণা ধুলেই পবিত্র হয়ে যাবে। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়; বরং কাপড়ের যে অংশে নাপাকি লেগেছে সে অংশই ধুতে হবে। নইলে কাপড় পবিত্র হবে না।

একটি ভিত্তিহীন ঘটনা

হাসান বসরীর পানির ওপর জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়া এবং রাবেয়া বসরীর শূন্যের ওপর জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়া

রাবেয়া বসরী (হবে রাবেয়া বসরিয়্যাহ্) দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন প্রসিদ্ধ আবেদা নারী ছিলেন। ইমাম যাহাবী রাহ.-এর সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইবনে খাল্লিকান রাহ.-এর অফাইয়াতুল আ'ইয়ান, শারানী রাহ.-এর আততাবাকাতুল কুবরাসহ বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে তাঁর জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে। তাঁর বিষয়ে সমাজে বিভিন্ন বানোয়াট কিসসা-কাহিনী প্রচলিত আছে।

তাঁর ও প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বসরী রাহ.-এর বিষয়ে একটি কাহিনী অনেককে বলতে শোনা যায়– একবার হাসান বসরী রাহ. পানির ওপর জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়লেন। রাবেয়া বসরিয়্যাহ্ একথা জানতে পারলেন এবং তিনি শূন্যের ওপর জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়লেন। হাসান বসরী রাহ. যখন একথা জানতে পারলেন তখন বললেন, রাবেয়ার মাকাম আমার অনেক ওপরে।

এ কিসসার কোনোই ভিত্তি নেই। এটি একটি বানোয়াট কাহিনী, বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাসগ্রন্থ বা রাবেয়া বসরিয়্যাহ-এর ওপর রচিত কোনো নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তাঁরা কত বড় বুযুর্গ ছিলেন–একথা বুঝাতেই এজাতীয় কিসসা-কাহিনীর অবতারণা করা হয়।

https://t.me/islaMic_fdf

তাঁরা অনেক বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন–একথা স্বীকৃত। তাঁরা যুহ্দ ও তাকওয়ায়, দুনিয়াবিমুখতা ও খোদাভীতিতে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু এধরনের কাহিনী দিয়ে তাদের বুযুর্গি প্রমাণ করার কী দরকার হয়ে পড়ল? এসবের সঙ্গে বুযুর্গিরই বা কী সম্পর্ক?

আর আল্লাহ্র ওলীদের থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারামত প্রকাশিত হয়–একথা স্বীকৃত। পাশাপাশি একথাও স্বীকৃত যে, কারামতের সঙ্গে বুযুর্গির কোনো সম্পর্ক নেই। বুযুর্গি ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার মাপকাঠি হল তাকওয়া তথা আল্লাহ্র ভয় ও সুন্নত অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

আর বানোয়াট এ ঘটনায় আরেকটি দিক দেখা যাচ্ছে। তা হল একজন পানির ওপর জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়ছেন তা শুনে অপরজন শূন্যের ওপর জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়ছেন; যেন বুযুর্গির পাল্লা চলছে! আল্লাহ্ওয়ালারা নিজেদেরকে আড়াল করতে চান। আর তাঁদের মতো অনুসরণীয় বুযুর্গরা যেন নিজেদের বুযুর্গির প্রদর্শন করছেন, নাউযু বিল্লাহ! এটা তাঁদের ব্যাপারে মস্ত বড় অপবাদও বটে!

আরেকটি বিষয় হল, হাসান বসরী রাহ. ইন্তেকাল করেছেন ১১০ হিজরীতে। আর রাবেয়া বসরিয়্যাহ্র জন্মই হয়েছে ৯৯ অথবা ১০০ হিজরীতে। অর্থাৎ হাসান বসরী রাহ.-এর ইন্তেকালের সময় রাবেয়া বসরিয়্যাহ রাহ.-এর বয়স ছিল সর্বোচ্চ ১১/১২ বছর। সিয়ারু আলামিন নুবালায় (৮/২৪১) যাহাবী রাহ. বলেন, রাবেয়া বসরীয়্যাহ ১৮০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। কথিত আছে, তিনি আশি বছর হায়াত পেয়েছেন। সুতরাং এ বিষয়টিও এঘটনার অসারতা প্রমাণ করে।

একটি ভুল উচ্চারণ

এস্তেমা বা ইস্তেমা

ইজতেমা। এটি আরবী اِجْتِمَاعٌ শব্দের বাংলা উচ্চারণ। অনেক মানুষকে দেখা যায় তারা ইজতেমা-কে এস্তেমা বা ইস্তেমা উচ্চারণ করেন বা লেখেন। এটি ভুল উচ্চারণ। সঠিক উচ্চারণ হল ইজতিমা বা ইজতেমা। ইজতেমা অর্থ সমবেত হওয়া। আর ইস্তেমা অর্থ হল মনোযোগ সহকারে শোনা।

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

আরেকটি ভুল উচ্চারণ

মুআজ্জিম বা মুআজ্জেম

যিনি আযান দেন তাকে মুআয্যিন বলে। কিন্তু কিছু মানুষ এ শব্দটি উচ্চারণ করেন এভাবে– 'মুআজ্জিম' শেষে 'ম' (আরবীতে 'মীম') দিয়ে। এটি এ শব্দের ভুল উচ্চারণ। সঠিক উচ্চারণ হল 'মুআয্যিন'।

আযান শব্দ থেকেই মুআয্যিন শব্দটি এসেছে। আযান শব্দটির শেষে যেমন 'ন' (আরবীতে 'নূন') তেমনি মুআয্যিন শব্দের শেষেও 'ন' (আরবীতে 'নূন') হবে। সুতরাং মুআজ্জিম না বলে বলতে হবে মুআয্যিন। # ডিসেম্বর '১৪ঈ.

একটি ভিত্তিহীন ঘটনা

নূহ আলাইহিস সালামের কিশতিতে মলত্যাগের ঘটনা

নূহ আ.-এর প্লাবন ও তাঁর কিশতির বিষয় কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় বিবৃত হয়েছে, যা কমবেশি সবারই জানা আছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে সমাজে বিভিন্ন কল্পকাহিনীও প্রচলিত আছে।

এ বিষয়ের একটি ঘটনা হল, আল্লাহ তাআলার আদেশে নূহ আ. যখন কিশতি বানালেন তখন তাঁর কওম তা নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করতে লাগল। একপর্যায়ে তারা কিশতিতে মলত্যাগ করতে শুরু করল। একদিন এক কুষ্ঠরোগী তাতে মলত্যাগ করতে গিয়ে ময়লার মধ্যে পড়ে গেল এবং তার কুষ্ঠরোগ ভালো হয়ে গেল। এ ঘটনা যখন এলাকায় জানাজানি হয়ে গেল তখন লোকেরা এসে কিশতি থেকে ময়লা (মল) সংগ্রহ করে তাদের রোগীদের ভালো করতে লাগল। এমনকি তারা শেষপর্যায়ে গিয়ে কিশতি ধুয়ে ধুয়ে এর পানি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে লাগল; এভাবে কিশতি পরিষ্কার হয়ে গেল।

আগেই বলা হয়েছে, এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর কোনো সহীহ সূত্র বা নির্ভরযোগ্য কোনো উদ্ধৃতি নেই। এটি সম্পূর্ণ মনগড়া একটি কাহিনী। সুতরাং তা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা জরুরি।

আরেকটি ভিত্তিহীন ঘটনা

নূহ আ.-এর প্লাবন ও বুড়ির ঘটনা

ওপরের ঘটনার মতো নূহ আ.-এর প্লাবনকেন্দ্রিক আরেকটি ঘটনাও সমাজে প্রচলিত আছে। নূহ আ.-এর প্লাবনের পূর্বক্ষণে এক বুড়ি নূহ আ.-কে বলল–

https://t.me/islaMic_fdf

নূহ, প্লাবনের আগে আমাকে তোমার কিশতিতে নিয়ে যেয়ো। কিন্তু নূহ আ. ওই মুহূর্তে বুড়ির কথা ভুলে যান। আর আল্লাহ্র কুদরতে বুড়ি প্লাবন টেরই পায় না।

প্লাবন শেষে নূহ আ.-এর সঙ্গে দেখা হলে বুড়ি বলল– নূহ, কী ব্যাপার, তোমার প্লাবন কবে আসবে? এবার নূহ আ.-এর মনে পড়ে গেল, বুড়ি তো তাকে নিয়ে যেতে বলেছিল, কিন্তু সে সময় তো বুড়ির কথা তাঁর মনেই ছিল না। তখন নূহ আ. তাকে বলেন, প্লাবন তো হয়ে গেছে। তখন বুড়ি বলল, কবে প্লাবন হল, আমি তো কিছু টেরই পেলাম না! নূহ আ. বললেন, আল্লাহ তাঁর কুদরতে আপনাকে বাঁচিয়েছেন।

আগের ঘটনার মতো এ ঘটনাটিও বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

একটি ভুল বিশ্বাস

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলা কিছু কাটলে কি গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়?

কিছু মানুষ মনে করেন, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় যদি গর্ভবতী মহিলা কিছু কাটাকাটি করে, তাহলে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়। কানকাটা বা ঠোঁটকাটা অবস্থায় জন্ম নেয়।

এটি একটি ভুল বিশ্বাস। বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। শরীয়তে যেমন এর কোনো ভিত্তি নেই, তেমনি বিবেক-বুদ্ধিও এ ধরনের অলীক ধারণা সমর্থন করে না। অতএব এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

একটি ভুল ধারণা

কলা কি হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে খাওয়া সুন্নত বা না-ভেঙে খাওয়া কি আদব পরিপন্থী?

কিছু মানুষ মনে করে, কলা সরাসরি মুখ দিয়ে কামড়ে খেতে হয় না। এটা আদবের খেলাফ; বরং হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে মুখে দিতে হয় এবং এটাকে কেউ কেউ কলা খাওয়ার সুন্নত পদ্ধতিও মনে করে।

এটি মূলত একটি ভুল ধারণা। কলা খাওয়ার বিশেষ কোনো পদ্ধতির কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। যার যেভাবে খাওয়া সুবিধা সেভাবেই খেতে পারে। কলা বড় হওয়ার কারণে অনেকসময় ভেঙে ভেঙে খেতে সুবিধা হয়, তখন

https://t.me/islaMic_fdf

ভেঙে ভেঙে খাবে। আর চাইলে স্বাভাবিকভাবেও খেতে পারবে। এতে আদবের খেলাফ বা দোষের কিছু নেই। # জানুয়ারি '১৫ঈ.

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

মূসা আ.-এর পেটব্যথা ও গাছের পাতা খাওয়ার কাহিনী

মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সমাজে বিভিন্ন বানোয়াট কিসসা-কাহিনী শোনা যায়। সে রকম একটি কিসসা হল– একবার মূসা আলাইহিস সালামের পেটব্যথা হল। মূসা আলাইহিস সালাম পেটব্যথার কথা আল্লাহকে বললে আল্লাহ বললেন, অমুক গাছের পাতা খাও। তিনি তা খেলেন এবং সুস্থ হয়ে গেলেন। পরবর্তী সময়ে আবার মূসা আলাইহিস সালামের পেটব্যথা হলে তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়াই সেই গাছের পাতা খেলেন, কিন্তু এবার আর ব্যথা ভালো হল না। তখন আল্লাহ বললেন, গাছের পাতার কোনো ক্ষমতা নেই। (অর্থাৎ এ গাছের পাতা খেয়ে আগে তুমি সুস্থ হয়েছ আমার হুকুমে। আর দ্বিতীয়বার যেহেতু আমার হুকুমে খাওনি; নিজে নিজে খেয়েছ, ফলে তা তোমাকে সুস্থ করতে পারেনি।)

এটি একটি ভিত্তিহীন ঘটনা, যার সঙ্গে মূসা আলাইহিস সালামের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে তা প্রমাণিত নয়। তা ছাড়া এ ঘটনাটি মিথ্যা হওয়ার পাশাপাশি একজন মহান নবীর সঙ্গে বেয়াদবি এবং তাঁর ওপর অপবাদও বটে। এ ধরনের ঘটনা বলা থেকে বিরত থাকা জরুরি।
বাস্তবে যদি তিনি প্রথমবার আল্লাহ্‌র হুকুমে গাছের পাতা খেয়ে সুস্থ হন, তাহলে তাঁর দ্বিতীয়বার খাওয়াটাও তো আল্লাহ্‌র আগের হুকুমের অধীন। সেটা কীভাবে নিজে নিজে খাওয়া হল? আর গাছের পাতার রোগ ভালো করার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, বরং তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ভালো করে–এ কথা কি আল্লাহ্‌র নবী মূসা আলাইহিস সালামের অজানা ছিল? (নাউযু বিল্লাহ!) একজন নবী সম্পর্কে এটা কত বড় অপবাদ!

একজন সাধারণ মানুষও তো একথা মনে করে না যে, অমুক গাছের পাতা খেলে অমুক রোগ ভালো হওয়ার অর্থ ওই পাতার রোগ ভালো করার নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। তাহলে একজন নবীর ব্যাপারে এরকম কথা কত বড় বেয়াদবি!

এ ছাড়া কোনো বস্তুর মাঝে কোনো ভালো গুণ বা দোষ সেটা তো আল্লাহ্‌রই দেওয়া। কোনো ওষুধের মাঝে কোনো রোগ ভালো করার গুণ তো আল্লাহ্‌রই দেওয়া। সেটা অস্বীকারের কোনো কারণ নেই। ওষুধ খাওয়াও তো আল্লাহ্‌র

https://t.me/islaMic_fdf

আদেশের অধীন এবং উক্ত ওষুধের মাধ্যমে রোগ ভালো হওয়া-না হওয়াও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন। মুমিন ওষুধ গ্রহণ করে আর আল্লাহ্‌র কাছে রোগমুক্তির প্রার্থনা করে। এর সঙ্গে এ কথার কোনো বিরোধ নেই যে, 'অমুক ওষুধ খেলে জ্বর ভালো হয়।' কারণ ওই ওষুধের মাঝে জ্বর ভালো করার গুণ আল্লাহ্‌রই দেওয়া। আর আল্লাহ্‌ চাইলে ওই গুণ বা শক্তি কাজে লাগে, না চাইলে নয়।

একটি অমূলক ধারণা

একটি দাড়িতে সত্তরজন ফেরেশতা থাকে

দাড়ির বিষয়ে কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়, একটি দাড়িতে সত্তরটি ফেরেশতা থাকে। কারো একটি দাড়ি ঝরে গেলে বা ছিড়ে গেলে বলে, আহা! তোমার কাছ থেকে সত্তরজন ফেরেশতা চলে গেল। তাদের ধারণা, একটি দাড়ির সঙ্গে যেহেতু সত্তরজন ফেরেশতা থাকে, সুতরাং একটি দাড়ি তোমার থেকে পৃথক হওয়া মানে সত্তরজন ফেরেশতা তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়া। এটি একেবারেই অমূলক একটি ধারণা। এর কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু দাড়ির বিষয়ে সকলেরই সঠিক ধারণা থাকা উচিত।

দাড়ি ইসলামের শিআর ও পরিচয়-চিহ্ন হিসেবে গণ্য। দাড়ি লম্বা করা এবং মোচ খাটো করা দ্বীনে তাওহীদের শিক্ষা, যা সকল নবীর শরীয়তে ছিল। দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব এবং এক মুষ্ঠি থেকে খাটো করা নাজায়েয। এ বিষয়টি সকলের জানা এবং আমলে যত্নবান হওয়া জরুরি।

একটি ভিত্তিহীন কথা

একটি ভাতের দানা বানাতে সত্তরজন ফেরেশতা লাগে

খাদ্য পড়ে গেলে তুলে খেতে হয়–এটা সবারই জানা। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য পড়ে গেলে তুলে খেতে বলেছেন। এমনকি খাদ্যে ময়লা লেগে গেলে তা পরিষ্কার করে খেতে বলেছেন। নিজেও এর ওপর আমল করা উচিত এবং অন্যকেও উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু কিছু মানুষ আছে, যারা ভাত পড়ে গেলে তুলে খাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলে–ভাত নষ্ট করতে নেই; একটি ভাতের দানা বানাতে সত্তরজন ফেরেশতা লাগে।

একথার কোনো ভিত্তি নেই। একটি ভাত বা চাল তৈরি হতে কতজন ফেরেশতা লাগে বা লাগে না, তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। এটি অদৃশ্য

https://t.me/islaMic_fdf

জগতের বিষয়। তবে একটি ভাতের দানা আমার পর্যন্ত আসতে যে অনেক মানুষের শ্রম আছে এবং মাটি, পানি, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদিকে আল্লাহ তাআলা এ উদ্দেশ্যে এবং এমন অনেক উদ্দেশ্যে আমাদের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন তা কারই বা অজানা। সুতরাং একটি ভাতের দানা হোক বা যে কোনো খাদ্যদ্রব্য হোক, নষ্ট বা অপচয় করার কোনো অবকাশ নেই। এর জন্য আল্লাহ্র কাছে হিসাব দিতে হবে।

খাদ্য আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। এর শুকরিয়া আদায় করা এবং অপচয় থেকে বিরত থাকা জরুরি। কখনো যেন এমন না হয় যে আমি খাচ্ছি, কিন্তু না খাওয়ার শুরুতে আল্লাহ্র নাম নিলাম, না শেষে শুকরিয়া আদায় করলাম! # ফেব্রুয়ারি '১৫ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

ইদরীস আ.-এর জান্নাত দেখতে গিয়ে আর বের না হওয়া

ইদরীস আ. সম্পর্কে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে, তিনি জান্নাত দেখতে গিয়ে আর জান্নাত থেকে বের হননি। ঘটনাটি এ রকম–

আল্লাহ্র নবী ইদরীস আ. ছিলেন মালাকুল মাওতের (রূহ কবযকারী ফেরেশতার) বন্ধু। ইদরীস আ. তার কাছে জান্নাত-জাহান্নাম দেখানোর আবদার জানালেন। তিনি তাঁকে জাহান্নাম দেখালেন। জাহান্নাম দেখে ইদরীস আ. এত বেশি ভয় পেলেন যে, বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম হলেন। তখন মালাকুল মাওত আপন ডানা দিয়ে তাঁকে আগলে নিলেন। তারপর তাঁকে জান্নাত দেখাতে নিয়ে গেলেন। জান্নাত দেখা শেষ হলে মালাকুল মাওত বললেন, দেখা হয়েছে, এবার চলুন। তিনি বললেন, কোথায় যাব। বললেন, যেখান থেকে এসেছেন। তখন ইদরীস আ. বললেন– না, জান্নাতে প্রবেশ যখন করেছি, এখান থেকে আর বের হব না। তখন মালাকুল মাওতকে বলা হল, তুমি কি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাওনি? জান্নাতে একবার যে প্রবেশ করে সে আর বের হয় না বা তাকে আর বের করা হয় না।

এ বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। এতে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে খালেদ আলমিস্সীসী রয়েছে। ইমাম যাহাবী রাহ. এ রাবী সম্পর্কে বলেন–

هٰذَا رَجُلٌ كَذَّابٌ، قَالَ الْحَاكِمُ: أَحَادِيْثُهُ مَوْضُوْعَةٌ.

'এ ব্যক্তি একজন চরম মিথ্যাবাদী। হাকেম রাহ. বলেছেন, তার বর্ণনাগুলো মওযূ ও বানোয়াট।' –মীযানুল ইতিদাল, তরজমা ১২৪; লীসানুল মীযান, তরজমা ১৭৮

https://t.me/islaMic_fdf

এটি হাদীস নয়

দুনিয়া পচা মরদেহের মতো, আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র নাফরমানির মাধ্যমে) এর পিছে ছোটে সে কুকুরের মতো

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ، وَطُلَّابُهَا كِلَابٌ.

এই দুনিয়া অতি ক্ষণস্থায়ী ও মূল্যহীন। যেমন পচা মরদেহ মূল্যহীন। দুনিয়া অর্জনের পিছে পড়ে আখেরাত বরবাদ করা; আল্লাহ্র নাফরমানি করা, হালাল-হারামের পরোয়া না করা ইত্যাদি ঠিক নয়—একথা বুঝাতে গিয়ে এ বাক্যটি বলা হয়।

একটি পচা মরদেহ বা পচা মৃতপ্রাণীর যেমন আমাদের কাছে কোনো মূল্য নেই, আমরা তা অর্জনের জন্য এর পেছনে ছুটি না অথচ কুকুরের কাছে এর অনেক মূল্য। কাড়াকাড়ি-ছেঁড়াছিঁড়ি করে কুকুর তা অর্জন করতে চায়। তেমনি যারা আল্লাহ্র নাফরমানির মাধ্যমে আখেরাতকে বরবাদ করে দুনিয়া নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি-মারামারি করে তারাও যেন ওই কুকুরগুলোর মতো মূল্যহীন বস্তু অর্জনের জন্য মারামারি-ছেঁড়াছিঁড়ি করছে। এ বাক্যটিতে একথাই তুলে ধরা হয়েছে।

তবে উল্লিখিত কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। আজলূনী রাহ. বলেন, যদিও এর অর্থ সহীহ, কিন্তু এটি রাসূলের হাদীস নয়। সগানী রাহ. বলেছেন, এটি একটি জাল বর্ণনা। —কাশফুল খাফা, বর্ণনা ১৩১৩

আল্লাহ্র কাছে এ দুনিয়ার মূল্য কতটুকু—এ বিষয়ে জামে তিরমিযীর একটি হাদীসে (হাদীস ২৩২০) আছে—

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.

'দুনিয়া যদি আল্লাহ তাআলার কাছে মাছির ডানার বরাবর মূল্য রাখত, তাহলে আল্লাহ তাআলা কোনো কাফেরকে (আল্লাহ-দ্রোহীকে) এক ঢোক পানি পান করতে দিতেন না।'

কিন্তু বৈধ পন্থায় দুনিয়া অর্জন এবং হালাল উপার্জন কখনোই দূষণীয় নয়; বরং সৎ ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী আখেরাতে নবীদের সঙ্গী হবে। তেমনি দুনিয়া উপার্জন যাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে বিমুখ করে না, কুরআন কারীমে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। মূলত দূষণীয় হল, আল্লাহ্র নাফরমানির মাধ্যমে আল্লাহকে ভুলে শুধু দুনিয়ার পেছনে পড়ে থাকা। দুনিয়া উপার্জনে হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করা।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল নাম

আম্বিয়া খাতুন

এভাবে কারো নাম রাখা ভুল। কারণ আম্বিয়া হল নবী শব্দের বহুবচন। অর্থ নবীগণ। তাহলে এটা কি কারো নাম হতে পারে?

কুরআন কারীমের একটি সূরার নাম 'আম্বিয়া' এবং কুরআনের বহু জায়গায় আম্বিয়া শব্দটি এসেছে। সে কারণেই হয়ত শব্দটি কারো পছন্দ হয়েছে এবং তার কন্যার নাম রেখে দিয়েছে আম্বিয়া। কিন্তু নামটি রাখার আগে যদি কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করে অর্থ জেনে নেওয়া হত, তাহলে হয়ত এ বিপত্তি ঘটত না। সুতরাং যে কোনো শব্দ পছন্দ হলেই সেটি নাম হিসেবে গ্রহণ করব না। বরং নাম রাখার আগে জেনে নেব শব্দটি পুত্র বা কন্যার নাম হতে পারে কি না। পাশাপাশি নামের বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা জেনে নেব; কোন্ নাম আল্লাহ্র কাছে বেশি পছন্দনীয়, কোন্ ধরনের নাম রাখা যাবে, কোন্টা যাবে না ইত্যাদি।

একটি ভুল বিশ্বাস

কবরের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করলে কি আঙুল পচে যায়?

কারো কবর দেখাতে গিয়ে যদি কেউ আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখায়, ওইটা অমুকের কবর, তাহলে কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়– কবরের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করতে নেই, আঙুল পচে যাবে।

এটি একটি ভুল বিশ্বাস, যা অজ্ঞতাবশত মানুষ বলে থাকে। এর কোনো ভিত্তি নেই। এ ধারণা বর্জন করা উচিত।

একটি ভুল রসম

মায়ের মাথা ছুঁয়ে কসম করা

অনেকসময় কোনো বিষয় কাউকে বিশ্বাস করানোর উদ্দেশ্যে কেউ কেউ মায়ের মাথা ছুঁয়ে কসম করে। কখনো নিজের মাথা ছুঁয়ে কসম করে। এটি একটি কুসংস্কার, এটা থেকে বিরত থাকা জরুরি।

মায়ের মাথা ছুঁয়ে হোক আর নিজের মাথা–এভাবে কসম করা ঠিক নয়। # মার্চ '১৫ঈ.

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

এটি হাদীস নয়

এক মুহূর্ত চিন্তা-ভাবনা করা / মুহূর্তকালের ধ্যানমগ্নতা ষাট বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

এটি হাদীস নয়। ব্যতিক্রম শব্দে সাহাবী আবুদ দারদা রা.-এর উক্তি। কোনো কোনো গ্রন্থে এই বর্ণনাটিকে আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যে সনদে (বর্ণনাসূত্রে) হাদীস হিসেবে কথাটি বর্ণিত হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ উক্ত বর্ণনার সনদে দুইজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী রয়েছে। তাই শাস্ত্রের অনেক ইমাম এটিকে শাস্ত্রীয় বিচারে 'মওযূ' বলেছেন। কেউ কেউ শুধু 'কথাটি হাদীস নয়'[১] বা 'এটি সালাফের উক্তি'[২] এমনটি বলে ক্ষান্ত থেকেছেন। কেউ কেউ শুধু 'যয়ীফ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন।[৩] যে ইমাম যে শব্দেই ব্যক্ত করুন না

---

(১) আলমাসনূ, মোল্লা আলী কারী ৮২

(২) আল লু'লু'উল মারসূ, আবুল মাহাসিন কাউকজী রাহ. পৃ. ৬৬ (দারুল বাশায়ের)

(৩) তাখরীজু আহাদীসিল ইহ্‌ইয়া, ইরাকী রাহ. ৫/৮৭

লক্ষণীয়, 'যয়ীফ' শব্দটি সাধারণ দুর্বল বর্ণনার জন্য যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি কখনো 'যয়ীফ জিদ্দান' (অত্যন্ত দুর্বল) 'মাতরূক' (পরিত্যক্ত) ও মওযূ তথা জাল বর্ণনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যখন 'কারীনা' দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখানে 'যয়ীফ' দ্বারা সাধারণ যয়ীফ উদ্দেশ্য নয়, বরং মাতরূক বা মওযূ পর্যায়ের যয়ীফ উদ্দেশ্য, সেখানে 'যয়ীফ' শব্দ দ্বারা সাধারণ যয়ীফ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না। ইবনুস সালাহ রাহ. বলেন–

اِعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيْثَ الْمَوْضُوْعَ شَرُّ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ.

'মওযূ হল যয়ীফ হাদীসের সবচেয়ে মন্দ প্রকার।' –মুকাদ্দিমায়ে ইবনে সালাহ (মারিফাতুল মওযূ)

ইরাকী রাহ. বলেন–

شَرُّ الضَّعِيْفِ: الْخَبَرُ الْمَوْضُوْعُ الْكَذِبُ، الْمُخْتَلَقُ، الْمَصْنُوْعُ.

'যয়ীফের সবচেয়ে মন্দ প্রকার হল মওযূ।' –আলফিয়াতুল ইরাকী, বহ্‌সুল মওযূ

যাহেদ কাওছারী রাহ. একজনের ভুল কর্মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন–

إِنَّهُ يَظُنُّ أَنَّ الْقَوْلَ فِي الْحَدِيْثَيْنِ بِالضَّعْفِ فِيْ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّ يُنَافِيْ كَوْنَهُمَا مَوْضُوْعَيْنِ،

https://t.me/islaMic_fdf

কেন, আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে হাদীস হিসেবে কথাটি যে সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেই সনদটি দুইজন মিথ্যাবাদী রাবীর উপস্থিতির কারণে একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়েতকে 'মওযূ' বলা হয়। এই বাস্তবতা ইমাম ইবনুল জাওযী রাহ. এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ. وَفِي الْإِسْنَاد كَذَّابَانِ، فَمَا أَفْلَتَ وَضْعُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا.

'এই (মারফূ) বর্ণনা সহীহ নয়। বর্ণনার সনদে দুইজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী রয়েছে। বর্ণনাটি জাল করার কাজ এই দুইজনের একজনই করেছে।' –কিতাবুল মাওযূআত ৩/৩৮৬ (টীকাসহ)

وَهٰذَا غَفْلَةٌ عَنْ أَنَّ الْمَوْضُوْعَ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّعِيْفِ الْبَالِغَةِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ نَوْعاً، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: «شَرُّ الضَّعِيْفِ الْخَبَرُ الْمَوْضُوْعُ»، فَالْمَوْضُوْعُ قِسْمٌ مِنَ الضَّعِيْفِ لَا قَسِيْمٌ لَهُ، وَمَدَارُ تَعْيِيْنِ دَرَجَةِ الضَّعِيْفِ هُوَ النَّظْرُ فِيْ سَنَدِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيْهِ كَاذِبٌ أَوْ مُتَّهَمٌ فَهُوَ ضَعِيْفٌ مَتْرُوْكٌ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ أَصْلًا عِنْدَهُمْ، سَوَاءٌ سَمَّوْهُ ضَعِيْفًا مَتْرُوْكًا أَوْ مَوْضُوْعًا، وَالْعَالِمُ قَدْ لَا يَنْشَطُ لِبَيَانِ دَرَجَةِ الضَّعْفِ.

'সেই লোক ইরাকী রাহ.-এর বক্তব্যে বর্ণনাদুটি সম্পর্কে যয়ীফ শব্দের প্রয়োগ দেখে ভেবেছে, বর্ণনাদুটি শুধু যয়ীফ, মওযূ নয়। এটি তার বেখবরি। সে জানে না যে, 'মওযূ' যয়ীফেরই একটি প্রকার। ইরাকী (রাহ. নিজেই) বলেছেন, 'শাররুয যয়ীফি আলখবারুল মওযূ' অর্থাৎ যয়ীফের সবচেয়ে মন্দ প্রকার হল মওযূ। সুতরাং 'মওযূ' যয়ীফেরই একটি প্রকার। আর বর্ণনা কী পর্যায়ের যয়ীফ তা নির্ধারণের মাপকাঠি হল সনদ পর্যবেক্ষণ করা। যদি সনদে মিথ্যাবাদী বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী থাকে, তাহলে তা যয়ীফে মাতরূক (পরিত্যাগযোগ্য যয়ীফ)। শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। চাই তারা তাকে যয়ীফে মাতারূকই বলুন বা মওযূ বলুন। আর শাস্ত্রবিদ আলেম কখনো হাদীসটি কোন্ পর্যায়ের যয়ীফ তা খুলে বলতে উদ্যোগী হন না। (বরং 'যয়ীফ' বলে ক্ষান্ত হন এবং কোন্ পর্যায়ের যয়ীফ তার তাহকীকের দায়িত্ব অন্যদের ওপর ছেড়ে দেন)।' –মাকালাতুল কাওছারী ৬০ (আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ)

তাই যেখানে কোনো 'কারীনা' বা দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটি মাতরূক বা মওযূ পর্যায়ের যয়ীফ সেখানে শুধু 'যয়ীফ' শব্দের ব্যবহার থেকে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়।

প্রসঙ্গত, এখানে একথাও বলে রাখা দরকার, যেখানে 'কারীনা' বা দলিল দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে যয়ীফ দ্বারা সাধারণ যয়ীফ উদ্দেশ্য, যা ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, তাকে মাতরূক বা মওযূর কাতারে নিয়ে যাওয়া অন্যায় এবং বিকৃতির শামিল।

https://t.me/islaMic_fdf

বর্ণনার সনদে যে দুইজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী রয়েছে, তার মধ্যে একজনের নাম ইসহাক ইবনে নাজীহ আলমালাতী। তার ব্যাপারে ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন রাহ. বলেছেন—

مِنَ الْمَعْرُوْفِيْنَ بِالْكَذِبِ وَوَضْعِ الْحَدِيْثِ إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيْحٍ الْمَلَطِيُّ.

'মিথ্যাচার ও হাদীস জাল করার কাজে যারা প্রসিদ্ধ, তাদের একজন হল ইসহাক ইবনে নাজীহ।' —আলকামেল, ইবনে আদী ১/৫৩৫; তাহযীবুল কামাল, মিযযী ২/৪৮৫

দ্বিতীয় বর্ণনাকারী উসমান ইবনে আবদুল্লাহ আলকুরাশী আলমাগরিবী সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান রাহ. বলেছেন—

عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَغْرِبِيُّ[1] أَبُوْ عَمْرٍو شَيْخٌ قَدِمَ خُرَاسَانَ فَحَدَّثَهُمْ بِهَا، يَرْوِيْ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَمَالِكٍ وَابْنِ لَهِيْعَةَ وَيَضَعُ عَلَيْهِمِ الْحَدِيْثَ.

'সে লাইছ ইবনে সা'দ, মালেক ও ইবনে লাহীআ থেকে হাদীস বর্ণনা করত। এবং তাদের নামে মিথ্যা হাদীস বানাত।' —আলমাজরূহীন ২/৩১২-৩১৩

এর পর ইমাম ইবনে হিব্বান মিথ্যাচারের প্রমাণ হিসেবে তাঁর তিনটি জাল বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। —দ্রষ্টব্য, আলমাজরূহীন ২/৩১২-৩১৪

ইমাম ইবনে আদী রাহ. তার কিছু বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন—

وَلِعُثْمَانَ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَحَادِيْثِ أَحَادِيْثُ مَوْضُوْعَاتٌ.

'এ বর্ণনাগুলো ছাড়া উসমানের বর্ণিত আরো কিছু বর্ণনা আছে, যা মওযূ।' —আলকামেল, ইবনে আদী

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. ইবনে আদীর কথা সমর্থনসূচক ভঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন। —লিসানুল মীযান ৫/৩৯৪-৩৯৯

আহমদ গুমারী রাহ.ও আলোচ্য বর্ণনাটিকে মওযূ বলেছেন। তিনি বলেন—

هُوَ مَوْضُوْعٌ كَمَا قَالَ الْحُفَّاظُ.

'এটি মওযূ, যেমনটি বলেছেন হাফেযে হাদীসগণ।'—আলমুগীর, আহমদ গুমারী ৭৬

এর পর আহমদ গুমারী রাহ. ইবনুল আরাবী রাহ.-এর কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনুল আরাবী রাহ.বলেন—

لَيْسَ فِي التَّفَكُّرِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنِ الْعَشَرَةِ الْأَبْرَارِ،

---

[1] زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ (الْمَغْرِبِيَّ) تَحْرِيفٌ مِنَ (الْقُرَشِيِّ). وَاللهُ أَعْلَمُ.

https://t.me/islaMic_fdf

فَجَمِيْعُ مَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُوْنَ بَاطِلٌ.

"তাফাক্কুর' সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা আশারায়ে মুবাশশারাহ থেকে কোনো সহীহ হাদীস নেই। মুসান্নিফগণ এ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেন তার সবই বাতিল।' –আলমুগীর, আহমদ গুমারী ৭৬

মোটকথা, দুইজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীর উপস্থিতির কারণে শাস্ত্রীয় বিচারে এই বর্ণনাটি মওযূ।

মিথ্যাবাদী কর্তৃক বর্ণিত অগ্রহণযোগ্য সমার্থক বর্ণনা

উপরিউক্ত বর্ণনাটির একটি সমার্থক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন সুয়ূতী রাহ.। কিন্তু ওই সমার্থক বর্ণনার সনদও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ ওই বর্ণনার সনদেও একজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী রয়েছে। লক্ষ করুন, সুয়ূতী রাহ. বলেছেন–

وَلَهُ شَاهد. قَالَ الدَّيْلَمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَنَا طَاهِرُ بْنُ مِلَّةٍ (كَذَا، وَالصَّحِيْحُ: مَاهِلَة)، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْقَزْوِيْنِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ الْوَدْكَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: تَفَكُّرُ سَاعَةٍ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ.

'এই বর্ণনার একটি সমার্থক বর্ণনা রয়েছে। দাইলামী বলেন, ... **সাঈদ ইবনে মাইসারা** আমাদের বর্ণনা করেছে যে, আমি আনাস ইবনে মালেককে বলতে শুনেছি–

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ.

'দিবস-রজনীর পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এক হাজার বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।' –আললাআলিল মাসনূআহ ২/৩২৭

এই সনদে **সাঈদ ইবনে মাইসারা** নামক একজন রাবী রয়েছে। এই রাবী সম্পর্কে ইমাম বুখারী রাহ. বলেছেন– (مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ) সে চরম আপত্তিকর রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী। –আততারীখুল কাবীর ৪/৫২৪

ইমাম আবু হাতেম রাযী রাহ. বলেছেন–

هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ، ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ، يَرْوِيْ عَنْ أَنَسٍ الْمَنَاكِيْرَ.

'সে চরম আপত্তিকর বর্ণনাকারী, দুর্বল বর্ণনাকারী। **আনাস রা. থেকে সে আপত্তিকর রেওয়ায়েত বর্ণনা করে।**' –আলজারহু ওয়াত-তা'দীল ৪/৬৩

https://t.me/islaMic_fdf

ইমাম ইবনে হিব্বান রাহ. বলেছেন–

كَانَ يَرْوِيْ عَنْهُ (أَنَسٍ) الْمَوْضُوْعَاتِ الَّتِيْ لَا تُشْبِهُ أَحَادِيْثَهُ كَأَنَّهُ كَانَ يَرْوِيْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَسْمَعُ الْقُصَّاصَ يَذْكُرُوْنَهَا فِي الْقَصَصِ.

'সে আনাস রা.-এর **বরাতে মওযূ হাদীস বর্ণনা করত,** যা আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। **যেন সে আনাস রা.-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন সব কথা বর্ণনা করে, যা সে কিসসা-কাহিনীকারদের কাছ থেকে কিসসা বর্ণনাকালে শুনেছে।'** –আলমাজরূহীন, ইবনে হিব্বান ২/৬

হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী রাহ. বলেছেন–

رَوٰى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةً.

'সে আনাস ইবনে মালেক রা.-এর বরাতে অনেক মওযূ হাদীস বর্ণনা করেছে।' –আলমাদখাল ইলা মারিফাতিস সহীহ, হাকেম ১৫২ (৬৬)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. আগের ইমামদের বক্তব্য সমর্থনসূচক ভঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন। –লিসানুল মীযান ৪/৭৮-৭৯

আমরা দেখলাম, সাঈদ ইবনে মাইসারা সম্পর্কে আনাস রা.-এর নামে মিথ্যাচারের অভিযোগ আছে। আলোচিত বর্ণনাটিও সাঈদ ইবনে মাইসারা আনাস রা. থেকে বর্ণনা করে। শাস্ত্রীয় বিচারে তাই এ বর্ণনাটিও মওযূ। মওযূ হওয়ার কারণে এই বর্ণনাটি প্রথমোক্ত বর্ণনাকে শক্তিশালী করতে পারে না। কারণ এক মওযূ বর্ণনা আরেক মওযূ বর্ণনাকে শক্তিশালী করতে পারে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সনদে যে একজন মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে সুয়ূতী রাহ. হয়ত তা খেয়াল করেননি। তাই এটি সুয়ূতী রাহ.-এর 'তাসামুহ'। আমরা জানি, কারো তাসামুহের অনুসরণ করা যায় না।[১]

---

[১] قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْفَتَّاحِ أَبُوْ غُدَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ تَعْلِيْقِهِ عَلَى «ظَفَرِ الْأَمَانِيِّ» ص ٤٢٧ : «عَدُّ الْمُؤَلِّفِ الْحَافِظَ السُّيُوْطِيَّ وَقَرْنُهُ فِي التَّوَسُّطِ بِالْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ: غيرُ سَدِيْدٍ، فَإِنَّ السُّيُوْطِيَّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مُتَسَاهِلٌ فِي التَّصْحِيْحِ وَالتَّحْسِيْنِ وَالسُّكُوْتِ عَلَى الضِّعَافِ وَالْمَوْضُوْعَاتِ فِيْ بَعْضِ الْحَالَاتِ، وَشَوَاهِدُ ذٰلِكَ فِيْ كُتُبِهِ كَثِيْرَةٌ، فَإِنَّهُ فِيْ بَعْضِ الْأَحْيَانِ يُؤَيِّدُ الْمَوْضُوْعَاتِ بِالْمَوْضُوْعَاتِ، وَالْوَاهِيَاتِ بِالْوَاهِيَاتِ تَسَاهُلًا مِنْهُ، فَيَنْبَغِي الْإِنْتِبَاهُ لِصَنِيْعِهِ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى».انْتَهٰى.

https://t.me/islaMic_fdf

একটি জরুরি বিষয়

যাইনুদ্দীন ইরাকী রাহ. তাখরীজু আহাদীসিল ইহইয়া কিতাবে বলেছেন, আবু মানসুর দাইলামীর মুসনাদুল ফিরদাউসে (تَفَكُّرُ سَاعَةٍ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ ثَمَانِيْنَ سَنَةً) শীর্ষক একটি বর্ণনা আছে। তিনি এ-ও বলেছেন যে– وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا অর্থাৎ সেই বর্ণনাটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। –তাখরীজু আহাদীসিল ইহইয়া ৫/৮৭

'অত্যন্ত দুর্বল'-এর বিভিন্ন প্রকার আছে। 'অত্যন্ত দুর্বল'-এর মধ্যে 'মাতরূক' পর্যায়ের বর্ণনাও আছে, যা ফাযায়েলের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য নয়। আবার তার মধ্যে 'মওযূ'-ও আছে, যা মাতরূক থেকেও নিম্নস্তরের এবং যার কোনো ধর্তব্য নেই। বর্ণনাটির প্রকৃত মান জানার জন্য তাই মুসনাদুল ফিরদাউস থেকে বর্ণনার সনদ দেখা দরকার ছিল। কারণ ইরাকী রাহ. সনদ উল্লেখ করেননি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানি, আমরা মুসনাদুল ফিরদাউসের দুটি পাণ্ডুলিপির পিডিএফ সংগ্রহ করতে পেরেছি। একটি ওলীউদ্দীন জারুল্লাহ আফেন্দী ইস্তাম্বুল তুর্কির নুসখা। অপরটি জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার নুসখা। ওলীউদ্দীন জারুল্লাহর নুসখায় বর্ণনাটি আছে এভাবে–

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ ثَمَانِيْنَ سَنَةً

أَخْبَرَنَاهُ الشَّيْخُ أَبُوْ الْعَلَاءِ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: ثَنَا طَاهِرُ بْنُ مَاهِلَةٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُوْ الْفَضْلِ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوْمُلَاذِيُّ الْحَافِظُ، قَالَ: ثَنَا أَبُوْ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْقَزْوِيْنِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ النَّيْسَابُوْرِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ الْوَدْكَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْبَكْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيْثَ.

জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারাহ্‌র নুসখার সনদ ও মতনও তাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সুয়ূতী রাহ. আনাস রা.-এর দিকে সম্মন্ধ করে যে উক্তি উল্লেখ করেছেন, সেই উক্তি আর এই বর্ণনার সনদ হুবহু এক। আর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত সনদে সাঈদ ইবনে মাইসারার মতো হাদীস জালকারী রাবী আছে। তাই (تَفَكُّرُ سَاعَةٍ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ ثَمَانِيْنَ سَنَةً) এ বর্ণনাটিও যে মওযূ, তা আলাদা করে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

https://t.me/islaMic_fdf

সনদ দেখে নেওয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইরাকী রাহ. যাকে যয়ীফ জিদ্দান (অত্যন্ত যয়ীফ) বলেছেন, তা মূলত মওযূ, যা 'যয়ীফ জিদ্দান'-এর এমন প্রকার, ফাযায়েলের ক্ষেত্রেও যা বর্ণনার কোনো অবকাশ নেই।

অনির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত আমর ইবনে কায়েসের বালাগ

আবুশ শায়েখ সংকলিত কিতাবুল আযামাহ্-এ আমর ইবনে কায়সের বালাগ হিসেবে কিছুটা ভিন্ন শব্দে এই বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ওই সনদও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ সেখানে একজন চরম দুর্বল রাবী আছে। আবুশ শায়েখ বলেন–

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ أَبُوْ عَقِيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ تَفَكُّرَ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ دَهْرٍ مِنَ الدَّهْرِ.

'... ইয়াহইয়া ইবনে মুতাওয়াক্কিল আমর ইবনে কায়েস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমার কাছে পৌঁছেছে, এক মুহূর্ত চিন্তা-ভাবনা করা এক যুগের আমল অপেক্ষা উত্তম।' –কিতাবুল আযামাহ ১/৩০৫ (৪৮)

সুয়ূতী রাহ. এই বর্ণনাটিকেও আললাআলিল মাসনূআ-এ (২/৩২৭) সমার্থক বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম কথা হল, আমর ইবনে কায়েস (মৃত্যু ১৪০হি.) এই কথাটি কার কাছ থেকে শুনেছেন তা উল্লেখ করেননি। কার কাছ থেকে তার কাছে কথাটি পৌঁছেছে তা স্পষ্ট করেননি। দ্বিতীয়ত, এই সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুতাওয়াক্কিল আবু আকীল নামে একজন বর্ণনাকারী আছে। এই রাবী অত্যন্ত যয়ীফ। আবু হাতেম রাযী বলেছেন–

ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ، مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

'হাদীস বর্ণনায় সে দুর্বল, সে আপত্তিকার রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী।' –আলজারহু ওয়াত-তা'দীল ৯/১৮৯

ইবনে হিব্বান রাহ. বলেছেন–

مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ، يَنْفَرِدُ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ لَهَا أُصُوْلٌ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْمَعُهَا الْمُمْعِنُ فِي الصِّنَاعَةِ إِلَّا لَمْ يَرْتَبْ أَنَّهَا مَعْمُوْلَةٌ.

অর্থাৎ সে আপত্তিকর রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী। সে এককভাবে এমন অনেক বিষয় বর্ণনা করে, নবীজীর হাদীসে যার কোনো ভিত্তি নেই। শাস্ত্রে পারদর্শী

https://t.me/islaMic_fdf

কেউ তা শুনলে তার কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, সেগুলো বানানো বর্ণনা। –আলমাজরূহীন ৩/৪০৫-৪০৬

ইবনে আদী রাহ. বলেছেন–

عَامَّةُ أَحَادِيْثِهِ غَيْرُ مَحْفُوْظَةٍ.

'তার অধিকাংশ হাদীসই সাবেত নয়।' –আলকামেল, ইবনে আদী ৯/৩৯-৪৩

সুতরাং আমর ইবনে কায়েস এমন কোনো কথা বলেছেন, তা প্রমাণিতই নয়। এ ছাড়া আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কার কাছ থেকে এ কথাটি তাঁর কাছে পৌঁছেছে তা-ও বর্ণনায় উল্লেখ নেই। সুতরাং এই বর্ণনাও সমার্থক বর্ণনা হিসেবে প্রথমোক্ত বর্ণনাকে শক্তিশালী করার উপযুক্ত নয়।

নির্ভরযোগ্য মাওকুফ বর্ণনা

তবে এ সম্পর্কে ব্যতিক্রম শব্দে আবুদ দারদা রা.-এর একটি উক্তি রয়েছে। যা আবুদ দারদা রা. থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনার শব্দমালা হল–

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.

'কিছু সময় চিন্তাভাবনা করা এক রাত নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম।' –আততবাকাতুল কুবরা ৭/১৮৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৯/১৭৯ (৩৫৭২৮); কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমদ ১৭৩; কিতাবুয যুহদ, হান্নাদ ইবনুস সারী, বর্ণনা ৯৪৩; হিলয়াতুল আউলিয়া ১/২৬৮; শুআবুল ঈমান ১/১৩৫-১৩৬

ঠিক এই শব্দে কথাটি হাসান বসরী রাহ.-এর উক্তি হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে, কোনো কোনো কিতাবে নির্ভরযোগ্য সনদে। –দ্রষ্টব্য কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমদ ৩৩২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৯/৩৭৪ (৩৬৩৭১)

উল্লেখ্য, উক্তিটি সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এর শব্দমালা হল–

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قُنُوْتِ لَيْلَةٍ.

কিন্তু এই বর্ণনার সনদ দুর্বল। –কিতাবুল আযামাহ, আবুশ্ শায়েখ ইবনে হাইয়্যান ১/২৯৭, বর্ণনা ৪২; যাহরুল ফিরদাউস, ইবনে হাজার ৩/৮৭২, বর্ণনা ১২২২[১]

'তাফাক্কুর'-এর অর্থ : তাফাক্কুর অর্থ চিন্তা-ভাবনা করা। এই চিন্তা-ভাবনার

---

[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, মোল্লা আলী কারী রাহ. উল্লেখ করেছেন, এটি সাররী সাকাতী রাহ.-এর উক্তি। কিন্তু এর কোনো সনদ (বর্ণনাসূত্র) আমরা খুঁজে পাইনি।

https://t.me/islaMic_fdf

ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। আল্লাহ্‌র বড়ত্ব-মহত্ত্ব ও অসীম কুদরত নিয়ে চিন্তা করা। মানুষের জীবনের সূচনা-সমাপ্তি, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করা। নিজের ঈমান-আমলের উন্নতির ফিকির করা। আল্লাহ্‌র হক, মাখলুকের হক সম্পর্কে ফিকির করা। আত্মসমীক্ষা করা, আত্মসমালোচনা করা, আত্মসংশোধনের সম্ভাব্য পথ ও পন্থা সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করাও এর অন্তর্ভুক্ত। 'ইলমী তাদাব্বুর'-ও (দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা) এই তাফাক্কুরের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে দ্বীনের হেফাযত ও দ্বীন প্রচারের জন্য চিন্তা-ভাবনা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

তাফাক্কুরের অর্থ থেকে এর গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্ট। কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে মানবজাতিকে বিশেষ করে মুমিন বান্দাদেরকে তাফাক্কুর করতে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত, ওপরের আলোচনা দ্বারা তাফাক্কুরের গুরুত্ব অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়, বরং শুধু একথা বলা উদ্দেশ্য যে, 'তাফাক্কুরু সাআতিন খাইরুম মিন ইবাদাতি সিত্তীনা সানাতান' শীর্ষক কথাটি হাদীস নয়।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ তাফাক্কুর শব্দের অর্থ করে 'ধ্যানমগ্নতা', যেভাবে শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ঠিক নয়। তাফাক্কুর অর্থ 'ধ্যানমগ্নতা' নয়। 'ধ্যানমগ্নতা ইবাদত অপেক্ষা উত্তম' বলে ইবাদত পালনের আবশ্যকতাও অস্বীকার করে তাদের অনেকে। ধ্যান-সাধনা করে ইবাদত রহিত হয়ে যাওয়ার ধারণা একটি সুস্পষ্ট কুফুরি মতবাদ। এ ধরনের কথায় বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না।

একটি ভুল কথা

শিক্ষক ছাত্রকে শরীরের যে স্থানে আঘাত করবে তা জান্নাতে যাবে!

কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়, পড়াতে গিয়ে বা তরবিয়ত করতে গিয়ে শিক্ষক যদি ছাত্রকে প্রহার করেন, তাহলে শরীরের যে স্থানে প্রহার করা হবে ওই স্থান জান্নাতে যাবে বা জাহান্নামে যাবে না।

একথার কোনো ভিত্তি নেই। কাউকে শিক্ষক প্রহার করলে হয়ত সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ একথাটি বলে– শিক্ষক প্রহার করলে মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ, শিক্ষক ছাত্রকে শরীরের যে স্থানে আঘাত করবে তা জান্নাতে যাবে বা জাহান্নামে যাবে না।

উদ্দেশ্য ভালো হলেও এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। তবে কোনো শিক্ষক যখন

https://t.me/islaMic_fdf

পড়ার কারণে বা আদব শিক্ষা দিতে গিয়ে ছাত্রকে প্রহার করেন, এটা তিনি ছাত্রের ভালোর জন্যই করেন। সুতরাং ছাত্রের উচিত মাথা পেতে তা গ্রহণ করা। জিদ না করে যে কারণে তাকে প্রহার করা হয়েছে তা শুধরে নেওয়া।
তেমনি পিতা-মাতা, মুরুব্বী যদি ছোটকে কখনো বিশেষ কারণে প্রহার করেন সেটাও তার ভালোর জন্যই করেন, নিজের ভালোর জন্যই তা মেনে নেওয়া উচিত।
এখন উস্তায বা পিতা-মাতা কতটুকু প্রহার করতে পারেন কিংবা কখন পারেন কখন পারেন না ইত্যাদি ভিন্ন আলোচনা। শরীয়তে এর মূলনীতি রয়েছে। ছাত্র বা সন্তানের এর পেছনে পড়া উচিত নয়। তার উচিত, মুরুব্বীর সঙ্গে বেয়াদবি না করা এবং যে কারণে তাকে প্রহার করা হয়েছে তা সংশোধন করা। # এপ্রিল '১৫ঈ.

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

ওয়ায়েস করনীর জন্য কি নবীজী কোনো জুব্বা দিয়ে গিয়েছিলেন?

ওয়ায়েস করনীর বিষয়ে আমাদের সমাজে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর ও আলী রা.-এর কাছে তাঁর একটি জুব্বা রেখে যান এবং তাদেরকে ওসিয়ত করে যান, তারা যেন এ জুব্বা ওয়ায়েস করনীকে দেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা ওয়ায়েস করনীকে সেই জুব্বাটি দেন।
এটি একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা। কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে এটি পাওয়া যায় না। আল্লামা মোল্লা আলী কারী আলহারাবী রাহ. বলেন—

وَكَذَا مَا اشْتَهَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصٰى عُمَرَ وَعَلِيًّا بِخِرْقَتِهِ لِأُوَيْسٍ وَأَنَّهُمَا سَلَّمَاهَا إِلَيْهِ... ، فَلا أَصْلَ لَهُ.

'মানুষের মাঝে যে কথা প্রসিদ্ধ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ায়েস করনীকে তাঁর জুব্বা মুবারক দেওয়ার জন্য ওমর ও আলী রা.-কে ওসিয়ত করে যান এবং তাঁরা সেটি তার হাতে পৌঁছান...—এ বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই। (দ্র. আলমাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল মাওযূ, বর্ণনা ৪৭৫; কাশফুল খাফা, বর্ণনা ২০৩৫; আলআসরারুল মারফূআ, বর্ণনা ৩৫৬)
সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় ওমর রা.-এর সঙ্গে ওয়ায়েস করনীর সাক্ষাতের ঘটনা এসেছে। কিন্তু উপরিউক্ত কাহিনীর কথা নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে পাওয়া যায় না।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি রসম

কালেমার মাধ্যমে দুআ শেষ করা

দুআর একটি আদব হল, আল্লাহ্‌র হাম্‌দ-সানা (প্রশংসা) ও দরূদ শরীফ দ্বারা দুআ শুরু করা এবং শেষ করা। তা ছাড়া হাদীস থেকে এ-ও বুঝা যায়, দুআ সমাপ্ত হবে 'আমীন'-এর মাধ্যমে। কিন্তু অনেক মানুষকে দেখা যায়, তারা দুআ শেষ করেন কালেমার মাধ্যমে। এভাবে বলে থাকেন–

হে আল্লাহ, মৃত্যুর সময় জবানে জারি করে দিও– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অথবা বলেন–

اِجْعَلْ آخِرَ كَلَامِنَا عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ.

অর্থাৎ কালেমার মাধ্যমে তারা দুআ শেষ করেন। এটি দুআর আদব নয়; বরং এর কারণে দুআ সমাপ্ত করার মাসনূন আমল ছুটে যায়।

হাঁ, দুআর মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা– হে আল্লাহ আমার শেষ কথা হোক তোমার কালেমা। হাদীস শরীফে এসেছে–

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

'যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে যাবে।' –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩১১৬

কিন্তু কালেমার মাধ্যমে দুআ শেষ করা একটি রসম মাত্র।

কয়েকটি অবহেলা

দস্তরখানে খাদ্য পড়লে তুলে না খাওয়া, দস্তরখানকে কাঁটা-হাড্ডি রাখার পাত্র বানানো এবং অপরিষ্কার রাখা

দস্তরখানের সবচেয়ে বড় ফায়েদা হল, তাতে খাদ্য পড়লে তা থেকে তুলে খাওয়া হয়। কিন্তু অনেকসময় এমন হয়, আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দস্তরখান বিছিয়ে খাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু খাদ্য পড়ে গেলে তুলে খাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছি না। অথচ খাদ্য পড়ে গেলে তার ময়লা পরিষ্কার করে হলেও তুলে খাওয়ার প্রতি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذٰى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

'যদি তোমাদের কারো খাদ্য-কণা পড়ে যায়, তাহলে সে যেন এর ময়লা দূর

https://t.me/islaMic_fdf

করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য রেখে না দেয়।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০৩৪

তেমনি অনেকসময় আমরা দস্তরখান পরিষ্কার রাখি না, ফলে তাতে খাদ্য পড়লে তুলে খেতে রুচি হয় না। এটি কাম্য নয়; দস্তরখান সবসময় এমন পরিষ্কার রাখা চাই যে, তাতে খাদ্য পড়লে তুলে খেতে বা তা বিছিয়ে খাবার খেতে রুচিতে না বাধে।

তেমনি অনেকসময় আমরা দস্তরখানকে কাঁটা, হাড্ডি ইত্যাদি রাখার পাত্র বানিয়ে ফেলি। ফলে একসময় তা এমন অপরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাতে খাবার পড়ে গেলে তুলে খেতে আর রুচি হয় না। কাঁটা, হাড্ডি ইত্যাদি রাখার জন্য ভিন্ন পাত্র ব্যবহার করা চাই। দস্তরখানকে কাঁটা-হাড্ডির পাত্র বানানো ঠিক নয়। # মে '১৫ঈ.

একটি মারাত্মক ভুল চিন্তা

হারাম মাল ভক্ষণ বলতে কি শুধু হারাম মাল দ্বারা পানাহার বুঝায়?

কিছু ভাইকে বলতে শোনা যায়, তার উপার্জনের মধ্যে হালাল-হারাম উভয় প্রকার উপার্জন রয়েছে, কিন্তু সে নিজের ও পরিবারের খাওয়া-দাওয়ার খরচ কেবলমাত্র হালাল উপার্জন থেকে করে আর হারাম টাকা বাসা ভাড়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য কাজে ব্যয় করে এবং এতে সে সন্তুষ্ট। (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক!)

তার ধারণা হল, হারাম মাল ভক্ষণ করা অর্থ শুধু হারাম মাল খাওয়া অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য হারাম মাল দ্বারা ক্রয় করা। বাসাভাড়া, বাহন, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি যদি হারাম মালের হয় তাতে সমস্যা নেই।

হারাম মাল ভক্ষণ বলতে যে শুধু হারাম-মাল দ্বারা পানাহার বুঝায় না, বরং সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত, একটি প্রসিদ্ধ হাদীস থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়–

"এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করেছে। চুল উস্কখুস্ক। সে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে হে আমার রব!... হে আমার রব!!... বলে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করছে, (মুসাফিরের দুআ আল্লাহ কবুল করেন, সে হিসেবে তার দুআও কবুল হওয়ার কথা; কিন্তু তা হচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে নবীজী বলেন) কীভাবে তার দুআ কবুল হবে? অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, **তার পোশাক হারাম অর্থের...**। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯৮৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৩৪৮

https://t.me/islaMic_fdf

এ হাদীসে তার দুআ কবুল না হওয়ার একটি কারণ বলা হচ্ছে, 'তার পোশাক হারাম অর্থের।' এ থেকে বোঝা যায়, হারাম-ভক্ষণ শুধু হারাম মাল দ্বারা পানাহার বুঝায় না; বরং জীবন নির্বাহের সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তা ছাড়া শরীয়ত শুধু হারাম ভক্ষণকে নিষেধ করেনি; বরং হারাম গ্রহণ করা এবং হারাম ব্যবহার করাকেও হারাম করেছে।

সুতরাং জীবন নির্বাহের যেকোনো অনুষঙ্গই হারাম থেকে মুক্ত হতে হবে। এমন নয় যে, পানাহার হবে হালাল মাল দ্বারা আর জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন সারা হবে হারাম মাল দ্বারা। এটি চিন্তার একটি মারাত্মক ভুল। দ্বীনী সহীহ ইলমের অভাবে মানুষ হয়ত এমন মনে করে।

আল্লাহ তাআলা সকলকে হারাম থেকে রক্ষা করুন, হালাল দ্বারা জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন। দ্বীনী সহীহ ইলম হাসিল করার তাওফীক দিন। সকল প্রকার চিন্তার ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন।

একটি ভুল ধারণা

ইস্তেঞ্জা করার পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযু না করা

কোনো কোনো মানুষকে দেখা যায়, ইস্তেঞ্জা করার পর পাত্রে যে অবশিষ্ট পানি রয়েছে সে পানি দ্বারা আর ওযু করে না। মনে করে, ইস্তেঞ্জার অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযু করা যাবে না। আবার কেউ কেউ মনে করে, সে পানি নাপাক। তাদের এ ধারণা ভুল।

ইস্তেঞ্জা করার কারণে পাত্রের পানি নাপাক হয় না। সুতরাং তা দ্বারা ওযু করতে কোনো সমস্যা নেই। হাঁ, যদি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়, কোনো কারণে পানি নাপাক হয়ে গেছে, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু শুধু ইস্তেঞ্জার অবশিষ্ট পানি হওয়ার কারণে তা দ্বারা ওযু করা যাবে না–এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।
তবে ইস্তেঞ্জার পর অবশিষ্ট পানি যদি অপচয় না করে তা ইস্তেঞ্জার কাজেই লাগানো হয় আর ওযু নতুন পানি দিয়ে করা হয়, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। # জুন-জুলাই '১৫ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

মূসা আ. ও আল্লাহ্‌র মাঝে কথোপকথন

আপনার কথা বললে মজলিসে লোক কম হয় কেন?...

কিছু কিছু মানুষকে দ্বীনী মজলিসে বসতে পারার ফযীলত হিসেবে নিচের

https://t.me/islaMic_fdf

কাহিনীটি বলতে শোনা যায়–

'মূসা আ. একবার আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আলোচনা করলে মানুষ কম হয় কেন?

আল্লাহ বললেন, এক তোড়া ফুল আন। মূসা আ. বেছে বেছে সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়ে একটি তোড়া বানিয়ে আনলেন।

আল্লাহ বললেন, এত ফুল থাকতে বেছে বেছে আনলে কেন?

মূসা আ. বললেন, বেছে বেছে সুন্দর দেখে পছন্দ করে এনেছি।

তখন আল্লাহ বললেন, আমিও আমার মজলিসে আমার বান্দাদের থেকে বেছে বেছে পছন্দনীয় বান্দাদের আনি।'

যে উদ্দেশ্যেই বলা হোক এটি একটি ভিত্তিহীন কাহিনী। কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে তা প্রমাণিতও নয়। সুতরাং এটি বর্ণনা না করা চাই। দ্বীনী মাহফিলের ফযীলত বিষয়ে যে সহীহ হাদীস রয়েছে সেগুলোই বর্ণনা করা উচিত।

এটি হাদীস নয়

যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে একটি চুল ফেলে দিল সে যেন একটি মৃত গাধা ফেলে দিল

কোথাও কোথাও এই কথাটি হাদীস হিসেবে প্রচলিত আছে–

'যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে একটি চুল ফেলে দিল সে যেন একটি মৃত গাধা ফেলে দিল বা সে একটি মরা গাধা সরানোর সওয়াব লাভ করল।'

মসজিদে কোনো ময়লা দেখলে তা পরিষ্কার করা অনেক সওয়াব ও ফযীলতের কাজ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কোনো ময়লা দেখলে নিজ হাতে তা পরিষ্কার করতেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দেয়ালে ময়লা দেখতে পেলেন। তখন তিনি একটি পাথরের টুকরো নিলেন এবং নিজ হাতে তা পরিষ্কার করলেন। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০৮

আরেক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার সামনে আমার উম্মতের নেক আমলের প্রতিদান পেশ করা হল। এর মধ্যে 'মসজিদ থেকে ময়লা দূর করার নেক আমলের প্রতিদান'ও দেখতে পেলাম...। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬১; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৬

https://t.me/islaMic_fdf

সুতরাং মসজিদে কোনো ময়লা দেখলে তা পরিষ্কার করা অনেক সওয়াবের কাজ। কিন্তু মসজিদ থেকে একটি চুল ফেলে দিলে মরা গাধা ফেলার সওয়াব সম্বলিত কথাটি লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও এটি হাদীস নয়। কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে তা পাওয়া যায় না। আমাদের জানামতে এর কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ নেই।

একটি ভুল কথা

খাওয়ার মাঝে মাঝে কি পানি পান করা সুন্নত

কিছু কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়, খাওয়ার মাঝে মাঝে পানি পান করা সুন্নত।

এটি মনগড়া কথা, যার সঙ্গে নবীজীর সুন্নতের কোনো সম্পর্ক নেই।

কোনো কাজকে–তা যত ভালো কাজই হোক–নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা বা সুন্নত বলা জায়েয নেই।

সুতরাং নিশ্চিতভাবে জানা ছাড়া কোনো কাজ বা পদ্ধতিকে সুন্নত বলা যাবে না। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তা রাসূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে, যা বড় ধরনের গোনাহের কাজ। আমরা এটা থেকে বিরত থাকব।

খাওয়ার মাঝে মাঝে পানি পান করা সুন্নত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরামের 'কওল' বা 'ফে'ল' (বক্তব্য বা কাজ) দ্বারা তা মাতলুব বা কাম্য হওয়ার দলিল প্রয়োজন। আমাদের জানামতে এমন কোনো দলিল নেই।

একটি মারাত্মক ভ্রান্ত চিন্তা

কর্মই ধর্ম

সেদিন এক ভাইকে কথা প্রসঙ্গে বলতে শুনলাম– কর্মই ধর্ম; কে কোন্ ধর্মের তা কোনো বিষয় নয়, কে কেমন আমল করছে সেটাই আসল বিষয়। অর্থাৎ ব্যক্তি যে ধর্মেরই হোক, ভালো কাজ করলে মুক্তি পাবে!

লোকটি শিক্ষিত এবং মসজিদের নিয়মিত মুসল্লী। শুনে অবাক হলাম। অবাক হওয়ারই কথা। একজন শিক্ষিত মানুষ আবার নিয়মিত মুসল্লী, তার মুখ থেকে এমন কথা!

https://t.me/islaMic_fdf

আরো মানুষকে এমন কথা বলতে শুনেছি। আসলে প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম না থাকায় মানুষ এ ধরনের কথা বলে থাকে।

হয়ত তাদের ধারণা, সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে যেহেতু ভালো আচরণ করতে হবে, তাই সকলের ধর্ম ও আদর্শের বিষয়েও উদার (?) হতে হবে। তার ধর্ম ও বিশ্বাসকেও সঠিক বলতে হবে।

একটু ভেবে দেখি, আদর্শের ক্ষেত্রে কি কোনো উদারতা চলে। শিরকের সঙ্গে কি কোনো আপস চলে?

এটা কি সম্ভব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে (বা হাজার দেবতাকে) শরিক করে তাকেও সঠিক বলব!!

আচ্ছা, বিষয়টি যদি এমনই হয় যে, কে কী আমল করছে সেটাই আসল বিষয়। তাহলেও একজন অমুসলিম কখনোই নাজাত পেতে পারে না। কারণ, সে সবচেয়ে বড় আমলেই তো ত্রুটি করছে। সে তো আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরিক করছে। আর আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট ঘোষণা–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর নিচের যে কোনো গোনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরিক করে সে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যায়।' –সূরা নিসা (৪) : ১১৬

আচ্ছা, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরিক করা, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করা, আল্লাহ্‌র কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করা কি সবচেয়ে বড় অন্যায় নয়! আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হয়ে, আল্লাহ্‌র জমিনে বসবাস করে, তাঁর দেওয়া রিযিক গ্রহণ করে যে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, সে কি সবচেয়ে বড় অপরাধী নয়! এত বড় বড় অন্যায় কাজ কেন আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়?

হাঁ, অমুসলিমের যত অধিকার আছে আমি তা আদায় করব। তার সঙ্গে ভালো আচরণ করব। প্রতিবেশী হলে প্রতিবেশীর হক আদায় করব। তার প্রতি জুলুম করব না। কিন্তু এর অর্থ তো এই নয় যে, তার শিরক-কুফুরিকেও সঠিক বলব, যেকোনো ধর্মের অনুসরণকে বৈধ বলব, তাদের শিরকি-কুফুরি আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব, তাদের বিশ্বাস ও দর্শনকে ভালো চোখে দেখব! (নাউযু বিল্লাহ!)

https://t.me/islaMic_fdf

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল প্রকার ভ্রান্ত চিন্তা থেকে হেফাযত করুন। আল্লাহ তাআলার এ সুস্পষ্ট ঘোষণা স্মরণ রাখার তাওফীক দিন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ.

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন কেবল ইসলামই।’ –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৯

স্মরণ রাখি এই আয়াতও–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনোও দ্বীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে যারা মহাক্ষতিগ্রস্ত সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ –সূরা আলে ইমরান (৩) : ৮৫

আরো স্মরণ রাখি রাসূলের এই বাণীও–

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

‘ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এই উম্মতের যে কেউ–সে ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান–আমার রিসালাতের সংবাদ পাওয়ার পরও আমার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪০

পাঠকদের প্রতি দরখাস্ত, তারা যেন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম রচিত ‘ঈমান সবার আগে’ কিতাবটি অবশ্যই অধ্যয়ন করেন। ইতিমধ্যে যার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। # আগস্ট ’১৫ঈ.

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

ফজরের নামায তরক করলে চেহারার জ্যোতি কমে যায়

যোহরের নামায তরক করলে...

‘যে ব্যক্তি ফজরের নামায তরক করে তার চেহারার জ্যোতি কমে যায়। যে ব্যক্তি যোহরের নামায তরক করে তার রিযিকের বরকত কমে যায়। যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করে তার শরীরের শক্তি কমে যায়। যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায তরক করে তার সন্তানরা তার কোনো কাজে আসে না। যে ব্যক্তি ইশার নামায তরক করে তার ঘুমের শান্তি চলে যায়।’

https://t.me/islaMic_fdf

নামায তরক করার ক্ষতি হিসেবে অনেকে এ বর্ণনাটি পেশ করে থাকেন এবং এটি লোকমুখে হাদীস হিসেবে খুব প্রসিদ্ধও বটে; কিন্তু বাস্তবে এটি নবীজীর হাদীস নয়; একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা।

হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে আমরা এর কোনো সূত্র পাইনি; সহীহ্-যয়ীফ কোনো ধরনের সূত্রেই পাওয়া যায়নি। সুতরাং এটিকে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা যাবে না।

বেশ কিছু আয়াত হাদীসে নামায তরক করার বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নামায তরক করার ক্ষতি বা শাস্তি হিসেবে সেগুলোই বর্ণনা করা উচিত। এধরনের জাল বর্ণনা পরিহার করা উচিত।

এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত ও সহীহ্ হাদীস নিচে উল্লেখ করা হল–

সূরা মারইয়ামের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

'তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয় চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং অচিরেই তারা তাদের কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।' –সূরা মারইয়াম (১৯) : ৫৯

জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করা হবে– তোমরা কেন জাহান্নামী হলে? তারা উত্তরে বলবে, আমরা মুসল্লী (নামাযী) হতে পারিনি।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ.

'তোমাদেরকে কীসে 'সাকার' জাহান্নাম-এ নিক্ষেপ করল? তারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না (আমরা নামায পড়তাম না)।' –সূরা মুদ্দাস্সির (৭৪) : ৪২-৪৩

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

'নামায হল বান্দা ও কুফ্র-শিরকের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮২

আর বিশেষভাবে আসরের নামায তরক করার ওপরেও সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে–

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

https://t.me/islaMic_fdf

'যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করল, তার আমল বরবাদ হল।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৫৩

সুতরাং নামায তরক করা বিষয়ে এজাতীয় সহীহ হাদীসগুলোই আমরা বলব এবং ভিত্তিহীন বর্ণনা থেকে বিরত থাকব।

একটি বানোয়াট কিস্সা

শাদ্দাদের বেহেশত

সমাজে 'শাদ্দাদের বেহেশত' শিরোনামে বিভিন্ন ধরনের কিস্সা প্রচলিত আছে। কেউ কিস্সাটি এভাবে বলেন-

শাদ্দাদ বিশাল রাজত্ব ও ধন-সম্পদের মালিক ছিল। তার কওমের নবী তাকে দাওয়াত দিলে সে বলে, ঈমানের বদলে কী মিলবে? নবী বললেন, জান্নাত। তখন সে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে নিজেই জান্নাত বানাতে শুরু করে।

৩০০ বছর ধরে জান্নাত বানায়। তাতে বিভিন্ন ফলের গাছ লাগায়। প্রাসাদ বানায়, নহর খনন করে ইত্যাদি। এরপর সে যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তার বানানো বেহেশতের দিকে রওনা হয়, এক দিন এক রাতের রাস্তা বাকি থাকতেই আল্লাহ তাকে তার সৈন্য-সামন্তসহ ধ্বংস করে দেন।

কেউ বলে, তার বানানো জান্নাত দেখতে যাওয়ার পথে একটি সুন্দর হরিণ দেখতে পায়। হরিণটি শিকার করতে গিয়ে সে একটু দূরে চলে যায়। এ মুহূর্তে মালাকুল মাওত হাজির হয় এবং তার রূহ কবয করে। সে তার বানানো জান্নাত নিজেও দেখতে পারে না।

কেউ বলে, সে তার বানানো বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য যখন এক পা দিল, তখন দ্বিতীয় পা রাখার আগেই মালাকুল মাওত তার রূহ কবয করে ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কারো কারো মুখে এ-ও শোনা যায়, এরপর আল্লাহ তাআলা তার ওই জান্নাত জমিনে ধসিয়ে দেন। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। বালুর মধ্যে যে অংশ চিকচিক করে, তা শাদ্দাদের বানানো বেহেশতের ধ্বংসাবশেষ।

এ ছাড়াও শাদ্দাদের বেহেশতকেন্দ্রিক আরো অনেক কথা সমাজে প্রচলিত আছে। তার বেহেশত কীভাবে বানালো, কতজন শ্রমিক লেগেছে, এর দেয়াল কীসের ছিল, ফটক কীসের ছিল, মেঝে কীসের ছিল ইত্যাদি।

শাদ্দাদের বেহেশত বানানোর কিস্সা একেবারেই অবাস্তব ও কাল্পনিক; নির্ভরযোগ্য কোনো দলিল দ্বারা তা প্রমাণিত নয়। যারা এটি উল্লেখ করেছেন

https://t.me/islaMic_fdf

তারা ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে তা এনেছেন। এজন্যই ইমাম ইবনে কাসীর ও আল্লামা ইবনে খালদুনসহ অনেকেই এ কিস্‌সাকে অবাস্তব ও কাল্পনিক বলে অভিহিত করেছেন। –তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৮০২-৮০৩; মুকাদ্দিমাতু ইবনে খালদূন ১/১৭; আলইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল-মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর ২৮২-২৮৪

একটি ভুল উচ্চারণ

তাহাজ্জুতের নামায

রাতের শেষ প্রহরে বা গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে যে নামায পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়। এর আরবী পাঠ হল تَهَجُّد (তাহাজ্জুদ)।

কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এ শব্দটিকে 'তাহাজ্জুত' (تَهَجُّت) উচ্চারণ করেন। এটি ভুল উচ্চারণ। সঠিক উচ্চারণ হল তাহাজ্জুদ। # সেপ্টেম্বর '১৫ঈ.

একটি বানোয়াট কাহিনী

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্কাশা রা.-এর প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী

এই কাহিনীটি সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ–

একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রা.-কে বললেন, লোকদেরকে নামাযের জন্য জমা হতে বল। লোকজন জমা হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। তারপর মেম্বারে উঠে ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণ শুনে সাহাবীদের হৃদয় বিগলিত হল, চক্ষু অশ্রুসজল হল। একপর্যায়ে নবীজী বললেন, তোমাদের কারো ওপর যদি আমি কখনো জুলুম করে থাকি, তাহলে আজই আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নাও। দু'বার এই ঘোষণা দেওয়ার পরও কেউ দাঁড়াল না। তৃতীয়বার ঘোষণা দেওয়ার পর উক্কাশা নামক এক সাহাবী ভিড় ঠেলে মেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার ওপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক! আপনি বারবার না বললে আমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দাঁড়াতাম না। এক গযওয়ায় আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করার পর আমরা ফিরছিলাম। পথিমধ্যে আমার উট আপনার উটের বরাবর এলে আমি উট থেকে নেমে আপনার পায়ে চুমু দেওয়ার ইচ্ছা করলাম। তখন আপনি আপনার ছড়ি দিয়ে আমাকে আঘাত করেছিলেন। জানি না, আমাকে স্বেচ্ছায় আঘাত করেছিলেন, নাকি উটকে আঘাত করতে গিয়ে আমার গায়ে

https://t.me/islaMic_fdf

আঘাত লেগেছিল?

নবীজী বললেন, আল্লাহ্র পানাহ! আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে প্রহার করতে পারি না। তারপর বেলাল রা.-কে বললেন, ঘর থেকে একটি ছড়ি নিয়ে আস। তিনি ছড়ি আনতে গেলে ফাতেমা রা. বললেন, ছড়ি দিয়ে কী হবে? জানতে পেরে তিনি হাসান-হুসাইনকে পাঠালেন নবীজীর পক্ষ হয়ে কিসাস গ্রহণ করতে। নবীজীর হাতে ছড়ি পৌঁছালে তিনি উক্কাশা রা.-এর হাতে দিয়ে বললেন, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তখন আবু বকর রা. দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন– উক্কাশা, এই নাও আমার শরীর পেতে দিলাম, আমার থেকে নবীজীর কিসাস গ্রহণ কর; নবীজীর থেকে নয়। কিন্তু নবীজী তাকে বসিয়ে দিলেন। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে ওমর রা., আলী রা. দাঁড়িয়ে একই আবেদন করলেন। নবীজী তাদেরকেও বসিয়ে দিলেন। হাসান-হুসাইন এগিয়ে গেলে নবীজী তাদেরকেও বসিয়ে দিলেন।

উক্কাশাকে বললেন, নাও, তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। উক্কাশা বললেন, আমাকে যখন আপনি আঘাত করেছিলেন তখন আমার গায়ে জামা ছিল না। তখন নবীজী জামা খুলে ফেললেন। এমন পরিস্থিতি দেখে সাহাবীদের মাঝে কান্নার রোল পড়ে গেল।

নবীজী যখন জামা খুলে দিলেন তখন উক্কাশা রা. এই সুযোগে নবীজীর শরীরে চুমু খেয়ে বললেন, আপনার ওপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক! আপনার থেকে কি প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়! (কেউ কেউ এভাবেও বলে– যখন নবীজী জামা খুলে দিলেন আর 'মোহরে নবুওত'-এর ওপর উক্কাশা রা.-এর দৃষ্টি পড়ল তখন তিনি মোহরে নবুওতে চুমু খেয়ে বললেন, আল্লাহ্র রাসূল! আমার প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে। এ উদ্দেশ্যেই নাকি তিনি এ বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন।)

এটি একটি বানোয়াট কাহিনী, বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই এবং এর সঙ্গে উক্কাশা রা.-এর মতো মহান সাহাবীরও কোনো সম্পর্ক নেই। ইবনুল জাওযী রাহ. তাঁর 'মাওযূআত'-এ কিস্সাটি নকল করার পর বলেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ...، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِيْسَ.

'এটি একটি জাল বর্ণনা।... আবদুল মুনঈম ইবনে ইদরীস নামক ব্যক্তি এটি জাল করেছে।' –কিতাবুল মাওযূআত, ইবনুল জাওযী ১/৩০১; আরো দ্রষ্টব্য, লিসানুল মীযান ৫/২৭৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৯/২৬-৩১; আললাআলিল মাসনূআহ ফিল আহাদীসিল মাওযূআহ ১/২৫৭; তানযীহুশ শারীআহ ১/৩৩১; আলআসারুল মারফূআহ ফিল আহাদীসিল মাওযূআহ ৪০

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল ধারণা

রুকু-সেজদার তাসবীহ্ কি তিনবারের বেশি পড়া নিষেধ?

কিছু মানুষ মনে করেন, রুকু বা সেজদার তাসবীহ্ তিনবারের বেশি পড়া যায় না। ফলে তারা যখন ইমামের পেছনে নামায পড়েন তখন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনবার তাসবীহ পড়েই চুপ করে থাকেন।

অনেক ইমাম সাহেবই রুকু সেজদার তাসবীহ্ বেশ ধীরে পড়েন। কোনো কোনো ইমাম সাহেবের ক্ষেত্রে মুসল্লীগণ তিনবারই তাসবীহ্ পড়ার সুযোগ পান। আবার কোনো কোনো ইমামের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে সাতবার পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনবার পড়ে চুপ না থেকে ইমাম সাহেব রুকু বা সেজদা থেকে ওঠা পর্যন্ত পড়তে থাকা। # অক্টোবর '১৫ঈ.

এটি হাদীসের পাঠ নয়

স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক বা স্বামীর আনুগত্য বিষয়ে অনেকে ওপরের কথাকে হাদীস হিসেবে পেশ করে থাকে। যার আরবী হল–

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأَزْوَاجِ.

কিন্তু এ শব্দ-বাক্যে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। সুতরাং এটিকে হাদীস হিসেবে বলা যাবে না। তবে কিছু বর্ণনায় এর মর্মার্থ পাওয়া যায়।

মুআত্তা মালেক, মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাকে হাকেমসহ হাদীসের আরো কিছু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে–

একবার এক নারী সাহাবী রাসূলের কাছে এলেন নিজের কোনো প্রয়োজনে। যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি স্বামী আছে? তিনি বললেন– জী, আছে। নবীজী বললেন, তার সঙ্গে তোমার আচরণ কেমন? সে বলল, আমি যথাসাধ্য তার সঙ্গে ভালো আচরণ করার চেষ্টা করি। তখন নবীজী বললেন– হাঁ, তার সঙ্গে তোমার আচরণের বিষয়ে সজাগ থেকো। কারণ সে তোমার জান্নাত বা তোমার জাহান্নাম।' –মুআত্তা মালেক, হাদীস ৯৫২; মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৪১, হাদীস ১৯০০৩; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২৭৬৯; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ১৪৭০৬

স্বামী-স্ত্রীর একের ওপর অন্যের হক রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন কারীমে মৌলিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

https://t.me/islaMic_fdf

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

'আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে।' –সূরা বাকারা (২) : ২২৮

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তারিতভাবে স্বামী-স্ত্রীর হক তুলে ধরেছেন এবং স্বামীদেরকে স্ত্রীর হক আদায়ের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। বিদায় হজের ভাষণে নবীজী বলেছেন–

اِتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ.

'তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১২১৮

পাশাপাশি নারীদেরকে স্বামীর আনুগত্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এর ফযীলতও বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

'নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমতো আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, আপন লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, স্বামীর আনুগত্য করবে তখন সে জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।' –সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪১৬৩

সুতরাং গোনাহের কাজ নয়–এমন বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য জরুরি। কিন্তু 'স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত'–এটি হাদীস নয়।

কুসংস্কার

রাতে নিচের কাজগুলো করা যাবে না–

১. রাতে বাঁশ কাটা যাবে না।

২. রাতে গাছের পাতা ছেঁড়া যাবে না।

৩. রাতে নখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদি কাটা যাবে না।

৪. রাতে কোনো প্রকার ফল-ফসল তোলা যাবে না ইত্যাদি।

অনেক এলাকার মানুষের মাঝেই এগুলো এবং রাতকেন্দ্রিক এমন আরো কিছু বিষয়ের প্রচলন রয়েছে। কিন্তু এসব মনগড়া কথা; শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। কুরআন হাদীসের কোথাও এ ধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা যাবে না।

এগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়। কারো যদি দাফন

https://t.me/islaMic_fdf

ইত্যাদি কাজের জন্য রাতেই বাঁশ কাটার প্রয়োজন হয়, তিনি কি তাহলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন? এ রকম অমূলক ধারণার কারণে দেখা যাবে, তিনি বেশ পেরেশানির শিকার হবেন। তেমনি কারো যদি রাতে গাছ থেকে কোনো ফল বা কোনো সবজি তোলার প্রয়োজন হয়, তাহলে কি তিনি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন?

মোটকথা এ ধরনের অমূলক ধারণার পেছনে পড়া যাবে না।

একটি ভুল ধারণা
কুরবানীর ঈদের দিন কি দুই পা-বিশিষ্ট প্রাণী (হাঁস-মুরগি ইত্যাদি) জবাই করা নিষেধ?

কিছু কিছু মানুষ মনে করে, কুরবানীর ঈদের দিন হাঁস-মুরগি ইত্যাদি দুই পা-বিশিষ্ট প্রাণী জবাই করা যাবে না। এটি একটি অমূলক ধারণা, এর কোনো ভিত্তি নেই।

তারা হয়ত মনে করে, কুরবানী যেহেতু চার পা-বিশিষ্ট প্রাণী দিয়ে করতে হয়; দুই পা-বিশিষ্ট প্রাণী দ্বারা কুরবানী করা যায় না, সুতরাং এ দিনে দুই পা-বিশিষ্ট প্রাণী জবাইও করা যাবে না। আসলে অজ্ঞতার কারণে এ ধরনের অমূলক ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সমাজে এগুলোর প্রচলন হয়ে থাকে। এ ধরনের অমূলক ধারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। # নভেম্বর '১৫ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কথা
ইবরাহীম আ. কি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন?

লোকমুখে প্রচলিত আছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আপনাকে কি আমি কোনো সাহায্য করতে পারি? তিনি বললেন, আপনার কাছে আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, তাহলে আপনি আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন। তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, যিনি আমার অবস্থা জানেন তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। তাঁর জানাটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

একথার কোনো ভিত্তি নেই। ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, এর নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ নেই। এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। বরং ইবনে আব্বাস রা.

https://t.me/islaMic_fdf

থেকে সহীহ বর্ণনায় (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫৬৪) এসেছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই দুআ করেছিলেন–

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

–মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ১/১৮৩

একটি ভিত্তিহীন কথা

সাত আসমানের কোনোটি লোহা দিয়ে তৈরি, কোনোটি...

লোকমুখে একথা শোনা যায় যে, সাত আসমানের প্রথম আসমান লোহা দিয়ে তৈরি, দ্বিতীয় আসমান তামা দিয়ে তৈরি ইত্যাদি।

এ ধরনের কথা কুরআনেও নেই, হাদীসেও নেই। হ্যাঁ, কোনো ইসরাঈলী বর্ণনায় তা থাকতে পারে। আর মুনকার নয় এমন ইসরাঈলী বর্ণনার শরয়ী অবস্থান হল–

لَا نُصَدِّقُهُ وَلَا نُكَذِّبُهُ.

'আমরা তা সত্যও বলব না, মিথ্যাও বলব না।'

মাজমাউয যাওয়াইদ কিতাবে তবারানী রাহ. আলমু'জামুল আওসাতের বরাতে তাবেয়ী রবী ইবনে আনাস রাহ.-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। বক্তব্যটি এই–

عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: اَلسَّمَاءُ الدُّنْيَا لَوْحٌ مَكْفُوْفٌ، وَالثَّانِيَةُ صَخْرَةٌ، وَالثَّالِثَةُ حَدِيْدٌ، وَالرَّابِعَةُ نُحَاسٌ، وَالْخَامِسَةُ فِضَّةٌ، وَالسَّادِسَةُ ذَهَبٌ، وَالسَّابِعَةُ يَاقُوْتٌ.

'রবী ইবনে আনাস রাহ. বলেন, প্রথম আসমান হল চির ও ফাটলহীন সুবিস্তৃত জমাট বস্তু, দ্বিতীয় আসমান পাথর, তৃতীয়টি লোহা, চতুর্থটি তামা, পঞ্চমটি রুপা, ষষ্ঠটি সোনা, সপ্তমটি ইয়াকূত পাথর।' –মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস ১৩৩৬৫

এখানে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল, এটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস নয়। বরং তাবেয়ী রবী ইবনে আনাস রাহ.-এর কথা। কোনো কোনো বর্ণনায় রবী ইবনে আনাস রাহ. কথাটি কা'ব আলআহবারের বরাতে বর্ণনা করেছেন। (সাআলিবী রচিত তাফসীর গ্রন্থ আলকাশফু ওয়াল-বায়ান ৯/৩৫৭, মাআলিমুত তানযীল, বাগাবী ৪/৩৭০; তাফসীরে খাযেন ৭/১২৪)

রবী ইবনে আনাস রাহ. থেকে প্রচুর ইসরাঈলী বর্ণনা পাওয়া যায়, যার বিশদ বিবরণের জন্য ড. মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলখাযীরী রচিত তাফসীরুত

https://t.me/islaMic_fdf

তাবেয়ীন দেখা যেতে পারে। আর কা'ব আলআহবার রাহ. ইসলাম গ্রহণের আগে অনেক বড় ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি ইসরাঈলী বিভিন্ন কথা বর্ণনা করতেন। তাই এটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা। এজন্যই আবু শাহবা রাহ. ইসরাঈলিয়্যাতের বিষয়ে তার লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আলইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাওযূআত-এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এবং একে ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (দ্র. ২৮৩)

বলাবাহুল্য, কোন আসমান কী দিয়ে তৈরি–এটা আমাদের জ্ঞানের ঊর্ধ্বের বিষয়। তাই সহীহ সূত্রে বর্ণিত কোনো হাদীসে এর বিবরণ পাওয়া না গেলে এ বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ নেই। এজন্যই প্রসিদ্ধ মুফাসসির আবু হাইয়্যান রাহ. বলেছেন–

مَا ذُكِرَ مِنْ مَوَادِّ هٰذِهِ السَّمٰوَاتِ ... يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ صَحِيْحٍ.

অর্থাৎ আসমানসমূহের যে উপাদানের কথা উল্লেখ করা হয় তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য সহীহ বর্ণনা থাকা আবশ্যক। –আলবাহরুল মুহীত ১০/২২১

প্রখ্যাত মুফাসসির মাহমুদ আলূসী রাহ. রূহুল মাআনীতে উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন–

لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ أَصْلًا، وَلَمْ يَرِدْ بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ التَّفْصِيْلِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

অর্থাৎ এটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো সহীহ হাদীসে এ বিষয়ে এমন বিবরণ আসেনি। –রূহুল মাআনী ২৮/১৪৩

একটি কুসংস্কার

প্রথম সন্তান মারা গেলে কি পরের সন্তানের কান ফুটো করে দিতে হয়!

কিছু মানুষের ধারণা, প্রথম সন্তান যদি মারা যায়, তাহলে পরবর্তী সন্তানের কান ফুটো করে দিতে হয়; তাহলে সে আর মরবে না বা দীর্ঘজীবী হবে। অনেককে দেখা যায়, কান ফুটো করে কানে একটি রিং পরিয়ে দেয়। এটি একটি কুসংস্কার। এর কোনো ভিত্তি নেই।

সন্তান দেওয়া না-দেওয়া যেমন আল্লাহ্র ইচ্ছা, তেমনি বেঁচে থাকা-না থাকাও আল্লাহ্রই ইচ্ছা। সন্তানের দীর্ঘ হায়াতের জন্য আল্লাহ্র কাছেই প্রার্থনা করতে হবে। তিনিই হায়াত-মওতের মালিক। এর সঙ্গে কান ফুটো করা না-করার কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এ ধরনের জাহেলি রসম থেকে বেঁচে থাকতে

https://t.me/islaMic_fdf

হবে এবং সন্তানের জন্য আল্লাহ্র কাছেই প্রার্থনা করতে হবে।

একটি ভুল প্রচলন

সালোয়ার-পায়জামা কি বসে পরা সুন্নত?

কোনো কোনো মানুষ মনে করেন, সালোয়ার-পায়জামা বসে পরা সুন্নত এবং দাঁড়িয়ে পরা খেলাফে সুন্নত। এ ধারণা অমূলক। এর কোনো ভিত্তি নেই। আমাদের জানামতে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এমন কিছু পাওয়া যায় না। # ডিসেম্বর '১৫ঈ.

একটি ভুল মাসআলা

কাপড় পাক করার সময় বিসমিল্লাহ্ না বললে কি কাপড় পাক হয় না!

কিছু মানুষের ধারণা, নাপাক কাপড় পাক করার সময় যদি বিসমিল্লাহ বলা না হয়, তাহলে কাপড় যতই ধোয়া হোক পাক হবে না। এটি একটি ভুল ধারণা, এর কোনো ভিত্তি নেই।

কাপড়ে যদি দৃশ্যমান নাপাকি লাগে, তাহলে ওই নাপাকি দূর করে নিলেই কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। নাপাকি দূর হয়ে যাওয়ার পর যদি এর দাগ বা চিহ্ন বাকি থাকে (যা দূর করা কষ্টকর হয়) তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি কাপড়ে এমন তরল নাপাকি লাগে, যা দৃশ্যমান নয় (যেমন পেশাব ইত্যাদি) তাহলে এমনভাবে ধুতে হবে, যেন নাপাকি দূর হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়। এভাবে ধোয়ার দ্বারাই কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। এর সঙ্গে বিসমিল্লাহ বলা না-বলার কোনো সম্পর্ক নেই।

তবে কাপড় পাক করা একটি নেক আমল। এর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হলে তা তো ভালোই, কিন্তু বিসমিল্লাহ বলা ছাড়া কাপড় পাক হবে না–এটা ভুল মাসআলাহ। (দ্র. মুখতাসারুল কুদূরী ১১; আলমুহীতুল বুরহানী ১/৪০; মুখতারাতুন নাওয়াযিল ১/১৫০)

আরেকটি ভুল মাসআলা

কাপড় বা শরীরে কি কুকুরের স্পর্শ লাগলে নাপাক হয়ে যায়?

অনেক মানুষের ধারণা, কুকুরের শরীর নাপাক। সুতরাং কুকুরের গায়ে যদি নিজের শরীর বা কাপড় লেগে যায়, তাহলে তা নাপাক হয়ে যাবে।

https://t.me/islaMic_fdf

আর কুকুরের শরীর যদি ভেজা থাকে তাহলে নাপাকি আরো বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় যদি কুকুরের গায়ের সঙ্গে নিজের শরীর বা কাপড় লাগে তাহলে আরো বেশি নাপাক হবে।

এটি একটি ভুল ধারণা। কুকুরের লালা নাপাক, কিন্তু কুকুরের শরীর নাপাক নয়। সুতরাং কারো শরীর বা কাপড়ে যদি কুকুরের স্পর্শ লাগে, তাহলে তা নাপাক হবে না, যদিও কুকুরের শরীর ভেজা থাকে। আর কুকুরের গায়ে যদি অন্য কোনো নাপাকি লেগে থাকে সেটা ভিন্ন কথা। (দ্র. ফাতহুল কাদীর ১/৮৩; মারাকিল ফালাহ ২১; শরহুল মুনইয়া ১৫৯; আলবাহরুর রায়েক ১/১০১; আননাহরুল ফায়েক ১/৮৭, ৯৩)

একটি ভুল ধারণা

যে ঘরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সে ঘর কি চল্লিশ দিন নাপাক থাকে?

কিছু মানুষের ধারণা, যে ঘরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সে ঘর চল্লিশ দিন পর্যন্ত নাপাক থাকে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে ঘরে নামায আদায় করা যাবে না। এটি একেবারেই একটি ভুল ধারণা। এর কোনো ভিত্তি নেই।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে পাক-নাপাকের কী সম্পর্ক? ঘরের কোথাও যদি নাপাকি লাগে তাহলে সে স্থান নাপাক। নাপাকি পরিষ্কার করে নিলেই তা সঙ্গে সঙ্গেই পাক হয়ে গেল। এর সঙ্গে চল্লিশ দিনের কোনো সম্পর্ক নেই।

নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন। এখান থেকে হয়ত কেউ একথা আবিষ্কার করেছে। নেফাসের রক্ত নাপাক, এতে এ কথা কীভাবে বুঝে আসে, নেফাসওয়ালী মহিলা যে ঘরে অবস্থান করেন অথবা যে ঘরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সে ঘরই নাপাক! নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক!! আল্লাহ তাআলা আমাদের এ ধরনের কথা থেকে হেফাযত করুন।

একটি ভুল রসম

ঝুড়িতে করে কবরের মাটি এনে বাড়ির মহিলাদের থেকে ছুঁয়ে নেওয়া

কোনো কোনো এলাকায় এ রসম রয়েছে, দাফনের সময় কবরের মাটি একটি ঝুড়িতে করে বাড়ির মহিলাদের কাছে নিয়ে আসা হয়। মহিলারা দুআ পড়ে ওই মাটি ছুঁয়ে দেয়। তারপর তা কবরে ঢেলে দেওয়া হয়।

এটি একটি অমূলক রসম, শরীয়তে যার কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং অবশ্যই তা বর্জনীয়।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি জানার ভুল

বিধর্মী ভিক্ষুককে কি ভিক্ষা দেওয়া নিষেধ?

কোনো কোনো মানুষ মনে করেন, বিধর্মী ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া যাবে না বা বিধর্মী ব্যক্তিকে দান করা যাবে না। তাদের এ ধারণা ভুল। বিধর্মী ভিক্ষুককে যেমন ভিক্ষা দেওয়া যাবে, তেমনি বিধর্মী দরিদ্র ব্যক্তিকে দানও করা যাবে। কারণ, নফল সদকা ও সাধারণ দান অমুসলিমকেও দেওয়া যায়। # জানুয়ারি '১৬ঈ.

একটি বানোয়াট কিসসা

নবীজীর ওফাতের সময় মালাকুল মাওতের অনুমতি প্রার্থনা

লোকমুখে নবীজীর ওফাতের বিষয়ে এ কিসসাটি প্রসিদ্ধ, নবীজীর ইন্তেকালের সময় মালাকুল মাওত এক গ্রাম্য বেদুঈনের সুরতে আগমন করেন এবং ঘরে প্রবেশের অনুমতি চান। অনুমতি দেওয়া হলে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন এবং বলেন, আল্লাহ আমাকে অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অনুমতি ছাড়া আপনার পবিত্র রূহ কবয করতে নিষেধ করেছেন। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে রূহ কবয করব অন্যথায় ফিরে যাব। একপর্যায়ে নবীজী অনুমতি দিলে তাঁর রূহ মুবারক কবয করেন। এটি নবীজীর ওফাত-সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ জাল বর্ণনার অংশবিশেষ, যা আবদুল মুনঈম নামক এক ব্যক্তি জাল করেছে। ইবনুল জাওযী রাহ. বলেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ...وَالْمُتَّهَمُ بِهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِيْسَ.

'এটি একটি জাল বর্ণনা। আবদুল মুনঈম ইবনে ইদরীস নামে এক ব্যক্তি এটা জাল করেছে।'

জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. ও ইবনে ইরাক রাহ. ইবনুল জাওযী রাহ.-এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। –কিতাবুল মাওযূআত, ইবনুল জাওযী ১/৩০১; আললাআলিল মাসনূআহ, সুয়ূতী ১/২৫৭; তানযীহুশ শরীআহ, ইবনে ইরাক ১/৩৩১

একটি অবাস্তব কথা

বিদায় হজের ভাষণ শেষে সাহাবীগণের যার ঘোড়া যেদিকে মুখ করা ছিল তিনি সেদিকেই বেরিয়ে পড়েছেন...!

এ কথাটি লোকমুখে প্রসিদ্ধ। বিদায় হজে 'ইয়াওমে আরাফা' ও 'ইয়াওমুন

https://t.me/islaMic_fdf

নাহর'-এর খুতবার শেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন−

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

'উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (কথাগুলো) পৌঁছে দেয়।' −সহীহ বুখারী, হাদীস ১৭৩৯

ব্যস, এটা শোনামাত্রই নাকি সাহাবীগণ যার ঘোড়ার মুখ যেদিকে করা ছিল তিনি দ্বীন প্রচারে সেদিকেই ছুটে গিয়েছেন। এটি বাস্তবসম্মত নয় এবং এমনটি ঘটা সম্ভবও নয়। কেননা উকূফে আরাফা এবং কুরবানীর পর হজ্বের অনেক কাজ বাকি থাকে। সেগুলো বাদ দিয়ে সকলে কীভাবে চলে যাবেন?

সাহাবীগণ দ্বীনের প্রচারে কী পরিমাণ কুরবানী করেছেন সে কথা বুঝাতেই হয়ত এটি বলা হয়ে থাকে। দ্বীনের জন্য তাঁদের কুরবানীর অসংখ্য ঘটনা হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের কিতাবে রয়েছে। কিন্তু কোথাও এধরনের কথা নেই।

আসল বিষয় হল, সাহাবীগণ দ্বীন প্রচার ও জিহাদে পৃথিবীর দিগ্‌বিদিক ছড়িয়ে পড়েছেন−একথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করে কেউ হয়ত فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ এই সহীহ বর্ণনার সঙ্গে উক্ত কথাটি যুক্ত করে বলেছে। সেই থেকে লোকমুখে কথাটি ছড়িয়ে পড়েছে। যারা ঘটনাটি এভাবে বলেন তারা এ বিষয়টি চিন্তা করেননি যে, হজ্বের পরে হাজার হাজার সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে এসেছেন।

সুতরাং আমরা এ কথাটি বলা থেকে বিরত থাকব এবং দ্বীনের জন্য কুরবানী বিষয়ক সাহাবীগণের যেসব সহীহ ঘটনা রয়েছে সেগুলো বলব। কারণ, আমাদের প্রতিটি কথার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের অবাস্তব, ভিত্তিহীন কথা বলা থেকে হেফাযত করুন।

একটি ভুল ধারণা

'কবুল' শব্দ না বললে কি বিয়ে সহীহ হয় না?

কিছু কিছু মানুষের ধারণা, বিয়ের 'ইজাব' পেশ করার পর পাত্র যদি 'কবুল' শব্দ না বলে তাহলে বিয়ে সহীহ হবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। আসল বিষয় হল সম্মতি জ্ঞাপন করা। এখন কবুল শব্দ ছাড়া যদি 'আলহামদু লিল্লাহ আমি গ্রহণ করলাম' বা এজাতীয় শব্দ উচ্চারণ করে তাহলেও সেটা সম্মতি বোঝাবে এবং বিয়ে সহীহ হবে। সুতরাং 'কবুল' শব্দই বলতে হবে−এ ধারণা ভুল। # ফেব্রুয়ারি '১৬ঈ.

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল রসম

দাফনের পর কবরে আযান দেওয়া

কোনো কোনো এলাকায় এ প্রচলন রয়েছে, মাইয়েতকে দাফন করার পর কবরে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হয়। তাদের ধারণা, আযান দিলে শয়তান পলায়ন করবে, তাহলে কবরের সওয়াল-জওয়াবের সময় মাইয়েতকে কুমন্ত্রণা দিতে পারবে না।

এটি একটি ভিত্তিহীন রসম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন কারো থেকেই এ ধরনের আমল বা বক্তব্য প্রমাণিত নয়। এটি একটি বিদআত, যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

আর শয়তানকে কবরেও ওয়াসওয়াসা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়–আমাদের জানামতে এটি দলিলবিহীন একটি ধারণামাত্র।

একটি ভুল ধারণা

মাদি বকরি দিয়ে কি আকীকা সহীহ্ হয় না?

কিছু কিছু মানুষ মনে করেন, আকীকা সহীহ হওয়ার জন্য নর ছাগল হওয়া শর্ত, মাদি বকরি দ্বারা আকীকা সহীহ হয় না। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। মাদা হোক মাদি, যে কোনোটি দ্বারাই আকীকা করা যায়।

একটি ভুল মাসআলা

স্বামী কি মৃত স্ত্রীকে দেখতে পারবে না?

কারো কারো ধারণা, স্বামীর জন্য তার মৃত স্ত্রীর চেহারা দেখা জায়েয নেই। তেমনি কেউ কেউ মনে করে, স্ত্রীর জন্যও তার মৃত স্বামীর চেহারা দেখা জায়েয নেই। তাদের এ ধারণা ভুল। মৃত স্ত্রীর চেহারা যেমন স্বামী দেখতে পারবে, তেমনি স্ত্রীও তার মৃত স্বামীর চেহারা দেখতে পারবে।

একটি ভুল ধারণা

রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে কি রোযা ভেঙে যায়?

কেউ কেউ মনে করেন, রোযা অবস্থায় যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। স্বপ্নদোষের কারণে রোযা ভাঙে না।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনটি বস্তু রোযা ভঙের কারণ নয়– বমি, শিঙ্গা লাগানো ও স্বপ্নদোষ। (মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৫২৮৭; নাসবুর রায়াহ ২/৪৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৭০; জামে তিরমিযী, হাদীস ৭১৯; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৪/২৬৪)

সুতরাং রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভেঙে যায়–এ ধারণা ঠিক নয়। # মার্চ '১৬ঈ.

একটি ভুল প্রচলন

আযানের দুআর জন্য হাত তোলা

কোনো কোনো এলাকায় আযানের দুআর সময় হাত তোলার প্রচলন রয়েছে। কেউ কেউ আবার এটিকে জরুরিও মনে করে। এটি একটি ভুল প্রচলন। এর কোনো ভিত্তি নেই।

আযানের দুআর জন্য হাত তোলার কোনো নিয়ম নেই। দুআর জন্য হাত তোলার যে আদব তা এখানে প্রযোজ্য নয়। এটি মসজিদে প্রবেশ-বের হওয়ার, ওযুর পরের, ঘুমোতে যাওয়া-জাগ্রত হওয়ার, খাবারের আগের-পরের মাসনূন দুআসমূহের মতো। এসব ক্ষেত্রে যেমন হাত তুলতে হয় না, আযানের দুআর সময়ও হাত তুলতে হয় না। এটি একটি দলিলবিহীন কাজ। এ থেকে বিরত থাকা উচিত।

একটি ভুল ধারণা

সফর অবস্থায় কি সুন্নত নামায পড়া যাবে না?

কিছু কিছু মানুষের ধারণা, সফর অবস্থায় সুন্নত নামায পড়া যায় না। এ ধারণা ঠিক নয়।

হাঁ, মুকীম অবস্থার চেয়ে সফর অবস্থায় সুন্নত নামাযে শিথিলতা রয়েছে। তাই সফর অবস্থায় চলন্ত পথে, তাড়াহুড়োর সময় সুন্নত নামায না পড়লে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সফরের গন্তব্যে স্থির থাকা অবস্থায় সুন্নত নামায পড়ে নিলেই ভালো। অবশ্য ফজরের সুন্নত সফর অবস্থায় উভয় ক্ষেত্রেই অধিক গুরুত্ব রাখে। সুতরাং 'সফর অবস্থায় সুন্নত নামায পড়া যাবে না'–ঢালাওভাবে এমন মনে করা ঠিক নয়।

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

একটি অলীক কাহিনী

আখেরী জমানায় একজন পুরুষের বিপরীতে ১৫/২০জন নারী হবে এবং...

লোকমুখে শোনা যায়, আখেরী জমানায় এমন অবস্থা হবে যে, একজন পুরুষের বিপরীতে ১৫/২০জন নারী হবে। একপর্যায়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে, কয়েকজন নারী একজন পুরুষকে তাড়া করবে আর সে দৌড়ে পালাবে এবং নিরুপায় হয়ে গাছে আশ্রয় নেবে। সেখান থেকে সে প্রস্রাব করবে। সেই প্রস্রাব পান করে তারা গর্ভবতী হবে।

এটি একেবারেই মনগড়া অলীক কাহিনীমাত্র। নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কথাবার্তা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

তবে একথা সত্য, কিয়ামতপূর্ব যুগে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১২; ফাতহুল মুলহিম ৩/৪৩)

একটি ভুল রসম

তিনবার কবুল না বললে কি বিয়ে সহীহ হবে না?

কোনো কোনো এলাকায় এ রসম চালু আছে, বিয়ের ইজাব পেশ করার পর পাত্রকে তিনবার কবুল বলতে হবে। তারা মনে করে, তিনবার কবুল না বললে বিয়ে সহীহ হবে না। এটি একটি মনগড়া রসমমাত্র। এটি পরিহার করা জরুরি। এজাতীয় মনগড়া বিষয়ের কারণে অনেকসময় বড় ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ইজাবের (প্রস্তাবের) পর সাক্ষীদের শুনিয়ে একবার কবুল করলেই বিয়ে হয়ে যাবে। (দ্র. ফাতাওয়া শামী ৩/৯; ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৩৭০)

একটি ভুল ধারণা

অবিবাহিত ইমামের পেছনে কি নামায পড়া যাবে না?

আমাদের দেশের কোনো কোনো এলাকার মানুষের ধারণা, অবিবাহিত ইমামের পেছনে নামায পড়া যাবে না। আবার কারো কারো ধারণা, অবিবাহিত ইমামের পেছনে জুমার নামায পড়া যাবে না। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। ইমামতির জন্য বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। অবিবাহিত ব্যক্তির

https://t.me/islaMic_fdf

পেছনে জুমাসহ সকল নামাযই পড়া যাবে। সুতরাং এ ভিত্তিহীন ধারণা পরিহার করা আবশ্যক।

একটি ভুল প্রচলন

কুরআন মাজীদ পড়ে গেলে কি তা ওজন করে চাল সদকা করতে হয়?

কিছু কিছু মানুষের ধারণা, হাত থেকে যদি কুরআন মাজীদ পড়ে যায়, তাহলে ওই কুরআন মাজীদের (মুসহাফের) ওজনে চাল সদকা করতে হয়। এটি কুরআনের প্রতি আযমত ও মহব্বতের কারণে হলেও তা একটি ভুল প্রচলন।

এ ছাড়া এখানে আরেকটি আপত্তিকর এবং কুরআনের প্রতি এক ধরনের অসম্মানের বিষয় রয়েছে তা হল, কুরআন মাজীদ (মুসহাফ) ওজন করা। কুরআন মাজীদের সম্মান করতে গিয়ে মনগড়া পন্থা অবলম্বনের কারণে কুরআনের বেহুরমতি ও অসম্মান হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাশীল মানুষমাত্রই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম।

আমরা সাবধান থাকব, যাতে হাত থেকে মুসহাফ পড়ে না যায়। মুসহাফ এমনভাবে ধরব না বা এমন স্থানে রাখব না, যার কারণে তা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর নিজের অসাবধানতার কারণে যদি পড়ে যায় তাহলে ইস্তেগফার করব এবং চাইলে এমনিতেই কিছু সদকাও করতে পারি।

কুরআন মাজীদের প্রতি আযমত ও মহব্বত মুমিনের ঈমানী বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ আযমত ও মহব্বতের প্রকাশও হতে হবে শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায়। তাহলেই তা নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য হবে। প্রসঙ্গত এটাও স্মরণ রাখি, কুরআন মাজীদের প্রতি আসল আযমত ও মহব্বত হল, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা, এর ইলম হাসিল করা এবং কুরআন নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করা। # এপ্রিল '১৬ঈ.

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

আসহাবে কাহফের কুকুর, সুলাইমান আ.-এর পিঁপড়া, সালেহ আ.-এর উটনী, ইসমাঈল আ.-এর দুম্বা ইত্যাদি কি জান্নাতে প্রবেশ করবে?

কোনো কোনো অসতর্ক বক্তার মুখে শোনা যায়– আসহাবে কাহ্ফের কুকুর, সুলাইমান আ.-এর পিঁপড়া, সালেহ আ.-এর উটনী, ইসমাঈল আ.-এর দুম্বা জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ কেউ এর সঙ্গে আরো যুক্ত করে বলে– মূসা আ.-এর গাভী, বিলকিসের হুদহুদ, উযায়ের আ.-এর গাধা, ইউনুস আ.-এর

https://t.me/islaMic_fdf

মাছ ইত্যাদিও জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ এটিকে এভাবে বলে– দশটি প্রাণী জান্নাতে প্রবেশ করবে; আসহাবে কাহফের কুকুর, সুলাইমান আ.-এর পিঁপড়া... ।

যে যেভাবেই বলুক না কেন, এগুলোর কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। নির্ভরযোগ্য কোনো মারফু বা মাওকুফ রেওয়ায়েতে আমরা তা পাইনি। থাকলে হয়ত কোনো ইসরাঈলী বর্ণনায় আছে। সুতরাং এগুলো বিশ্বাস করা ও বলা থেকে বিরত থাকা চাই।

আল্লামা আলুসী রাহ. এ বিষয়ে আলোচনার পর বলেন–

وَلَيْسَ فِيْمَا ذُكِرَ خَبَرٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِيْمَا أَعْلَمُ، نَعَمْ فِي الْجَنَّةِ حَيْوَانَاتٌ مَخْلُوْقَةٌ فِيْهَا، وَفِيْ خَبَرٍ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ صِحَّتُهُ التَّصْرِيْحُ بِالْخَيْلِ مِنْهَا. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

–তাফসীরে রূহুল মাআনী ১৫৷২২৬

একটি ভুল ধারণা

কনে থেকে 'ইয্ন' নেওয়ার সময় কি সাক্ষী জরুরি?

কিছু কিছু মানুষের ধারণা, বিয়ের ক্ষেত্রে কনে থেকে 'ইয্ন' নেওয়ার সময় সাক্ষী থাকা জরুরি। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়।

কনে থেকে 'ইয্ন' নেওয়ার সময় সাক্ষী থাকা জরুরি নয়। হাঁ, সাক্ষী থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যারা 'ইয্ন' আনতে বা সাক্ষী হিসেবে মেয়ের সামনে যাবে, তাদেরকে অবশ্যই মেয়ের মাহরাম হতে হবে। সমাজে আজকাল এ বিষয়ে খুবই শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। এ অপ্রয়োজনীয় সাক্ষীকে জরুরি মনে করে মেয়ের গায়রে-মাহরাম (বেগানা) পুরুষদেরকে মেয়ের সামনে হাজির করানো হয়, যা নিতান্তই গোনাহের কাজ। (দ্র. রদ্দুল মুহতার ২/২১)

ভুল বিশ্বাস

কোনো ঘরে পেঁচা বসলে কি সে ঘরের কেউ মারা যাবে বা বিপদ আসবে?

কোনো কোনো এলাকার মানুষ মনে করে, যে ঘর-বাড়িতে পেঁচা বসবে সে ঘরের বা বাড়ির কেউ মারা যাবে বা তাতে বিপদ আসবে। এটি একটি ভুল বিশ্বাস।

পেঁচাকে কুলক্ষুনে মনে করা জাহেলি যুগের ভ্রান্ত ধারণা। হাদীস শরীফে পেঁচা বা অন্য কোনো কিছুকে কুলক্ষুনে মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। পেঁচা

https://t.me/islaMic_fdf

দেখা কুলক্ষুনে নয়, পেঁচার অনিষ্ট করার কোনো ক্ষমতা নেই। লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। এ ধরনের অলীক ধারণা-বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

একটি ভুল কথা

জানাযার নামাযের কাতার কি বেজোড় হওয়া জরুরি?

কোনো কোনো মানুষের ধারণা, জানাযার নামাযের কাতার বেজোড় হওয়া জরুরি। ফলে তারা জানাযার নামাযের কাতার জোড়সংখ্যা হলে তা বেজোড় করে দেন। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– মালেক ইবনে হুবায়রা রা. যখন দেখতেন জানাযায় উপস্থিতির সংখ্যা কম, তখন তিনি তাদেরকে তিন কাতারে ভাগ করে দিতেন এবং বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মৃতের ওপর তিন কাতার মুসল্লী জানাযা পড়বে তার জন্য (জান্নাত) অবধারিত।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ১০২৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩১৬৬

এ হাদীসের ভিত্তিতে ফকীহগণ বলেছেন, জানাযার নামাযে মুসল্লীসংখ্যা কম হলে তাদেরকে তিন কাতারে বিভক্ত করে দাঁড় করানো উত্তম। (দ্র. শরহুল মুনইয়াহ ৫৮৮; হালবাতুল মুজাল্লী ২/৬১৩; ফাতহুল বারী ৩/২২২; রওযাতুত তালেবীন ২/১৩১)

এ থেকে হয়ত কেউ কেউ বুঝেছেন, এর দ্বারা বেজোড় উদ্দেশ্য। আসলে এ দ্বারা জানাযার নামাযে তিন কাতারের কম না করা এবং অন্তত তিন কাতার করা যে মুস্তাহাব তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু কাতার তিনের অধিক হলে বেজোড় করা জরুরি–এ কথা প্রমাণিত হয় না। তাই তিনের অধিক কাতারের ক্ষেত্রে বেজোড়ের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি নয়।

মুসল্লী সংখ্যা বেশি হলে তিন বা তিনের অধিক জোড় বা বেজোড় যত প্রয়োজন কাতার করা যাবে। # মে-জুন '১৬ঈ.

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল আমল

জামাতের কাতারে দাঁড়িয়ে ফজরের সুন্নত আদায় করা

ফজরের আগের দুই রাকাত সুন্নতের অনেক গুরুত্ব। এ দুই রাকাত বাসা থেকে আদায় করে আসাই উত্তম। আর মসজিদে আদায় করলে জামাত শুরু হওয়ার আগেই আদায় করে নেওয়া। আগে যদি আদায় করা না যায় এবং দেখা যায়, সুন্নত আদায় করে দ্বিতীয় রাকাত পাওয়া যাবে, তাহলে মসজিদের বারান্দা বা পিলারের পেছনে আদায় করে নেবে। কিন্তু কিছু মানুষকে দেখা যায়, জামাত চলা অবস্থায় জামাতের কাতারের সঙ্গেই বা কাতারের মাঝে দাঁড়িয়ে সুন্নত আদায় করছে। এটি একটি ভুল আমল। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

উল্লেখ্য, যদি ফজরের সুন্নত আদায় করে জামাত পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে বা জামাত থেকে পেছনে পৃথক হয়ে সুন্নত আদায় করার মতো জায়গা না থাকে, তাহলে সুন্নত না পড়ে জামাতে শরিক হয়ে যাবে এবং সূর্যোদয়ের পর এ সুন্নত আদায় করে নেবে। (দ্র. আন্নাহ্রুল ফায়িক ১/৩১০, আদ্দুর্রুল মুখতার ৯৬, ফয়যুল বারী ২/১৯৮, ফাতহুল মুলহিম ৪/৯১)

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

সারা জীবনের কাযা নামাযের কাফফারা

বাজারী বিভিন্ন পুস্তকে এক প্রকার নামাযের বর্ণনা পাওয়া যায়, যার দ্বারা কি না জীবনের সকল কাযা নামাযের কাফফারা হয়ে যাবে। বর্ণনাটি এই–

কারো যদি জীবনে অনেক নামায কাযা থাকে সে যেন রমযানের শেষ জুমায় এক বৈঠকে চার রাকাত নামায আদায় করে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর পনেরো বার সূরা কদর ও পনেরো বার সূরা কাউসার তেলাওয়াত করবে। এভাবে চার রাকাত নামায আদায় করবে। নিয়ত করবে এই বলে– আমি আমার কাযা হওয়া সকল নামাযের কাফফারা হিসেবে চার রাকাত নামায আদায় করছি।

কোনো কোনোটিতে আছে, সূরা ফাতেহার পর একবার আয়াতুল কুরছি ও পনেরো বার ইন্না আ'তাইনা পড়বে। নামায শেষে একশ বার দরূদ পড়বে, ইস্তেগফার করবে। তারপর–

اَللّٰهُمَّ يَا سَابِقَ الْفَوْتِ وَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ...

https://t.me/islaMic_fdf

বিশেষ এ দুআ পড়বে। এর দ্বারা দুইশ থেকে সাতশ বছরের কাযা নামাযের কাফফারা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের বয়স তো সত্তর/আশি বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাহলে এত অধিকসংখ্যক বছরের রহস্য কী? উত্তরে ইরশাদ হল, এই নামায পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের নামাযের কাফফারা হয়ে যাবে। (নাউযু বিল্লাহ!)

শাওকানী রাহ. আলফাওয়াইদুল মাজমুআহ্-য় এ ধরনেরই আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, সেখানে শুধু জুমার কথা আছে। রমযানের আখেরী জুমার কথা নেই। সেখানে আছে– জুমার রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে আট রাকাত নামায পড়বে। এরপর এক হাজার বার একটি বিশেষ দরূদ পাঠ করবে। এটা তার সারা জীবনের কাযা নামাযের কাফফারা হবে, যদিও দুই শ বছরের নামায কাযা হয়ে থাকে। এ বর্ণনা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, এটি একটি জাল বর্ণনা।

মোটকথা, এসবই জাল বর্ণনা। এর কোনো ভিত্তি নেই। তা ছাড়া এটি কুরআন মাজীদ, সহীহ হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী। মোল্লা আলী কারী রাহ., মাওলানা আবদুল হাই লাখনোভী রাহ. ও শাহ আবদুল আযীয দেহলভী রাহ. প্রমুখ এগুলোকে জাল ও ভিত্তিহীন বলেছেন।

নামায কাযা হয়ে গেলে যত ওয়াক্ত কাযা হয়েছে তত ওয়াক্তের কাযাই আদায় করা জরুরি। একটির দ্বারা অন্যগুলো আদায় হবে না।

আর ছুটে যাওয়া ফরয নামাযসমূহের যথাযথ কাযা আদায় করা যে শরীয়তে কত গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে হলে দেখুন, মাসিক আলকাউসারের উদ্বোধনী সংখ্যা (মহররম ১৪২৬/ফেব্রুয়ারি ২০০৫) ১৩-১৮। (দ্র. আলআসারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাওযূআ ১১০; আলমাসনূ ফি মারিফাতিল হাদীসিল মাওযূ, বর্ণনা ৩৫৮; আলআজবিবাতুল ফাযিলাহ ৩১-৩২ (টীকা); আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ ১/৫৪, বর্ণনা নং ১১৭; রদউল ইখওয়ান আম্মা আহদাসূহু ফি আখিরি জুমুআতি রমাযান)

একটি ভুল মাসাআলা

আত্মহত্যাকারীর কি জানাযা পড়া নিষেধ বা তার জন্য কি মাগফেরাতের দুআ করা নিষেধ?

কিছু কিছু মানুষ মনে করেন, আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া যাবে না বা তার জন্য মাগফেরাতের দুআ করা যাবে না।

আত্মহত্যা মহাপাপ এবং এর শাস্তিও খুব ভয়াবহ–একথা সবাই জানে, কিন্তু তার জানাযা পড়া যাবে না বা তার জন্য মাগফেরাতের দুআ করা যাবে না–এ

https://t.me/islaMic_fdf

ধারণা ঠিক নয়। তার জানাযাও পড়া হবে, তার জন্য মাগফেরাতের দুআও করা যাবে।

তবে এমন ব্যক্তির জানাযায় শীর্ষস্থানীয় দ্বীনী ব্যক্তিত্ব না গিয়ে সাধারণ লোক দিয়ে জানাযার নামায পড়িয়ে নেওয়াই উত্তম। –শরহু মুসলিম, নববী ৭/৪৭ (৯৭৮ নং হাদীসের অধীনে), সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৪/১৯ # জুলাই '১৬ঈ.

একটি বানোয়াট কিসসা

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কি ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও তার মাকে দাওয়াত খাওয়ার কথা বলে নিয়ে যান?

কোনো কোনো অসতর্ক বক্তাকে বলতে শোনা যায়, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কুরবানী করার জন্য নিয়ে যান, তখন তাকে এবং তার মাকে দাওয়াত খাওয়া বা বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেন। মা তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রস্তুত করে দেন। পথিমধ্যে গিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে সত্য কথা খুলে বলেন।

এটি একটি বানোয়াট কিসসা, নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনায় এমনটি পাওয়া যায় না। কুরআন কারীমে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্বপ্নের কথা ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কাছে তা ব্যক্ত করার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এ জাতীয় কিছু নেই। সুতরাং এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা বলার বা বিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই।

তা ছাড়া অবাস্তব কথা বলে সন্তানকে কুরবানীর জন্য নিয়ে যান–এমন কথা বলা একজন নবীর শানে বেয়াদবি। একজন নবী এমনটি করতে পারেন না এবং এমনটি ঘটেওনি। কুরআন কারীমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

'এরপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কী বল? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' –সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০২

এ ছাড়া আরেকটি কথাও লোকমুখে প্রসিদ্ধ– 'ইবরাহীম আলাইহিস সালাম

https://t.me/islaMic_fdf

স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁকে তাঁর প্রিয় বস্তু কুরবানী করতে বলা হচ্ছে।' এ কথাও কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না। উল্লিখিত কুরআনের আয়াতে স্পষ্ট রয়েছে– ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বপ্নে ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে জবাই করতে দেখেছেন। সুতরাং এ কথা বলারও কোনো সুযোগ নেই।

একটি ভিত্তিহীন কথা

নবীজী কি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আল্লাহকে সেজদা করেছিলেন এবং...?

লোকমুখে প্রসিদ্ধ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি জন্মের পরপরই উঠে আল্লাহ তাআলাকে সেজদা করেছিলেন এবং কাপড় পরতে চেয়েছিলেন। যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন ঘরে আলো না থাকায় আকাশের চাঁদ নিচে নেমে এসে মা আমেনার ঘরে আলো দিয়েছিল।

কথাগুলো শুনতে ভালো লাগলেও এর কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনায় তা পাওয়া যায় না। অবশ্য সহীহ হাদীসে এটা পাওয়া যায়, 'নবীজী বলেছেন, আমি সেই স্বপ্নের বাস্তবরূপ, যা আমার মাতা দেখেছিলেন– তাঁর থেকে একটি নূর বের হয়, যার আলোয় সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায়।'

এ ধরনের স্বপ্ন নবী-জননীগণ (নবীদের জন্মের আগে) দেখে থাকেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম্মা তাঁকে জন্মদানের সময় এক নূর দেখতে পান, যার আলোয় সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭১৬৩; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৪১৭৫; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৬২৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৪০৪; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ১৩২২; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৪১৯৯; আলখাসাইসুল কুবরা ১/৮২-৮৩

একটি কুসংস্কার

বিয়ের পরে মেয়েরা চুড়ি বা নাকফুল না পরলে কি স্বামীর হায়াত কমে যায়?

কোনো কোনো এলাকার মানুষকে বলতে শোনা যায়, বিয়ের পর স্ত্রী চুড়ি বা নাকফুল না পরলে স্বামীর হায়াত কমে যায়। এটি একেবারেই মনগড়া ও ভিত্তিহীন একটি ধারণা, একটি কুসংস্কার; এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি মনগড়া ফযীলত

সুন্নত অনুযায়ী বড় ইস্তেঞ্জা করলে পনেরো পারা কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব হবে!

সুন্নত আনুযায়ী আমল করার কত বড় ফযীলত–এর উদাহরণ দিতে গিয়ে কোনো কোনো মানুষকে বলতে শোনা যায়, সুন্নত অনুযায়ী বড় ইস্তেঞ্জা করলেও পনেরো পারা কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব হবে। এটি একটি মনগড়া কথা। এর কোনো ভিত্তি নেই।

যেকোনো কাজই সুন্নত অনুযায়ী করাটা ফযীলতের বিষয়। কিন্তু বিশেষ কোনো আমল সুন্নত অনুযায়ী করলে এর বিশেষ ফযীলত রয়েছে–এ কথা প্রমাণিত হওয়ার জন্য কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে সে ফযীলত বর্ণিত হতে হবে, যা এখানে অনুপস্থিত। সুতরাং 'সুন্নত অনুযায়ী বড় ইস্তেঞ্জা করলে...'–একথা বলা বা বিশ্বাস করা যাবে না। এ কথা বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

একটি ভুল আমল

শেষ বৈঠকের সময় উপস্থিত হলে জামাতে শরিক না হওয়া

কোনো কোনো মানুষকে দেখা যায়, যদি জামাতের শেষ বৈঠকের সময় উপস্থিত হন তাহলে জামাতে শরিক না হয়ে নিজে নিজে আলাদা নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যান। তাদের ধারণা, জামাত তো শেষই হয়ে গেছে, এখন আর শরিক হয়ে কী হবে!

এটি একটি ভুল আমল। শেষ বৈঠকের সময় উপস্থিত হলেও জামাতে শরিক হয়ে যাবে এবং ইমামের সালাম ফেরানোর পর উঠে নামায আদায় করবে। কারণ, শেষ বৈঠকে শরিক হলেও জামাতের মৌলিক সওয়াব পাওয়া যাবে। (দ্র. আততামহীদ ৭/৬৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৯) # আগস্ট '১৬ঈ.

একটি ভুল নাম

আব্দুন নবী

আমাদের সমাজে কোনো কোনো মানুষের এই নাম বা এ ধরনের নাম শোনা যায়। এভাবে কারো নাম রাখা ঠিক নয়।

আব্দুল্লাহ অর্থ আল্লাহ্র বান্দা আর আব্দুন নবী অর্থ নবীর বান্দা। কোনো মানুষ নবীর বান্দা হতে পারে না, নবীর উম্মত। হাঁ, আব্দুন নবী-এর আরেকটি

https://t.me/islaMic_fdf

অর্থেরও অবকাশ আছে। তা হল নবীর গোলাম, কৃতদাস। কিন্তু প্রথম অর্থ ওটাই, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়াও হাদীস শরীফে এসেছে– আল্লাহ ছাড়া কারো সঙ্গে 'আব্‌দ' শব্দযুক্ত নাম নবীজী পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর নাম ছিল আবদে আম্‌র (আমরের বান্দা)। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তাঁর নাম ছিল আব্দুল কা'বা (কা'বার বান্দা)। ইসলাম গ্রহণের পর নবীজী তাঁর এ নাম পরিবর্তন করে রাখলেন আবদুর রহমান (রহমানের বান্দা– আল্লাহ্‌র বান্দা)। –মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৭৩১, ৫৩৩৫; মুজামে কাবীর, তবারানী, হাদীস ২৫৩, ২৫৪

আরেক সাহাবীর নাম ছিল আব্দুল হাজার (পাথরের বান্দা)। নবীজী শুনলেন– তাকে আব্দুল হাজার বলে ডাকা হচ্ছে। তাকে ডেকে বললেন, তোমার নাম কী? সে বলল, আব্দুল হাজার। তখন নবীজী বললেন, বরং তুমি আব্দুল্লাহ (আল্লাহ্‌র বান্দা)। –আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৮১১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ২৬৪২১

সুতরাং শুধু নবী শব্দই নয়, আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো সঙ্গে আব্‌দ শব্দ যোগ করে নাম রাখা ঠিক নয়।

একটি ভুল ধারণা

মুসাফাহা কি শুধু পুরুষদের জন্য?

কিছু কিছু মানুষের ধারণা, মুসাফাহা শুধু পুরুষের জন্য। মহিলাদের পরস্পরে মুসাফাহার বিধান নেই। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। বরং মুসাফাহার বিধান নারীদের পরস্পরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটা শুধু পুরুষের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়।

একটি অমূলক ধারণা

পিতলের তৈরি প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার করা কি নিষেধ?

কারো কারো ধারণা, পিতলের তৈরি প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার করা নিষেধ। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার করা নিষেধ, কিন্তু পিতলের প্লেট, গ্লাস বা যেকোনো পাত্র ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই।

হাদীস শরীফে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজাতীয় পাত্রে ওযু করেছেন। সুতরাং পিতলের প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহারে কোনো বাধা নেই। (দ্র. সহীহ বুখারী ১/৩২, হাদীস ১৯৭; রদ্দুল মুহতার ৬/৩৪১)

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল ধারণা

পানি পান করার সময় গোঁফে পানি লাগলে কি তা পান করা হারাম বা নাপাক হয়ে যায়?

কিছু কিছু মানুষের ধারণা, পানি পান করতে গিয়ে যদি গোঁফে পানি লেগে যায় তাহলে ওই পানি পান করা হারাম বা নাপাক হয়ে যায়। এটি একটি ভুল ধারণা এবং নিছক ধারণা-প্রসূত একটি কথা। হাদীস শরীফে এসেছে, তোমরা দাড়ি লম্বা কর, মোচ খাটো কর। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৯৩)

এখান থেকেই হয়ত কেউ কেউ বুঝেছে, মোচ যদি খাটো না করা হয় আর পানি পান করতে গিয়ে মোচে লাগে তাহলে ওই পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ ধারণা একেবারেই অমূলক। মোচ তো নাপাক কিছু নয়। মোচ খাটো করার নির্দেশ আর মোচে পানি লাগলে তা পান করা হারাম হওয়া বা নাপাক হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

একটি বানোয়াট কিস্‌সা

প্লাবনের পর নূহ আ.-কে হত্যার ষড়যন্ত্র!

কোনো কোনো অসতর্ক বক্তার মুখে শোনা যায়– নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের সময় যারা কিশতিতে ছিল তারা প্লাবনে তাদের স্বজনদের হারানোর কারণে নূহ আলাইহিস সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু কিশতি থেকে নামার পর সবার ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল; একজনের কথা অন্যজন আর বোঝে না; ফলে তারা আর নূহ আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে পারল না। এটি একটি বানোয়াট কিস্‌সা, এর কোনো ভিত্তি নেই।

নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের সময় যারা কিশতিতে ছিল, তারা সবাই ছিল মুমিন এবং নূহ আলাইহিস সালামের উম্মত। তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছিল এবং নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ্‌র নবী বলে বিশ্বাস করেছিল। এই অবস্থায় তারা কীভাবে নূহ আলাইহিস সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে পারে?

তা ছাড়া স্বচক্ষে প্লাবন এবং কাফেরদের পরিণতি দেখার পর নূহ আলাইহিস সালাম যে আল্লাহ্‌র সত্য নবী–এ বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে এবং ঈমান আরো বেশি মজবুত হবে। সুতরাং উপরিউক্ত কথা যেমনি ভিত্তিহীন, তেমনি অযৌক্তিকও বটে। আল্লাহ তাআলা আমাদের অমূলক কথা বলা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন। # সেপ্টেম্বর '১৬ঈ.

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল পদ্ধতি

রুকু না পেলে আবার নতুন করে তাকবীর বলে হাত বাঁধা

কিছু মানুষকে দেখা যায়, ইমাম রুকুতে থাকা অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলে নামাযে শরিক হয়। সে রুকুতে যেতে যেতে বা যাওয়ার আগে যদি ইমাম রুকু থেকে উঠে যান, তাহলে আবার নতুন করে তাকবীর বলে হাত বাঁধে। সে হয়ত মনে করে, রুকু যেহেতু পেলামই না নতুন করে আবার শুরু করা যাক বা এ অবস্থায় কী করবে ভেবে পায় না, ফলে নতুন করে আবার তাকবীর বলে হাত বাঁধে। এটি একটি ভুল পদ্ধতি।

মুক্তাদি রুকুতে যাওয়ার আগেই যদি ইমাম রুকু থেকে উঠে যান, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায়ই ইমামের সঙ্গে শরিক হবে এবং ইমামের অনুসরণ করবে, নতুন করে তাকবীর বলে হাত বাঁধবে না।

আর যদি এমন হয়, ইমাম রুকু থেকে উঠে গিয়েছেন আর মুক্তাদি রুকু পাননি ঠিকই কিন্তু রুকুতে চলে গিয়েছেন; তাহলে তার করণীয় হল, রুকু থেকে উঠে যাওয়া এবং ইমামের অনুসরণ করা। (ইমাম যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় ফিরে আসা।) আর যেহেতু সে ইমামকে রুকুতে পায়নি, তাই সে রাকাতও পায়নি। কারণ, রাকাত পাওয়ার জন্য ইমামকে রুকুতে পাওয়া শর্ত।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও লক্ষ করা যায়, রুকু না পেলে কিছু মানুষ জামাতে শরিক না হয়ে এমনিই দাঁড়িয়ে থাকে। ইমাম যখন চলমান রাকাত শেষ করে পরবর্তী রাকাতের জন্য দাঁড়ান তখন সে নামাযে শরিক হয়। এ পদ্ধতিটিও ঠিক নয়।

হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا.

'তোমরা ইমামের সঙ্গে যে কয় রাকাত পাও, পড়ে নাও (অর্থাৎ তোমরা ইমামকে যে অবস্থায় পাও নামাযে শরিক হয়ে যাও) আর যতটুকু ছুটে গেছে তা (জামাত শেষে) আদায় কর।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৩৬

সুতরাং ইমামকে যে অবস্থায়ই পাওয়া যাক নামাযে শরিক হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, ইমামকে রুকু অবস্থায় পাক বা রুকু থেকে দাঁড়ানো অবস্থায়– উভয় ক্ষেত্রে হাত বাঁধতে হবে না; বরং দু-হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত না বেঁধে রুকুর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে বা ইমাম দাঁড়িয়ে গেলে হাত না বেঁধে ইমামের সঙ্গে নামাযে শরিক হবে।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি মারাত্মক অবহেলা
রুশো, নিউটন, ফ্যান্সি ইত্যাদি বিজাতীয় নাম রাখা

সন্তানের সুন্দর নাম রাখা পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক। তবে সুন্দর নাম বলতে– তা হতে হবে ইসলামসম্মত নাম। নাম অসুন্দর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবীর নাম পরিবর্তন করে সুন্দর অর্থবহ নাম রেখেছেন।

এক সাহাবীর নাম ছিল আব্দুল হাজার (পাথরের বান্দা)। নবীজী শুনলেন– তাকে আব্দুল হাজার বলে ডাকা হচ্ছে। তাকে ডেকে বললেন, তোমার নাম কী? সে বলল, আব্দুল হাজার। তখন নবীজী বললেন, বরং তুমি আব্দুল্লাহ (আল্লাহ্র বান্দা)। –আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৮১১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ২৬৪২১

নামের অনেক গুরুত্ব। নামের মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা প্রাথমিক ধারণা পাই– সে মুসলিম না অমুসলিম। নামের অসঙ্গতির কারণে কখনো কখনো ব্যক্তির সঙ্গে অযাচিত আচরণও হয়ে যায়। তাই আমাদের জীবনে নামের অনেক গুরুত্ব।

এমনিভাবে নামের সঙ্গে সংস্কৃতি ও আদর্শের বিষয়টিও জড়িত। সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখা হচ্ছে– সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

সন্তানের নাম রাখার সময় আমরা সুন্দর অর্থবহ নাম বা বুযুর্গ ব্যক্তি বা দ্বীনদার প্রিয় ব্যক্তিত্বের নামের বিষয়টি খেয়াল রাখি। কোনো নবীর নামে সন্তানের নাম রাখি বা কোনো সাহাবী-তাবেয়ী কিংবা বড় কোনো বুযুর্গের নামে সন্তানের নাম রাখি। নবীজী থেকে আমরা এ বিষয়ে নির্দেশনা পাই। নবীজীর সন্তান ইবরাহীম জন্ম নিলে নবীজী ইরশাদ করলেন–

وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ.

'রাতে আমার একটি ছেলেসন্তান জন্ম নিয়েছে। আমি আমার পিতার নাম অনুসারে (ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নামানুসারে) তার নাম রেখেছি– ইবরাহীম।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১৫

এই হল সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের সমাজের কিছু মুসলিম ভাই দ্বীনী বিষয়ে অজ্ঞতা বা আপন দ্বীন ও সংস্কৃতির প্রতি হীনম্মন্যতার কারণে কিংবা বিজাতীয় কালচার বা ব্যক্তির প্রতি দুর্বলতার কারণে তারা সন্তানের নাম রেখে দেন

https://t.me/islaMic_fdf

কোনো বিজাতির নামানুসারে– রুশো, নিউটন, ফ্যান্সি ইত্যাদি। এটি বড়ই দুঃখজনক বিষয়। আর এটি যদি হয় ইসলামী নামের প্রতি অবজ্ঞাবশত, তাহলে তো ঈমানের খতরা।

কিয়ামতের দিন তো ব্যক্তিকে তার ও তার পিতার নামে ডাকা হবে। এখন কোনো কাফের খেলোয়াড়, অভিনেতা বা ইসলামের দুশমনের নামে সন্তানের নাম রাখা হল, তো কিয়ামতের দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ওই কাফেরের নামে ডাকা হবে! সেদিন আমার সন্তানের কেমন লজ্জায় পড়তে হবে? আর এটা কেমন কথা, আমার সন্তান মুসলিম আর আমি তার নাম রেখে দেব কোনো অমুসলিমের নামানুসারে!

কারো নামে সন্তানের নাম রাখার একটি উদ্দেশ্য তো থাকে নেক-ফাল; আল্লাহ্ তাআলা যেন সন্তানকে অমুকের মতো নেক বানান। কিন্তু কাফেরের নামানুসারে নাম রাখার দ্বারা একজন মুমিনের কী উদ্দেশ্য হতে পারে? ওই কাফেরের মতো হওয়া? নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক!

তবে আমাদের এ আলোচনার দ্বারা এ-ও উদ্দেশ্য নয় যে, ইসলামসম্মত নামই সবকিছু; সন্তানের ইসলামসম্মত নাম রাখলাম তো সব দায়িত্ব আদায় হয়ে গেল, তার দ্বীনী তরবিয়ত ইত্যাদি নিয়ে আর ভাবতে হবে না। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল, সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অবহেলা এবং এক্ষেত্রে ইসলামের কিছু নির্দেশনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

সুতরাং সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে আমরা বিষয়গুলো খেয়াল রাখব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে নবীজীর সুন্নাহ্ অনুসরণের তাওফীক দিন, তাদেরকে ইসলামী আদর্শের ওপর গড়ে তোলার তাওফীক দিন এবং আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ইসলামী আদর্শের ওপর টিকে থাকার তাওফীক দান করুন– আমীন। # অক্টোবর '১৬ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

সাপের পেটে করে ইবলিস জান্নাতে প্রবেশ করে এবং আদম-হাওয়া আ.-কে ধোঁকা দেয়

কোনো কোনো মানুষকে বলতে শোনা যায়– ইবলিস যখন আদম-হাওয়া আ.-কে ধোঁকা দেওয়ার ইচ্ছা করে তখন সাপের পেটে করে জান্নাতে প্রবেশ করে এবং আদম-হাওয়া আ.-কে ধোঁকা দেয়। এ কারণে সাপ অভিশপ্ত।

কেউ কেউ এভাবেও বলে, ইবলিস জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য সকল প্রাণীকে

https://t.me/islaMic_fdf

আবেদন করেছে, কেউ রাজি হয়নি। সাপ রাজি হয়। ইবলিস সাপের পেটে করে জান্নাতে প্রবেশ করে এবং আদম-হাওয়া আ.-কে ধোঁকা দেয়। ফলে আল্লাহ সাপকে অভিশপ্ত করেন। কেউ কেউ এটাও বলে, সাপ আগে চার পা-বিশিষ্ট প্রাণী ছিল, এ অপরাধের কারণে আল্লাহ তাকে পা-বিহীন করে দিয়েছেন।

এ সবই ভিত্তিহীন কথা। সাপের পেটে করে শয়তানের জান্নাতে প্রবেশ করা এবং এ কারণে অভিশপ্ত হওয়া এবং পা-বিহীন প্রাণী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কিস্‌সা-কাহিনী ইসরাঈলী বর্ণনা-নির্ভর, যার গ্রহণযোগ্যতার কোনো প্রমাণ নেই। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব কিসসা-কাহিনী পাওয়া যায় না। ফলে এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না। −আলইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর ১৭৮-১৮০; আলবাদ্‌উ ওয়াত-তারীখ, মুতাহ্‌হির ইবনে তাহের আলমাকদিসী ২/৯৫-৯৬

একটি ভুল ধারণা

ইশার নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয় কি রাত ১২টার পর থেকে?

কিছু মানুষের ধারণা, ইশার নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয় রাত ১২টার পর থেকে। এ ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ, ইশার নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয় মধ্যরাতের পর থেকে। আর মধ্যরাত শুরু হয় সূর্যাস্ত ও সুবহে সাদিকের মাঝামাঝি সময় থেকে। আমাদের দেশে মৌসুম ভেদে মধ্যরাত শুরু হয় কখনো এগারোটা থেকে, কখনো সাড়ে এগারোটা থেকে বা তার দু-দশ মিনিট আগে-পরে। যেমন, কোনো মৌসুমে যদি সূর্যাস্তের সময় হয় ৫ : ১৪ মি. এবং পরের দিন সুবহে সাদিকের সময় হয় ৪ : ৪৯ মি., সে হিসেবে মধ্যরাত শুরু হবে ১১ : ০২ মি. থেকে। তেমনি কোনো মৌসুমে যদি সূর্যাস্তের সময় হয় ৬ : ০২ মি. এবং সুবহে সাদিকের সময় হয় ৫ : ০৫ মি., সে হিসেবে মধ্যরাত শুরু হবে ১১ : ৩৪ মি. থেকে।

সুতরাং রাত ১২টা থেকে মধ্যরাত শুরু হয়−এ ধারণা ঠিক নয়। বরং কোনো মৌসুমে ১১টা বা তার পর থেকে শুরু হয় আবার কোনো মৌসুমে ১১ : ৩০ মি. বা তার দু-দশ মিনিট আগে পরে।

(এটা ঢাকার সময় হিসাবে। অন্যান্য জেলার হিসাবে পাঁচ-দশ মিনিট কমবেশি হবে। যে এলাকার জন্য দশ মিনিট যোগ করতে হয় সে এলাকা হিসাবে সর্বোচ্চ সময় পৌনে বারোটাও হয়।)

https://t.me/islaMic_fdf

আরেকটি ভুল ধারণা

বিদায়ের সময় সালাম-মুসাফাহা করা কি সুন্নতের খেলাফ?

কোনো কোনো মানুষের ধারণা, বিদায়ের সময় সালাম-মুসাফাহা করা সুন্নতের খেলাফ। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। হাদীস শরীফে বিদায়ের সময় সালাম-মুসাফাহা করার কথা প্রমাণিত আছে।

সাক্ষাতের সময় যেমন সালাম দেওয়া সুন্নত, তেমনি বিদায়ের সময়ও সালাম দিয়ে বিদায় নেওয়া সুন্নত। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে পৌঁছাবে তখন সালাম দেবে। যদি বসতে চায় বসে পড়বে। এরপর যখন মজলিস ত্যাগ করবে তখনও সালাম দেবে। কারণ প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ উভয়টির গুরুত্ব সমান। –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭০৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫২০৮

আরেকটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে, নবীজী একটি মজলিসে ছিলেন। এক ব্যক্তি পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় বলল, আস্সালামু আলাইকুম। নবীজী বললেন, দশ নেকি।... এক ব্যক্তি সালাম দেওয়া ছাড়া উঠে গেল। তখন নবীজী বললেন, সে মনে হয় ভুলে গেছে। যখন তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে পৌঁছাবে তখন সালাম দেবে। যদি উক্ত মজলিসে বসতে চায় বসবে। এরপর যখন মজলিস থেকে উঠে যাবে (বিদায় নেবে) তখনও সালাম দেবে। কারণ প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ উভয়টির গুরুত্ব সমান। –আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৯৮৬

তেমনি বিদায়ের সময় মুসাফাহা করাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কাযাআ রাহ. বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর কাছে ছিলাম। যখন সেখান থেকে ফিরে আসব তখন তিনি আমাকে বললেন– থাম, আমি তোমাকে সেভাবে বিদায় দেব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় দিয়েছেন। তখন তিনি আমার হাত ধরে মুসাফাহা করলেন, এরপর বললেন–

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

–আসসুনানুল কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ১০২৭০

আর এই হাদীসও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে

https://t.me/islaMic_fdf

বিদায় দিতেন তখন তার হাত ধরতেন। এরপর ওই ব্যক্তি হাত টেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি তার হাত ছাড়তেন না। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৪২; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৪৯১

সুতরাং বিদায়ের সময় সালাম-মুসাফাহাকে সুন্নতের খেলাফ বলার কোনো অবকাশ নেই। # নভেম্বর '১৬ঈ.

একটি ভুল পন্থা

ফরয নামাযের পরের তাসবীহ্ কি দ্রুত পড়াই নিয়ম!

ফরয নামাযের শেষে তাসবীহ্-তাহ্লীল পাঠের অনেক ফযীলত রয়েছে। একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَّثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثاً وَّثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثاً وَّثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ.

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশ বার আলহামদু লিল্লাহ্, তেত্রিশ বার আল্লাহু আকবার বলবে-এ মিলে হয় মোট নিরানব্বই আর শত পূর্ণ করবে এই বলে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

তার সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯৭

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে-

সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। (দ্র. জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪১২)

এত বড় ফযীলতের এই আমলটি আমরা অনেকেই করি। কিন্তু কিছু মানুষকে দেখা যায়, এত দ্রুতগতিতে তাসবীহগুলো পাঠ করেন, যেন মনে হয়-এ তাসবীহগুলো দ্রুত পড়াই নিয়ম। তাসবীহ্ দানা বা যারা আঙুলে গুনে পড়েন তাদের তাসবীহ বা আঙুল এত দ্রুত নড়াচড়া করে, যেন তারা তাসবীহ পড়ছেন না, বরং কারো সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাসবীহের দানা গুনছেন বা আঙুল নাড়ছেন। এটি একটি ভুল পদ্ধতি।

https://t.me/islaMic_fdf

তাসবীহ স্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে-সুস্থে সুন্দর করে পড়া উচিত। একটু চিন্তা করে দেখি, দ্রুত উচ্চারণের কারণে যেখানে আমি বলতে চাচ্ছি– 'সুব্‌হা-নাল্ল-হ', সেখানে হয়ে যাচ্ছে– 'সুবানাল্লা', যা অর্থহীন শব্দ।

আরো গভীরভাবে যদি চিন্তা করি– আমি কার তাসবীহ পাঠ করছি। মহান রাব্বুল আলামীনের। তো এভাবে তাঁর তাসবীহ পাঠ করা একপ্রকার বেয়াদবি নয় কি?

এর দ্বারা ফযীলতের পরিবর্তে গোনাহ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং এ তাসবীহগুলোসহ সকল তাসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াত আমরা স্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে-সুস্থে সুন্দর করে করব ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল ভালো কাজ সহীহ তরীকায় করার তাওফীক দান করুন।

একটি কুসংস্কার

গর্ভাবস্থায় আগের সন্তানের খতনা করানো যাবে না

কোনো কোনো এলাকার মানুষ মনে করে, মা যদি গর্ভাবস্থায় থাকেন তাহলে তার আগের সন্তানের খতনা করানো যাবে না। করলে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হবে। এটি একটি কুসংস্কার মাত্র। এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না।

কোনো কোনো মানুষ তো এ-ও মনে করে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়ও গর্ভবতী নারী কিছু কাটাকাটি করলে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়। এ সবই কুসংস্কার।

একটি ভুল পদ্ধতি

সময় বিবেচনা ছাড়াই সুন্নতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া

ফজরের সুন্নত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ফজরের সুন্নত ছেড়ে দিয়ো না; যদিও শত্রুবাহিনী তোমাদেরকে তাড়া দেয়। –মুসনাদে আহমাদ ২/৪০৫, হাদীস ৯২৫৩

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। (এরপর তিনি পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে)–

...وَرَكَعَتَا الْفَجْرِ حَافِظُوْا عَلَيْهِمَا، فَإِنَّهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ.

তোমরা ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত)-এর ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান হও।

https://t.me/islaMic_fdf

কারণ তা ফযীলতপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৫৫৪৪

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও আবুদ দারদা রা.-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা ফজরের জামাত শুরু হয়ে গেলেও সুন্নত পড়ে নিতেন। (দ্র. শরহু মাআনিল আসার ১/৬১৯-৬২১)

সুতরাং ফজরের জামাত শুরু হয়ে গেলেও বারান্দায় বা জামাতের কাতার থেকে দূরে সরে খুঁটির আড়ালে সুন্নত পড়ে নেবে। তবে শর্ত হল, আগে নিশ্চিত হতে হবে, সুন্নত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাত পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছু মানুষকে দেখা যায়, কোনো বিবেচনা ছাড়াই সুন্নতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। কাউকে কাউকে তো এমনও দেখা যায়, দ্বিতীয় রাকাতের সূরা ফাতেহা শেষ হওয়ার পরও সুন্নতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। অথচ দ্বিতীয় রাকাতে সাধারণত একটু ছোট কেরাত পড়া হয়। ফলে দ্বিতীয় রাকাতও পাওয়া যায় না। এটি ঠিক নয়।

জামাত শুরু হওয়ার পর সুন্নতে দাঁড়ানোর জন্য আগে বিবেচনা করে নেবে- দ্বিতীয় রাকাত পাওয়া যাবে কি না। স্বাভাবিকভাবে যদি অনুমান করা না যায়- প্রথম রাকাত চলছে না দ্বিতীয় রাকাত, তাহলে ঘড়ির সাহায্য নেবে। কারণ, জামাত শুরু হওয়ার সময় দেখে বোঝা সম্ভব- এখন প্রথম রাকাত চলছে, না দ্বিতীয় রাকাত।

আর (নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী) যদি ফজরের সুন্নত আদায় করে দ্বিতীয় রাকাত পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সুন্নত না পড়ে জামাতে শরিক হয়ে যাবে এবং সূর্যোদয়ের পর এ সুন্নত আদায় করে নেবে। (দ্র. আলজামিউস সগীর ৯০; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৪০; ফাতহুল মুলহিম ৪/৮৯-৯২; ফয়যুল বারী ২/১৯৮)

উল্লেখ্য, যোহরের সুন্নতের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়- সময় বিবেচনা ছাড়াই সুন্নতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এটিও ঠিক নয়।

আর যোহরের সুন্নতের বিষয়টি ফজরের সুন্নতের চেয়ে ভিন্ন। এক্ষেত্রে জামাত দাঁড়িয়ে গেলে সুন্নতের নিয়ত করার অবকাশ নেই। এমনকি চার রাকাত সুন্নতের জন্য দাঁড়ানোর পর যদি দেখা যায় জামাত শুরু হয়ে গিয়েছে, তাহলে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে জামাতে শরিক হয়ে যাবে এবং ফরযের পর দুই রাকাত সুন্নত পড়ে তারপর আগের চার রাকাত সুন্নত পড়ে নেবে। # ডিসেম্বর '১৬ঈ.

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

যে যতবার লাব্বাইক বলেছে ততবার হজে যাবে

لَمَّا نَادٰى إِبْرَاهِيْمُ بِالْحَجِّ لَبّٰى الْخَلْقُ فَمَنْ لَبّٰى تَلْبِيَةً وَّاحِدَةً حَجَّ حَجَّةً وَّاحِدَةً وَمَنْ لَبّٰى مَرَّتَيْنِ حَجَّ حَجَّتَيْنِ...

'যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হজের আহ্বান করলেন, তখন সকল সৃষ্টি লাব্বাইক বলেছে। তো যে একবার লাব্বাইক বলেছে সে একবার হজ করবে, যে দুইবার বলেছে সে দুইবার... এভাবে যে যতবার লাব্বাইক বলেছে সে ততবার হজ করবে।'

বর্ণনাটি লোকমুখে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কোনো নির্ভরযোগ্য সনদে এটি বর্ণিত হয়নি।

ইবনে ইরাক রাহ. জাল বর্ণনা-বিষয়ক তাঁর কিতাব তানযীহুশ শরীয়াহ্য় (২/১৭৬) বলেন, এটি আহলে বাইতের নামে মুহাম্মাদ ইবনে আশ্‌আসের জালকৃত কিতাবের একটি বর্ণনা। এ বর্ণনাটি সে আলী রা.-এর নামে জাল করেছে।

আরো দ্রষ্টব্য, আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ, হজ অধ্যায় ১০৯; তাযকিরাতুল মাওযূআত ১/৭৩; আদ্দুররুল মানসূর, সুয়ূতী ৪/৩৮৮

একটি অলীক কাহিনী

স্ত্রীকে মাছ কাটতে দিয়ে গোসল করতে যায়...

লোকমুখে শোনা যায়– এক ব্যক্তি মেরাজের ঘটনা অস্বীকার করল। একদিন সে স্ত্রীকে মাছ কাটতে দিয়ে নদীতে গোসল করতে যায়। ডুব দিয়ে উঠে দেখে সে মহিলা হয়ে গেছে। সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল এক সওদাগর। সে তাকে দেখে বিয়ে করে। তাদের সন্তান-সন্ততি হয় এবং তারা বড় হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে একদিন সে নদীতে গোসল করতে যায়। ডুব দেওয়ার পর দেখে আবার সে আগের পুরুষ ব্যক্তি হয়ে গেছে। তখন সে বাড়িতে ফিরে দেখে তার স্ত্রী এখনো মাছ কাটছে। স্ত্রীকে সব ঘটনা খুলে বলে এবং তার ভুল বুঝতে পারে। এভাবে তার মেরাজের ঘটনা বুঝে আসে।

এটি একটি অলীক কাহিনী, যা আরেক অসার কথার ওপর ভিত্তি করে আবিষ্কার করা হয়েছে। তা হল, কিছু মানুষ মনে করে, মেরাজে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতাশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ

https://t.me/islaMic_fdf

মেরাজে তো নবীজী গিয়েছেন এক রাতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তখন সময় ও সৃষ্টিজগৎকে স্থির করে রেখেছেন। মাঝখান দিয়ে মেরাজে নবীজীর সাতাশ বছর সময় কেটে গেছে।

আবার এই সাতাশ বছর কেন্দ্রিক আরেক অলীক কাহিনীরও আবিষ্কার করা হয়েছে। সেটি হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় জিবরীল আমীন ও মালাকুল মাওত হাজির হল। তখন নবীজী মালাকুল মাওতকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এত তাড়াতাড়ি কেন এলেন? আল্লাহ তো আমাকে নব্বই বছর হায়াত দিয়েছিলেন। তখন জিবরীল আমীন বললেন, আপনার জীবনের সাতাশ বছর তো মেরাজের রাতেই অতিবাহিত হয়ে গেছে!

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি ভিত্তিহীন কথাকে প্রমাণ করার জন্য আরেকটি অলীক কাহিনীর আবিষ্কার করা হচ্ছে।

এ সব বর্ণনার কোনো ভিত্তি আমরা পাইনি। মেরাজের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতগুলোর কোথাও বলা হয়নি, মেরাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত সময় অতিবাহিত হয়েছিল। কুরআন মাজীদ এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে, এই ঘটনাটি রাতের কোনো একটি অংশে সংঘটিত হয়েছিল। তাতে পুরো রাত লেগেছিল, নাকি রাতের কিছু অংশ, না চোখের পলকেই ঘটে গিয়েছিল–তা সহীহ হাদীসে নেই। হাদীসে এই কথাও নেই, আল্লাহ তাআলা তখন সময় ও সৃষ্টিজগৎকে স্থির রেখেছিলেন কি না।

অতএব মেরাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার রহস্য ও তাৎপর্য আলোচনার সময় এসব অমূলক কথাবার্তার আশ্রয় নেওয়া খুবই নিন্দনীয় ও সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার আদেশ–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ.

'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না।' –সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৬

এরপরও শুধু অনুমান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে বলা বড়ই অন্যায়।

একটি মনগড়া রসম

দেনমোহরের ক্ষেত্রে জোড় সংখ্যা রাখা যাবে না, বেজোড় রাখতে হবে

কারো কারো ধারণা, জোড় সংখ্যায় দেনমোহর ধার্য করা ঠিক নয়, বেজোড়

https://t.me/islaMic_fdf

সংখ্যা হওয়া জরুরি। ফলে দেনমোহর ধার্য করার সময় দেখা যায়, যত টাকাই দেনমোহর ধরা হোক, সঙ্গে এক টাকা যোগ করে দেওয়া হয়– এক লাখ এক টাকা বা পাঁচ লাখ এক টাকা ইত্যাদি। এটি একটি মনগড়া রসম। এগুলো বিশ্বাস করা ঠিক নয়। # জানুয়ারি '১৭ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

দুই ব্যক্তির রূহ কবয করতে মালাকুল মাওতের কষ্ট হয়েছে

লোকমুখে প্রসিদ্ধ– আল্লাহ মালাকুল মাওতকে জিজ্ঞেস করলেন– হে মালাকুল মাওত, বনী আদমের রূহ কবয করতে কি তোমার কখনো কষ্ট হয়নি? মালাকুল মাওত উত্তরে বললেন– জী, দুই ব্যক্তির রূহ কবয করতে আমার কষ্ট হয়েছে। এক. একবার একটি জাহাজ ডুবে গেলে এক মহিলা কাঠখণ্ড ধরে সমুদ্রে ভাসছিল। এই অবস্থায় তার একটি ছেলে সন্তান প্রসব হয়। এমন সময় ওই মহিলার মৃত্যুর সময় চলে আসে। তো ওই সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর দিকে তাকিয়ে তার মায়ের জান কবয করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। দুই. শাদ্দাদের জান কবয করতে আমার কষ্ট হয়েছিল; যখন সে তার দুনিয়ার জান্নাত বানায় এবং সেখানে প্রবেশ করার মুহূর্তে এক পা ভেতরে দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গে আরেক পা বাইরে থাকা অবস্থায়ই তার মৃত্যুর পরোয়ানা চলে আসে আর আমি তার জান কবয করে নিই।

আল্লাহ বললেন, ওহে মালাকুল মাওত! সমুদ্রের মধ্যে যে শিশুর মায়ের জান কবয করতে তোমার কষ্ট হয়েছিল সে শিশুটিই ছিল শাদ্দাদ!

কেউ কেউ কিসসাটিকে এভাবেও বলে– (সংক্ষেপে) ...জনমানবশূন্য মরুভূমির মধ্যে সদ্যভূমিষ্ঠ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের জান কবয করতে... এবং এক অশীতিপর বৃদ্ধ কামারকে তার লাঠির নিচের অংশে লোহা লাগিয়ে দিতে বলছিল, যাতে লাঠিটি অনেক বছর টেকসই হয়। এই অবস্থায় বৃদ্ধের মৃত্যু চলে আসে আর আমি তার জান কবয করি। তো এ কথা শুনে আল্লাহ বলেন, ওই শিশু ও এই বৃদ্ধটি একই ব্যক্তি।

কেউ কেউ এভাবেও বলে, আল্লাহ মালাকুল মাওতকে জিজ্ঞেস করলেন, বনী আদমের রূহ কবয করতে তোমার কখনো কান্না আসেনি? মালাকুল মাওত উত্তরে বললেন, হে আমার রব! বনী আদমের রূহ কবয করতে গিয়ে আমি একবার কেঁদেছি, একবার হেসেছি এবং একবার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছি। ... জনমানবশূন্য মরুভূমিতে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর মায়ের জান কবয করতে গিয়ে

https://t.me/islaMic_fdf

শিশুটির কান্না ও অসহায়ত্ব দেখে কেঁদেছি। আর ভয় পেয়েছি এক আলেমের জান কবয করতে গিয়ে। আমি যখন তার জান কবয করতে যাই তো তার কামরা থেকে এক নূর বের হয়, তা দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই। আল্লাহ বললেন, ওই আলেমই হল মরুভূমির ওই শিশু; তাকে আমি লালন-পালন করেছি।

(মালাকুল মাওত বলেন) আরেক ব্যক্তি মুচির কাছে জুতা দিয়ে বলল, এটা এমনভাবে সেলাই করে দাও, যাতে এক বছর পরতে পারি। সে ওই জুতা পায়ে দেওয়ার আগেই তার জান কবয করেছি আর হেসেছি– কয়েক মুহূর্ত তার হায়াত নেই আর সে এক বছরের জন্য জুতা ঠিক করছে।

যাহোক, এগুলো সবই ভিত্তিহীন কিসসা-কাহিনী। কোনো নির্ভরযোগ্য সনদে তা বর্ণিত হয়নি।

ইতঃপূর্বে এক সংখ্যায় আমরা শাদ্দাদের বেহেশতকেন্দ্রিক কিসসা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম– শাদ্দাদের বেহেশতের কাহিনীর কোনো ভিত্তি নেই, এর কোনো অস্তিত্ব নেই। (আলইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর ২৮২-২৮৪)। তেমনি এই ঘটনায়ও আমরা শাদ্দাদের বেহেশতের আলোচনা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং তা কখনোই সত্য হতে পারে না।

এ ছাড়াও এ ঘটনায় আমরা আরেকটি বিষয় দেখতে পাচ্ছি, শাদ্দাদের মতো নাফরমানের জান কবয করতে মালাকুল মাওতের কষ্ট হচ্ছে; সে তার আল্লাহদ্রোহিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে চাচ্ছে এবং আল্লাহদ্রোহিতায় লিপ্ত রয়েছে অথচ মালাকুল মাওত তার জান কবয করতে কষ্ট পাচ্ছেন। এটি এ ঘটনা বাতিল হওয়ার আরেকটি প্রমাণ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এজাতীয় অলীক কিসসা-কাহিনী বলা ও বিশ্বাস করা থেকে হেফাযত করুন।

একটি ভুল মাসআলা

নামাযের সময় নারীদের একটি চুল বেরিয়ে থাকলেও কি নামায হবে না!

কিছু কিছু মানুষের ধারণা, নামায অবস্থায় যদি কোনো নারীর একটি চুল বের হয়ে থাকে তাহলেও নামায হবে না। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়।

নামাযে নারীদের এক-দুইটি চুল বের হয়ে গেলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা সতরের ক্ষেত্রে নারীদের মাথার সমস্ত চুল এক অঙ্গ হিসেবে গণ্য। সুতরাং মাথার সমস্ত চুলের এক চতুর্থাংশ বা তার বেশি যদি তিনবার 'সুবহানা

https://t.me/islaMic_fdf

রাব্বিয়াল আযীম' বলা পরিমাণ বের হয়ে থাকে তাহলে নামায ফাসেদ হবে, অন্যথায় নয়।

উল্লেখ্য, নামায পড়তে হবে সমস্ত মাথা ঢেকে পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে; যেন চুলের কোনো অংশ বের না হয়ে যায়। -ফাতাওয়া শামী ১/৪০৯; ফাতহুল কাদীর ১/২২৬

একটি ভুল কথা

কোনো নারী নাক কান না ফোঁড়ালে কিয়ামতের দিন লোহা দিয়ে তা ছিদ্র করে দেওয়া হবে

কোনো কোনো এলাকার নারীদের মাঝে একথা প্রচলিত রয়েছে- কোনো নারী যদি নাক-কান না ফোঁড়ায় তাহলে কিয়ামতের দিন তার নাক-কান আগুনের লোহা দিয়ে ছিদ্র করা হবে।

কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অলংকার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নারীদের নাক-কান ফোঁড়ানো জায়েয। কিন্তু এটি শরীয়তের কোনো জরুরি হুকুম নয়। কোনো নারী নাক-কান না ফোঁড়ালে তার কোনো গোনাহ হবে না এবং এ কারণে আখেরাতে তাকে শাস্তিও পেতে হবে না। # ফেব্রুয়ারি '১৭ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কথা

এক নামের সবাইকে মাফ করে দেওয়া হবে

আমরা কোনো নবীর নামে বা কোনো সাহাবী কিংবা উম্মাহ্র কোনো বড় আলেম-মনীষীর নামে সন্তানের নাম রাখি। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সন্তানের নাম রেখেছিলেন মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নামানুসারে।

কিন্তু কিছু মানুষের মাঝে একথা প্রচলিত রয়েছে, নিজ সন্তানের নাম যদি কোনো নবী বা কোনো বুযুর্গের নামে রাখা হয়, তাহলে কিয়ামতের দিন যখন ওই নবী বা বুযুর্গের নাম ঘোষণা করা হবে তো ওই নামের যত মানুষ আছে সবাই দাঁড়িয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা ওই নামের ওসিলায় সবাইকে মাফ করে দেবেন।

এটি একটি কল্পনাপ্রসূত কথা, যার কোনো ভিত্তি নেই। পাশাপাশি তা শরীয়তের মেযাজেরও খেলাফ কথা। প্রতিটি ব্যক্তির ঈমান-আমল অনুসারে তার ফয়সালা হবে। নামের কারণে কাউকে মাফ করে দেওয়া হবে-এমনটি

https://t.me/islaMic_fdf

ভাববার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই।

তবে নাম অবশ্যই ইসলামসম্মত ও সুন্দর অর্থবোধক হতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে–

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

'নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামসহ ডাকা হবে; সুতরাং তোমরা সন্তানদের সুন্দর নাম রেখো। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৪৮

প্রসঙ্গত জেনে নিই, সুন্দর অর্থবহ যেকোনো ইসলামসম্মত নাম রাখাই বৈধ। তবে নাম রাখার ক্ষেত্রে প্রাধান্যের পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ :

১. আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম। হাদীস শরীফে এসেছে–

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ.

'আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮৩৩

(মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে– আমাতুল্লাহ, আমাতুর রহমান।)

২. যে নামের মাঝে আবদিয়্যাত তথা আল্লাহ তাআলার দাসত্বের অর্থ পাওয়া যায় যেমন– আব্দুল আযীয, আব্দুর রহীম, আব্দুস সালাম ইত্যাদি; (মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে– আমাতুল আযীয, আমাতুর রহীম, আমাতুস সালাম ইত্যাদি।)

৩. নবী-রাসূলগণের নামানুসারে নাম রাখা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান ইবরাহীম জন্ম নেওয়ার পর নবীজী বললেন–

وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ.

'আজ রাতে আল্লাহ আমাকে একটি ছেলে সন্তান দান করেছেন। আমি পিতা ইবরাহী আলাইহিস সালামের নামানুসারে তার নাম রেখেছি– ইবরাহীম।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১৫

৪. আল্লাহ্র যে কোনো নেক বান্দার নামানুসারে নাম রাখা; এক্ষেত্রে নবীজীর প্রিয় সাহাবীগণের নাম সবার আগে।

৫. ইসলামসম্মত সুন্দর অর্থবোধক যেকোনো নাম।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবনের সকল বিষয়ে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করুন– আমীন।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি অনুচিত কাজ

মাসবুক মুসল্লীর দিকে মুখ করে দ্রুত নামায শেষ করার তাগাদা দেওয়া

অনেক মানুষকে দেখা যায়, তার পেছনের মাসবুক মুসল্লীগণের কারণে যদি উঠে আসার সুযোগ না থাকে আর সে উঠে আসতে চায়, তাহলে দাঁড়িয়ে বা বসে মাসবুক মুসল্লীদের দিকে মুখ করে থাকে বা তাকিয়ে থাকে। এটি একটি অনুচিত কাজ। এর দ্বারা মুসল্লীর নামাযের মনোযোগ নষ্ট হয়।

মাসবুক মুসল্লীর নামায শেষ হতে কেবলমাত্র দুই/তিন মিনিট সময় লাগে। তা খুব বেশি সময় নয়। এটি একটি মনস্তাত্বিক বিষয়মাত্র- জামাত শেষ হয়ে গিয়েছে, আমাকে এখনই মসজিদ থেকে বের হতে হবে। অথচ নামায শেষে ওযুসহ নামাযের স্থানে বসে থাকা অনেক ফযীলতের বিষয়; ফেরেশতাদের দুআ পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلٰى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ.

'যে ব্যক্তি নামাযের পর যে স্থানে নামায পড়েছে ওযুসহ সেখানে বসে থাকে তার জন্য ফেরেশতা দুআ করতে থাকে, যতক্ষণ সে ওযু অবস্থায় থাকে। ফেরেশতারা বলে– হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, তার প্রতি রহম কর।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৪৫

হাঁ, উঠে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হলে সুতরা ব্যবহার করি। তা যদি না পাই তো একটু সবর করি। বসে তাসবীহ-তাহলীল পড়তে থাকি। আর ফেরেশতাদের দুআ তো পাচ্ছিই।

একটি ভুল মাসআলা

কুরআন তেলাওয়াত বা অন্য আমলের নিয়তে ওযু করলে কি সে ওযু দিয়ে নামায পড়া যাবে না?

কোনো কোনো মানুষকে বলতে শোনা যায়– কুরআন তেলাওয়াতের জন্য ওযু করলে সে ওযু দিয়ে নামায পড়া যাবে না! এটি একটি ভুল মাসআলা।

কুরআন তেলাওয়াতের জন্য ওযু করলে সে ওযু দিয়ে নামায পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি যে কোনো নিয়তে কিংবা কোনো আমলের নিয়ত ছাড়া ওযু করলেও সে ওযু দিয়ে নামায আদায় করা যাবে। উল্লেখ্য, ওযুতে নিয়ত করা সুন্নত। # মার্চ '১৭ঈ.

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল আমল
সেজদার আয়াত বাদ দিয়ে তেলাওয়াত করা

কোনো কোনো মানুষকে দেখা যায়, তেলাওয়াতের সময় সেজদার আয়াত এলে তা বাদ দিয়ে তেলাওয়াত করে; যাতে তেলাওয়াতের সেজদা করতে না হয়। এটি একটি ভুল পদ্ধতি। তা ছাড়া তেলাওয়াতের মাঝে এভাবে আয়াত বাদ দিয়ে পড়া কুরআনের আদব পরিপন্থী। আল্লাহ্র কালাম ধারাবাহিকভাবেই পড়ে যাওয়া কর্তব্য।

সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার সঙ্গে সঙ্গে যদি সেজদা করা না যায়, পরেও তা আদায় করা যাবে। সেজন্য সেজদার আয়াত বাদ দেবে না। এটা কোনোভাবেই ঠিক হবে না। –বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৪৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/১২৪

একটি মনগড়া রসম
কাফনের ওপর ইয়াসীন, কালেমা ও মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর লিখে দেওয়া

কোনো কোনো এলাকায় এই প্রচলন রয়েছে– মাইয়েতের কাফনের ওপর সূরা ইয়াসীন, কালেমা ও মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর লিখে দেওয়া হয়। এটি সম্পূর্ণ মনগড়া রসম ও বিদআত।

মৃতের শরীরে বা কাফনে কুরআনের আয়াত, কালেমা, সওয়াল-জওয়াব ইত্যাদি লেখার কথা কুরআন হাদীসের কোথাও নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা-তাবেয়ীন কোনো যুগেই এমন কিছুর প্রচলন ছিল না। এর দ্বারা মৃতের কোনো উপকার হয় না। সুতরাং এ মনগড়া রসম ও বিদআত অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

তা ছাড়া কাফনে ইয়াসীন, কালেমা ইত্যাদি লেখা হলে লাশ যখন গলে যাবে তখন কাফনের লেখা নাপাক-মিশ্রিত হয়ে যাবে এবং এগুলোর অসম্মানী হবে। সুতরাং এটি করা যাবে না।

আর মনে রাখা চাই, কবরের সওয়াল-জওয়াব কাফনে লেখা বা মুখস্থ করার বিষয় নয়। এটি আমলের বিষয়; দ্বীন অনুযায়ী চলার মাধ্যমে, আল্লাহ্র হুকুম যথাযথ পালনের মাধ্যমে, রাসূলের সুন্নত অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে কবরের জবাবের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। কবরের আযাব থেকে বাঁচার এবং আখেরাতে নাজাত পাওয়ার জন্য যা করা দরকার তা না করে এসব অর্থহীন রসম-রেওয়াজের পেছনে পড়া আর মনে করা, আল্লাহ এর মাধ্যমে নাজাত

https://t.me/islaMic_fdf

দেবেন– মূর্খতা বৈ কিছুই নয়, যা দ্বীন সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফল। হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللهِ.

'বিচক্ষণ ওই ব্যক্তি, যে নিজের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে। পক্ষান্তরে অক্ষম ওই ব্যক্তি, যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুগামী করে আর আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অলীক আশা পোষণ করে।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৫৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪২৬০

একটি দরূদ ও ভিত্তিহীন ফযীলত

দরূদে মাহি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، خَيْرِ الْخَلَائِقِ وَأَفْضَلِ الْبَشَرِ، وَشَفِيْعِ الْأُمَمِ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ.

দরূদে মাহি অর্থাৎ মাছের দরূদ। এটি হাদীসে বর্ণিত দরূদ নয়। হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থে তা পাওয়া যায় না। অনির্ভরযোগ্য কিছু ওযিফার বইয়ে তা পাওয়া যায়। সেখানে নবীজীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে যে ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট।

এ দরূদকেন্দ্রিক যে কিসসা বলা হয় তা নিম্নরূপ–

এক ব্যক্তি নদীর পাড়ে বসে এ দরূদটি পাঠ করত। একটি রুগ্ণ মাছ তা শুনে মুখস্থ করে ফেলে এবং পড়তে থাকে। ফলে সে সুস্থ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এক ব্যক্তির জালে ধরা পড়ে। সেটিকে কাটতে চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কাটা যায় না। তেলে ভাজতে চেষ্টা করা হয়, তাও সম্ভব হয় না। লোকটি মাছটিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসে এবং ঘটনা খুলে বলে। তখন আল্লাহ মাছের জবান খুলে দেন। সে কারণ বলে দেয়। এ শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.-কে দরূদটি লিখে রাখার নির্দেশ দেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাহোক, এ দরূদ যেমন হাদীসে নেই, তেমনি এ কেন্দ্রিক কিসসাটিও বানোয়াট ও জাল।

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

একটি নামের ভুল উচ্চারণ
ফাতেমাতুয যুহরা

'যাহ্‌রা' (اَلزَّهْرَاءُ) নবীকন্যা ফাতেমা রা.-এর উপাধি হিসেবে প্রসিদ্ধ। সে হিসেবে এ উপাধিসহ তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয় এভাবে− ফাতেমাতুয যাহ্‌রা। যাহ্‌রা অর্থ উজ্জ্বল, ফর্সা, উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, লাবণ্যময়ী ইত্যাদি। তারিখ ও তারাজিমের (ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ) বিভিন্ন কিতাবে ফাতেমা রা.-এর নামের পাশাপাশি তাঁর এই লকব (উপাধি) উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু কিছু মানুষ এটি উচ্চারণ করে এভাবে− ফাতেমাতুয যুহ্‌রা। যাহ্‌রা (اَلزَّهْرَاءُ) শব্দের 'زَ'-এ যবরের স্থলে পেশ দিয়ে। এটি ভুল উচ্চারণ। সঠিক উচ্চারণ, যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যাহ্‌রা (اَلزَّهْرَاءُ), যুহ্‌রা নয়। # এপ্রিল '১৭ঈ.

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা
ওযুর পর সূরা কদ্‌র পাঠ করা এবং তার ফযীলত

লোকমুখে প্রসিদ্ধ, যে ব্যক্তি ওযুর পর একবার সূরা কদ্‌র পাঠ করবে তাকে আল্লাহ সিদ্দীকগণের অন্তর্ভুক্ত করবেন। যে দুইবার পাঠ করবে তাকে শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত করবেন। যে তিনবার পাঠ করবে তার হাশর হবে নবীগণের সঙ্গে।

আবার এভাবেও বলতে শোনা যায়, যে একবার পাঠ করবে তাকে রাতের ইবাদত ও দিনের রোযাসহ পঞ্চাশ বছর আমলের সওয়াব দেওয়া হবে। যে দুইবার পাঠ করবে তাকে আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও মূসা আলাইহিস সালামের সমপরিমাণ সওয়াব দান করবেন। আর যে তিনবার পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে বিনা হিসাবে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।

এটি একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা। কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা পাওয়া যায় না। ইমাম সাখাবী রাহ. বলেন−

قِرَاءَةُ سُوْرَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَقِبَ الْوُضُوْءِ لَا أَصْلَ لَهُ.

'ওযুর পর সূরা কদ্‌র পাঠ করা-বিষয়ক বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই।' −আলমাকাসিদুল হাসানা ৪৯৬, ১১৬২ নং বর্ণনার অধীনে; আলজাদ্দুল হাছীছ ফী

https://t.me/islaMic_fdf

বায়ানি মা লাইসা বি-হাদীস, বর্ণনা ৫৩০

সুতরাং উপরিউক্ত আমল ও তার ফযীলত ভিত্তিহীন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা প্রমাণিত নয়। এটিকে ওযুর পরের আমল হিসেবে প্রচার করা বৈধ হবে না। তা ছাড়া ওযুর পরে পড়ার জন্য বেশ কিছু ফযীলতপূর্ণ সহীহ দুআ রয়েছে। আমরা সেগুলো অনুযায়ীই আমল করব। সহীহ দুআসমূহ থেকে কয়েকটি নিচে দেওয়া হল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযু করে এই দুআ পড়বে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৪

বিশিষ্ট তাবেয়ী সালিম ইবনে আবিল জা'দ রাহ. বলেন, আলী রা. বলেছেন, কেউ যখন ওযু করে তখন (ওযুর পরে) যেন বলে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

–মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, বর্ণনা ৭৩১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, বর্ণনা ২০

এ ছাড়াও ওযুর পরের আরো কিছু সহীহ দুআ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ভিত্তিহীন বিষয়ের পেছনে না ছুটে আমরা সহীহ দুআগুলোর ওপর আমল করতে পারি।

একটি বানোয়াট কিসসা

কা'বা ঘর নির্মাণের পর বেঁচে যাওয়া বালু/পাথর যেখানে পড়েছে সেখানে মসজিদ হবে

কোনো কোনো মানুষকে বলতে শোনা যায়, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা ঘর নির্মাণের পর কিছু বালু বেঁচে যায়। (কেউ কেউ বলে, পাথর বেঁচে যায়) তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন, তুমি একটি পাহাড়ে উঠে এ

https://t.me/islaMic_fdf

বালু/পাথর ছিটিয়ে দাও। তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাই করলেন এবং আল্লাহ্র কুদরতে সেগুলো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবীর যে যে স্থানে এই বালুকণা পড়েছে কিয়ামতের আগেই একদিন না একদিন সেখানে মসজিদ হবে।

এটি একটি বানোয়াট কিসসা। এর কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই।

একটি ভুল মাসআলা

কেরোসিন তেল কি নাপাক?

কেরোসিন তেল একটি খনিজ পদার্থ এবং তা বেশ দুর্গন্ধযুক্ত। আর দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তা মসজিদে নেওয়া মাকরূহ। একান্ত প্রয়োজনে মসজিদে তা ব্যবহার করতে হলে খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন মসজিদের ফ্লোরে বা জায়নামাযে না পড়ে। তেমনি দুর্গন্ধের কারণে কাপড়ে লাগলে সেই কাপড়ে নামায পড়াও অনুত্তম। এ থেকে হয়ত অনেক মানুষ মনে করেন, কেরোসিন তেল নাপাক।

তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কেরোসিন তেল নাপাক নয়। কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে একান্ত ওজর ছাড়া তা মসজিদে নেওয়া মাকরূহ; নাপাক হওয়ার কারণে নয়। যেমনটি অনেকে মনে করেন। (ফাতাওয়া উসমানী ১/৩৫১) # মে-জুন '১৭ঈ.

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

হে আলী! পাঁচটি কাজ না করে ঘুমাবে না...

লোকমুখে প্রসিদ্ধ, আলী রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– হে আলী, তুমি পাঁচটি কাজ না করে ঘুমাবে না। কাজ পাঁচটি হল :

১. চার হাজার দিনার সদকা দিয়ে ঘুমাবে।

২. এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করে ঘুমাবে।

৩. জান্নাতের মূল্য দিয়ে ঘুমাবে।

৪. দুই ব্যক্তির মাঝের বিবাদ মিটিয়ে ঘুমাবে।

৫. একটি হজ আদায় করে ঘুমাবে।

এ কথা শুনে আলী রা. বললেন– আল্লাহ্র রাসূল! এ তো আমার জন্য দুঃসাধ্য কাজ। আমি কীভাবে এগুলো করব?

https://t.me/islaMic_fdf

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

(১) ঘুমের সময় চারবার সূরা ফাতেহা পাঠ করলে তোমার আমলনামায় চার হাজার দিনার সদকা করার সওয়াব লেখা হবে।

(২) তিনবার কুল্‌হুওয়াল্লাহ সূরা পড়লে তোমার আমলনামায় এক খতম কুরআন পড়ার সওয়াব লেখা হবে।

(৩) তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করলে জান্নাতের মূল্য আদায় হয়ে যাবে।

(৪) দশবার ইস্তেগফার পড়লে বিবাদ মেটানোর সওয়াব লাভ হবে।

(৫) চারবার কালেমায়ে তামজীদ পাঠ করলে এক হজের সওয়াব পাওয়া যাবে।

এ কথা শুনে আলী রা. বললেন– আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি প্রতিদিনই এই আমল করে ঘুমাব ইনশাআল্লাহ!

এ কথাগুলো আমাদের দেশে চাররঙা পোস্টার আকারে পাওয়া যায়। কোনো কোনো বাড়ির দেওয়ালেও লাগানো দেখা যায়।

এটি একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা। হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে এ বর্ণনা নেই। এটি আরব-অনারব সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এর দালিলিক কোনো ভিত্তি নেই। এ ধরনের ভিত্তিহীন বর্ণনা প্রচার করা গোনাহের কাজ। এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

তবে এর মধ্যে ২য় নম্বর অর্থাৎ তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম (বা বলি পূর্ণ) কুরআন তেলাওয়াত পরিমাণ সওয়াব লাভ হবে–একথা একাধিক সহীহ হাদীস থেকে বুঝে আসে। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِيْ لَيْلَةٍ؟ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا: أَيُّنَا يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: اَللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

'তোমাদের প্রত্যেকেই কি প্রতি রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করতে পারে না?

বিষয়টি সাহাবীদের কাছে কঠিন মনে হয়েছে। তাই তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে আছে, যে তা পারবে?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (আমলটি সহজ। কেননা) সূরা ইখলাসই কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১০৫৩

https://t.me/islaMic_fdf

এ হাদীস থেকে এ কথা তো স্পষ্ট যে, সূরা ইখলাস একবার পাঠ করলে কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করার সওয়াব হবে। এ থেকে কোনো কোনো আলেম বুঝেছেন, সূরা ইখলাস তিনবার পাঠ করলে এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব লাভ হবে। তবে এর এমন অর্থও হতে পারে যে, তিনবার পড়ার মাধ্যমে কুরআন কারীমের এক তৃতীয়াংশ তিনবার পড়ার সওয়াব হবে। এ অর্থ হলে তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করার দ্বারা এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব হবে–এ কথা বলা যাবে না। দেখুন, ফাতহুল বারী ৮/৬৭৯

এ ছাড়া বাকি চারটির যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস, দরূদ শরীফ, ইস্তেগফার ইত্যাদির ফযীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেসব ফযীলতই মানুষের মাঝে প্রচার করা উচিত।

আরেকটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

কিয়ামতের দিন মসজিদসমূহ বগির মতো কা'বার সঙ্গে...

কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে মসজিদগুলো ধ্বংস হবে না। সেগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত হবে।

কোনো কোনো মানুষ আরেকটু বৃদ্ধি করে এভাবেও বলে, ... মসজিদগুলো ধ্বংস হবে না; বরং ট্রেনের বগির মতো একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কা'বার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে।

এটি একটি জাল বর্ণনা, যা আসরাম ইবনে হাওশাব কর্তৃক জালকৃত। ইবনুল জাওযী রাহ. তাঁর মাওযূআত কিতাবে বলেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ ، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ أَصْرَمُ.

এটি একটি জাল বর্ণনা, যা আসরাম কর্তৃক জালকৃত। –কিতাবুল মাওযূআত ২/৯৪

জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ., ইবনে ইরাক রাহ., শাওকানী রাহ., মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী রাহ. প্রমুখ হাদীস বিশারদ উলামায়ে কেরামও এটাকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। –আললাআলিল মাসনূআহ ২/১৬; তানযীহুশ শারীআহ ২/৭৯; আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ ২৩; তাযকিরাতুল মাওযূআত ৩৭

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

মুসাফাহার ভিত্তিহীন ফযীলত
কেউ যদি দিনে পঁচিশ জনের সঙ্গে মুসাফাহা করে আর সেদিন মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

কিছু কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়, কেউ যদি দিনে পঁচিশ জনের সঙ্গে মুসাফাহা করে আর সেদিন মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনায় তা পাওয়া যায় না। এটি আসলে একটি মনগড়া কথা। এগুলো বলা থেকে আমরা বিরত থাকব। সহীহ হাদীসে মুসাফাহার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, আমরা সেগুলোই বলব।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

'দুজন মুসলিম যখন সাক্ষাৎ করে এবং মুসাফাহা করে তখন তারা পৃথক হওয়ার আগেই তাদেরকে মাফ করে দেওয়া হয়।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭২৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫২১২

আরেক হাদীসে এসেছে–

'এক মুমিন যখন আরেক মুমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সালাম দেয় এবং মুসাফাহা করে তখন তাদের গোনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে যেভাবে (শীতকালে) গাছের পাতা ঝরে পড়ে।' –আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ২৪৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১২৭৬৬

সুতরাং আমরা মুসাফাহা বিষয়ে এসব সহীহ হাদীস বলব এবং ভিত্তিহীন কথা বলা থেকে বিরত থাকব। # জুলাই '১৭ঈ.

একটি বানোয়াট কিসসা
আওজ ইবনে উনুক, নূহ আলাইহিস সালাম এবং বিসমিল্লাহ্র ঘটনা

বিসমিল্লাহ্র বরকত বিষয়ে মানুষের মুখে একটি কিসসা শোনা যায়–

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের জমানায় এক লোক ছিল। সে এত লম্বা ছিল, সাগরের তলদেশ থেকে মাছ ধরে সূর্যের কাছে নিয়ে সেদ্ধ করে খেত। আবার সে ছিল অনেক মোটা, কখনো পেট ভরে খেতে পারত না।

কিশতি বানানোর সময় নূহ আলাইহিস সালাম তাকে গাছ এনে দিতে বললেন। তখন সে কিছু শর্ত দিল–

https://t.me/islaMic_fdf

১. পেট ভরে খেতে দিতে হবে।

২. মন ভরে গোসল করতে দিতে হবে ইত্যাদি।

নূহ আলাইহিস সালাম তার শর্ত মেনে নিলেন। সে দুই হাতে অনেক বড় বড় দুটি গাছ এনে দিল। তা দিয়ে নূহ আলাইহিস সালাম কিশতি বানালেন। তখন সে বলল, আমার শর্ত পূরণ করুন। নূহ আলাইহিস সালাম তাকে দুইটি রুটি দিয়ে বললেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে খাও। সে বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করল। দেড়টা রুটি খেয়েই তার পেট ভরে গেল। সে আর খেতে পারল না। তারপর হাঁটু পানি দেখিয়ে বললেন, যাও বিসমিল্লাহ বলে এখানে গোসল করতে নামো। সে বিসমিল্লাহ বলে পানিতে নামতেই তার পুরো শরীর পানিতে ডুবে গেল।

এটি একটি অলীক কাহিনী, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। না এমন কোনো ব্যক্তির বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব ছিল, না এ ধরনের কিসসার সঙ্গে নূহ আলাইহিস সালামের বা 'বিসমিল্লাহ'-এর ফযীলতের কোনো সম্পর্ক রয়েছে।

উল্লিখিত বিশালদেহী লোকটি আওজ ইবনে উনুক নামে প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ 'উস পালোয়ান' বলে। তাকে কেন্দ্র করে লোকমুখে অনেক কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। সে নাকি তিন হাজার তিন শ তেত্রিশ হাত লম্বা ছিল। নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবন নাকি তার হাঁটু পর্যন্তও পৌঁছয়নি। সে সমুদ্রের তলদেশ থেকে বিশাল বিশাল মাছ ধরে সূর্যের কাছে নিয়ে সেদ্ধ করে খেত।

আবার কেউ কেউ বলে, সে মূসা আলাইহিস সালামের জমানা পর্যন্ত হায়াত পেয়েছে। যাকেই মূসা আলাইহিস সালাম তার কাছে দাওয়াত দিয়ে পাঠাতেন তাকেই ধরে পকেটে ভরে রাখত। একবার মূসা আলাইহিস সালাম তার ওপর রুষ্ট হলেন। মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন দশ হাত লম্বা। তাঁর লাঠি ছিল দশ হাত। তিনি লাফ দিতে পারতেন দশ হাত। তো তিনি লাফ দিয়ে নিজ লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন। তা গিয়ে লাগল তার হাঁটুতে। এর ফলে সেখান থেকে পচন ধরল এবং এক পর্যায়ে সে মারা গেল ইত্যাদি।

আওজ ইবনে উনুক কেন্দ্রিক সব কিসসাই অলীক ও ভিত্তিহীন। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এগুলোকে ভিত্তিহীন বলেছেন। ইবনে কাসীর রাহ. এগুলো উল্লেখ করার পর বলেন—

وَهٰذَا كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ.

'এগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা।' —তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে সূরা মায়েদা, আয়াত ২০-২৬ দ্রষ্টব্য

https://t.me/islaMic_fdf

ইবনুল কায়্যিম রাহ. 'আলমানারুল মুনীফ' কিতাবে মূলনীতি আলোচনা করেন, কিছু বর্ণনা আছে, যেগুলোর ভিত্তিহীন হওয়ার ওপর স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান। এর উদাহরণ হিসেবে তিনি আওজ ইবনে উনুকের বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন। –আলমানারুল মুনীফ ৭৬; আরো দ্রষ্টব্য, কাশফুল খাফা ২/৫১০; আলআসরারুল মারফূআহ ফিল আখবারিল মাওযূআহ ৪৪৭; আসনাল মাতালিব ৩৫২; আলইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল-মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর ১৮৬

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

যৌবনে ইবাদতের সওয়াব জিবরীল আ. গুনে শেষ করতে পারেন না!

লোকমুখে প্রসিদ্ধ– জিবরীল আ. বলেছেন, পৃথিবীতে বৃষ্টি হলে কত ফোঁটা পানি পড়ে, আমি তা গুনতে পারি, কিন্তু যৌবনের ইবাদতের সওয়াব গুনে শেষ করতে পারি না।

যৌবনে ইবাদতের ফযীলত হিসেবে অনেকে উক্ত কথাটি হাদীস হিসেবে বলে থাকেন। কিন্তু কথাটি হাদীস নয়; হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

যৌবনের ইবাদত আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক প্রিয়। এর ফযীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে তাঁর (আরশের) ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। ...(তার মধ্যে) ওই যুবক, যার যৌবন অতিবাহিত হয় আল্লাহ্র ইবাদতে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩১

এ ছাড়াও যৌবনের ইবাদত বিষয়ে আরো সহীহ হাদীস রয়েছে। আমরা সেগুলোই বলব; ভিত্তিহীন কোনো কথা বলব না।

একটি অসচেতনতা

কোনো মজমা থেকে বের হওয়ার সময় অন্যের জুতা-সেন্ডেল মাড়ানো

কিছু মানুষকে দেখা যায়, কোনো মজমা থেকে বের হওয়ার সময়, বিশেষ করে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বা প্রবেশের সময় নিজের জুতা দিয়ে অন্যের জুতা মাড়িয়ে চলে যায়। ফলে অন্যের জুতায় কাদা-মাটি লেগে যায়। তিনি কষ্ট পান।

এ কাজটি যে ঠিক নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, এ বিষয়টি যখন

https://t.me/islaMic_fdf

আমার সঙ্গে ঘটে তখন আমি কষ্ট পাই এবং খুব সহজে বুঝতে পারি–এ কাজটি ঠিক নয়। অথচ একটু সচেতন হলেই এ থেকে বাঁচতে পারি।

অন্যকে কষ্ট দেওয়া হারাম। একথা কে না জানে। এখন এটি যদি হয় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল নামায আদায় করতে গিয়ে!

দেখুন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না এর গন্ধ দূর করা হয়, তেমনি অন্যের কাঁধ ডিঙিয়ে সামনের কাতারে যেতে নিষেধ করেছেন। এ সবই অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে।

উল্লেখ্য, মুসল্লীদের উচিত সিঁড়ির কোনো স্থান খালি রেখে জুতা খোলা, যাতে অন্য ভাই সিঁড়ির কাছে জুতা খুলে ভেতরে নিতে পারেন। হাঁ, অন্যদের জুতার কারণে যদি এ সুযোগ না থাকে তখন দূরে জুতা খুলে হাতে নিয়ে নেওয়া উচিত। তাহলে অন্যের জুতার ওপর দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হলেও অন্তত কাদা-মাটি লাগবে না।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন– আমীন। # আগস্ট '১৭ঈ.

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

জুমাবার হজ হলে সত্তর হজের সওয়াব

ইয়াওমে আরাফা অর্থাৎ হজ যদি জুমার দিন হয় তাহলে উক্ত হজ সত্তর বা বাহাত্তর হজের চেয়েও বেশি ফযীলত রাখে।

কোনো কোনো মানুষকে এটি হাদীস হিসেবে বলতে শোনা যায়। কিন্তু এটি হাদীস নয়। কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা পাওয়া যায় না।

ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন, এটি একটি বাতিল কথা, এর কোনো ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা-তাবেয়ীন কারো থেকেই এ ধরনের কথা প্রমাণিত নেই। –যাদুল মাআদ ১/৬৫; আরো দ্রষ্টব্য, আদ্দুররুল মুখতার, ২/৬২১; ফয়যুল কাদীর ২/২৮, বর্ণনা ১২৪২

তেমনিভাবে জুমাবার হজ হলে কোনো কোনো মানুষ এটিকে 'আকবরি হজ'ও বলে থাকে–এটিও একটি ভিত্তিহীন কথা, যে বিষয়ে আলকাউসারের এ বিভাগেই ইতঃপূর্বে (রবিউল আউয়াল ১৪২৮হি./এপ্রিল ২০০৭ঈ.) লেখা হয়েছে।

তবে এটা ঠিক, জুমার দিনে হজ হলে সেখানে একদিকে আরাফার দিনের

https://t.me/islaMic_fdf

ফযীলত এবং অন্যদিকে জুমার দিনের ফযীলত একত্র হয় এবং এজন্য এর একটি বিশেষ গুরুত্বও রয়েছে। তবে এর সঙ্গে উপরিউক্ত বর্ণনা ও বক্তব্যের কোনো সম্পর্ক নেই, সেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ।

একটি ভুল ধারণা

মেহরাব কি মসজিদের অংশ নয়?

কিছু কিছু মানুষের ধারণা, মেহরাব মসজিদের অংশ নয়। ফলে তারা বলে থাকে, ইতেকাফকারী মসজিদের মেহরাবে যেতে পারবে না। গেলে ইতেকাফ ভেঙে যাবে।

তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। বর্তমান সময়ের মেহরাব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইতেকাফকারী মেহরাবে যেতে পারবে। এ কারণে ইতেকাফ নষ্ট হবে না। –শরহুল মুনইয়া ৩৬১; আলবাহরুর রায়েক ২/২৬; রদ্দুল মুহতার ১/৬৪৬

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

মায়ের অসন্তুষ্টির কারণে মৃত্যুশয্যায় যুবকের কালেমা বলতে না পারা

মা-বাবার অবাধ্যতার বিষয়ে অনেক মানুষকেই নিচের কাহিনীটি বলতে শোনা যায়–

এক যুবকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। নবীজীকে খবর দেওয়া হল। তিনি তার কাছে গেলেন। বললেন, বৎস! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল। সে বলল, আমি বলতে পারছি না। (আমার মুখ দিয়ে কালেমা বের হচ্ছে না)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিন্তু কেন? (কী কারণে তুমি কালেমা বলতে পারছ না?) সে বুঝাল– কালেমা বলতে গেলে আমার জবান বন্ধ হয়ে আসছে।

নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তার কি মা-বাবা কিংবা উভয়ের কেউ জীবিত আছেন? সাহাবীগণ বললেন, তার মা আছে।

(কেউ কেউ এভাবেও বলে– সে বলল, আমার মায়ের অবাধ্যতার কারণে আমার মুখ দিয়ে কালেমা আসছে না। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হাঁ।)

তারপর তার মাকে ডাকা হল। নবীজী কারণ বুঝতে পারলেন। মাকে বললেন, আপনি আপনার সন্তানকে মাফ করুন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। মা বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হলাম।

https://t.me/islaMic_fdf

কেউ কেউ এভাবেও বলে– তার মা বললেন, আমি তাকে মাফ করব না। তখন নবীজী সাহাবীদের বললেন, তোমরা লাকরি জমা কর, তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেব। তখন মা বললেন, কীভাবে আমি তা সহ্য করব। তখন নবীজী বললেন, সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এটা কি আপনার সহ্য হবে? তখন মা বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।

এরপর সেই যুবকের মুখ থেকে কালেমা বের হল। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলহামদু লিল্লাহ, আমার মাধ্যমে আল্লাহ এই যুবককে রক্ষা করলেন।

এটি একটি ভিত্তিহীন কাহিনী। কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা বর্ণিত হয়নি। ইবনুল জাওযী রাহ. তার 'মাওযূআত' কিতাবে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করার পর বলেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'এ বর্ণনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।' –আলমাওযূআত ৩/৮৭; আরো দ্রষ্টব্য, আললাআলিল মাসনূআহ, সুয়ূতী ২/২৫১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, বর্ণনা ১৩৪৩৩; তানযীহুশ শরীআহ, ইবনে ইরাক ২/২৯৬; তাযকিরাতুল মাওযূআত, মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী ২০২; আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ, শাওকানী ২৩১

মোটকথা, ওপরের ঘটনাটি প্রমাণিত নয়। সুতরাং আমরা তা বলব না। মা-বাবার অবাধ্যতার বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। একটি হাদীসে মা-বাবার অবাধ্যতাকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوْا: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ...

'আমি কি তোমাদের বলে দেব– সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ কী? (তিনি এ কথা তিনবার বলেন) সাহাবায়ে কেরাম বললেন, অবশ্যই তা বলে দিন আল্লাহ্র রাসূল! নবীজী বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে শরিক করা। মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া... ।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ২৬৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৭

এ ছাড়াও মা-বাবার অবাধ্যতার ভয়াবহতা বিষয়ে আরো সহীহ হাদীস রয়েছে, আমরা সেগুলোই বলব; ভিত্তিহীন কোনো কাহিনী বলব না।

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

একটি অসচেতনতা

নিঃশব্দের কেরাত কি দ্রুত পড়াই নিয়ম!

কিছু মানুষকে দেখা যায়, নামাযে যখন নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন তো খুব দ্রুত পড়েন। যেন নিঃশব্দে তেলাওয়াতের সময় দ্রুত পড়াই নিয়ম। অথচ সশব্দে হোক বা নিঃশব্দে, সর্বাবস্থায় তারতীলের সঙ্গে পড়াই কাম্য।

হাঁ, এটা ঠিক যে, নিঃশব্দে তেলাওয়াতটা সশব্দে তেলাওয়াতের মতো হয় না; এর চেয়ে গতি একটু বেশি থাকে। কিন্তু এর অর্থ হড়হড় করে পড়ে যাওয়া নয়; বরং নিঃশব্দে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রেও তারতীল রক্ষা করে মদ-গুন্নাহ-মাখরাজ আদায় করে তেলাওয়াত করা উচিত। তেলাওয়াতের এতটুকু মান রক্ষা করা তো অবশ্যই জরুরি যে, সহীহ-শুদ্ধভাবে হরফ উচ্চারণ করা হবে এবং ঠোঁট-জিহ্বার নড়াচড়া দেখা যাবে।

ইতঃপূর্বে 'নামাযে মনে মনে কুরআন পড়া' শিরোনামে আরেকটি ভুল আমলের কথাও এ বিভাগে লেখা হয়েছে যে, নিঃশব্দে কেরাত পড়াকে অনেকে 'মনে মনে পড়া' ধারণা করেন। এটিও একটি ভুল ধারণা। নিঃশব্দে বা নিচু আওয়াজে পড়া আর মনে মনে পড়া এক বিষয় নয়। এ বিষয়েও সতর্কতা কাম্য।

এটি হাদীস নয়

যে তার চোখ দুটিকে ভালোবাসে সে যেন আসরের পরে না লেখে

কিছু মানুষ উক্ত কথাটিকে হাদীস মনে করে। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। হাদীস হিসেবে এটা প্রমাণিত নয়। মোল্লা আলী কারী রাহ. বলেন—

لَا أَصْلَ لَهُ.

'এর কোনো ভিত্তি নেই।' —আলমাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল মাওযূ ১৭৬, বর্ণনা ৩১৫

সুতরাং হাদীস হিসেবে এ কথা বলা যাবে না। হাঁ, আলোর স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে আসরের পরে পড়ালেখা করলে চোখের ক্ষতি হবে কি না—সেটা চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়। এর সঙ্গে হাদীসের কোনো সম্পর্ক নেই। —আরো দ্রষ্টব্য, আলমাকাসিদুল হাসানা, সাখাবী, ৪৬৭, বর্ণনা ১০৬৭; কাশফুল খাফা, আজলূনী ২/২৬২; আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ, শাওকানী, ২১৭; তাযকিরাতুল মাওযূআত, তাহের পাট্টানী ১৬২; আলআসরারুল মারফূআহ, মোল্লা আলী কারী ৩২৫, বর্ণনা ৪৫১ # অক্টোবর '১৭ঈ

https://t.me/islaMic_fdf

একটি অসতর্কতা

রিংটোন হিসেবে আযান, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির ব্যবহার

মোবাইলের রিংটোন হিসেবে অনেকেই গান, গানের বাজনা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। এটা যে নিন্দনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর বিপরীতে কিছু ভাই আযান, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। তাদের নিয়ত অবশ্যই ভালো, কিন্তু এ কাজটি ঠিক নয়।

কুরআন আল্লাহ্র কালাম। কুরআন তেলাওয়াত অনেক বড় সওয়াব ও ফযীলতের আমল। কুরআন তেলাওয়াত শোনাও অনেক সওয়াবের কাজ। তেমনি আযান আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও তাসবীহ্-সম্বলিত কিছু বাক্যের সমষ্টি, যা শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক তথা 'শিআর'; এগুলো নিজেদের কাজে ব্যবহারের জন্য নয়।

মোবাইলে কল এসেছে—এ খবর দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র পবিত্র কালাম ওহী বা আযানের ব্যবহার দ্বারা আল্লাহ্র কালামকে নিজের কাজে ব্যবহার করা হয়, যা আল্লাহ্র কালামের সঙ্গে বেয়াদবি ও নিন্দনীয় কাজ। তা ছাড়া রিং এলে মানুষ কল ধরা নিয়েই ব্যস্ত হয়—তেলাওয়াতের দিকে মনোযোগই দেয় না।

আর মোবাইল নিয়ে টয়লেটে প্রবেশের পর ফোন এলে অপবিত্র স্থানে আল্লাহ্র নাম, তাসবীহ বা আল্লাহ্র কালামের ধ্বনি বেজে উঠে। এতে যে চরমভাবে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়—এ কথা কে না বোঝে। সুতরাং রিংটোন হিসেবে এগুলোর ব্যবহার থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

হাঁ, যে রিংটোনে গানের সুর বা বিশেষ কোনো তাল নেই তা ব্যবহারে দোষের কিছু নেই। যেমন অনেক মোবাইলে ল্যান্ডফোনের আওয়াজের মতো বা সাইকেলের বেলের মতো রিংটোন থাকে—এ ধরনের রিংটোন ব্যবহারে দোষ নেই।

একটি বাড়াবাড়ি

জামাত চলাকালীন কারো ফোন এলে ফোনদাতাকে বেনামাযী বলে গালি দেওয়া

মোবাইলের রিংটোনের ক্ষেত্রে সতর্কতা কাম্য। গান বা এমন রিংটোন ব্যবহার না করা চাই, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং যা মসজিদের মতো স্থানে বেজে উঠলে সকলকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। পাশাপাশি জামাতের সময় মসজিদে ফোন বন্ধ বা সাইলেন্ট করার বিষয়েও সতর্ক থাকা চাই।

https://t.me/islaMic_fdf

তবে কখনো এমন হয় যে, বেখেয়ালে কারো মোবাইলটা বন্ধ করতে মনে নেই। নামাযের মধ্যে কীভাবে মোবাইলের আওয়াজ বন্ধ করবে, বেচারা সে মাসআলাও জানে না। তার ধারণা, নামাযের মধ্যে মোবাইল সাইলেন্ট বা বন্ধ করতে গেলে তার নামাযই ভেঙে যাবে। এখন নামাযের মধ্যে তার মোবাইল বেজে উঠল। সে বন্ধ বা সাইলেন্ট করল না। সবার নামাযে বিঘ্ন ঘটল। নামায শেষে কিছু মানুষ জোরে জোরে চিৎকার করে নিজেদের বিরক্তি প্রকাশ করল। তার মোবাইলের রিংটোনের কারণে মুসল্লীদের নামাযে যতটুকু না বিঘ্ন ঘটেছিল তাদের হট্টগোলে মাসবুক মুসল্লীদের নামাযে আরো বেশি বিঘ্ন ঘটল। এরকম সময় দেখা যায়, কোনো মুসল্লী বলছে- কোন্ বেনামাযী রে, নামাযের সময় ফোন্ করে!

অনেকসময়ই এমন কথা মানুষ বলে ফেলে। অথচ বাস্তবতা হয়ত এর উল্টো। ফোনদাতা ব্যক্তি এইমাত্র নামায শেষ করেই ফোন করেছে। তার মসজিদে ৪টায় আসর আর এই মসজিদে আসরের জামাত ৪ : ১৫। এখান থেকেই বিপত্তিটা ঘটেছে। সে ভেবেছে, যার কাছে সে ফোন করছে, তার ওখানেও জামাত শেষ। যদিও ফোন করার আগে সময় ও পরিস্থিতির বিবেচনা একটি জরুরি বিষয়। যেহেতু এলাকা বা মসজিদ ভেদে জামাতের সময় ১৫ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত কমবেশি হয়ে যায়, তাই এ ধরনের সময়ে ফোন করার আগে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা চাই। তাহলে এরকম বিপত্তি ঘটে না।

এ তো গেল এক দিক। আরেক দিক হচ্ছে, বেনামাযী হলেই কি কাউকে বেনামাযী বলে গালি দেওয়া যায়? ইসলামে কি এর অনুমতি আছে? এ বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত।

আর মসজিদে কারো কোনো ভুল হয়ে গেলে আদবের সঙ্গে তার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। হট্টগোল করা মোটেও উচিত নয়। তার রিংটোনের কারণে মুসল্লীগণ যতুটুকু না বিরক্ত হবে, আমার আওয়াজের কারণে আরো বেশি বিরক্ত হবে। আর হতে পারে আমার অশোভন আচরণের কারণে ওই ব্যক্তি আর মসজিদেই আসবে না। নবীজী তো মসজিদে পেশাবকারীকেও ধমক দেননি, এমনকি পেশাবেও বাধা দেননি। আমরা তো তাঁরই উম্মত। তাঁর শেখানো পন্থা-ই তো আমাদের পন্থা। # ডিসেম্বর '১৭ঈ.

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

মূসা আ. ও আল্লাহ্র মাঝে কথোপকথন আল্লাহ! আসমান-জমিন-সূর্য এত বড় বড় সৃষ্টি আপনার নাফরমানী করলে কী করবেন?

মূসা আলাইহিস সালাম হলেন কালীমুল্লাহ্– যাঁর সঙ্গে আল্লাহ দুনিয়াতে কথা বলেছেন। মূসা আলাইহিস সালাম ও আল্লাহ্র মাঝে কথোপকথন কুরআনে বর্ণিত এক বাস্তব সত্য। কিন্তু একে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে বিভিন্ন অবাস্তব অলীক কাহিনী প্রসিদ্ধ হয়েছে। তেমনি এক কাহিনী–

একবার মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বললেন, আল্লাহ! আপনার এত বড় বড় সৃষ্টি– আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি এগুলো যদি আপনার নাফরমানী করে আপনি কী করবেন? আল্লাহ বললেন, হে মূসা! এগুলো কখনোই আমার নাফরমানী করবে না।

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, যদি করে। এভাবে তিনবার বলার পর তৃতীয়বার আল্লাহ বললেন, যদি এগুলো আমার নাফরমানী করে তো আমার সৃষ্ট এক প্রাণী আছে, তাকে হুকুম করব, সে এক লোকমায় সব খেয়ে ফেলবে। মূসা বললেন, সে প্রাণী কোথায় আছে? আল্লাহ বললেন, একটি ময়দানে তা চরে বেড়াচ্ছে। মূসা বললেন, সে ময়দান কোথায়? আল্লাহ বললেন, আমার ইলমে আছে।

এটি একটি অলীক কিসসা। এর কোনোই ভিত্তি নেই। এ ধরনের কিস্সা বিশ্বাস করা ও বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

আল্লাহ্র কুদরতের কথা বলতে গিয়ে কিছু অসচেতন মানুষকে এগুলো অবলীলায় বলতে শোনা যায়। অথচ এর কোনোই ভিত্তি নেই। শুধু শোনার ভিত্তিতে বলে যাওয়া। আল্লাহ্র কুদরত তুলে ধরার জন্য আল্লাহ্র নিদর্শনাবলির কি কোনো অভাব রয়েছে? খোদ মানুষই তো আল্লাহ্র কুদরত ও নিদর্শনাবলির এক মহাসমুদ্র। হাজার বছর ধরে গবেষণা করে গেলেও আল্লাহ্র এই এক সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্র কুদরতের যত নিদর্শন আছে, শেষ হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেছেন–

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

'নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে আছে বহু নিদর্শন এবং খোদ তোমাদের অস্তিত্বেও! তবুও কি তোমরা অনুধাবন করতে পারো না?' –সূরা যারিয়াত (৫১) : ২০-২১

https://t.me/islaMic_fdf

সুতরাং আমরা আল্লাহ্র কুদরতের আলোচনা করতে গিয়ে এ ধরনের অলীক কাহিনী বলা থেকে বিরত থাকব।

একটি ভুল ধারণা

ওলী-বুযুর্গদের কবরকে কি কবর বলা যাবে না, মাযার বলতে হবে?

কিছু মানুষের ধারণা, ওলী-বুযুর্গগণের কবরকে কবর বলা যাবে না; মাযার বলতে হবে। কবর বললে নাকি তাঁদের সঙ্গে বেয়াদবি হবে। এটি একটি অমূলক কথা।

কবর শব্দের অর্থ দাফনস্থল। অর্থাৎ যে স্থানে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয়। আর মাযার শব্দের অর্থ দুটি– যিয়ারত করা এবং যিয়ারত-স্থল। তাই যে কোনো মুসলমানের দাফনস্থলকে যেমন কবর বলা যায়, তেমনি যেকোনো মুসলমানের কবরকে আভিধানিক অর্থে মাযারও বলা যায়। কেননা, সকল মুসলমানের কবরই কমবেশি যিয়ারত করা হয়। বুযুর্গ, নেককার ও ওলীদের দাফনস্থলকে কবর বলা যাবে না–এমন কোনো বিধান শরীয়তে নেই। হাদীসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবীগণের দাফনস্থলকেও কবর বলা হয়েছে। এমনকি হাদীসে নবী-রাসূলগণের কবরকেও কবর শব্দেই উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ–

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

‘ইহুদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহ্র লা‘নত। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সেজদার স্থান বানিয়েছে।’ –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৩৫

এই হাদীসে নবীদের দাফনস্থলকে কবর বলা হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের ব্যাপারেই বলেন–

لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا.

‘আমার কবরকে তোমরা উৎসবের স্থান বানিয়ো না।’ –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২০৪২

সুতরাং বোঝা গেল, যত সম্মানিত ব্যক্তিই হোক তার দাফনস্থলকে কবর বলা দূষণীয় নয়। তাই ওলী-বুযুর্গগণের দাফনস্থলকেও কবর বলা যাবে। এতে বেয়াদবির কিছু নেই; বেয়াদবি তো তাঁদের শিক্ষার বিপরীতে তাঁদের কবরে সেজদা করা, ওরস করা, মান্নত করা ইত্যাদি।

https://t.me/islaMic_fdf

বলার ভুল

আল্লাহ্ সুব্হানাল্লাহু তাআলা

সুব্হানাল্লাহ্– আল্লাহ তাআলার তাসবীহ্ বা পবিত্রতাজ্ঞাপক বাক্য। এ তাসবীহ্টি আলেম-সাধারণ সকলেরই জানা। পাশাপাশি এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে, যা জনসাধারণ আলেমদের মুখে শুনে থাকেন– 'আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া-তাআলা'। কিন্তু বিষয়টি সবাই বোঝেন না। ফলে কেউ কেউ মনে করেন, সুবহানাল্লাহ বাক্যটিই এখানে বলা হচ্ছে। আর এ ধারণা থেকেই তারা 'আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া-তাআলা'-এর স্থলে 'আল্লাহ সুব্হানাল্লাহু তাআলা' বলে থাকেন। এভাবে বলা ভুল। সঠিক হল 'আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া-তাআলা'।

সুব্হানাল্লাহ বাক্যে 'সুব্হানা'-এর সঙ্গে সরাসরি 'আল্লাহ' এই মহান শব্দ ব্যবহৃত হয়ে (সুবহানা+আল্লাহ–এই মহান শব্দ) সুব্হানাল্লাহ গঠিত হয়েছে। আর 'আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া-তাআলা'–এ বাক্যের 'সুব্হানাহু' শব্দে 'সুব্হানা'-এর সঙ্গে সর্বনাম 'হূ' ব্যবহৃত হয়ে (সুবহানা+হূ) 'সুব্হানাহু' হয়েছে। কারণ, এই বাক্যের শুরুতে 'আল্লাহ'–এই মহান শব্দ এসেছে। ফলে পরবর্তী সময়ে সর্বনাম 'হূ' ব্যবহার করা হয়েছে। আর তাই 'সুব্হানাল্লাহ'-এর পরিবর্তে 'সুব্হানাহূ' হয়েছে। তাই 'আল্লাহ সুব্হানাল্লাহি ওয়া-তাআলা' না বলে 'আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া-তাআলা' বলতে হয়।

'আল্লাহ'–এই মহান শব্দ উচ্চারণের পর আমরা অনেকসময়ই আল্লাহ্র বড়ত্ব বা পবিত্রতাজ্ঞাপক বাক্য বলে থাকি। যেমন, আল্লাহ তাআলা বা আল্লাহ জাল্লা শানুহূ ইত্যাদি। এখানে 'তাআলা' ও 'জাল্লা শানুহূ' আল্লাহ্র বড়ত্ব প্রকাশক বাক্য। এরকমই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও বড়ত্ব প্রকাশক বাক্য হল 'সুব্হানাহূ ওয়া-তাআলা', যা আমরা অনেকসময়ই 'আল্লাহ'–এই মহান শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বলে থাকি। # জানুয়ারি '১৮

একটি অলীক কাহিনী

জিবরীল আ.-এর জান্নাত মাপার কাহিনী

লোকমুখে একটি কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে–

'একবার জিবরীল আলাইহিস সালামের জান্নাত মেপে দেখার ইচ্ছা হল। তিনি আল্লাহ্র কাছে অনুমতি চাইলেন। আল্লাহ অনুমতি দিলেন। জিবরীল আলাইহিস সালামের ডানা আসমান থেকে জমিন সমান। তো এই ডানা দিয়ে

https://t.me/islaMic_fdf

তিনি জান্নাত পরিমাপ করার জন্য উড়তে আরম্ভ করলেন। উড়তে উড়তে একপর্যায়ে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন এবং তাঁর ডানা ভেঙে গেল, অচল হয়ে গেল। তিনি থেমে গেলেন। তখন আল্লাহ্ বললেন, হে জিবরীল তুমি তো এখনো জান্নাতের এক খুঁটি (বা চৌকাঠ) থেকে আরেক খুঁটি পর্যন্তও পৌঁছাতে পারোনি।'

কেউ কেউ এভাবেও বলে, '...জিবরীল আলাইহিস সালাম অনুমতি চাইলে আল্লাহ অনুমতি দিলেন। তিনি তিন শ বছর চললেন। তারপর আবার আল্লাহ্র কাছ থেকে আরো তিন শ বছরের অনুমতি চাইলেন। তিন শ বছর চললেন। তারপর আবার তিন শ বছরের অনুমতি চাইলেন। এভাবে নয় শ বছর চলার পর এক প্রাসাদের সামনে থামলেন। প্রাসাদ থেকে এক হূর উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, জিবরীল আমীন! আপনি এখানে কী করছেন? তিনি বললেন, জান্নাত পরিমাপ করছি। হূর বললেন, আপনি নিজেকে কষ্টে ফেলবেন না। আপনি এই নয় শ বছরে আমার রাজ্যই শেষ করতে পারেননি। জিবরীল আ. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? হূর বললেন, আমি একজন সাধারণ মুমিনের স্ত্রী।'

এগুলো বানোয়াট কিসসা। কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা পাওয়া যায় না। সুতরাং এগুলো বলা ও বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

জান্নাত কত বড়–এ ব্যাপারে কুরআন কারীমের বহু আয়াত রয়েছে। সহীহ হাদীস রয়েছে, যেগুলো থেকে জান্নাতের বিশালতা অনুমান করা যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ.

'তোমরা একে অন্যের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের জন্য, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততা তুল্য।' –সূরা হাদীদ (৫৭) : ২১

সহীহ হাদীসে জান্নাতের গাছ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে–

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا.

'জান্নাতে এমন গাছ রয়েছে, যার ছায়ায় আরোহী এক শ বছর চললেও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২৫১

এ ছাড়া সবচেয়ে সাধারণ জান্নাতীর জান্নাতের পরিধি বলা হয়েছে–

مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا.

https://t.me/islaMic_fdf

'দুনিয়া (পৃথিবী) ও তার মতো আরো দশ দুনিয়া সমান।' –সহীহ্ বুখারী, হাদীস ৬৫৭১; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ১৮৬

এ সব আয়াত হাদীস থেকেই জান্নাতের বিশালতা অনুমান করা যায়। সুতরাং জান্নাতের বিশালতা বোঝানোর জন্য আমরা এসব আয়াত ও সহীহ্ হাদীস বলব, কোনো অলীক কাহিনী বলব না।

একটি ভুল ধারণা

বানর প্রাণিটি কি বনী ইসরাঈলের বানরে রূপান্তরিত হওয়া মানুষের বংশধর?

বনী ইসরাঈলের জন্য শনিবারে মাছ শিকার করা নিষেধ ছিল। তারা সমুদ্র-উপকূলের অধিবাসী হওয়ায় মাছ শিকার করা ছিল তাদের প্রিয় কাজ। এদিকে অন্যান্য দিনের তুলনায় শনিবারে সমুদ্রকূলে মাছ আসত বেশি। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মাছ শিকার করতে থাকে। এতে আল্লাহ্ ওদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের ওপর বানর ও শুকরে রূপান্তরিত হওয়ার আযাব নেমে আসে।

এ থেকে কারো কারো মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, বানর জাতি সেই বিকৃত বনী ইসরাঈলেরই বংশধর। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়।

মানুষ ও বানর আল্লাহ্ তাআলার ভিন্ন দুটি সৃষ্টি। বানর মানুষ ছিল না এবং মানুষও বানর ছিল না। এরা সম্পূর্ণ পৃথক দুটি প্রজাতি। আল্লাহ্ তাআলা আযাবস্বরূপ কিছু মানুষকে বানর-শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। রূপান্তরিত বানর পৃথিবীতে বংশবিস্তার করেনি। সেই অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং বানর স্বতন্ত্র একটি প্রজাতি; বিকৃত ও রূপান্তরিত কোনো প্রজাতি নয়।

সহীহ্ মুসলিমে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল– আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের যুগের বানর ও শুকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত সম্প্রদায়?

নবীজী উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়ের আকৃতি রূপান্তরিত করেন তখন তাদের বংশ বিস্তার হয় না। অর্থাৎ তারা রূপান্তরিত অবস্থায়ই ধ্বংস হয়ে যায়।

তিনি আরো বললেন, বানর ও শুকর তো পৃথিবীতে আগেও ছিল। –সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ২৬৬৩

https://t.me/islaMic_fdf

একটি অনুচিত কাজ

খবরের কাগজের টুকরো দিয়ে হাত মোছা

অনেক হোটেলে খাবারের পর হাত মোছার জন্য খবরের কাগজের টুকরো রাখা থাকে এবং মানুষ তা দিয়ে খাবার শেষে হাত মোছে। এটি একটি অনুচিত কাজ।

কাগজ ইল্‌ম অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর যথাযথ সম্মান করা কর্তব্য। তাই খবরের কাগজের টুকরো হোক বা বইয়ের পাতা–তা হাত মোছার কাজে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

তেমনিভাবে খবরের কাগজের টুকরো পা দিয়ে মাড়াতেও দেখা যায়। এটিও বর্জনীয়। রাস্তায়-চলার পথে খবরের কাগজ হোক বা যে কোনো কাগজ, তা মাড়ানো ঠিক নয়। পথে কাগজ দেখলে তা না মাড়িয়ে হেফাযত করা চাই বা এমন জায়গায় সরিয়ে রাখা চাই, যেখানে রাখলে আর পায়ের তলায় পড়ার আশঙ্কা থাকে না।

এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হল, যেখানে-সেখানে কাগজ না ফেলা এবং সাধারণ আবর্জনা আর কাগজ একত্রে না রাখা; বরং কাগজের জন্য আলাদা ঝুড়ি বা কোনো ব্যাগ থাকা চাই, যেখানে শুধু কাগজ রাখা হবে। # ফেব্রুয়ারি '১৮ঈ.

একটি অলীক কাহিনী

মূসা আলাইহিস সালাম ও এক পাপিষ্ঠা নারীর কাহিনী

একদিন এক পাপিষ্ঠা নারী মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলল, আমি এক জঘন্য পাপ করে ফেলেছি। দয়া করে আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেন।

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি কী করেছ? নারীটি বলল, আমি যিনা করেছি এবং এর ফলে যে সন্তান জন্মেছিল তাকেও হত্যা করেছি।

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, চলে যাও এখান থেকে হে পাপিষ্ঠা! তা না হলে তোমার পাপের কারণে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে আমাদের সবাইকেই ধ্বংস করে দেবে।

নারীটি ভগ্ন হৃদয় নিয়ে চলে গেল। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে জিজ্ঞেস করলেন– হে মূসা, কেন আপনি এই নারীটিকে ফিরিয়ে দিলেন? আপনি কি এর চেয়েও জঘন্য ও গুরুতর পাপী সম্পর্কে জানেন না? মূসা

https://t.me/islaMic_fdf

আলাইহিস সালাম বললেন, এর চেয়ে গুরুতর পাপী আবার কে? জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত তরক করে।

এটি একটি অলীক কাহিনী, যা মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সর্বোচ্চ যা হতে পারে এটা এমন ইসরাঈলী বর্ণনা, যা মুনকার এবং বর্ণনার অযোগ্য। সালাত তরক করার আযাব সম্পর্কে কুরআনের কত আয়াত এবং কত সহীহ হাদীস রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপক চর্চা দরকার। আর যিনা ও সন্তান হত্যা–উভয়টি যে ভয়াবহ কবীরা গোনাহ তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

একে তো ঘটনাটি যে ভিত্তিহীন–তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

'বল– হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' –সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩

তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন–এ তো নবীদেরই শিক্ষা। মূসা আলাইহিস সালাম কি তা জানতেন না? মানুষকে তওবার দিকে আহ্বান করাই তো নবীদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। সেখানে একজন নবী তওবাকারীকে ফিরিয়ে দেবেন? আল্লাহ তাআলা আমাদের এজাতীয় কথা বলা ও বিশ্বাস করা থেকে হেফাযত করুন– আমীন।

নামায তরককারী কত ঘৃণিত, তা বুঝানোর জন্য এ জাল বর্ণনাটি পেশ করা হয়; অথচ 'তারিকুস সালাহ'– নামায তরককারী সম্পর্কে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি পেশ করা হল :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

'আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝের নিরাপত্তা-অঙ্গীকারের নিদর্শন হচ্ছে সালাত। যে সালাত তরক করল সে কুফুরি করল। (অর্থাৎ যে পর্যন্ত তারা সালাত আদায় করবে তাদের জানমাল ইত্যাদির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের মতো গণ্য হবে।)' –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬২১

https://t.me/islaMic_fdf

আবুদ দারদা রা. বলেন, আমার প্রিয় (নবীজী) আমাকে ওসিয়ত করেছেন–

...لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

(সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল) ইচ্ছাকৃত ফরয সালাত তরক করো না। কারণ, যে ইচ্ছাকৃত ফরয সালাত তরক করে তার থেকে আল্লাহ্র জিম্মা উঠে যায়।' –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪০৩৪; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৫২০০

এ ছাড়াও নামায ছেড়ে দেওয়ার পাপ সম্পর্কে আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। আমরা সেগুলোই বলব। কোনো জাল বর্ণনা বলব না। আল্লাহ তাআলা আমাদের নামায তরক করা থেকে হেফাযত করুন। আমাদের নামাযকে সুন্দর করার তাওফীক দিন। হক আদায় করে সময়মতো নামায আদায় করার তাওফীক দিন– আমীন।

একটি মনগড়া কথা

দুআর সময়ে প্রবাহিত চোখের পানি চেহারায় মুছে নিলে সেই চেহারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না

কিছু কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়, দুআর সময় চোখ থেকে যে পানি ঝরে তা যদি কেউ রুমাল ইত্যাদি দিয়ে না মুছে চেহারায় মুছে নেয়, তাহলে ওই চেহারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না। এটি একটি মনগড়া কথা। তা না বলে যা একাধিক সহীহ হাদীসে এসেছে তা-ই বলা দরকার।

হাদীস শরীফে আল্লাহ্র ভয়ে ঝরা চোখের পানির ফযীলত এসেছে–

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ...، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللهِ... (قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.)

'দুটি ফোঁটা আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয়। (তার মধ্যে) একটি হল আল্লাহ্র ভয়ে প্রবাহিত অশ্রুফোঁটা।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৬৬৯

আরেক হাদীসে এসেছে–

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. (قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.)

'দুটি চোখকে (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করবে না। এক. যে চোখ আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে। দুই. যে চোখ রাত জেগে আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দেয়।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৬৩৯

https://t.me/islaMic_fdf

আর আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া– আল্লাহ্‌র কাছে এতই পছন্দনীয় যে, এর পুরস্কারস্বরূপ তিনি ওই ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত– 'সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। (তার মধ্যে একজন হল–)

وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

'ওই ব্যক্তি, যে একাকী-নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে (আল্লাহ্‌র ভয়ে) তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬০

তো বোঝা গেল, আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রবাহিত অশ্রুফোঁটা আল্লাহ অনেক পছন্দ করেন এবং যে চোখ থেকে আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত হবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। প্রবাহিত পানি চেহারায় না মুছলে এই ফযীলত নষ্ট হয়ে যাবে না। আর মুছলে তার ফযীলত বেড়ে যাবে–এমন কোনো কথা প্রমাণিত নয়। # মার্চ '১৮ঈ.

ভিত্তিহীন বর্ণনা

রজব মাসের নামায বিষয়ে কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

বারো চাঁদের আমল শিরোনামের কিছু কিছু পুস্তিকায় রজব মাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিহীন বর্ণনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। একটি বইয়ে লেখা হয়েছে–

'রজব মাসের প্রথম তারিখে মাগরিবের নামায ও ইশার নামাযের মাঝখানে বিশ রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস ৩ বার, সূরা কাফিরূন ৩ বার পড়বে। তাহলে আল্লাহ পাক হাশরের দিন তাকে শহীদের দলের সহিত উঠাবেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট সে বড় আবেদ বলে গণ্য হবে।

রজব মাসের প্রত্যেক জুমার দিন জুমার পর আসরের নামাযের আগে চার রাকাত নামায এক সালামে পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ৭ বার আয়াতুল কুরসি ও ৫ বার সূরা ইখলাস পড়বে...।

এই মাসের ১৫ তারিখকে শবে ইস্তেফতাহ বলা হয়। যে ব্যক্তি এই রাত্রিতে ৭০ রাকাত নফল নামায দুই রাকাত করে পড়বে...।

১৫ তারিখ রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের সময়ে ৫০ রাকাত নফল নামায দুই রাকাত করে পড়বে... তার সমস্ত দুআ কবুল করা হবে, কবর আলোকিত হবে

https://t.me/islaMic_fdf

এবং শহীদদের সাথে তার হাশর হবে এবং পয়গম্বারদের সঙ্গে সে বেহেশতে যেতে পারবে।
১৫ তারিখ দ্বিপ্রহরের পর গোসল করে আট রাকাত নফল নামায পড়বে; দুই রাকাত করে। প্রত্যেক রাকাতে...।'

এ বর্ণনাগুলো মোসাম্মৎ আমেনা বেগমের লেখা 'বার চাঁদের আমল ও ঘটনা' নামক পুস্তিকায় রয়েছে। এ ছাড়াও শুধু রজব মাসের নামায-সংক্রান্তই আরো কিছু বর্ণনা ও ঘটনা সেখানে রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা হল না। এ পুস্তিকা, মকসুদুল মুমিনীন ও বারো চান্দের ফযীলত শিরোনামে লেখা অন্যান্য পুস্তিকায়ও রজব মাসের বিভিন্ন দিন-তারিখের বিভিন্ন সময়ের নামাযের বর্ণনা এবং তার বিরাট বিরাট ফযীলত লেখা হয়েছে। এই বর্ণনাগুলো এতই উদ্ভট যে, এর মধ্যে কিছু বর্ণনার অংশবিশেষ জাল হাদীসের কিতাবে পাওয়া গেলেও অন্যগুলো জাল হাদীসের ভাণ্ডারেও পাওয়া যায় না।

অষ্টম শতকের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হাফেয ইবনে রজব রাহ. বলেন–

فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَمْ يَصِحَّ فِيْ شَهْرِ رَجَبَ صَلَاةٌ مَخْصُوْصَةٌ تَخْتَصُّ بِهِ.

অর্থাৎ রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো নামায প্রমাণিত নয়। –লাতায়িফুল মাআরিফ ২২৮

তেমনিভাবে রজব মাসের বিশেষ বিশেষ রোযা বিষয়েও বিভিন্ন ধরনের জাল বর্ণনা এসব পুস্তিকায় পাওয়া যায়, যার কোনোই ভিত্তি নেই। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন–

لَمْ يَرِدْ فِيْ فَضْلِ شَهْرِ رَجَبَ، وَلَا فِيْ صِيَامِهِ، وَلَا فِيْ صِيَامِ شَيْءٍ مِنْهُ مُعَيَّنٍ، وَلَا فِيْ قِيَامِ لَيْلَةٍ مَخْصُوْصَةٍ فِيْهِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ.

'রজব মাসের ফযীলত, রজব মাসে রোযা রাখার ফযীলত বা রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো দিন রোযা রাখার ফযীলত অথবা রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো রাতে নামায-ইবাদত করার ফযীলত সম্পর্কে প্রমাণ হওয়ার উপযুক্ত কোনো হাদীস নেই।' –তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রাজাব ১১

মোটকথা, রজব মাসের নির্দিষ্ট কোনো নামায বা রোযা নেই। এ মাসে নির্দিষ্ট কোনো দিনে নফল নামায বা রোযা পালনের বিশেষ কোনো ফযীলতের কথাও হাদীসে নেই। সুতরাং আমরা এগুলো বিশ্বাস করব না। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী শাহরি রাজাব, ইবনে হাজার আসকালানী; কিতাবুল মাওযূআত, ইবনুল জাওযী; আললাআলিল মাসনূআহ, জালালুদ্দিন সুয়ূতী;

https://t.me/islaMic_fdf

তানযীহুশ শারীআহ, ইবনে ইরাক; তাযকিরাতুল মাওযূআত, তাহের পাট্টানী; আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ, শাওকানী; আলআসারুল মারফূআহ, আবদুল হাই লাখনোভী ইত্যদি কিতাবের রজব মাস বা এ-সংশ্লিষ্ট বর্ণনা-সংক্রান্ত অধ্যায়)

তবে রজব মাস যেহেতু 'আশহুরে হুরুম' তথা সম্মানিত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত, তাই নির্দিষ্ট কোনো দিন-তারিখ নির্ধারণ বা নির্দিষ্ট ফযীলতের বিশ্বাস ছাড়া এ মাসে নফল নামায পড়া বা রোযা রাখতে কোনো বাধা নেই। # এপ্রিল '১৮ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

শবে বরাতে ইবাদতের ফযীলত বিষয়ে ঈসা আ. ও বুযুর্গ বৃদ্ধের কাহিনী

১৫ই শাবানের রাত অর্থাৎ ১৪ই শাবান দিবাগত রাতকে ফার্সী, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় শবে বরাত বলা হয়। হাদীস শরীফে এ রাতকে 'লাইলাতুন নিস্ফি মিন শাবান' বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হল, এ রাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোনো রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদ্‌যাপনের বিশেষ কোনো পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্যসব সাধারণ রাতের মতো মনে করা এবং এ রাতের ফযীলতের ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে তার সবগুলোকে 'মওযূ' বা 'যয়ীফ' মনে করা যেমন ভুল, তেমনি এ রাতকে শবে কদরের মতো বা তার চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ মনে করাও ভিত্তিহীন ধারণা। বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি কোনোটিই উচিত নয়। যতটুকু ফযীলত প্রমাণিত এ রাতকে ততটুকুই গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং এ কেন্দ্রিক সকল মুনকার রসম-রেওয়াজ পরিহার করা উচিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– মাসিক আলকাউসার-এর শাবান ১৪২৬ হি./সেপ্টেম্বর ২০০৫ সংখ্যা 'বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবে বরাত'; শাবান-রমযান ১৪২৯ হি./আগস্ট ২০০৮ সংখ্যা 'শবে বরাত : কিছু ভ্রান্তি নিরসন'।

যাহোক, এ রাতের ফযীলত বিষয়ে কিছু মানুষের মধ্যে যেমন ছাড়াছাড়ি রয়েছে, তেমনি বাড়াবাড়িও রয়েছে। আর এ বাড়াবাড়ি থেকেই এ-বিষয়ক বিভিন্ন জাল বর্ণনা ও কিসসা-কাহিনী সমাজে ছড়িয়েছে। সেগুলোর একটি হল–

একদিন নাকি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ! এ জমানায় আমার চেয়ে বুযুর্গ আর কেউ আছে কি? উত্তরে আল্লাহ

https://t.me/islaMic_fdf

বললেন, অবশ্যই; তুমি একটু সামনে অগ্রসর হও। ঈসা আলাইহিস সালাম চলতে লাগলেন। একটু পর প্রকাণ্ড এক গোলাকার পাথর দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। গায়েব থেকে আওয়াজ এল– হে ঈসা! তোমার হাতের লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত কর। তিনি আঘাত করলেন। পাথরখণ্ডটি দুই ভাগ হয়ে গেল। ঈসা আলাইহিস সালাম দেখতে পেলেন, তার মধ্যে তাসবীহ্ হাতে এক যয়ীফ বৃদ্ধলোক ইবাদতে মগ্ন; তার সামনে একটি আনার পড়ে আছে।

ঈসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে এবং কতদিন থেকে এখানে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল আছেন? বৃদ্ধ বললেন, আমি এ এলাকারই একজন মানুষ। আমার মায়ের দুআয় আল্লাহ আমাকে এই বুযুর্গি দান করেছেন। ৪০০ বছর থেকে এই পাথরের মধ্যে বসে আমি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন আছি। আমার আহারের জন্য আল্লাহ্ তাআলা প্রতিদিন জান্নাত থেকে একটি ফল পাঠিয়ে দেন।

এ কথা শুনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সেজদায় পড়ে গেলেন; কাঁদতে কাঁদতে বললেন– হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অপরাধী। আমি বুঝতে পেরেছি, এই ব্যক্তি আমার চেয়েও বুযুর্গ ও সম্মানী। তখন আল্লাহ্ বললেন– হে ঈসা, জেনে রেখো– শেষ জমানার নবীর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের পনেরো তারিখে রাত জেগে ইবাদত করবে এবং দিনে রোযা রাখবে নিশ্চয় সে ব্যক্তি আমার কাছে এই বৃদ্ধের চেয়েও বেশি বুযুর্গ ও প্রিয় হতে পারবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম কেঁদে কেঁদে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে নবী না বানিয়ে আখেরী জমানার নবীর উম্মত বানাতে, তাহলে কতই না সৌভাগ্য হত আমার! তখন এক রাতে এত সওয়াব কামাই করতে পারতাম!

এ কিসসাটি কাজী মো. গোলাম রহমান কর্তৃক লিখিত 'মকছুদোল মো'মেনীন বা বেহেশতের কুঞ্জি' নামক বইয়ের ২৩৮-২৩৯ নং পৃষ্ঠায় কালয়ূবী কিতাবের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা কথা, কালয়ূবী না হাদীসের কিতাব আর না সীরাত বা তারীখের কিতাব। এটি আরবী সাহিত্যের সাধারণ একটি পাঠ্যভুক্ত কিতাব। এতে উল্লেখিত ঘটনাসমূহে শুদ্ধাশুদ্ধির বিষয়টি লক্ষণীয় ছিল না বিলকুল।

যাহোক, একে তো ঘটনাটি ভিত্তিহীন; কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা পাওয়া যায় না; তথাপি উক্ত মকছুদোল মো'মেনীনে ঘটনাটিকে উদ্ধৃত কালয়ূবী কিতাবে বর্ণিত কিসসা থেকেও বাড়িয়ে আরো রং-চং মাখিয়ে পেশ করা

https://t.me/islaMic_fdf

হয়েছে, যার দ্বারা এ বানোয়াট ঘটনাটির কদর্যতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন লেখা হয়েছে–

'একদিন হযরত ঈসা আ. জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে খোদা তাআলা! এ জমানায় আমার চেয়ে বুযুর্গ আর কেহ আছে কি?...'

উদ্ধৃত কিতাবে এ অংশ নেই। একজন নবীর সঙ্গে এরকম কথা যুক্ত করা কত বড় বেয়াদবি।

আরো লেখা হয়েছে–

'গায়েব হইতে আওয়ায হইল, হে ঈছা! তুমি তোমার হাতের আশা' দ্বারা ঐ প্রস্তরের উপর আঘাত কর। তিনি তাহাই করিলেন। আঘাত পাওয়া মাত্র পাথরখানি ফাটিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল।'

এ অংশও নিজ থেকে যুক্ত করা। আছা তথা লাঠির সম্পর্ক মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাজে; যুক্তকারী এটাও খেয়াল করলেন না। ঘটনার চমক বাড়ানোর জন্য ঈসা আ.-এর সঙ্গেই 'আছা' যুক্ত করে দিলেন!

তারপর উদ্ধৃত কিতাবে শুধু রাতের নামাযের কথা ছিল; লেখক নিজ থেকে নিজের মতো করে দিনের রোযার কথাও যুক্ত করে দিয়েছেন।

সবশেষে আরো মুনকার কথা যুক্ত করলেন–

(ফযীলত শুনে) 'ঈছা আ. কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, হে খোদা তাআলা! তুমি আমাকে নবী না করিয়া আখেরী জমানার নবীর উম্মত করিতে... ।'

'হে খোদা তাআলা! তুমি আমাকে নবী না করিয়া...'–একজন নবী কি একথা বলতে পারেন? তা ছাড়া শ্রোতাদের ওপর ঘটনাটির সুপ্ত প্রতিক্রিয়া এই পড়তে পারে যে, শবে বরাতের আমলের মাধ্যমে কারো মর্যাদা–নাঊযু বিল্লাহ–নবীর চেয়েও বেড়ে যেতে পারে!

মোটকথা, কিসসাটি ভিত্তিহীন। পাশাপাশি জেনে রাখা দরকার, মকসুদুল মুমিনীন জাতীয় কিতাবে এরকম ভিত্তিহীন বিষয় থাকার পাশাপাশি জাল বর্ণনার সঙ্গে বুখারী, তিরমিযী ইত্যাদি মিথ্যা উদ্ধৃতিও লিখে দেওয়া হয়। শবে বরাত-বিষয়ক ভিত্তিহীন বর্ণনার আলোচনা করতে গিয়ে সেপ্টেম্বর ২০০৬ সনে প্রচলিত ভুল বিভাগেই এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সঠিকটা জেনে আমল করার তাওফীক দিন এবং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে রক্ষা করুন। পাশাপাশি ইলমী আমানত রক্ষা করার তাওফীক দিন– আমীন। # মে-জুন '১৮ঈ.

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল আমল

পারিশ্রমিক দিয়ে ইতেকাফ করানো

কোনো কোনো এলাকায় দেখা যায়, রমযানের শেষ দশ দিনে এলাকাবাসী কেউ ইতেকাফ না করলে অন্য এলাকা থেকে বা নিজ এলাকা থেকে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে খাবার ও পারিশ্রমিক দিয়ে ইতেকাফ করানো হয়। এ কাজটি ঠিক নয়। পারিশ্রমিকের মাধ্যমে ইতেকাফ করালে ইতেকাফ সহীহ্ হয় না।

ইতেকাফ একটি ইবাদত, যা বিনিময়যোগ্য নয়; তাই ইতেকাফের জন্য বিনিময় নেওয়াও জায়েয নেই। ফলে কাউকে বিনিময় দিয়ে ইতেকাফ করালে ইতেকাফ সহীহ্ হবে না এবং এর দ্বারা এলাকাবাসী দায়মুক্ত হতে পারবে না।

আমরা জানি, রমযান মাসের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করা সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া। যদি কোনো মসজিদে একজনও ইতেকাফে বসে তাহলে এলাকাবাসী সুন্নত তরকের গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাবে। আর যদি একজনও ইতেকাফ না করে তাহলে ওই এলাকার সবাই সুন্নত তরককারী বলে গণ্য হবে।

এটি আফসোসের বিষয় যে, একটি এলাকায় বৃদ্ধ বা যুবক কাউকেই ইতেকাফ করার জন্য পাওয়া যাবে না–এমনটি হওয়া উচিত নয়। সবারই ব্যস্ততা রয়েছে, তাই বলে ইতেকাফের মতো ফযীলতপূর্ণ আমলের জন্য পুরো এলাকায় কাউকে পাওয়া যাবে না–এটা হতে পারে না। আগে থেকেই বিষয়টি নিয়ে ফিকির করা দরকার এবং এ আমলের জন্য মুসল্লীদের উৎসাহিত করা দরকার। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে সব ধরনের নেক আমলে অগ্রগামী থাকার তাওফীক দান করুন– আমীন। (দ্র. হেদায়া–ফাতহুল কাদীর ২/৩০৪; রদ্দুল মুহতার ২/৪৪২,৬/৫৫)

একটি ভিত্তিহীন আমল

জুমাতুল বিদা ও তার বিশেষ নামায

'জুমাতুল বিদা' দ্বারা রমযানের শেষ জুমা বোঝানো হয়। কোনো কোনো মানুষের ধারণা, এর বিশেষ ফযীলত রয়েছে। তারা এ জুমাকে খুব গুরুত্ব দেয় এবং একে শরীয়ত-নির্দেশিত ফযীলতপূর্ণ দিবস-রজনীর অন্তর্ভুক্ত মনে করে। ফলে তারা এ জুমা আদায়ের জন্য পারতপক্ষে এলাকার সবচেয়ে বড় মসজিদে গমন করে। পাশাপাশি এ জুমায় মুসল্লীর সমাগমও বেশি হয়। অথচ শরীয়তে জুমাতুল বিদা বলে আলাদা ফযীলতের কিছু নেই। এটি একটি নব

https://t.me/islaMic_fdf

আবিষ্কৃত পরিভাষা। এর কোনো বিশেষ ফযীলত কুরআন হাদীসে পাওয়া যায় না। বরং এটি রমযানের অন্যান্য জুমার মতোই ফযীলত রাখে; এর বাড়তি কোনো ফযীলত প্রমাণিত নয়।

তবে একথা ঠিক যে, জুমার দিন একটি ফযীলতপূর্ণ দিবস। তা ছাড়া রমযানের জুমার দিন হিসেবে তার গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। আর এ বছরে রমযানের জুমা এটিই শেষ–এ হিসেবে এর যে ফযীলত শরীয়তে আছে তা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাই বলে 'হাজ্জাতুল বিদা'-এর সঙ্গে মিল রেখে 'জুমাতুল বিদা' নামকরণ এবং এর বাড়তি ফযীলতের বিশ্বাস রাখা–এর কোনো ভিত্তি নেই।

ওই দিবস-রজনীকেই আমরা ফযীলতের দিবস-রজনী মনে করব, কুরআন হাদীসে যার বিশেষ কোনো ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

পাশাপাশি কিছু মানুষের মাঝে রমযানের শেষ জুমাকেন্দ্রিক আরেকটি মনগড়া আমলেরও প্রচলন রয়েছে। আর তা হল, এদিন নাকি বিশেষ পদ্ধতিতে চার রাকাত নামায আদায় করলে তা সারা জীবনের কাযা নামাযের কাফফারা হবে। এ বর্ণনা ও আমল সবই জাল ও বাতিল।

শাওকানী রাহ. তাঁর জাল হাদীস-বিষয়ক রচনা আলফাওয়াইদুল মাজমুআতে রমযানের শেষ জুমার নামায বিষয়ে আরেকটি জাল বর্ণনা উল্লেখ করেছেন–

এদিন যে ব্যক্তি সারা দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায (গুরুত্বের সঙ্গে) আদায় করবে, এর দ্বারা তার সারা বছরের ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায় হয়ে যাবে। এটি উল্লেখ করার পর তিনি বলেন–

هٰذَا مَوْضُوْعٌ لَا إِشْكَالَ فِيْهِ.

'প্রশ্নাতীতভাবে এটি একটি জাল বর্ণনা।' –আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ, বর্ণনা ১১৫

একটি ভুল ধারণা

কবরের সওয়াল-জওয়াবের সময় কি নবীজীর ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে?

কোনো কোনো মানুষের ধারণা, কবরে সওয়াল-জওয়াবের সময় যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তখন সরাসরি নবীজীকে দেখিয়ে বা নবীজীর ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে। তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন।

https://t.me/islaMic_fdf

কুরআন হাদীসের কোথাও এমন কথা উল্লেখ নেই। ফলে হাদীস বিশারদগণ নবীজীকে দেখানোর কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন–

إِنَّ هٰذَا لَمْ يَرِدْ فِيْ خَبَرٍ صَحِيْحٍ.

'কোনো সহীহ বর্ণনায় একথা উল্লেখ হয়নি।' –মাজমূআতুর রাসায়িলিল মুনীরিয়্যাহ (ফাতাওয়া ইবনে হাজার আসকালানী) ৪/৪১; শরহুস সুদূর, সুয়ূতী ১৪৫

এ-সংক্রান্ত বর্ণনার هذا الرجل (এই ব্যক্তি) শব্দ থেকে কেউ কেউ যদিও বলতে চেয়েছেন যে, নবীজীকে দেখানো হবে, কিন্তু তাদের কথা সহীহ নয়। কারণ, সহীহ বুখারীর বর্ণনায় (হাদীস ১৩৩৮) রয়েছে–

مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

'এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তোমার কী বিশ্বাস ছিল?'

হযরত মাওলানা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমও তাকমিলা ফাতহুল মুলহিমে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন যে, সওয়াল-জওয়াবের সময় নবীজীর ছবি দেখানো বিষয়ে যে কথা সমাজে প্রচলিত আছে তা দলিলসিদ্ধ নয়। –তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম ৬/২৪১ # জুলাই '১৮ঈ.

একটি ভুল মাসআলা

তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পর কেরাতে নামায ফাসেদ হওয়ার মতো ভুল হলেও কি নামায হয়ে যাবে?

কিছু মানুষের ধারণা, নামাযে তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পর যদি কেরাতে নামায ফাসেদ হয়ে যাওয়ার মতো কোনো ভুল হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই; নামায হয়ে যাবে। তারা মনে করে, তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার কারণে তো কেরাতের ফরয আদায় হয়েই গেছে; তাই এরপর ভুল হলেও সমস্যা নেই।

এটি একটি ভুল মাসআলা। কেরাতে এমন ভুল তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার আগে হোক বা পরে, সব ক্ষেত্রে হুকুম একই– নামায ফাসেদ হওয়ার মতো ভুল হলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

হাঁ, যে রাকাতে এমন ভুল হয়েছে, সেই রাকাতেই যদি ওই ভুল শুধরে নেওয়া হয় তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি বানোয়াট কিসসা

মিষ্টি খেতে বারণ করার জন্য নবীজী বললেন, তিন দিন পরে এসো...

কিছু মানুষকে একটি কাহিনী বলতে শোনা যায়–

একবার এক সাহাবী নিজ সন্তানকে নিয়ে নবীজীর কাছে এলেন। বললেন– আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার ছেলে খুব বেশি মিষ্টি খায়, দয়া করে আপনি তাকে বারণ করুন। নবীজী বললেন, তিন দিন পরে এসো। সাহাবী তিন দিন পরে এলে নবীজী তার ছেলেকে মিষ্টি খাওয়া থেকে বারণ করলেন।

নবীজী কেন তিন দিন পরে আসতে বললেন–এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এই তিন দিনে আগে আমি নিজে মিষ্টি খাওয়া ছেড়েছি, তারপর তাকে নিষেধ করেছি।

কোনো কাজের কথা অন্যকে বলতে হলে আগে নিজে আমল করা উচিত–এ বিষয়টিকে সামনে আনার জন্য এ কিসসাটির অবতারণা করা হয়। অথচ এটি একটি বানোয়াট কিসসা; এর কোনোই ভিত্তি নেই। এর কোনো সনদও পাওয়া যায় না। এমনকি কোনো নির্ভরযোগ্য হাওয়ালাও নয়।

মিষ্টি খাওয়া তো কোনো গোনাহের কাজ নয় যে, তা বেশি খেতে বারণ করার জন্য নিজেকে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। হাঁ, কোনো বিষয়ে অন্যকে উপদেশ দেওয়া বা নিষেধ করা আর নিজে সে অনুযায়ী আমল না করা বা বিরত না থাকা নিন্দনীয়। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, কোনো বিষয় নিজের মাঝে আমল না থাকলে অন্যকে বলা যাবে না; এমনটি ধারণা করা ঠিক নয়। অন্যকে আমলের বা বিরত থাকার উপদেশ দেবে, পাশাপাশি নিজেও আমলের চেষ্টা করবে। কারণ অনেকসময় অন্যকে বলার দ্বারা নিজেরও আমলের তাওফীক হয়।

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

যিলকদ মাসের রোযার বিশেষ ফযীলত

যে ব্যক্তি যিলকদ মাসে একটি রোযা রাখবে তার ওই রোযার প্রতি ঘণ্টার/মুহূর্তের বিনিময়ে একটি কবুল হজের সওয়াব লেখা হবে।

বারো চান্দের ফযীলত নামের বিভিন্ন পুস্তিকায় যিলকদ মাসের ফযীলত শিরোনামে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা। কেউ কেউ তো এ বর্ণনার আরবী পাঠও আবিষ্কার করেছেন অথচ নির্ভরযোগ্য অনির্ভরযোগ্য কোনো ধরনের সূত্রেই তা

https://t.me/islaMic_fdf

খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোনো কোনো পুস্তিকায় রোযার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ পদ্ধতির নামাযের কথাও রয়েছে, যেগুলোর কোনোই ভিত্তি নেই।

হাঁ, যিলকদ মাস 'আশহুরে হুরুম' তথা সম্মানিত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে এর গুরুত্ব রয়েছে। এ মাসে বেশি বেশি নেক আমল করা দরকার এবং বিশেষভাবে গোনাহ থেকে বিরত থাকা দরকার। আর এ মাস আশহুরে হুরুমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তাতে রোযা রাখা একটি উত্তম আমল। একটি বর্ণনায় এসেছে- এক সাহাবী রোযা রাখার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে নবীজী তাকে প্রতি মাসে একটি থেকে তিনটি পর্যন্ত রোযা রাখার উপদেশ দেন। তিনি আরো রোযা রাখার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে নবীজী বলেন-

صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ.

'তুমি সম্মানিত মাসসমূহে রোযা রাখ এবং রোযা ছাড়।' -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪২৮; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ৮৫০০

এ ছাড়া আইয়ামে বীযের রোযা তো প্রতি মাসেই রাখা হয়। এসব বিষয় বিবেচনা করে এ মাসে রোযা রাখা অবশ্যই উত্তম আমল। কিন্তু এ মাসের রোযার বিশেষ কোনো ফযীলত হাদীসে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ মাসে রোযা রাখার বিশেষ কোনো ফযীলতের কথা নিজ থেকে আবিষ্কার করা যাবে না।

একটি ভুল ধারণা

কুরবানীর গোশত কি অমুসলিমদের দেওয়া যায় না?

কোনো কোনো মানুষের ধারণা- কুরবানীর গোশত অমুসলিমদের দেওয়া যায় না। এ ধারণা ঠিক নয়।

কুরবানীর গোশত অমুসলিমদের দেওয়া যায়। এতে অসুবিধার কিছু নেই। বিশেষত অমুসলিম যদি প্রতিবেশী হয়। কারণ, প্রতিবেশী হিসেবে তার হক রয়েছে। সাহাবীগণ অমুসলিম প্রতিবেশীর হকের প্রতি সবিশেষ লক্ষ রাখতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্র রা.-এর বাড়িতে একবার একটি বকরি জবাই করা হল। যখন তিনি বাড়িতে ফিরলেন জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে এর গোশত হাদিয়া পাঠিয়েছ? এভাবে দুইবার জিজ্ঞেস করলেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৪৩

সুতরাং অমুসলিমকে কুরবানীর গোশতসহ অন্যান্য হাদিয়া দেওয়া যাবে।

https://t.me/islaMic_fdf

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ...

'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

আল্লাহ কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করার কাজে সহায়তা করেছে। তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো জালেম।' —সূরা মুমতাহিনা (৬০) : ৮-৯ # আগস্ট '১৮ঈ.

একটি কুফুরি বাক্য

আল্লাহ্ আমার সন্তান ছাড়া আর কাউকে দেখল না!

মা-বাবার জন্য সন্তানের বিয়োগ-বেদনা অসহনীয়। ফলে সন্তানের মৃত্যুতে কোনো কোনো মা-বাবার মুখ থেকে এমন কথা বের হয়ে যায়, যা কুফুরি কথা। যেমন, সন্তানের মৃত্যুতে কোনো কোনো মা-বাবাকে বলতে শোনা যায়— 'আল্লাহ্ আমার সন্তান ছাড়া আর কাউকে দেখল না!'

মুমিন এমন কথা বলতে পারে না। দ্বীনী জ্ঞান, সহীহ্ দ্বীনী বুঝ ও ভারসাম্যের অভাবেই মানুষ এমন কথা বলে ফেলে। এটি একটি কুফুরি বাক্য, যা আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালার ওপর আপত্তি ও অভিযোগের বাক্য।

সন্তান আল্লাহ্র দান। তিনি যাকে ইচ্ছা, সন্তান দান করেন। যাকে ইচ্ছা, দান করেন না। তেমনি সন্তান দেওয়ার পর সন্তানকে জীবিত রাখা বা নিয়ে যাওয়াও আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। আর এ সন্তান তো আল্লাহ্ই অনুগ্রহ করে দান করেছিলেন, তিনিই আবার নিয়ে গেছেন। তা ছাড়া এতে অনেক হেকমতও নিহিত থাকে, যা আমাদের জানা নেই। সুতরাং আল্লাহ্র ফয়সালা মেনে নেওয়া ও সবর করাই মুমিনের শান ও নবীজীর শিক্ষা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো এক কন্যা খবর পাঠালেন— তার এক সন্তান মৃতপ্রায় অবস্থা। তখন নবীজী খবরদাতাকে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে বল—

إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطٰى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ

https://t.me/islaMic_fdf

وَلْتَحْتَسِبْ.

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে নিয়ে যান সেও আল্লাহ্‌র, যাকে রাখেন সেও তাঁর। আর সবকিছুর জন্যই তাঁর কাছে রয়েছে নির্দিষ্ট সময়সীমা। সুতরাং তুমি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বল এবং সওয়াবের আশা করতে বল। পরে নবীজী তাকে দেখতে গেলেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯২৩

কারো মৃত্যুতে মাতম করা, জামা-কাপড় ছেঁড়া, গাল চাপড়ানো, জাহেলি কথাবার্তা বলা-এসবের ব্যাপারে হাদীস শরীফে ধমকি এসেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

'যে (কারো মৃত্যুশোকে বিলাপ করে) গাল চাপড়ায়, জামা ছেঁড়ে এবং জাহেলি যুগের মতো বিভিন্ন (অন্যায়) কথা বলে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ১২৯৪

তাহলে কি সন্তান বা কারো বিয়োগ-বেদনায় কাঁদাও যাবে না? হাঁ, কাঁদা যাবে, তবে বিলাপ করা এবং জাহেলি কথাবার্তা বলা যাবে না। নিজ সন্তানের বিয়োগ-বেদনায় নবীজীও কেঁদেছেন, কিন্তু পাশাপাশি সতর্কও করে দিয়েছেন-এ অবস্থায়ও আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন-এমন কথা বলা যাবে না। নবীজীর সন্তান ইবরাহীম রা.-এর মৃত্যুর সময় নবীজী কাঁদছিলেন। এ দেখে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, আপনিও কাঁদছেন আল্লাহ্‌র রাসূল! (হয়ত তিনি ধারণা করেছিলেন, এ সাধারণ কান্নাও নিষিদ্ধ বিলাপের অন্তর্ভুক্ত।)। তখন নবীজী বললেন, (এটি বিলাপ নয়) এ তো মানুষের মনের দয়া-মায়া(-এর স্বাভাবিক প্রকাশ ও কষ্টের অশ্রু। এতে সমস্যা নেই)। তারপর বললেন-

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُوْلُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.

'চোখ অশ্রুসজল, হৃদয় ব্যথিত। কিন্তু আমাদের রব অসন্তুষ্ট হন-এমন কথা আমরা বলব না। হে ইবরাহীম! তোমার বিয়োগে আমরা বড়ই ব্যথিত।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩০৩

সুতরাং কারো মৃত্যুতেই আমরা বিলাপ করব না এবং আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন-এমন কথা বলব না। বরং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলব এবং সবর করব, যার বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাত দেবেন। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত

https://t.me/islaMic_fdf

হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا الْجَنَّةُ.

'যখন আমি আমার মুমিন বান্দার প্রিয়জনকে উঠিয়ে নিই আর সে (সবর করে এবং) সওয়াবের আশা রাখে; কেবল জান্নাতই হতে পারে এর প্রতিদান।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪২৪

একটি ভুল মাসআলা

সন্তান প্রসবের পর চল্লিশের আগে পবিত্র হয়ে গেলেও কি চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায-রোযা নিষেধ?

সন্তান প্রসব-পরবর্তী স্রাবকে নেফাস বলে। নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন। কারো যদি এই চল্লিশ দিন পুরোই স্রাব থাকে তাহলে সে এই দিনগুলোতে নামায-রোযা থেকে বিরত থাকবে।

এই মাসআলা থেকে ভুল বোঝাবুঝির কারণে হয়ত কোনো কোনো মহিলার মাঝে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, সন্তান প্রসবের পর সর্বাবস্থায়ই চল্লিশ দিন মহিলাদের নামায-রোযা নেই। চল্লিশ দিনের আগে কোনো মহিলার স্রাব বন্ধ হয়ে গেলেও চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার জন্য নামায-রোযা নিষেধ।

এটি একটি ভুল মাসআলা, ভুল বোঝাবুঝি থেকেই যার উৎপত্তি। 'নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন'–এর অর্থ হল, চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কারো স্রাব বন্ধ না হলে এরপর থেকে তার ওপর নামায-রোযার হুকুম আরোপিত হবে। কেননা চল্লিশ দিনের পরও যদি কারো স্রাব বন্ধ না হয় তাহলে এর পর থেকে তা ইস্তেহাযা (অসুস্থতাজনিত স্রাব) বলে গণ্য হবে। নেফাস তথা সন্তান প্রসব-পরবর্তী স্রাব বলে গণ্য হবে না। কিন্তু কারো যদি চল্লিশ দিনের আগেই স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে স্রাব বন্ধ হওয়ার পর থেকেই নামায পড়া তার ওপর ফরয, রোযার সময় হলে তাকে তখন থেকে রোযাও রাখতে হবে। এটি স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

সাহাবী উসমান ইবনে আবুল আস রা. আনহু বলেন–

تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

https://t.me/islaMic_fdf

'নেফাসগ্রস্ত নারীগণ চল্লিশ রাত অবস্থান করবে। তবে যদি এর আগে পবিত্রতা দেখে। (অর্থাৎ চল্লিশ দিনের আগে রক্ত বন্ধ হলে পবিত্র হয়ে যাবে।)' [আলআওসাত, ইবনুল মুনযির ২/৩৭৬ (৮২৫); মুসনাদে দারেমী (ফাতহুল মান্নানসহ ৫/১৮৫ (১০৩৭)] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী ১/৪৮৯, ৫/১৪৭; আলমাবসূত, সারাখসী ২/১৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭ # সেপ্টেম্বর '১৮ঈ.

একটি বানোয়াট কিসসা

মূসা আলাইহিস সালাম ও তিন ব্যক্তির কাহিনী

লোকমুখে প্রসিদ্ধ– একদিন মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ, যার পরনে শুধু এক টুকরো কাপড়। সে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহকে জিজ্ঞেস করবেন, কীভাবে আমার অভাব দূর হবে। এরপর আরেক ধনী লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, যাকে আল্লাহ অঢেল সম্পদ দিয়েছেন। সে বলল, আল্লাহকে জিজ্ঞেস করবেন, কীভাবে আমার সম্পদ কমবে। আরেক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, যার হাতও নেই, পা-ও নেই। সে বলল, আল্লাহকে জিজ্ঞেস করবেন, আমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে।

মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ বললেন, প্রথম ব্যক্তিকে (এক টুকরো কাপড়ওয়ালা) বলবে, বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করতে। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে (সম্পদশালী) বলবে, বেশি বেশি না-শোকরি করতে। আর তৃতীয় ব্যক্তিকে বলবে, তোমাকে দিয়ে জাহান্নামের একটা ফুটা বন্ধ করার জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (অর্থাৎ আল্লাহ্র ফয়সালা মেনে না-নেওয়া ও না-শোকরির কারণে সে জাহান্নামে যাবে)।

কেউ কেউ আরেকটু বাড়িয়ে বলে– প্রথম ব্যক্তিকে শুকরিয়া আদায় করার কথা বললে, সে বলল, আমি কীসের ওপর শুকরিয়া আদায় করব? এ কথা বলাতে প্রচণ্ড বাতাস এসে তার পরনে যে এক টুকরো কাপড় ছিল, তাও উড়িয়ে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে না-শোকরির কথা বললে সে বলল, আল্লাহ আমাকে এত সম্পদ দিয়েছেন– আমি কীভাবে তাঁর না-শোকরি করব। ফলে তার সম্পদ আরো বৃদ্ধি পেল।

শুকরিয়া আদায় করা-না করা বিষয়ে এ কিসসাটি বলা হয়। কিন্তু এটি একটি বানোয়াট কিসসা। এর নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই। আমাদের সমাজে মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে যুক্ত করে বানানো অনেক কিসসা প্রচলিত আছে।

https://t.me/islaMic_fdf

সেই কিসসাসমূহের মধ্যে এটি অনেক প্রসিদ্ধ একটি কিসসা। এটি বলা যাবে না।

শুকরিয়া আদায়ের বিষয়ে কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াত ও সহীহ্ হাদীস রয়েছে। আমরা সেগুলোই বলব, এসব বানোয়াট কিসসা বলব না।

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রা.-এর একান্ত আলাপচারিতা ওমর রা.-ও বুঝতেন না!

কিছু বাতিলপন্থী লোকের মাধ্যমে সমাজে একথা প্রচলিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রা. যখন একান্তে কথা বলতেন তখন এমন 'মারেফতী' ভাষায় কথা বলতেন যে, ওমর রা.-ও সে কথা বুঝতে পারতেন না। তারা বুঝাতে চায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা.-কে বিভিন্ন ভেদের কথা বলে গিয়েছেন, যা শুধু আবু বকরই জানতেন আর কেউ জানত না বা বুঝত না, এমনকি ওমর রা.-ও না।

এর দ্বারা ওরা এটাও বুঝাতে চায়, ওদের ফকীরেরাও এমন ভেদের কথা জানে, যা আলেমগণ জানেন না। এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। হাদীস বিশারদগণ একমত যে, এটি একটি জাল বর্ণনা। ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন–

هٰذَا كَذِبٌ ظَاهِرٌ.

'এটি একটি নির্জলা মিথ্যা।' –আহাদীসুল কুসসাস, বর্ণনা ১৪; আরো দেখুন, আলমানারুল মুনীফ, ইবনুল কায়্যিম, বর্ণনা ২৪৪; আলআসরারুল মারফূআহ, মোল্লা আলীকারী ৩৪২; তাযকিরাতুল মাওযূআত, পাট্টানী ৯৩; তানযীহুশ শরীআহ, ইবনে ইরাক ১/৪০৭; আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ, শাওকানী ২/৪২৩

সহীহ্ বর্ণনায় এসেছে, হযরত আলী রা.-কে একবার এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, নবীজী কি একান্তে আপনাকে এমন কিছু বলে গেছেন, যা অন্যদের বলেননি? এ প্রশ্ন শুনে আলী রা. এত রেগে গেলেন যে, তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। বললেন– না, অন্যদের অগোচরে আমাকে বিশেষ কিছু বলে যাননি। তবে একদিন আমি ও তিনি এক ঘরে ছিলাম, তখন তিনি আমাকে চারটি বিষয় বলেছেন–

لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوٰى مُحْدِثًا،

https://t.me/islaMic_fdf

وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ.

'চার ব্যক্তির ওপর আল্লাহ্র লানত। এক. যে তার বাবাকে লানত করে। দুই. যে গায়রুল্লাহ্র নামে জবাই করে। তিন. যে কোনো বিদআতি, অপরাধী বা ফেতনাকারীর অন্যায় পক্ষ অবলম্বন করে তাকে বাঁচাতে চায়। চার. যে জমিনের সীমানা-চিহ্ন পরিবর্তন করে, সরিয়ে দেয়।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭৮; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৪২২

তিনি বুঝাতে চাইলেন, একান্তে যে কথা আমাকে বলেছেন তা এমন, যা আরো দশজনও তাঁর কাছ থেকে শুনেছে। এর দ্বারা তিনি আরো সতর্ক করলেন, এটি উম্মতের পথভ্রষ্ট হওয়ার পথ এবং এমন দাবি যদি কেউ করে, সে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। কারো এরকম কথায় সায় দেওয়া যাবে না। # অক্টোবর '১৮ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কথা

কিয়ামতের দিন প্রতিটি মসজিদ তার মুসল্লীদের নিয়ে জান্নাতে যাবে

কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, কিয়ামতের দিন প্রতিটি মসজিদ তার মুসল্লীদের নিয়ে জান্নাতে যাবে। এটি একটি মনগড়া কথা। এর কোনো ভিত্তি নেই। এ ধরনের কোনো বর্ণনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না।

মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার বা মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত হিসেবে উপরিউক্ত কথা বলা হয়। অথচ এ বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন, সহীহ হাদীসে এসেছে, আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে কাল কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। তার মধ্যে একজন হল, যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মসজিদেই পড়ে থাকে যার অন্তর। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬০)

তা ছাড়া জামাতে নামাযের ফযীলতের হাদীস, তেমনি মসজিদ নির্মাণের ফযীলতের হাদীস ইত্যাদি, আমরা এসব সহীহ হাদীস বলব; বানোয়াট কোনো কথা বলব না। আর এজাতীয় বানোয়াট কথাকে রাসূলের হাদীস হিসেবে বলা তো মারাত্মক গোনাহের কাজ।

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

দাওয়াতের কাজের বিশেষ ফযীলত

কিছু কিছু মানুষকে দাওয়াতের কাজের ফযীলত হিসেবে নিম্নোক্ত কথা বলতে শোনা যায়–

দাওয়াতের কাজে বের হয়ে এক পা ফেলার পর অপর পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা তার পূর্বজীবনের গোনাহ্ মাফ করে দেবেন। তার আমলনামায় ১৭ জন আলেম, ২৩ জন মিসকীন, ৩০ জন শহীদের সওয়াব লিখে দেবেন এবং আল্লাহ্ তাকে নিজে হিসাব দিয়ে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন।

এটি সম্পূর্ণ একটি বানোয়াট কথা। এ ধরনের কথা বলা ও প্রচার করা মারাত্মক গোনাহের কাজ। এমন মনগড়া কথাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং হাদীস হিসেবে প্রচার করা কবীরা গোনাহ্। এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

আল্লাহ্র দিকে মানুষকে ডাকার ফযীলত বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস রয়েছে। সেগুলোই বলতে হবে; এ ধরনের মনগড়া ফযীলতের কথা বলা যাবে না। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। # নভেম্বর '১৮ঈ.

একটি বানোয়াট কিসসা

নবীজীকে হুসাইন রা.-এর প্রশ্ন– নানাজী! আপনি বড় না আমি বড়?

একবার হাসান-হুসাইন নবীজীর সঙ্গে খেলা করছিল। হঠাৎ হুসাইন নবীজীর কোলে বসে বলল, নানাজী! বলুন তো, আপনি বড় না আমি বড়! ছোট্ট নাতির এমন প্রশ্ন শুনে নবীজী আশ্চর্য হলেন। বললেন, আমি বড়! হুসাইন বলল– না, আমি বড়! নবীজী বললেন, বুঝলাম তুমি বড়; কিন্তু কীভাবে?

হুসাইন তখন প্রশ্ন করল, বলুন তো আপনার পিতার নাম কী? নবীজী বললেন, আব্দুল্লাহ্। হুসাইন বলল, আর আমার পিতার নাম জানেন? আমার পিতা হলেন, আসাদুল্লাহিল গালিব আলী ইবনে আবি তালিব।

হুসাইন আবার প্রশ্ন করল, আপনার মায়ের নাম কী? নবীজী বললেন, আমেনা। হুসাইন তখন বলল, আর আমার মায়ের নাম জানেন? আমার মা হলেন, সায়্যিদাতু নিসা-ই আহলিল জান্নাহ– জান্নাতের রমণীদের সরদার ফাতিমাতুয যাহরা।

হুসাইন আবার প্রশ্ন করল, আপনার নানির নাম বলেন। নবীজী তাঁর নানির নাম বললে হুসাইন বলল, আর আমার নানিকে চেনেন? আমার নানি হলেন

https://t.me/islaMic_fdf

ওই নারী, যাকে আল্লাহ সালাম পাঠিয়েছেন; খাদিজাতুল কুবরা।

এবার প্রশ্ন করল, বলুন তো আপনার নানার নাম কী? নবীজী নিজের নানার নাম বললে হুসাইন বলল, আর আমার নানা কে জানেন? আমার নানা হলেন, দোজাহানের সরদার, সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কিছু কিছু অসতর্ক বক্তার মুখে খুব চটকদার উপস্থাপনায় এ কিসসাটি শোনা যায়। কিন্তু এর নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই। এটি একটি বানোয়াট কিসসা। সুতরাং আমরা এটা বলা থেকে বিরত থাকব।

একটি ভুল প্রথা

বিয়ের দিন-তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পঞ্জিকা দেখে শুভ-অশুভ দিন-তারিখ নির্ণয় করা

এক ব্যক্তিকে পঞ্জিকা খোঁজ করতে দেখা গেল। কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, একটি বিয়ের দিন-তারিখ নির্ধারণ করতে হবে, তাই পঞ্জিকা দেখে তিনি একটি শুভ দিন-তারিখ নির্ধারণ করবেন। এটি একটি ভুল প্রথা। পঞ্জিকায় উল্লেখিত শুভ-অশুভ দিন-তারিখ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন অলীক ও শিরকি বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা। এর সঙ্গে মুসলিমের কী সম্পর্ক! ইসলামে অশুভ দিন-তারিখ বলে কিছু নেই।

কোনো মাস, দিন বা রাতকে অশুভ মনে করা, বিশেষ কোনো সময়কে বিশেষ কাজের জন্য অশুভ ও অলক্ষুনে মনে করা–সবই জাহেলিয়াতের কুসংস্কার। এর সঙ্গে মুসলিমের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন, ইসলামপূর্ব যুগের কোনো কোনো লোকের এই ধারণা ছিল, শাওয়াল মাসে বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠান অশুভ ও অকল্যাণকর। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এই ভিত্তিহীন ধারণাকে এই বলে খণ্ডন করেছেন–

تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَوَّالٍ، وَبَنٰى بِيْ فِيْ شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظٰى عِنْدَهٗ مِنِّيْ؟

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসেই বিয়ে করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই আমার রুখসতি (বাসর) হয়েছে। অথচ তাঁর অনুগ্রহ লাভে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে?' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪২৩

https://t.me/islaMic_fdf

আল্লাহ তাআলা আমাদের সব ধরনের কুসংস্কার থেকে হেফাযত করুন। সহীহ আকীদার ওপর রাখুন এবং দ্বীনের সহীহ সমঝ নসীব করুন।

আরেকটি ভুল ধারণা

কা'বা শরীফ দেখলে বা ওমরা করলে কি হজ ফরয হয়ে যায়?

কিছু মানুষের ধারণা, কা'বা শরীফ দেখলে বা ওমরা করতে গেলে হজ ফরয হয়ে যায়। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কা'বা শরীফ দেখা-না দেখার সঙ্গে হজ ফরয হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

হজ ফরয হওয়ার জন্য শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি হজে যাওয়া-আসার খরচসহ তার অনুপস্থিতির দিনগুলোতে পরিবারের চলার মতো স্বাভাবিক খরচের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাহলেই কারো ওপর হজ ফরয হবে। কা'বা শরীফ দেখা-না দেখার কোনো বিষয় এখানে নেই। সুতরাং উপরিউক্ত ধারণাটি ঠিক নয়। # ডিসেম্বর '১৮ঈ.

মূসা আ. ও আবেদের কিসসা

আমি ছাড়া আর কেউ যেন জাহান্নামে না যায়

লোকমুখে প্রসিদ্ধ- হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জমানায় এক বড় আবেদ ছিল। সে একদিন মূসা আলাইহিস সালামকে বলল- আল্লাহ্র নবী, আপনি আল্লাহকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন- আমি জান্নাতী না জাহান্নামী? মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ বললেন, সে জাহান্নামী।

একথা শুনে সে খুব কাঁদতে লাগল। একপর্যায়ে বলল, ঠিক আছে; তবে আপনি আল্লাহকে বলবেন, আল্লাহ যেন আমার শরীর এত বড় করে দেন যে, কেবল আমার শরীর দ্বারাই জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যায়; আর কারো জাহান্নামে স্থান না হয়। অর্থাৎ শুধু আমি একাই জাহান্নামে যাই আর সকলে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়।

তার এ কথা শুনে আল্লাহ বললেন, সে যেহেতু সমগ্র মানবজাতিকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর ফিকির করেছে, তো আমি তাকে মাফ করে দিলাম।

অন্যকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচানোর ফিকির করলে আল্লাহ তাকে মাফ

https://t.me/islaMic_fdf

করে দেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন—এ কথা বুঝাতে গিয়ে অনেকে এ কিসসাটির অবতারণা করে থাকেন। কিন্তু এটি একটি বানোয়াট কিসসা। কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

একটি জাহেলি কথা

নামায না পড়লে কী হয়েছে, ঈমান ঠিক আছে!

কোনো মুমিন নামায তরক করতে পারে না। নামায পরিত্যাগ করা কবীরা গোনাহ। কিছু মানুষ নিজের এ অন্যায় ঢাকতে একটি বাক্যের আশ্রয় নেয়— নামায না পড়লে কী হয়েছে, ঈমান ঠিক আছে!

এটি একটি জাহেলি বাক্য; শয়তানের বানানো বাক্য, যা দ্বারা সে মুমিনকে ধোঁকায় ফেলে রাখে। কোনো মুমিন এমন কথা বলতে পারে না। যার ঈমান ঠিক আছে সে কি নামায তরক করতে পারে?

ঈমানের প্রধান আলামতই তো হল নামায। নামাযই ঈমান-কুফরের পার্থক্যরেখা। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

'ব্যক্তি ও শিরক-কুফরের মাঝের পার্থক্যরেখা হল নামায।' —সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮২

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-কে জিজ্ঞেস করা হল—

مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আপনাদের কাছে কোন্ জিনিস ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী ছিল? তিনি বললেন নামায।' —শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল-জামাআহ, বর্ণনা ১৫৩৮

সুতরাং আমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হব; কখনো নামায পরিত্যাগ করব না এবং এজাতীয় শয়তানি ধোঁকার বাক্য মুখে আনব না।

একটি ভিত্তিহীন কথা

যে রাস্তায় দাওয়াতের কাজ নিয়ে মানুষ চলে সে রাস্তা অন্যান্য রাস্তার ওপর গর্ব করতে থাকে

মানুষকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়ার ফযীলত বলতে গিয়ে কেউ কেউ

https://t.me/islaMic_fdf

বলে, যে রাস্তায় দাওয়াতের কাজ নিয়ে মানুষ চলে, সে রাস্তা অন্যান্য রাস্তার ওপর ফখর (গর্ব) করতে থাকে।

এটি একটি সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা এবং মনগড়া ফযীলত, যা বলা এবং বিশ্বাস করা যাবে না। মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকার ফযীলত তো কুরআন কারীমেই এসেছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আনুগত্য স্বীকারকারীদের একজন।' –সূরা হা-মীম আসসাজদা (৪১) : ৩৩

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

'যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করল, তার আহ্বানে যত মানুষ সাড়া দেবে সে এর প্রতিদান পাবে। এতে অনুসরণকারীদের প্রতিদান একটুও হ্রাস পাবে না।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৪

আলী রা.-কে একবার নবীজী বললেন–

لَأَنْ يُهْدٰى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

'তোমার মাধ্যমে একজন লোকও হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া তোমার জন্য আরবের লাল উটনী অপেক্ষা উত্তম।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯৪২

এ ছাড়াও কুরআন হাদীসে আরো ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা, মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকা অনেক বড় ফযীলতের আমল। কুরআন হাদীসে এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যে ফযীলতের কথা কুরআন হাদীসে নেই; নিজ থেকে বানিয়ে এমন কথা বলা অনেক বড় গোনাহের কাজ। আমরা এ থেকে বিরত থাকব এবং কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত ফযীলতগুলোই বলব। মনগড়া কোনো কিছু বলব না। # জানুয়ারি '১৯ঈ.

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল রসম

দাফনের পরপর মৃতের বাড়িতে খাবারের আয়োজন করা

কোনো কোনো এলাকায় প্রচলন আছে, মৃতের বাড়িতে খাবারের আয়োজন করা হয় এবং জানাযার পর এলান করা হয়, খাবার না খেয়ে কেউ যাবেন না।

এটিও একটি ভুল রসম ও বিদআত। দাওয়াতের আয়োজন তো করা হয় কোনো আনন্দ-উৎসবের সময়, কোনো বেদনার মুহূর্তে নয়। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তো হল মৃতের পরিবার-পরিজনের জন্য প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে খাবারের ব্যবস্থা করা। প্রশ্নোক্ত কাজটি এর সম্পূর্ণ উল্টো। তাই অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকতে হবে।

সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই এটিকে নিষিদ্ধ ও মন্দ কাজ বলে গণ্য করা হত। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রা. বলেন–

كُنَّا نَعُدُّ الْاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ.

'আমরা মৃতের দাফনকাজ শেষ হওয়ার পর তার বাড়িতে একত্র হওয়া এবং (আগতদের জন্য) খাবারের আয়োজন করাকে নিয়াহা (নিষিদ্ধ পন্থায় শোক পালন)-এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করতাম।' –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬১২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৯০৫

একটি সূরার নামের ভুল উচ্চারণ

সূরা আল-ইমরান

কুরআন কারীমের তৃতীয় সূরার নাম আ-লু ইমরান। এর অর্থ হল ইমরানের পরিবার। এর সঙ্গে সূরা শব্দটি যোগ করে– সূরা আলে ইমরান বলা হয়। কিন্তু কিছু কিছু মানুষকে দেখা যায়, তারা এ সূরার নামকে 'সূরা আল-বাকারা'র মতো মনে করে লেখে 'সূরা আলইমরান'। এটি ভুল।

সূরা আলবাকারা-এর ক্ষেত্রে 'বাকারা' শব্দের শুরুতে আলিফ ও লাম যোগ করার কারণে 'আলবাকারা' হয়েছে। কিন্তু সূরা আলে ইমরান-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। সেখানে (আরবী ব্যাকরণের ভাষায়) ইমরান শব্দের দিকে আ-লু শব্দটিকে ইযাফাত করা হয়েছে, ফলে আ-লু ইমরান হয়েছে। তার দিকে আবার সূরা শব্দটিকে ইযাফাত করার কারণে– সূরাতু আলি ইমরান বা সূরা আলে ইমরান হয়েছে। সুতরাং সূরা আলইমরান বলা ভুল। সঠিক উচ্চারণ হবে সূরা আলে ইমরান।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভুল বিশ্বাস

ঘরে মাকড়সার জাল থাকলে কি অভাব-অনটন দেখা দেয়?

কিছু মানুষের মাঝে একথা প্রচলিত, ঘরে মাকড়সার জাল থাকলে অভাব-অনটন দেখা দেয়। এটি একটি অলীক বিশ্বাস।

অভাব-অনটনের সঙ্গে মাকড়সার জালের কী সম্পর্ক? সচ্ছলতা বা অভাব-অনটনের মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি চাইলে কাউকে অভাব-অনটনে রাখেন, চাইলে সচ্ছলতা দান করেন।

তবে একথা স্মরণ রাখা দরকার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সুতরাং মাকড়সার জাল বা অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা থেকে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য। এ ব্যাপারে প্রতিটি মুসলিমেরই সচেতন থাকা উচিত।

একটি ভুল মাসআলা

মশার রক্ত লেগে থাকলে কি নামায হয় না?

কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়– 'তোমার কাপড়ে মশার রক্ত লেগে ছিল। তোমার নামায হয়নি।' তাদের ধারণা, মশার রক্ত লেগে থাকলে নামায হয় না। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়।

হাসান বসরী রাহ., আতা ইবনে আবী রাবাহ রাহ., আবু জাফর রাহ., উরওয়া ইবনে যুবাইর রাহ. প্রমুখ তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে, কাপড়ে মশা-মাছির রক্ত লাগলে কোনো সমস্যা নেই। (দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা (মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ) বর্ণনা ২০১৯, ২০২০, ২০২১)

তবে নজরে পড়লে এ রক্ত ধুয়ে নেওয়া যে ভালো তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। # ফেব্রুয়ারি '১৯ঈ.

একটি গর্হিত কাজ

যাকাত থেকে বাঁচার জন্য নাবালেগ সন্তানকে মালিক বানিয়ে দেওয়া!

কোনো কোনো মানুষ সম্পর্কে শোনা যায়, তারা যাকাত থেকে বাঁচার জন্য না-বালেগ সন্তানদেরকে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়। এটি একটি গর্হিত কাজ ও কঠিন কবীরা গোনাহ।

যাকাত ইসলামের অন্যতম প্রধান রোকন। যাকাত সম্পদের হক। কারো

https://t.me/islaMic_fdf

কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকার পরও যাকাত আদায় না করা বা আদায় না করার জন্য হীলা-বাহানা অবলম্বন করা নিন্দনীয় ও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার শামিল।

সম্পদ আল্লাহ তাআলার দান। পৃথিবীতে কেউই সম্পদ নিয়ে আসে না; আল্লাহ দান করেন। সুতরাং আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ আল্লাহ্র হুকুম আদায়ে ব্যয় করতে কার্পণ্য করা উচিত নয়। মুমিন আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ থেকে আল্লাহ্র হুকুমে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে না।

সূরা বাকারার শুরুতে মুমিনের এ গুণ বর্ণনা করা হয়েছে−

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

‘এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।’ −আয়াত ৩

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন−

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾

‘আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের যা দিয়েছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল−এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে, কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান-জমিনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।’ −সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮০

সুতরাং আমরা যাকাত আদায়ে অবহেলা করব না বা যাকাত থেকে বাঁচার জন্য হীলা-বাহানা অবলম্বন করব না।

হাঁ, সন্তানকে যদি সম্পদ দিতে হয় দেব, কিন্তু তা যাকাত থেকে বাঁচার হীলা-বাহানা হিসেবে নয়। আর একথা মনে রাখা চাই, যাকাতের ভয়ে সন্তানকে নামেমাত্র মালিক বানালেও যাকাত মাফ হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/২৮৪)

আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন এবং আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদের শোকরগোযারি ও যথাযথ হক আদায় করার তাওফীক দান করুন− আমীন।

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভিত্তিহীন কথা

কিয়ামতের দিন কি আলেমদের হিসাব-নিকাশ হবে পর্দার আড়ালে?

কিছু কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আলেমদের হিসাব-নিকাশ সকলের সামনে নেবেন না; বরং তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখে তাদের হিসাব নেবেন পর্দার আড়ালে।

আলেমদের সম্মান বোঝাতে কিছু মানুষ এ কথাটি বলে থাকেন, কিন্তু এটি একটি মনগড়া কথা। এর কোনো ভিত্তি নেই। কুরআন হাদীসে এমন কোনো কথা পাওয়া যায় না।

আলেমদের মর্যাদার বিষয়ে এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমদেরকে নবীগণের ওয়ারিস বলেছেন! এ ছাড়া আলেমদের মর্যাদার বিষয়ে তো কুরআনের বহু আয়াত ও সহীহ হাদীস রয়েছে, সেগুলোই যথেষ্ট। এ ধরনের মনগড়া কথা বলা সমীচীন নয়।

আর বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকেও একথা বোঝা যায়, আলেমদের হিসাব পর্দার আড়ালে হবে-একথা ঠিক নয়। (দ্র. জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৫)

সুতরাং আমরা এমন কথা বলব না। আলেমদের মর্যাদার বিষয়ে কুরআনের আয়াত এবং বহু সহীহ হাদীস রয়েছে, সেগুলোই বলব, কোনো মনগড়া কথা বলব না।

একটি সংশোধনযোগ্য প্রবাদ বাক্য

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের অসুন্দর নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখতেন। তেমনি অসুন্দর ভাষাও সংশোধন করে দিতেন। সেখানে ভাষার মধ্যে যদি আপত্তিমূলক কোনো শব্দ-বাক্য থাকে; মুশরিকদের কোনো দেব-দেবীর নাম থাকে তাহলে তো তা অবশ্যই সংশোধনযোগ্য।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য হল, 'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।' যার উদ্দেশ্য হল, কোনো কাজে সাফল্য পেতে হলে সাধনা করতে হয়। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এ বাক্যে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু শব্দগত দিক থেকে আপত্তি রয়েছে। কারণ, কেষ্ট হল হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণ-এর আঞ্চলিক রূপ। (আধুনিক বাংলা অভিধান; বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান, বাংলা

https://t.me/islaMic_fdf

একাডেমি।) সে হিসেবে এ বাক্যের শব্দগত অর্থ হল, কেষ্ট দেবতা অর্থাৎ কৃষ্ণকে পেতে হলে কষ্ট-সাধনা করতে হবে।

একজন মুসলিম তো কখনো হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য সাধনা করতে পারে না। সুতরাং আমরা এ বাক্য বলব না।

এখন একজন মুসলিম বাংলায় এ কথাটি কী বাক্যে বলবে তা ভিন্ন বিষয়। তা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। # মার্চ '১৯ঈ.

এ বর্ণনাটির পাঠ ওভাবে নয় এভাবে
আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও আমলের দিকে তাকান না; বরং...

এ বর্ণনাটি অনেকের মাঝে এভাবে প্রসিদ্ধ–

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও আমলের দিকে তাকান না; তিনি তাকান তোমাদের অন্তরের দিকে।' কিন্তু সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবে হাদীসটির যে পাঠ এসেছে, তাতে রয়েছে– (সহীহ মুসলিমের পাঠ নিম্নরূপ)

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদের দিকে তাকান না। তিনি তাকান তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৪

অর্থাৎ লোকমুখে প্রসিদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে, আমলের দিকে তাকান না। আর সহীহ বর্ণনায় এসেছে– ... আমলের দিকে তাকান। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, বান্দা তো ঈমান ও আমল উভয়টির মুকাল্লাফ (আদিষ্ট)। (আরো দেখুন, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪১৪৩; আলআসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, হাদীস ১০০২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭৮২৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩৯৪; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৯৯৪; মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ, হাদীস ৩৭৯; আলঈমান, ইবনে মান্দাহ, হাদীস ৩২৬; আলআদাব, বায়হাকী, হাদীস ৮১৬

বায়হাকী রাহ. আলআসমা ওয়াস-সিফাত গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাটির পাঠ উল্লেখ করেন এভাবে–

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَحْسَابِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

(নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও বংশের দিকে তাকান না। তিনি তাকান তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে।)

https://t.me/islaMic_fdf

এরপর ইমাম বায়হাকী রাহ. বলেন–

هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ الْمَحْفُوْظُ فِيْمَا بَيْنَ الْحُفَّاظِ، وَأَمَّا الَّذِيْ جَرٰى عَلٰى أَلْسِنَةِ جَمَاعَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلٰى أَعْمَالِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ. فَهٰذَا لَمْ يَبْلُغْنَا مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ. وَالثَّابِتُ فِي الرِّوَايَةِ أَوْلٰى بِنَا وَبِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَخَاصَّةً بِمَنْ صَارَ رَأْسًا فِي الْعِلْمِ يُقْتَدٰى بِهٖ، وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ.

অর্থাৎ হাফেযে হাদীসগণের কাছে এভাবেই বর্ণনাটি সহীহ ও মাহফূয। (অর্থাৎ তাতে আমলের দিকে তাকাবার কথা রয়েছে।) আর প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ যে পাঠ–

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلٰى أَعْمَالِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ.

(নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও আমলের দিকে তাকান না; তিনি তাকান তোমাদের অন্তরের দিকে।)– আমরা তা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাইনি। তা সহীহ হাদীসে বর্ণিত পাঠের খেলাফ। আর রেওয়ায়েতগতভাবে যেটি প্রমাণিত, মুসলিমদের জন্য সেটিই গ্রহণের অধিক উপযোগী। (আলআসমা ওয়াস সিফাত, হাদীস ১০০৩ দ্রষ্টব্য)

একটি অসতর্কতা

আকীকার দিন গুনতে ভুল করা

আকীকার ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ.

‘নবজাতকের পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে জবাই করা হবে।’ –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৮৩৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫২২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩১৬৫

শরীয়তের যেসব মাসআলা দিন-তারিখ, মাস-বছরের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেগুলো চাঁদের হিসাবে গণনা করতে হয়। সুতরাং এ সাত দিন গণনা করতে হবে চাঁদের হিসাবে। আর আমাদের জানা আছে যে, চাঁদের ক্ষেত্রে দিন/তারিখ শুরু হয় সূর্যাস্তের পর থেকে। এখন কোনো সন্তান যদি শনিবার সূর্যাস্তের পর জন্ম নিল তার অর্থ সে রবিবারে জন্ম নিল। সেক্ষেত্রে তার সাত দিন গণনা শুরু হবে রবিবার থেকে, শনিবার থেকে নয়। সে হিসাবে সপ্তম দিন হবে পরের শনিবার। কিন্তু যদি সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে শনিবারকে প্রথম দিন

https://t.me/islaMic_fdf

ধরে গণনা করা হয় তাহলে সপ্তম দিন হবে জুমাবার, যা ভুল।

হাঁ, যদি শনিবার সূর্যাস্তের আগে জন্ম নেয় তখন দিন গণনা শুরু হবে শনিবার থেকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সব বিষয়ে সঠিক বিষয়টি জানার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। পাশাপাশি হিজরী তারিখের ব্যাপারে সচেতন হওয়ার তাওফীক দান করুন।

একটি ভুল আমল
কাতার ঠিক হওয়ার আগেই নিয়ত বেঁধে ফেলা

কখনো কখনো এমন হয়, জামাত শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো কাতার ঠিক হয়নি। বিশেষ করে জুমার দিন বা হাট-বাজারের মসজিদে পেছনের কাতারের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে থাকে। এ সময় কোনো কোনো মানুষকে দেখা যায়, সকলে কাতারে মিলে মিলে দাঁড়ানোর আগেই নিয়ত বেঁধে ফেলে। ফলে কাতারের মাঝে ফাঁকা থেকে যায়। এমনটি কাম্য নয়। সুতরাং সকলে সুন্দরমতো মিলে মিলে কাতারে দাঁড়ানোর আগে নিয়ত বাঁধব না। # জুন '১৯ঈ.

যিলকদ মাসকেন্দ্রিক কিছু ভিত্তিহীন আমল ও ফযীলত

বারো চান্দের আমল বিষয়ে বাজারে বেশ কিছু বই প্রচলিত রয়েছে। এসব বইয়ের কোনো কোনোটা তো এমনও রয়েছে যে, লেখকের নামের স্থানে কভারের ওপরে লেখা– 'হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.' আর ভেতরে আসল লেখকের নাম! এসব বই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে বেশ প্রচলিতও বটে। এগুলোর কোনো কোনোটিতে যিলকদ মাসের আমলকেন্দ্রিক বেশ কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা ও বানোয়াট বর্ণনা রয়েছে। সেখান থেকে কিছু বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা হল।

যিলকদ মাসের রোযাকেন্দ্রিক বানোয়াট বর্ণনা :

১. যে ব্যক্তি যিলকদ মাসে এক দিন রোযা রাখবে, এর প্রতিটি মুহূর্তের বিনিময়ে আল্লাহ তার আমলনামায় মকবুল হজের সওয়াব লিখবেন।

২. যে ব্যক্তি যিলকদ মাসের সোমবার দিন রোযা রাখে, তার আমলনামায় এক হাজার বছর নফল ইবাদতের নেকি লেখা হয়।

যিলকদ মাসের নফল নামাযকেন্দ্রিক বানোয়াট বর্ণনা :

১. যে ব্যক্তি এ মাসের প্রথম রাতে দুই দুই রাকাতের নিয়ত করে চার রাকাত

https://t.me/islaMic_fdf

নফল নামায আদায় করে, তার প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর ২৩ বার সূরা ইখলাস পাঠ করে, সে ব্যক্তির জন্য বেহেশতে চার হাজার মনোমুগ্ধকর ভবন নির্মাণ করে রাখা হয়। প্রতিটি ভবনে লোহিত বর্ণের ইয়াকুত পাথর দ্বারা নির্মিত বহু মূল্যবান মণি-মুক্তা খচিত সিংহাসন পাতা থাকবে। প্রত্যেক সিংহাসনে একজন করে হুর উপবিষ্ট থাকবে। এই হুরদের কপাল সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি দীপ্তিমান হবে।

২. যে ব্যক্তি যিলকদ মাসের প্রত্যেক রাতে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস তিন বার পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে একজন হাজীর নেকি ও একজন শহীদের নেকি দান করবেন এবং সে হাশরের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।

এ জাতীয় আরো কিছু বর্ণনা এসব পুস্তিকার কোনো কোনোটিতে রয়েছে। এ সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা। এসব বর্ণনা সহীহ হওয়া তো দূরের কথা, জাল হাদীস-বিষয়ক কিতাবাদিতেও তা পাওয়া যায় না।

এ জাতীয় বর্ণনার ব্যাপারে মৌলিক কথা সেটিই, যা লাখনোভী রাহ. বলেছেন। তাঁকে আশুরার বিশেষ নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন–

لَمْ تَرِدْ فِيْ رِوَايَةٍ مُعْتَبَرَةٍ صَلَاةٌ مُعَيَّنَةٌ كَمًّا وَكَيْفًا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ الْمُتَبَرَّكَةِ، وَكُلُّ مَا ذَكَرُوْهُ فِيْهِ مَصْنُوْعٌ وَمَوْضُوْعٌ.

আশুরা এবং বছরের অন্যান্য বরকতপূর্ণ দিনে নির্দিষ্ট রাকাতে বিশেষ নিয়মের কোনো নামায নির্ভরযোগ্য কোনো রেওয়ায়েতে আসেনি। এ সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়, সবই বানোয়াট ও জাল। –আলআসারুল মারফূআ ৮

যিলকদ মাসের ফযীলত হল, এটি 'আশহুরে হুরুম' তথা সম্মানিত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত এবং হজের মাসসমূহের একটি। এটি যেহেতু সম্মানিত মাস তাই এর সম্মান রক্ষা করা উচিত; গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং নেক আমলে যত্নবান হওয়া উচিত। যেমনটি আল্লাহ কুরআনে নির্দেশ করেছেন–

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ.

(...তার মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত) ...সুতরাং এ মাসসমূহে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। –সূরা তাওবা (৯) : ৩৬

সুতরাং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ মাসের প্রথম কাজ, পাশাপাশি নেক

https://t.me/islaMic_fdf

আমলেও যত্নবান হওয়া দরকার। সে হিসেবে নফল নামায, নফল রোযা করা যেতে পারে। কিন্তু জানা থাকা দরকার, এর জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতি, বিশেষ কোনো দিন বা ফযীলত বর্ণিত হয়নি।

আসল কথা হল, যেহেতু যিলকদ মাসের বিশেষ কোনো আমল নেই, এমনকি এ মাসের আমলের বিষয়ে জাল বর্ণনাও পাওয়া যায় না, ফলে এসকল কিতাবের লেখকগণ বছরের অন্যান্য সময়ের বানোয়াট ও ভিত্তিহীন আমলের সঙ্গে মিল রেখে নিজে থেকে বিভিন্ন আমল আবিষ্কার করেছেন– এত রাকাত পড়তে হবে, এতবার সূরা ইখলাস পড়তে হবে, এতবার এটা পড়তে হবে, এতবার ওটা পড়তে হবে। অমুক দিন রোযা রাখতে হবে, তার এই ফযীলত, ওই ফযীলত।

আল্লাহ তাআলা এসব লেখক-প্রকাশককে ক্ষমা করুন। উম্মতকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

একটি ভিত্তিহীন কথা

মাটির ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের আগে কি 'উসকুত আন যিকরিল্লাহ' বলতে হয়!

কোনো কোনো মানুষের মাঝে একথা প্রচলিত, মাটির ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের আগে এগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলতে হয়– 'উসকুত আন যিকরিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র যিকির বন্ধ কর)। কারণ, তা আল্লাহ্‌র যিকিরে রত থাকে।

তাদের ধারণা, যেহেতু কুরআনে কারীমে আল্লাহ বলেছেন–

وَاِنۡ مِّنۡ شَیۡءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمۡدِهٖ.

এমন কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ তথা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। (সূরা ইসরা (১৭) : ৪৪) এখন ইস্তেঞ্জার জন্য ব্যবহৃত ঢিলা-কুলুখও যেহেতু তাঁর তাসবীহ পড়তে থাকে, ফলে তা ব্যবহারের আগে তাসবীহ বন্ধ করে নিতে হবে।

এটি একটি অমূলক কথা, শরীয়তে যার কোনো ভিত্তি নেই।

তাহলে তো জমিনে কদমও ফেলা যাবে না; যতক্ষণ না জমিনকে বলা হবে– উসকুত আন যিকরিল্লাহ। এমনিভাবে অন্যান্য সকল বস্তু!

আল্লাহ বান্দাকে এমন কঠিন অবস্থায় ফেলে দেননি। সুতরাং এটি একটি অমূলক ও ধারণাপ্রসূত কথা। এর শরয়ী কোনো ভিত্তি নেই।

https://t.me/islaMic_fdf

একটি ভিত্তিহীন ফযীলত
আল্লাহ্র রাস্তায় মেহনতকারীর জন্য
আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তিন দুআ করেন

আল্লাহ্র রাস্তায় মেহনতের ফযীলত হিসেবে কোনো কোনো মানুষকে বলতে শোনা যায়–

যারা আল্লাহ্র রাস্তায় মেহনত করে তাদের জন্য আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তিনটি দুআ করেন :

১. হে আল্লাহ! তাদের গোনাহ মাফ করে দিন।

২. তাদের ঘরওয়ালাদের গোনাহ্ মাফ করুন।

৩. তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তাদের সঙ্গে তাদের ঘর-ওয়ালাদেরও জান্নাতে প্রবেশ করান।

যে কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে যে-ই আল্লাহ্র রাস্তায় মেহনত করুক না কেন, এর ফযীলত অনেক। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ফযীলত বলতে হলে তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হতে হবে; এ ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো আমলের বিশেষ ফযীলতের কথা বলা যাবে না। ওপরের কথাটি কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না। সুতরাং তা বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

উল্লেখ্য, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ কাদের জন্য দুআ করেন এবং কী দুআ করেন তা সূরা মু'মিন-এর ৭-৯ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ رَبَّنَا
وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۞ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

'যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুর্পাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

https://t.me/islaMic_fdf

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

এবং তুমি তাদেরকে সব রকমের মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা কর। সেদিন তুমি যাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করলে, তার প্রতি তুমি প্রভূত দয়া করলে। আর এটাই তো মহাসাফল্য।' –সূরা মু'মিন (৪০) : ৭-৯

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারছি, আরশ বহণকারী ফেরেশতা যাদের জন্য দুআ করেন তারা হলেন–

১. যারা ঈমান এনেছে

২. যারা তওবা করেছে।

৩. যারা আল্লাহ্র পথের অনুসরণ করে।

আর তারা এই দুআ করেন–

১. তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

২. তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।

৩. তাদেরকে এবং তাদের নেককার পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের জান্নাতে প্রবেশ করান।

৪. তাদেরকে সকল প্রকার মন্দ-অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন।

মোটকথা, কোনো আমলের ফযীলত নিজে থেকে বানানো জায়েয নেই। আর কুরআন-সুন্নাহ্য় বর্ণিত ফযীলত যেভাবে যে ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে তা সে ক্ষেত্রে সেভাবেই বর্ণনা করতে হবে। # জুলাই '১৯ঈ.

যিলহজ মাসকেন্দ্রিক কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

গত সংখ্যায় আমরা যিলকদ মাসকেন্দ্রিক 'বারো চান্দের আমল' জাতীয় বইয়ের মাধ্যমে সমাজে ছড়ানো কিছু ভিত্তিহীন আমল ও তার ফযীলত বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। এ মাসেও ঠিক একই সূত্রে যিলহজ মাসকেন্দ্রিক সমাজে ছড়ানো কিছু বর্ণনা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে আমরা যিলহজ মাসের ফযীলত ও এর কিছু আমলের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করব। এরপর ভিত্তিহীন বর্ণনা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

যিলহজ মাস হজ-কুরবানী আদায়ের মাস। এ মাস আল্লাহ তাআলার কাছে

https://t.me/islaMic_fdf

সম্মানিত চার মাসের শ্রেষ্ঠ মাস। বিশেষ করে এ মাসের প্রথম দশক অতি ফযীলতপূর্ণ। কুরআন কারীমে আল্লাহ্ তাআলা এ দশ রাতের কসমও করেছেন। এ দশকের আমল আল্লাহ্ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِيْ أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে যিলহজ্বের দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক প্রিয় অন্য কোনো দিনের আমল নেই। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও (এর চেয়ে উত্তম) নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়; তবে হাঁ, সেই ব্যক্তির জিহাদ এর চেয়ে উত্তম, যে নিজের জান-মাল নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হয়েছে। এরপর কোনো কিছু নিয়েই ঘরে ফিরে আসেনি। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৩৮; সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৬৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৫৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৯৬৮

এই দশকের আমল যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রিয়, তাই এ সময় নফল নামায, নফল রোযা, তেলাওয়াত, যিকিরসহ যেকোনো নেক আমলই করা যায়। জানা কথা, এ মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হজ ও কুরবানী। হজ-কুরবানীর বাইরে এ দশকের আমল হিসেবে যা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

সম্ভব হলে যিলহজ্বের পুরো নয় দিনই রোযা রাখা (যা কিছু যয়ীফ বর্ণনায় এসেছে)। পুরো নয় দিন সম্ভব না হলে অন্তত নয় যিলহজ্বের রোযা রাখা চাই। যিলহজ্বের চাঁদ উদিত হওয়া থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত নখ-চুল কাটা থেকে বিরত থাকা। বেশি বেশি যিকির-তাসবীহ আদায় করা ইত্যাদি।

আর ফযীলতের ক্ষেত্রে ইয়াওমে আরাফা তথা নয় যিলহজ্বের রোযার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আরাফার দিনের (নয় যিলহজ্বের) রোযার বিষয়ে আমি আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশা করি, (এর দ্বারা) আগের এক বছরের এবং পরের এক বছরের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২

আফসোস! আজকাল অনেক মানুষের কেন জানি সহীহ ও প্রমাণিত হাদীসসমূহের প্রতি আগ্রহ কম। তাদের যেন জাল-বানোয়াট ছাড়া মন ভরে

https://t.me/islaMic_fdf

না। তারা যিলহজ মাসের বেলায়ও ভিত্তিহীন কতক আমল ও ফযীলত আবিষ্কার করেছে। এখানে কয়েকটি তুলে ধরা হল :

১. যিলহজ মাসের বিভিন্ন নামায

ক. যে ব্যক্তি যিলহজ মাসের দশ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে বিত্‌র নামাযের পর প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাউসার তিন বার ...।

খ. যে ব্যক্তি যিলহজ মাসের জুমার দিন দুই দুই রাকাতের নিয়ত করে মোট ছয় রাকাত নফল নামায আদায় করবে, যার প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর পনেরো বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে ...।

গ. শবে তারবিয়ার নামায

তারবিয়ার রাতে যে ব্যক্তি ১৬ রাকাত নফল নামায আদায় করবে ...।

ঘ. আরাফার রাতের নামায

যে ব্যক্তি প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে তিন তিন বার সূরা ইখলাস দ্বারা আরাফার রাতে একশ রাকাত...।

ঙ. কুরবানীর আগের রাতের নামায

যে ব্যক্তি কুরবানীর আগের রাতে চার রাকাত নফল নামায আদায় করবে...।

চ. কুরবানীর দিনের নামায

যে ব্যক্তি কুরবানী করার পর নিজের ঘরে কিংবা মসজিদে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে, তার আমলনামায় হাজীদের এবং কুরবানীর পশুর প্রতিটি পশমের পরিবর্তে সওয়াব লেখা হবে।

এভাবে যিলহজ মাসের বিভিন্ন সময়ের সঙ্গে যুক্ত করে করে বিভিন্ন নামায উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলোর বিশাল বিশাল ফযীলত লেখা হয়েছে।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী রাহ. জাল হাদীস-বিষয়ক লেখা তাঁর কিতাব 'আলআসারুল মারফূআহ ফিল আহাদীসিল মাওযূআহ'-এ এজাতীয় নামায বিষয়ে স্বতন্ত্র শিরোনাম করেছেন। সেখানে উল্লিখিত বিশেষ নামাযসহ আরো বিভিন্ন ভিত্তিহীন বানোয়াট পদ্ধতির নামাযের বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোর অসারতা তুলে ধরেছেন। (দ্র. আলআসারুল মারফূআহ ফিল আহাদীসিল মাওযূআহ, অধ্যায়, যিকরু সালাওয়াতিন ও আদইয়াতিন মাখসূসাহ ১০৩-১১৯)

২. পাঁচ যিলহজ পর্যন্ত ফজরের নামাযের পর বিশেষ দুআ

কোনো কোনোটিতে যিলহজের প্রথম পাঁচ দিন ফজরের নামাযের পর পড়ার

https://t.me/islaMic_fdf

বিশেষ দুআ ও তার ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে।

'জিলহজের প্রথম দিনে ফজরের পর এ দোআ পাঠ করবে...।

ফজীলত : এ দোআর আমলে কবীরা গোনাহ্সমূহ মাফ হয়ে সওয়াব বৃদ্ধি হয়...।

জিলহজ্জের দ্বিতীয় দিনে...।'

এভাবে পাঁচ যিলহজ পর্যন্ত প্রতিদিন ফজরের পর পড়ার বিশেষ দুআ ও তার বিশাল বিশাল ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

৩. নয় যিলহজের প্রতিদিনের রোযার ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত

'যে ব্যক্তি যিলহজ মাসের প্রথম দিন রোযা রাখে সে যেন আল্লাহ্র রাস্তায় দুই হাজার বছর জিহাদ করল। ... যে ব্যক্তি যিলহজের তৃতীয় দিন রোযা রাখে সে ইসমাঈল আ.-এর বংশের তিন হাজার গোলাম আযাদের সওয়াব পাবে। আর যে চতুর্থ দিন রোযা রাখে সে যেন চারশ বছর আল্লাহ্র ইবাদত করল।...' এভাবে যিলহজের বিভিন্ন দিনের রোযার ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব বইয়ের কোনো কোনোটিতে এজাতীয় একটি ঘটনাও উল্লেখ করতে দেখা যায়। যেখানে যিলহজের নয় দিন রোযা রাখার ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

'এক যুবকের অভ্যাস ছিল, যিলহজ্ব মাসের চাঁদ উঠতেই সে রোযা রাখতে শুরু করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা জানতে পেরে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ দিনগুলোতে রোযা রাখ কেন? ...নবীজী তার কথা শুনে বললেন, তোমার প্রতিটি রোযার বিনিময়ে তুমি একশ গোলাম আযাদ করার, একশ উট আল্লাহ্র রাস্তায় দান করার... সওয়াব পাবে। ...আর নয় যিলহজ্বের রোযার বিনিময়ে এক হাজার গোলাম আযাদ করার...।'

যিলহজের রোযার ফযীলত-বিষয়ক এ ঘটনাটিও বানোয়াট। ইবনুল জাওযী রাহ. বলেন, ঘটনাটি প্রমাণিত নয়। জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. তার কথা সমর্থন করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন, এই বর্ণনা জাল না হলে পৃথিবীতে আর কোনো জাল বর্ণনা-ই নেই। (অর্থাৎ এই বর্ণনা জাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।) ইবনে ইরাক কিনানী রাহ. তাঁর কথা উদ্ধৃত

https://t.me/islaMic_fdf

করে মৌন সমর্থন করেছেন। (দ্র. কিতাবুল মাওযূআত ২/৫৬৪; মীযানুল ইতিদাল ৩/৬৬৯; লিসানুল মীযান ৭/৪০৫; আললাআলিল মাসনূআহ ২/১০৭; তানযীহুশ শরীআহ ২/১৪৮; আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ ১/১২)

যাহোক, যিলহজের প্রথম নয় দিন রোযা রাখার কথা কিছু (যয়ীফ) বর্ণনায় পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় এসেছে–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজের নয়টি দিন রোযা রাখতেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৩৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৩৩৪; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ৮৩৯৩) কিন্তু এই নয় দিনের রোযার বিশেষ কোনো ঘোষিত ফযীলত নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না। শুধু ইয়াওমে আরাফা তথা নয় যিলহজের রোযার ফযীলতের কথা হাদীসে এসেছে, যা আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি।

মোটকথা, যিলহজ মাস ফযীলতপূর্ণ। বিশেষ করে এর প্রথম দশক। এ দশকের আমল ও তার ফযীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এসব পুস্তিকার উল্লিখিত এসব আমল ও ফযীলত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের ভিত্তিহীন বিষয়গুলো থেকে রক্ষা করুন এবং নির্ভরযোগ্য বিষয়গুলো জেনে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। (যিলহজ মাসের আমল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক আলকাউসারের (যিলকদ ১৪৪০ হি. সংখ্যায় প্রকাশিত 'হাদীস ও আসারের আলোকে যিলহজ মাস : গুরুত্ব ফযীলত ও আমল') নিবন্ধটি দেখা যেতে পারে।) # আগস্ট '১৯ঈ.

একটি জাল বর্ণনা

যিলহজের শেষ দিন ও মহররমের প্রথম দিন রোযা রাখার ফযীলত

'যে ব্যক্তি যিলহজ মাসের শেষ দিন এবং মহররমের প্রথম দিন রোযা পালন করল, সে ব্যক্তি তার বিগত বছরকে রোযা দ্বারা সমাপ্ত করল এবং আগত বছরকে রোযা দ্বারা স্বাগত জানাল। কাজেই আল্লাহ তার ৫০ বছরের কাফফারা বা পাপ মার্জনা করবেন।'

বারো চাঁদের ফযীলত-জাতীয় পুস্তিকার মাধ্যমে এ বর্ণনাটি অনেকের মাঝে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এটি একটি জাল বর্ণনা। ইবনুল জাওযী রাহ. জাল বর্ণনা-বিষয়ক তাঁর কিতাব 'কিতাবুল মাওযূআত'-এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন–

https://t.me/islaMic_fdf

:

اَلْهَرَوِيُّ هُوَ الْجُوَيْبَارِيُّ، وَوَهْبٌ، كِلَاهُمَا كَذَّابٌ وَضَّاعٌ.

(এ বর্ণনাসূত্রে দুজন রাবী রয়েছে) এক. হারাবী, সে হল জুওয়াইবারী দুই. ওয়াহ্ব। এরা দুজনই কাযযাব ও ওয়াযযা অর্থাৎ চরম মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালকারী (সুতরাং এ বর্ণনাটি জাল)। –কিতাবুল মাওযূআত ২/৫৬৬

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনে ইরাক কিনানী, মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী রাহ. প্রমুখের মতেও বর্ণনাটি জাল। (দ্র. তালখীসুল মাওযূআত ২০৬ (৫০০); আললাআলিল মাসনূআহ ২/১০৮; তানযীহুশ শরীআহ ২/১৪৮; তাযকিরাতুল মাওযূআত ১১৮; আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ ১/১২৯)

একটি ভুল আমল

কবরে রাখার পর মাইয়েতের শুধু চেহারা কেবলামুখী করে দেওয়া

কিছুদিন আগে একটি দাফনে শরিক ছিলাম। মাইয়েতকে কবরে রাখার জন্য যারা কবরে নেমেছিলেন তাদের মধ্যে একজন মাওলানা সাহেবও ছিলেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন– মাইয়েতকে ডান কাত করে কেবলামুখী করে রাখার। ভাবছিলেন, কী করা যায়! কারণ, কবরটি সেভাবে খনন করা হয়নি, যেভাবে করলে মাইয়েতকে সহজে কেবলামুখী করে রাখা যায়। এমনসময় একজন সাধারণ লোক বলে উঠল– এর দরকার কী? শুধু চেহারা কেবলামুখী করে দিন!

ওই ব্যক্তির মতো আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা, মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় চিত করে শুইয়ে শুধু তার চেহারা কেবলামুখী করে দিতে হয়। তাদের এ ধারণা ভুল।

সুন্নত পদ্ধতি হল, মাইয়েতকে কবরে ডান কাত করে শুইয়ে সিনা-চেহারা কিবলার দিকে করে রাখা। প্রয়োজনে মাইয়েতকে পুবদিকের দেয়ালের সঙ্গে টেক লাগিয়ে রাখবে। যেন মাইয়েতকে সহজে ডান কাত করে রাখা যায়। কিন্তু চিত করে শুইয়ে শুধু চেহারা কিবলার দিকে ঘুরিয়ে রাখলে তা সুন্নতসম্মত হবে না। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. বলেন–

اِسْتَقْبِلْ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ.

অর্থাৎ মাইয়েতকে কিবলামুখী কর।

সুফিয়ান রাহ. বলেন–

https://t.me/islaMic_fdf

يَعْنِيْ عَلٰى يَمِيْنِهٖ كَمَا يُوْضَعُ فِي اللَّحْدِ.

অর্থাৎ ডান কাতে রাখ, যেমনিভাবে লাহ্দ কবরে রাখা হয়। –মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৬০৬০

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হল বিষয়টি নিয়ে যদি আগে থেকেই ভাবা হয় এবং এমনভাবে কবর খনন করা হয়, যাতে মাইয়েতকে সহজে কেবলামুখী করে রাখা যায়। যেমন, কোনো কোনো এলাকায় দেখা যায়, স্বাভাবিকভাবে কবর খনন শেষে কবরের ফ্লোরের মাঝ বরাবর কবরের মতো করেই চিকন করে এক বিঘত পরিমাণ গভীর করে খনন করা হয়, ফলে মাইয়েতকে সহজেই কাত করে কিবলামুখী করে শোয়ানো যায়।

মোটকথা, কবর খননের সময়ই বিষয়টি নিয়ে ভাবা চাই। আর কোথাও যদি তা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে ওপরে বর্ণিত পন্থা অবলম্বন করা যায়। অর্থাৎ কবরের পুবদিকের দেয়ালের সঙ্গে টেক লাগিয়ে রাখা। আল্লাহ তাআলা আমাদের বিষয়টি বোঝা ও আমল করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

একটি ভুল রসম

মাইয়েতের খাটিয়া বহনের সময় উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পড়তে থাকা

মাইয়েতের খাটিয়া বহনের সময় অধিকাংশ এলাকায় উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পড়তে দেখা যায়। এটি একটি ভুল রসম।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম জানাযা বহনের সময় চুপ থাকতেন। আখেরাতের বিষয়ে চিন্তামগ্ন থাকতেন। ইবনু জুরাইজ রাহ. বলেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَبِعَ الْجَنَازَةَ أَكْثَرَ السُّكَاتَ، وَأَكْثَرَ حَدِيْثَ نَفْسِهٖ.

‘নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযার পেছনে চলতেন তখন অধিক চুপ থাকতেন এবং চিন্তায় পূর্ণ মগ্ন থাকতেন।’ –মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৬২৮২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ১১৩১৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ، وَلَا نَارٍ.

‘জানাযার পেছনে যেন শব্দ না করা হয় এবং আগুন না নেওয়া হয়।’ –সুনানে

https://t.me/islaMic_fdf

আবু দাউদ, হাদীস ৩১৭১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৫১৫

সুনানে কুবরা বায়হাকী ও ইবনুল মুনযিরের আলআওসাতের এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, সাহাবায়ে কেরামের আমল ব্যাপকভাবে এমনই ছিল। তাঁরা জানাযার পেছনে যাওয়ার সময় কোনো আওয়াজ করতেন না। (দ্র. সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৪/৭৪; আলআওসাত, ইবনুল মুনযির ৫/৪২২ (৩০৩৪))

এসব হাদীস ও আছারের আলোকে ফকীহগণ বলেছেন, জানাযার পেছনে চলার সময় মূল কাজ হল আখেরাতের ফিকিরে থাকা। যিকির করতে চাইলে তা হবে অনুচ্চস্বরে। এক্ষেত্রে যিকির করতে গিয়ে আওয়াজ উঁচু করা ঠিক নয়। –বাদায়েউস সানায়ে ২/৪৬; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৩৭ # সেপ্টেম্বর '১৯ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কথা

ইবলিস কি 'মুআল্লিমুল মালাইকাহ' ছিল?

আমাদের সমাজে একথা প্রসিদ্ধ– ইবলিস 'মুআল্লিমুল মালাইকাহ' তথা ফেরেশতাদের শিক্ষক ছিল। অর্থাৎ সে আল্লাহ্র ইবাদত করতে করতে এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, আল্লাহ তাকে ফেরেশতাদের শিক্ষক বানিয়ে দিয়েছিলেন। এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। কুরআন হাদীসে এমন কোনো কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং ইবলিস সম্পর্কে এটি এমন এক অমূলক কথা যে, ইসরাঈলী রেওয়ায়েতেও তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইবলিস সম্পর্কে সমাজে অনেক কথা প্রচলিত আছে, যার অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনানির্ভর।

ইবনে কাসীর রাহ. নিজ তাফসীরগ্রন্থে সূরা কাহফের ৫০ নং আয়াতের তাফসীরে ইবলিস-শয়তান বিষয়ে ইসরাঈলী বর্ণনা-নির্ভর বিভিন্ন বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন–

وَقَدْ رُوِيَ فِيْ هٰذَا آثَارٌ كَثِيْرَةٌ عَنِ السَّلَفِ، وَغَالِبُهَا مِنَ الْإِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِيْ تُنْقَلُ لِيُنْظَرَ فِيْهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَالِ كَثِيْرٍ مِّنْهَا، وَمِنْهَا مَا قَدْ يُقْطَعُ بِكَذِبِهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْحَقِّ الَّذِيْ بِأَيْدِيْنَا، وَفِي الْقُرْآنِ غُنْيَةٌ عَنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهَا لَا تَكَادُ تَخْلُوْ مِنْ تَبْدِيْلٍ وَزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، وَقَدْ وُضِعَ فِيْهَا أَشْيَاءُ كَثِيْرَةٌ...

অর্থাৎ, ইবলিস বিষয়ে বেশ কিছু বক্তব্য বিবৃত হয়েছে। এর অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা। এগুলোর বেশির ভাগের সত্যাসত্য বিষয়ে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। এগুলোর মধ্যে কিছু তো এমন রয়েছে, যেগুলো মিথ্যা হওয়ার

https://t.me/islaMic_fdf

ব্যাপারে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কারণ তা প্রমাণিত বিষয়ের বিপরীত। এসব বিষয়ে কুরআনের বর্ণনাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এসব ইসরাঈলী বর্ণনার দিকে যাওয়ার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, এগুলোর কোনোটা বিকৃত, কোনোটাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। আবার তাতে অনেক বানোয়াট কথাও রয়েছে...। (দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা কাহফের ৫০ নং আয়াতের তাফসীর; আলামুল জিন্নি ওয়াশ-শায়াতীন, ড. উমার সুলাইমান আলআশকার ১৭-১৮)

আমাদের আলোচ্য কথাটিও ইবলিস সম্পর্কে অমূলক একটি কথা, যা ইসরাঈলী বর্ণনার ভাণ্ডারেও পাওয়া যায় না।

কুরআন কারীম ও সহীহ্ হাদীসে ইবলিস সম্পর্কে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ–

সে আগুনের তৈরি। কুরআনে তাকে ইবলিস বা শয়তান নামে উল্লেখ করা হয়েছে। (তবে শয়তান শব্দটি ব্যাপক অর্থে।) আদম আ.-কে সেজদা করতে অস্বীকার করে সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে। আল্লাহ্ তাকে বিতাড়িত করেছেন এবং পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে বনী আদমকে বিপথগামী করার প্রতিজ্ঞা করেছে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সময় চেয়েছে। তাকে সময় দেওয়া হয়েছে। (দ্র. সূরা আরাফ (৭) : ১১-১৫; সূরা ছদ (৩৮) : ৭২-৮১; সূরা বাকারা (২) ৩৬) সে আদম-হাওয়া আ.-কে ধোঁকা দেয়। (সূরা আরাফ (৭) : ২০-২২)

বনী আদমকে সে ওয়াসওয়াসা দেয়, এমনকি মানব-শয়তানদের বিভিন্ন নির্দেশনাও দেয়। যেমন, ওহুদ যুদ্ধের দিন সে চিৎকার করে নির্দেশনা দেয়। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮২৪) মানুষের বেশে সে মানব শয়তান-বাহিনীকে সঙ্গও দেয়। যেমন, বদরের দিন। (দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আনফাল (৮), আয়াত : ৪৮) বনী আদমের শিরা-উপশিরায় চলার ক্ষমতা রয়েছে তার। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ২০৩৮) সমুদ্রে সে তার সিংহাসন স্থাপন করে এবং তার বাহিনীকে প্রেরণ করে। বনী আদমকে যে যত বড় ফেতনায় লিপ্ত করতে পারে ইবলিসের কাছে সে তত প্রিয় ও কাছের গণ্য হয়। এক শয়তান এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করে এসেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করতে পারনি। আরেকজন এসে বলে, আমি এক ব্যক্তির পিছে লেগেছি। অবশেষে তার মাঝে ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি। একথা শুনে শয়তান তাকে কাছে ডেকে নেয় এবং বলে, তুমিই সেরা। তুমিই কাজের কাজ করেছ। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮১৩) তেমনি প্রতিদিন সকালে তার বাহিনী প্রেরণ

https://t.me/islaMic_fdf

করে এবং বনী আদমকে যে যত বড় ফেতনায় লিপ্ত করতে পারে, তাকে তত বাহবা দেয় এবং মুকুট পরিয়ে দেয়। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮১৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬১৮৭) ইত্যাদি।

একটি ভিত্তিহীন আমল

আখেরী চাহার শোম্বার নামায

মকসুদুল মুমিনীন ও বারো চান্দের ফযীলত-বিষয়ক যেসব অনির্ভরযোগ্য পুস্তক-পুস্তিকা এক শ্রেণির মানুষের মাঝে প্রচলিত, এর কোনো কোনোটাতে সফর মাসের শেষ বুধবারকেন্দ্রিক বিশেষ ধরনের নামাযের কথা রয়েছে। সেখানে আছে–

(একটি বইয়ে যেভাবে রয়েছে) 'তাযকিরাতুল আওরাদ' নামক গ্রন্থে সফর মাসের শেষ বুধবার প্রভাতে গোসল করে সূর্য ওঠার পর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করার কথা উল্লেখ আছে। নামাযের নিয়ম নিম্নরূপ :

'দুই রাকাতের নিয়ত করে এ নামায আদায় করতে হয়। উভয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর এগারো বার সূরা ইখলাস পাঠ করতে হয়। নামায শেষে সত্তর বার নিম্নের দরূদ শরীফ ও দুআটি পাঠ করে মুনাজাত করতে হয় ... ।'

এটি একটি ভিত্তিহীন আমল। আবদুল হাই লাখনোভী রাহ. 'আলআসারুল মারফূআহ ফিল আখবারিল মাওযূআহ' কিতাবে (১১১) ভিত্তিহীন নামায ও দুআর শিরোনামে তা উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে সূরা ইখলাসের পরিবর্তে অন্য আয়াতের উল্লেখ এসেছে। আসল কথা হল, এ দিবসটিই আবিষ্কৃত; তো সে কেন্দ্রিক আবিষ্কৃত আমলের কী হুকুম হবে!

উল্লেখ্য, সফর মাসের শেষ বুধবারকে কতক লোক আখেরী চাহার শোম্বাহ নাম দিয়েছে। এই নামকরণ এবং যার ভিত্তিতে এ দিবস ও এর বিশেষ আমল আবিষ্কার করা হয়েছে সবই অমূলক। এ দিবস সম্পর্কে ইতঃপূর্বে প্রচলিত ভুল বিভাগে (রবিউল আউয়াল ১৪২৯=মার্চ ২০০৮/'প্রচলিত ভুল-১' বইয়ের ১১৪-১১৭-এ) বিস্তারিত লেখা হয়েছে। # অক্টোবর '১৯ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

নবীজীর বাড়িতে দুষ্ট মেহমান

একবার নবীজীর কাছে কিছু মেহমান এল। সাহাবীগণ এক একজন করে নিজ

https://t.me/islaMic_fdf

নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন মেহমানদারির জন্য। এক ব্যক্তি রয়ে গেল। (কেউ কেউ বলে, সে ছিল একজন ইহুদি।) তাকে নবীজী নিজ বাড়িতে নিলেন। সে ছিল দুষ্টু প্রকৃতির লোক। তার সামনে রাতের খাবার পেশ করা হল। সে মনে মনে ফন্দি আঁটল– সব খাবার সে একাই খেয়ে নেবে আর বাড়ির সকলকে ক্ষুধার্ত রাখবে। ফন্দিমতো পেট ভরে যাওয়ার পরও ইচ্ছা করে সব খাবার একাই খেয়ে নিল। তার জন্য আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থা করা হল।

এত খাবার একা খাওয়ার কারণে বদহজমী হল। ফলে রাতে সে বিছানা নষ্ট করে ফেলল। সকালে উঠে পালিয়ে গেল।

নবীজী যখন মেহমানের খোঁজ নিতে এলেন দেখলেন, মেহমান নেই আর বিছানার...। তাঁর আফসোস হল, বেচারার মনে হয় অনেক কষ্ট হয়েছে। এরপর নিজ হাতে তিনি বিছানার কাপড় ধুইতে গেলেন।

এদিকে সে নিজের দামি তরবারি ফেলেই পালিয়েছিল। পথিমধ্যে যখন তরবারির কথা মনে হল ফিরে এল। ফিরে এসে দেখল, নবীজী নিজ হাতে সেই কাপড় পরিষ্কার করছেন। তাকে দেখে নবীজী রাগ করলেন না; বরং তার হালপুরছি করলেন এবং তরবারি দিয়ে দিলেন। এ আচরণ দেখে সে যারপরনাই মুগ্ধ হল এবং কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল।

নবীজীর মহানুভবতা ও মেহমানের প্রতি সদাচার বিষয়ে কিছু অসতর্ক বক্তার মুখে এটা শোনা যায়। এমনকি কোনো কোনো পাঠ্যবইয়েও তা রয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে এ ঘটনা পাওয়া যায় না। সহীহ বর্ণনায় কিছু ঘটনা পাওয়া যায়, যাতে মেহমানের বেশি খাওয়ার বর্ণনা রয়েছে এবং একারণে নবী পরিবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত যাপনের কথাও রয়েছে। এখানে দুটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হল :

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرٰى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرٰى فَشَرِبَهُ، حَتّٰى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرٰى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

‘একবার এক কাফের নবীজীর মেহমান হল। নবীজী তার জন্য বকরির দুধ

https://t.me/islaMic_fdf

দোহন করতে নির্দেশ দিলেন। একটি বকরির দুধ দোহন করে তার সামনে পেশ করা হল। সে সব দুধ পান করল। তারপর আরেকটি বকরির দুধ পেশ করা হল, সে তাও পুরোটা পান করল। তারপর আরেকটি; সে তাও শেষ করে দিল। এভাবে সে সাতটি বকরির দুধ সাবাড় করল।

সকালে সে ইসলাম গ্রহণ করল। এবার তার জন্য একটি বকরির দুধ দোহন করে আনা হল, সে তা পান করল। এরপর আরেকটি বকরির দুধ পেশ করা হল; কিন্তু এবার সে (দ্বিতীয় বকরির দুধই) পুরোটা শেষ করতে পারল না। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

اَلْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

মুমিন এক উদরে পান করে আর কাফের পান করে সাত উদরে।' —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০৬৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৮১৯; মুসতাখরাজে আবী আওয়ানা, হাদীস ৮৪২০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৬২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৫২৪৪

কোনো কোনো বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, নবী পরিবার ওই রাত ক্ষুধা পেটেই কাটিয়েছেন। (দ্র. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৭২২৬; মুসনাদে ইবনে আবী শায়বা, বর্ণনা ৬০৫)

এজাতীয় আরেকটি ঘটনা উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা বিনতে হারেস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একবার খুব দুর্ভিক্ষ হল। লোকেরা গ্রাম থেকে মদীনায় আসত এবং সাহাবীগণ একজন একজন করে মেহমানদারি করতেন। এক রাতে এক গ্রাম্য ব্যক্তি এল। (সে নবীজীর বাড়িতে মেহমান হল) এবং বাড়িতে সামান্য যা খাবার ও দুধ ছিল সে একাই সব খেয়ে ফেলল। নবীজীর জন্য কিছুই রাখল না।

আমি বললাম— হে আল্লাহ! এই গ্রাম্য ব্যক্তির মাঝে কোনো বরকত দেবেন না; সে রাসূলুল্লাহ্র খাবার (সব) খেয়ে নিল!

এরপর দ্বিতীয়বার (ইসলাম গ্রহণের পর) আরেক রাতেও সে এল; কিন্তু খাবার ও দুধ থেকে সামান্যই খেল। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র রাসূল! এ কি সেই ব্যক্তিই? তিনি বললেন— হাঁ, কাফের সাত উদরে পান করে আর মুমিন পান করে এক উদরে। (দ্র. আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১০৫১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৭৯৬৯)

যাহোক, মেহমানের প্রতি নবীজীর সদাচার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব

https://t.me/islaMic_fdf

বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য বর্ণনা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা তা বলব না।

একটি অনুচিত কাজ

কালেমা বা আয়াত খচিত কাপড় দ্বারা মাইয়েতের খাটিয়া ঢাকা

বিভিন্ন এলাকায় একটি বিষয় লক্ষ করা যায়। তা হল, মাইয়েতকে খাটিয়ায় রাখার পর কালেমা বা কুরআনের আয়াত খচিত কাপড় দিয়ে খাটিয়া ঢেকে দেওয়া হয়। এমন করা উচিত নয়। এর দ্বারা কালেমা বা কুরআনের আয়াতের অপব্যবহার হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ চাদর দিয়ে ঢাকবে, কালেমা বা আয়াত খচিত কাপড় দ্বারা ঢাকবে না।

অনেক এলাকায় মসজিদের পক্ষ থেকে যেমন খাটিয়ার ব্যবস্থা থাকে, তেমনি কালেমা বা আয়াত খচিত কাপড়ও থাকে। ফলে মানুষ মনে করে, এটা দিয়েই ঢাকা উচিত। মসজিদ কর্তৃপক্ষের বিষয়টি খেয়াল রাখা চাই। তারা যদি কাপড়ের ব্যবস্থা রাখতেই চান, তাহলে সাধারণ কাপড় বা চাদরের ব্যবস্থা রাখতে পারেন। # নভেম্বর '১৯ঈ.

ভিত্তিহীন আমল

রবিউল আখির-এর বিশেষ নামায ও আমল

প্রতি সপ্তাহের কিছু আমল এবং প্রতি মাসের কিছু আমল সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতি রোযা রাখা, আইয়ামের বীযের তথা প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রাখা ইত্যাদি। এসব আমল রবিউল আখিরেও রয়েছে। এগুলো ছাড়া রবিউল আখির (রবিউস সানি) মাসে শরীয়তে বিশেষ কোনো আমলের কথা বর্ণিত হয়নি; কিন্তু বারো চান্দের আমল-জাতীয় কিছু কিতাবে রবিউল আখির মাসের আমল হিসেবে কিছু ভিত্তিহীন নামায ও আমল আবিষ্কার করা হয়েছে। কোনো কোনোটিতে রয়েছে–

'বর্ণিত আছে যে, রবিউস সানির নতুন চাঁদ দেখে যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর দুই রাকাত করে মোট ৮ রাকাত নফল নামায পড়বে এবং প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে সূরা ইখলাস... ।'

কোনোটাতে আছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি এ মাসের শেষ রাতে দুই রাকাত করে চার রাকাত নফল নামায এ নিয়মে আদায় করে... ।'

https://t.me/islaMic_fdf

কোনোটাতে আছে, 'বর্ণিত আছে, যে এ মাসের প্রথম থেকে সূরা মুযযামমিলের আমল করবে তার খুবই উপকার হবে...' ইত্যাদি।

এসব নামায ও আমল সবই ভিত্তিহীন। যেহেতু বারো চান্দের আমল-বিষয়ক বই লেখা হচ্ছে, ফলে অন্যান্য মাসের বিভিন্ন বানোয়াট নামাযের পদ্ধতির সঙ্গে মিল রেখে মনগড়াভাবে কিছু নামায ও আমলের কথা রবিউল আখিরের আমল শিরোনামে লিখে দেওয়া হয়েছে। আর রবিউল আখিরের নামায ও আমল এমন বানোয়াট বিষয় যে, জাল হাদীস-বিষয়ক কিতাবেও এ সম্পর্কে তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ হাদীস জালকারীরাও এ বিষয়ে তেমন কিছু জাল করেনি; বরং এগুলো বারো চান্দের আমল-জাতীয় কিতাবের কিছু লেখক কর্তৃক জালকৃত। আল্লাহ মাফ করুন।

এ ছাড়াও রবিউল আখিরের আমল হিসেবে এজাতীয় কিছু পুস্তিকায় 'ফাতেহায়ে ইয়াযদহম'-এর কথাও রয়েছে। ফাতেহায়ে ইয়াযদহম হল, আবদুল কাদের জিলানী রাহ.-এর ওফাত দিবস হিসেবে রবিউল আখিরের এগারো তারিখে কৃত ফাতেহা বা ঈসালে সওয়াব মাহফিল। এ রসমের অসারতা বিষয়ে জুমাদাল উলা ১৪২৯হি.=মে ২০০৮ঈ. সংখ্যায় প্রচলিত ভুল বিভাগে ('প্রচলিত ভুল-১' বইয়ের ১২১-১২৩-এ) বিস্তারিত লেখা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

একটি ভিত্তিহীন কিসসা

আবু জেহেলের গর্ত খোঁড়ার কিসসা

লোকমুখে প্রসিদ্ধ, একবার আবু জেহেল নবীজীকে হত্যার ফন্দি আঁটল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথ দিয়ে যাতায়াত করেন সে পথে সারারাত জেগে সে একটি গর্ত খুঁড়ল। সে ভাবল, ফজরের সময় নবীজী এ পথ দিয়ে যাবেন আর...। সে গর্ত খুঁড়ে এর ওপর দিয়ে হালকা ডালপালা, পাতা ও বালি দিয়ে ঢেকে দিল; সাধারণ পথের মতো বানিয়ে রাখল। এদিকে নবীজী ফজরের নামাযের জন্য গেলেন এবং আবার ফিরে এলেন, কিন্তু নবীজীর কিছুই হল না। নবীজী কিছু টেরও পেলেন না। কারণ, নবীজী যাওয়ার সময় জিবরীল আমীন ওই গর্তের ওপর তাঁর ডানা বিছিয়ে দিয়েছিলেন।

এদিকে সারা রাত গর্ত খোঁড়ার কারণে আবু জেহেলের তন্দ্রা এল এবং সে কিছুই টের পেল না। সকাল হয়ে যাচ্ছে দেখে সে ভাবল, দেখি তো গর্তে

https://t.me/islaMic_fdf

পড়ল কি না? সে দেখতে গিয়ে তন্দ্রাভাবের কারণে নিজেই গর্তে গিয়ে পড়ল। সে বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করল। তার ছেলে তাকে গর্ত থেকে ওঠানোর জন্য হাত এগিয়ে দিল, কিন্তু সে একটুর জন্য হাত ধরতে পারল না। আনা হল বড় রশি। একটুর জন্য সেটিও ধরতে পারছিল না। রশি জোড়া দিতে দিতে ৭০ হাত বানানো হল তারপরও একটুর জন্য ধরতে পারে না। তখন আরো বড় রশি আনতে চাইলে সে বলল– রাখ, তোমরা ৭০ হাত কেন ৭০ হাজার হাত লম্বা রশি আনলেও আমাকে ওঠাতে পারবে না।

এক কাজ কর, মুহাম্মাদকে ডাক। কেবল সে-ই আমাকে এখান থেকে ওঠাতে পারবে। নবীজী এসে বললেন, আমি আপনাকে ওঠাব, আপনি শুধু একটি বার বলেন– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...। আবু জেহেল বলল, আগে ওঠাও তারপর বলছি। নবীজী তখন হাত বাড়িয়ে দিতেই সে হাত ধরে ফেলল এবং ওপরে উঠে এল। ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বলল– দেখলে, মুহাম্মাদ কত বড় জাদুগর! সত্তর হাত রশি দিয়েও যেখানে আমি ঠাঁই পাচ্ছিলাম না, সেখানে তার হাত বাড়াতেই আমি ঠাঁই পেলাম। দেখেছ তোমরা, মুহাম্মাদ কত বড় জাদুগর!

এটি একটি ভিত্তিহীন কাহিনী। লোকমুখে বহুল প্রচলিত হলেও এর কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। সুতরাং আমরা তা বলা থেকে বিরত থাকব। # ডিসেম্বর '১৯ঈ.

একটি ভুল ধারণা

সূর্যগ্রহণের সময় কি গর্ভবতী নারী কিছু খেতে পারবে না?

কোনো কোনো মানুষের ধারণা, সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় গর্ভবতী নারীরা কিছু খেতে পারবে না। এসময় খেলে নাকি গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হবে। তেমনি কেউ কেউ এমনও ধারণা করে থাকে, এসময় গর্ভবতী নারী তরিতরকারি বা কোনো কিছু কাটতে পারবে না। তাতে নাকি গর্ভের সন্তান বিকলাঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ উভয় ধারণাই অমূলক।

জাহেলি যুগের মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবীতে বড় কোনো পরিবর্তনের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে। যেমন কারো জন্মগ্রহণ করা বা কারো মৃত্যু হওয়া অথবা কোনো দুর্ভিক্ষের আগমন ইত্যাদি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ অমূলক ধারণা খণ্ডন করে বলেন–

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلٰكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ

https://t.me/islaMic_fdf

اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا.

'সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। এগুলো আল্লাহ্র নিদর্শনাবলির দুটি নিদর্শনমাত্র। যখন তোমরা তা দেখবে তখন নামাযে মশগুল হবে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ১০৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯১৪ (মিরকাতুল মাফাতীহ, সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

এসময় কী করা উচিত–সে বিষয়ে হাদীস শরীফে স্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন তিনি সাহাবীদের নিয়ে দীর্ঘ কেরাত ও দীর্ঘ রুকু-সেজদার মাধ্যমে নামায আদায় করেন। এরপর বলেন–

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ، فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوْا.

'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শনাবলির দুটি নিদর্শনমাত্র। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। যখন তোমরা তা দেখবে তখন বেশি বেশি আল্লাহকে ডাকবে (দুআয় মশগুল হবে), বেশি বেশি তাকবীর বলবে, নামাযে মশগুল হবে এবং সদকা করবে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ১০৪৪

কোনো বর্ণনায় রয়েছে–

فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوْفًا، فَاذْكُرُوا اللهَ حَتّٰى يَنْجَلِيَا.

'যখন সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন তা দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত বেশি বেশি আল্লাহ্র যিকির করবে।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯০১

মোটকথা, সূর্যগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত নামায, যিকির-তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদি আমলের মাঝে থাকা, গাফেল না থাকা। কিন্তু গর্ভবতী নারী বা অন্য কেউ এসময় কিছু খেতে পারবে না–এগুলো অমূলক ধারণা।

একটি ভুল নাম

মানতাশা

আমাদের সমাজে যাচাই-বাছাই ছাড়াই শুনে ভালো লাগার ভিত্তিতে সন্তানের নাম রাখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কুরআনের কোনো আয়াতের কোনো শব্দ ভালো লাগল, তো কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই নিজের ভালো লাগার ভিত্তিতে সন্তানের নাম রেখে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তা নিয়ে

https://t.me/islaMic_fdf

বিপাকে পড়তে হয়। তেমনই একটি নাম হল মানতাশা। কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতের মধ্যে এই শব্দ-দুটি রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল সূরা আলে ইমরানের ২৬ নং আয়াত–

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ...

এই আয়াতের مَنْ تَشَآءُ শব্দ শুনে হয়ত ভালো লেগেছে; তো সন্তানের নাম রেখে দিয়েছে। مَنْ تَشَآءُ অর্থ হল '(আল্লাহ!) তুমি যার ব্যাপারে ইচ্ছা কর'। এখন একটু ভেবে দেখি, এটি কি কারো নাম হতে পারে?

সুতরাং নাম রাখার ক্ষেত্রে কোনো শব্দ পছন্দ হলে আলেমের কাছ থেকে আগে জেনে নেব, সেটা নাম হতে পারে কি না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল বিষয়ে সচেতন হওয়ার তাওফীক দান করুন। # জানুয়ারি '২০ঈ.

একটি ভুল ধারণা

জান্নাতের সুসংবাদ কি কেবল দশজন সাহাবীই লাভ করেছেন?

কারো কারো ধারণা, সকল সাহাবীর মধ্য হতে কেবল দশজন সাহাবী জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন; যাদেরকে আশারায়ে মুবাশশারা বলা হয়। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। তাঁরা ছাড়াও আরো অনেক সাহাবী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন।

একথা তো প্রায় সবারই জানা যে, নবীজীর নাতি হাসান-হুসাইন রা. জান্নাতের যুবকদের সরদার হবেন এবং তাঁদের মা নবীকন্যা ফাতেমা রা. জান্নাতের নারীদের সরদার হবেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেন, আজ রাতে একজন ফেরেশতা অবতরণ করেছে, যে আর কখনো আসেনি।... সে আমাকে সুসংবাদ শুনিয়েছে–

...فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

'ফাতেমা হবে জান্নাতী নারীদের সরদার আর হাসান-হুসাইন হবে জান্নাতের যুবকদের সরদার।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৭৮১

আরেক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদিন জিবরীল আ. নবীজীর কাছে আসলেন এবং বললেন–

يَا رَسُوْلَ اللهِ! هٰذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّيْ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ،

https://t.me/islaMic_fdf

لَا صَخَبَ فِيْهِ، وَلَا نَصَبَ.

'আল্লাহ্র রাসূল! ওই যে খাদিজা একটি পাত্রে তরকারি (অথবা খাবার বা পানি) নিয়ে আপনার কাছে আসছে। যখন সে আপনার কাছে আসবে আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং তাঁকে জান্নাতে একটি মুক্তা-প্রাসাদের সুসংবাদ দেবেন; যেখানে না আছে কোনো শোরগোল, না আছে কষ্ট-ক্লান্তি।' –সহীহ্ বুখারী, হাদীস ৩৮২০

বদর যুদ্ধের শহীদ হারেসা ইবনে সুরাকা রা.-এর ব্যাপারে তো নবীজী জান্নাতুল ফেরদাউসের সুসংবাদ দিয়েছেন। বদর যুদ্ধে যখন তিনি শহীদ হলেন তখন তাঁর মা নবীজীর কাছে এসে ছেলে সম্পর্কে জানতে চাইলেন– সে কি জান্নাতে যাবে!... একপর্যায়ে নবীজী তাঁকে বললেন–

وَإِنَّهُ فِيْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ.

'আরে, সে তো জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করেছে।' –সহীহ্ বুখারী, হাদীস ৩৯৮২

বেলাল রা.-এর ঘটনাও তো অনেকের জানা, যেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রা.-কে বলেছেন–

فَإِنِّيْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ.

'আজ রাতে আমি জান্নাতে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।' –সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ২৪৫৮

আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম রা. ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর একবার নবীজী তাঁর ব্যাপারে বলেছেন–

إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ.

'নিশ্চয় সে জান্নাতে।' –সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ২৪৮৩

কারো কারো অনুসন্ধানমতে এরকম সহীহ্ হাদীসেই ২৮জন সাহাবীর কথা পাওয়া যায়, যাদের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

এ ছাড়াও আরো ২০জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলোর সূত্র নির্ভরযোগ্য নয়। (দ্র. মান বুশশিরা বিল জান্নাহ্ মিন গাইরিল আশারাহ্ ১০৫)

শেষ কথা হল, আশারায়ে মুবাশশারা নামে যে দশজন সাহাবী প্রসিদ্ধ, কেবল তাঁদেরকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ

https://t.me/islaMic_fdf

দিয়েছেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং এ দশজন সাহাবীকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁরা প্রথমসারির সাহাবী, ফলে তাঁদের বিষয়টি খুব বেশি প্রসিদ্ধ হয়েছে। আর এখান থেকেই কিছু মানুষের মাঝে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এ দশজন সাহাবীকেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

এটি কি নাম হতে পারে?

আলফে সানী

কোনো কোনো মানুষকে দেখা যায়, তারা সন্তানের নাম রাখেন আলফে সানী। কিন্তু এটি কারো নাম হতে পারে না। কারণ, আলফে সানী অর্থ দ্বিতীয় সহস্রাব্দ। এখন আমরাই ভেবে দেখি, এটি কি কারো নাম হতে পারে?

আসলে বিপত্তিটা ঘটেছে এভাবে– এ উপমহাদেশের একজন মহান মনীষী হলেন শায়েখ আহমাদ সেরহিন্দী রাহ. (জন্ম ৯৭১হি.-মৃত্যু ১০৩৪হি.)। হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দে তাঁর মহান তাজদীদ তথা দ্বীনী সংস্কারের কারণে তাঁকে 'মুজাদ্দিদে আলফে সানী' বলা হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। এটি তাঁর উপাধী। ফলে মানুষ তাঁকে মুজাদ্দিদে আলফে সানী বলে স্মরণ করে এবং তাঁর নামের চেয়ে তাঁর উপাধিটিই বেশি প্রসিদ্ধ।

এখন আলেম নন এমন কেউ হয়ত মনে করেছেন এটি তাঁর নাম। আর (তার ধারণামতে) এটি যেহেতু একজন বড় বুযুর্গ মনীষীর নাম, তাই সে হিসেবে সন্তানের নাম রেখে দিয়েছেন আলফে সানী।

যদি তিনি নাম রাখার আগে কোনো আলেমের সঙ্গে কথা বলে নিতেন, তাহলে হয়ত এ বিপত্তি ঘটত না। সুতরাং আমরা নাম রাখার আগে আলেম থেকে জেনে নেব– আমার পছন্দের শব্দটি নাম হতে পারে কি না। আর নাম হলে কীভাবে হবে। # ফেব্রুয়ারি '২০ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

নবীকন্যা ফাতেমা রা.-এর ঘরে জান্নাতের খাবার

নবীকন্যা হযরত ফাতেমা রা. সম্পর্কে একটি কিসসা লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে। এ ছাড়াও সেদিন হকারদের মাধ্যমে সমাজে ছড়ানো 'হযরত ফাতেমা রা.-এর জীবনী' নামের একটি চটি বইয়েও কিসসাটি দেখতে পেলাম–

একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে দুই দিন না খেয়ে

https://t.me/islaMic_fdf

কাটানোর পর তৃতীয় দিন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় কন্যা ফাতেমার বাড়িতে গেলেন। নবীজীর চেহারা দেখেই ফাতেমা রা. বুঝলেন নবীজী অনেক ক্ষুধার্ত। কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। কারণ, নিজেরাও আজ তিন দিন থেকে উপবাস কাটাচ্ছেন। নবীজীও আদরের কন্যার চেহারায় অনাহারের ছাপ দেখতে পেলেন। মনে মনে কষ্ট পেলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কন্যাকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে গৃহ ত্যাগ করলেন।

নবীজীকে কিছু না খাওয়াতে পেরে ফাতেমা রা.-ও খুব কষ্ট পেলেন। তখন ফাতেমা রা. দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করলেন। কান্নাভেজা কণ্ঠে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানালেন– আল্লাহ! তুমি আমাকে যে অবস্থায় রাখ তাতেই আমি খুশি; কিন্তু আমার পিতা আমার বাড়ি থেকে না খেয়ে যাবেন–এটা আমার জন্য বড় দুঃখের বিষয়। চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতে থাকলেন। একপর্যায়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন এক অপরিচিত লোক এসে রুটি এবং ভুনা গোশত রেখে চলে গেলেন। নবীকন্যা দুআ শেষে এ খাদ্যসামগ্রী দেখে খুবই খুশি হলেন। পুত্র হাসানকে পাঠালেন নানাকে ডেকে আনার জন্য। নবীজী উপস্থিত হলেন। ফাতেমা রা. নবীজীর সামনে সেই খাবার পেশ করলেন। নবীজী তখন জিজ্ঞেস করলেন, এ খাবার কোথা থেকে এল। ফাতেমা রা. বললেন, যেখান থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা মারইয়াম আ.-এর খাবার আসত সেই জান্নাত থেকেই এ বরকতময় খাবার এসেছে। একথা শুনে নবীজী খুব খুশি হলেন।

সকলে মিলে সে খাবার খেলেন। সকলে তৃপ্তিভরে খাওয়ার পরও দেখলেন খাবার উদ্বৃত্ত রয়েছে। নবীকন্যা বেঁচে যাওয়া খাবার নিজের জন্য না রেখে সব প্রতিবেশীদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন। তখন এ বরকতময় খাবার দ্বারা প্রতিবেশীরাও তৃপ্ত হলেন। সে খাবার খেয়ে প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, এমন মজাদার খাবার আমরা আর কখনো খাইনি।

এটি একটি বানোয়াট কিসসা; নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে তা পাওয়া যায় না। নবী পরিবারের সঙ্গে এর চেয়েও অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে পারে। কিন্তু যা ঘটেনি তা নবী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করে বর্ণনা করার কোনো অর্থ নেই। আর এর কোনো ফায়েদাও নেই। সুতরাং আমরা তা বলা থেকে বিরত থাকব।

ফাতেমা রা.-এর সঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনাহার ও ক্ষুধাকষ্ট-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায়, আমরা সেগুলো আলোচনা করতে পারি এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। যেমন,

https://t.me/islaMic_fdf

একবার ফাতেমা রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক টুকরো যবের রুটি নিয়ে এলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেয়ে বললেন–

هٰذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوْكِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

'তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম তোমার পিতা খাবার খেল।'

(আরেক বর্ণনায় রয়েছে) রুটি আনলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? ফাতেমা রা. বললেন, আমি রুটি প্রস্তুত করলাম, তখন আমার মন চাইল না আপনাকে রেখে খাই। তাই আপনার জন্য একটু নিয়ে এলাম। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩২২৩; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৭৫০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৮২৩৩

ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন, একবার আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় ফাতেমা রা. এলেন। নবীজী তাঁকে বললেন, কাছে এস ফাতেমা! ফাতেমা রা. একটু কাছে এলেন। নবীজী আবার বললেন, আরো কাছে এস। (অনাহারে) ফাতেমা রা.-এর চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছিল। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দুআ করলেন এবং বললেন–

لَا تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ.

'হে আল্লাহ!... মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাকে আপনি ক্ষুধার্ত রাখবেন না।'

ইমরান রা. বলেন, নবীজীর দুআর পর আমি দেখলাম, ফাতেমা রা.-এর চেহারার হলুদ বর্ণ চলে গেল এবং রক্তশূন্যতা কেটে গেল। পরবর্তী সময়ে আমি ফাতেমা রা.-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন–

مَا جُعْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَا عِمْرَانُ.

'ইমরান! নবীজীর ওই দুআর পর থেকে আমি আর কোনোদিন ক্ষুধায় কষ্ট পাইনি।' –আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৩৯৯৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৫২০৫

হাইসামী রাহ. বলেন–

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيْهِ عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوْا.

* * *

https://t.me/islaMic_fdf

এটি কি কারো নাম হতে পারে?

সাবেরীন

কোনো কোনো মানুষকে দেখা যায়, তারা নিজ মেয়ের নাম রেখে দেন সাবেরীন বা সাবিরীন। এভাবে কারো নাম রাখা যায় না এবং এ শব্দ পুরুষ বা নারী কারোরই নাম হতে পারে না।

সম্ভবত কুরআনের আয়াতাংশ— إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।) এ আয়াতের صَابِرِيْنَ (সাবিরীন) শব্দ এবং এর সুন্দর অর্থ শুনে নামটি রাখা হয়েছে। কিন্তু কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করা হয়নি— এটি নাম হতে পারে কি না বা মেয়েদের নাম হতে পারে কি না।

সাবিরীন অর্থ 'ধৈর্যশীল পুরুষগণ'। এখন আমরাই চিন্তা করি, 'ধৈর্যশীল পুরুষগণ' কি কারো নাম হতে পারে? তারপর আবার মেয়েদের নাম! সাবিরূন বা সাবিরীন শব্দ হল বহুবচন। একবচন হল 'সাবির'। এর অর্থ ধৈর্যশীল।

এখন এ শব্দ দ্বারা ('ধৈর্যশীল নারী' অর্থে) মেয়েদের নাম রাখতে হলে রাখতে হবে সাবিরা (صَابِرَة) আর ছেলেদের নাম রাখতে হলে রাখতে হবে সাবির (صَابِر); কিন্তু সাবিরীন বা সাবিরূন শব্দটি ছেলে বা মেয়ে কারো নামই হতে পারে না।

একটি নামের ভুল উচ্চারণ

ইবনুল কাইয়ূম

অনেকেই সীরাত-বিষয়ক প্রসিদ্ধ কিতাব 'যাদুল মাআদ'-এর নাম শুনে থাকবেন। এর লেখক হলেন ইবনুল কায়্যিম রাহ.।

তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর। উপাধী শামসুদ্দীন। (সংক্ষেপে) ইবনুল কায়্যিম নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি ৬৯১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর ইন্তেকাল হয় ৭৫১ হিজরীতে।

তাঁর পিতা দামেস্কের 'আলমাদরাসাতুল জাওযিয়্যাহ'-এর কায়্যিম (তত্ত্বাবধায়ক, দায়িত্বশীল) ছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'কায়্যিমুল জাওযিয়্যাহ' (জাওযিয়্যাহ মাদরাসার কায়্যিম বা তত্ত্বাবধায়ক) বলা হত। সে হিসেবে তাঁর সন্তানকে 'ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ' (কায়্যিমুল জাওযিয়্যাহ্‌র ছেলে, জাওযিয়্যাহ মাদরাসার তত্ত্বাবধায়কের ছেলে) বলা হয়। সংক্ষেপে বলা হয় ইবনুল কায়্যিম।

https://t.me/islaMic_fdf

কিন্তু কিছু মানুষকে দেখা যায়, তারা 'ইবনুল কায়্যিম'-এর স্থলে 'ইবনুল কাইয়ূম' বলেন। কায়্যিম অর্থ তত্ত্বাবধায়ক, দায়িত্বশীল– সে হিসেবে ইবনুল কায়্যিম বলা হয়। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কের ছেলে। পক্ষান্তরে কাইয়ূম হল আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম (অর্থ সকল সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক, সর্ব সত্তার ধারক)। আল্লাহ্র নামের সঙ্গে 'ইব্ন' (সন্তান) শব্দ যুক্ত করে বলা যায় না। সুতরাং ইবনুল কাইয়ূম কারো নামই হতে পারে না। এভাবে বলা অনেক বড় ভুল। কাইয়ূম শব্দের সঙ্গে 'আবদ' শব্দ যুক্ত করে নাম রাখতে হয়– আব্দুল কাইয়ূম (কাইয়ূমের বান্দা)।

যাহোক, আলোচ্য শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হল 'ইবনুল কায়্যিম'। 'ইবনুল কাইয়ূম' বলা ভুল। # মার্চ '২০ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

আলী রা.-এর ছয় দিরহাম দান এবং জিবরীল আ. ও মিকাঈল আ.-এর উটনী ক্রয়-বিক্রয়

লোকমুখে এ কাহিনীটি বেশ প্রসিদ্ধ–

একদিন আলী রা. অর্থের প্রয়োজনে ফাতেমা রা.-এর একটি শাল বাজারে বিক্রি করতে গেলেন। তিনি মাত্র ৬ দিরহামে শালটি বিক্রি করলেন। একজন ভিক্ষুক এসে হাত পাতলে তিনি সেই ছয় দিরহাম তাকে দিয়ে দিলেন। এতে আল্লাহ অনেক খুশি হলেন।

পরক্ষণেই (জিবরীল আমীন) এক গ্রাম্য ব্যক্তির সুরতে একটি উটনী নিয়ে এলেন এবং আলী রা.-কে বললেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে এ উটনীটি ক্রয় করবেন? তখন আলী রা. বললেন, আমার কাছে যে নগদ অর্থ নেই! তখন তিনি বললেন, আপনি বাকিতেই নিয়ে যান।

দরদাম ঠিক হওয়ার পর তিনি একশ দিরহামে উটনীটি ক্রয় করলেন। পথিমধ্যে মীকাঈল আ. একজন মানুষের সুরতে এসে বললেন, আলী! উটনীটি কি বিক্রি করবেন? তিনি বিক্রি করতে রাজি হলেন। বললেন, আমি এটি একশ দিরহামে কিনেছি, তুমি কত দিয়ে নেবে? তখন সে বলল, আমি একশ ষাট দিরহামে নেব। তিনি তার কাছে উটনীটি একশ ষাট দিরহামে বিক্রি করলেন।

তারপর বিক্রেতার (জীবরীল আ.) সঙ্গে দেখা হল। সে বলল, উটনীটি কি বিক্রি করতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হাঁ এবং তাকে উটনীর মূল্য একশ

https://t.me/islaMic_fdf

দিরহাম দিয়ে দিলেন। বাকি ষাট দিরহাম নিয়ে বাড়িতে এলেন।

তা দেখে ফাতেমা রা. ঘটনা জানতে চাইলেন। তখন তিনি বললেন, আমি ছয় দিরহাম দান করেছি, এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে এ ষাট দিরহাম দান করেছেন। এরপর পুরো ঘটনা খুলে বললেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলে তাঁকেও ঘটনা শোনানো হল। তিনি বললেন, উটনীর বিক্রেতা ছিল জিবরীল, ক্রেতা ছিল মীকাঈল আর উটনীটি হল ওই উটনী, যাতে ফাতেমা কাল কিয়ামতের দিন সওয়ার হবে।

ঘটনাটি কেউ কেউ এভাবেও বলে থাকে–

একদিন মা ফাতেমা রা. হযরত আলী রা.-কে বললেন, ঘরে কিছু সুতা কেটেছি, বাজারে বিক্রি করে ক্ষুধার্ত হাসান ও হুসাইনের জন্য কিছু আটা নিয়ে আসুন। হযরত আলী রা. সুতাগুলো নিয়ে বাজারে ৬ দিরহামে বিক্রি করলেন।

এমনসময় এক অসহায় সাহাবী হযরত আলী রা.-কে বললেন, আলী! কিছু দিরহাম কর্য হবে? আমার ঘরে বাচ্চারা না খেয়ে আছে...

এটি একটি ভিত্তিহীন কিসসা। এর নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ খুঁজে পাওয়া যায় না। আবদুর রহমান সাফূরী রাহ. (মৃত্যু ৮৯৯হি.-এর পর) নুযহাতুল মাজালিস কিতাবে 'হিকায়া' (একটি ঘটনা) বলে সনদবিহীন এটি উল্লেখ করেছেন। এর হাওয়ালায় আরো কিছু কিতাবেও এটি উদ্ধৃত হয়েছে। আর নুযহাতুল মাজালিস কিতাবটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কিসসা-কাহিনীতে ভরপুর। ইবনুল হিমসী রাহ. (মৃত্যু ৯২৪ হি.) ইতিহাস-বিষয়ক তার কিতাব হাওয়াদিসুয যামান-এ ৮৯৯ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের বর্ণনায় বলেন–

وَفِيْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ خَامِسَ عَشَرَ مُنِعَتْ زَيْنَ الدِّيْنِ الصَّفُوْرِيَّ، الْمُحَدِّثَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِالْجَامِعِ الْأُمُوِيِّ، وَمِنْ غَيْرِهِ، وَأُمِرَتْ بِشَيْلِ كُرْسِيِّهِ مِنَ الْجَامِعِ الْأُمُوِيِّ، وَسَبَبُهُ أَنَّهُ جَمَعَ كِتَاباً سَمَّاهُ: نُزْهَةَ الْمَجَالِسِ وَذَكَرَ فِيْهِ أَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أُحْضِرَ الْكِتَابُ الْمُذْكُوْرُ وَذَكَرَ أَنَّهُ تَابَ وَرَجَعَ عَنِ الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ الَّتِيْ فِيْهِ، وَأَنَّهُ لَا يَعُوْدُ لِذٰلِكَ.

অর্থাৎ ৮৯৯ হিজরীর ১৫ জুমাদাল উলা বৃহস্পতিবার জামে উমাবী ও অন্যান্য স্থানে মুহাদ্দিস যাইনুদ্দীন (আব্দুর রহমান) সাফূরীর দরস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং তার 'কুরসি' অপসারিত করা হয়। এর কারণ, নুযহাতুল মাজালিস নামক তার বই, যাতে তিনি বেশ কিছু জাল হাদীস জমা করেছেন। তখন তার

https://t.me/islaMic_fdf

কিতাব উপস্থিত করা হয় এবং তাতে উল্লিখিত জাল হাদীসগুলো থেকে রুজু করেন এবং তওবা করেন। ভবিষ্যতে আর এমনটি করবেন না বলে স্বীকারোক্তি দেন। –হাওয়াদিসুয যামান, ইবনুল হিমসী ২৪৫; মুফাকাহাতুল খুল্লান ফী হাওয়াদিসিয যামান, শামসুদ্দীন ইবনে তূলূন ১৩১

ভাববার বিষয় হল, যে ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে এত গাফেল যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে জালকৃত বর্ণনা নিজ কিতাবে উল্লেখ করে, সে ব্যক্তি ঘটনা ও কিসসার বিষয়ে কী করবে? এ বিষয়ে কোন্ পর্যায়ের শিথিলতা ও উদাসীনতার স্বীকার হবে, তা কি আর বলার প্রয়োজন আছে?

আর তওবার যে কথা বলা হয়েছে, তার কিতাব নুযহাতুল মাজালিসের প্রচলিত নুসখায় এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ, তা এখনো মওযূ ও মুনকার বর্ণনায় ভরপুর।

নূরুদ্দীন হালাবী রাহ. (মৃত্যু ১০৪৪হি.) আসসীরাতুল হালাবিয়্যাহ কিতাবে আলোচ্য কিসসাটি উল্লেখ করে সুয়ূতী রাহ.-এর ফাতাওয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে একে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সুয়ূতী রাহ.-কে এ কিসসাটিসহ আরো কিছু কিসসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, এগুলো সহীহ কি না। জবাবে তিনি 'সহীহ নয়' বলে মন্তব্য করেছেন। (দ্র. আসসীরাতুল হালাবিয়্যা ২/২৮১; আলহাবী, সুয়ূতী ২/৪১)

ইরান থেকে আগত হিন্দুস্তানের শিয়া আলেম নূরুল্লাহ তুসতারী (মৃত্যু ১০১৯ হি.)কৃত ইহকাকুল হাক (৮/৭০৭), ইসমাঈল যানজানী খুওয়াইনীকৃত 'আলমাউসূআতুল কুবরা আন ফাতিমাতায যাহরা' (১৭/২৯৮-২৯৯), মুহাম্মাদ সালেহ কাশফীকৃত 'আলমানাকিবুল মুরতাযাউয়্যাহ' (৩৬৮–ইহকাকুল হাক ৭০৮) ইত্যাদি শিয়াদের কিছু কিতাবেও নুযহাতুল মাজালিসের হাওয়ালায় কিসসাটি সনদবিহীন উল্লেখ করা হয়েছে।

আর শিয়াদের প্রসিদ্ধ কিতাব 'বিহারুল আনওয়ার আলজামিআতু লি-দুরারি আখবারিল আইম্মাতিল আতহার', মুহাম্মাদ বাকের আলমাজলিসী (মৃত্যু ১১১১ হি.)-এ এজাতীয় একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে সনদবিহীন ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানকার ঘটনাটিও এ ঘটনার মতোই–

মিকদাদ রা. তিন দিন যাবৎ না খেয়ে রয়েছেন। একথা শুনে আলী রা. তাঁর বর্ম বিক্রি করে তাকে কিছু অর্থ দেন। তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি একটি উটনী

https://t.me/islaMic_fdf

নিয়ে এসে বলে, আপনি কি আমার কাছ থেকে একশ দিরহামে বাকিতে এ উটনীটি ক্রয় করবেন? তিনি তা ক্রয় করেন। ইতিমধ্যে আরেক ব্যক্তি এসে তার থেকে একশ পঞ্চাশ দিরহামে উটনীটি ক্রয় করে। তখন আলী রা. হাসান-হুসাইনকে বলেন, ওই বিক্রেতা গ্রাম্য ব্যক্তিকে দ্রুত খুঁজে বের করতে। এ দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন– হে আলী! ওই উটনী বিক্রেতা ছিল জিবরীল আর ক্রেতা ছিল মীকাঈল। একশ দিরহাম ছিল উটনীর দাম আর লাভের পঞ্চাশ দিরহাম হল– তুমি মিকদাদকে যে পাঁচ দিরহাম দান করেছ তার (দশ গুণ) প্রতিদান...। (দ্র. বিহারুল আনওয়ার ৪১/৩১)

বিহারুল আনওয়ারের টীকায় হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে শাহ্র আশওয়াব (মৃত্যু ৫৮৮হি.)কৃত মানাকিবু আলে আবি তালিব-এর। কিন্তু সেখানেও এখানকার মতোই সনদবিহীনভাবে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্র. মানাকিবু আলে আবি তালিব ২/৯১-৯২)

যাহোক, আলোচ্য কিসসাটির কোনো সনদ খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি একটি ভিত্তিহীন কিসসা। আলী রা.-এর বিষয়ে শিয়ারা অনেক বিষয় জাল করেছে। আলোচ্য কিসসাটিও শিয়া কর্তৃক জালকৃত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। # জুন '২০ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কথা
২৩ বছরে জিবরীল আ. নবীজীর কাছে এসেছেন
৪০,০০০ বার আর নূহ আ.-এর ৯৫০ বছরে মাত্র ৫ বার!

কিছু কিছু মানুষকে বলতে শোনা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের ২৩ বছরের জিন্দেগীতে জিবরীল আ. নবীজীর কাছে এসেছেন ৪০,০০০ বার আর নূহ আ.-এর ৯৫০ বছরে এসেছেন মাত্র ৫ বার।

এটি ভিত্তিহীন মনগড়া একটি কথা। জিবরীল আ. কোন্ নবীর কাছে কতবার এসেছেন–এটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এ বিষয়টি যেহেতু আমাদের জানার বিষয়ই নয়, তাই তা আমাদের জানানো হয়নি। ফলে হাদীস বা সীরাতের নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনায় তা পাওয়া যায় না।

অবাক হলাম যখন দেখলাম, একটি জাতীয় দৈনিকে এজাতীয় মনগড়া কথা 'ইসলামী তথ্যকণিকা' শিরোনামে ছাপা হয়েছে। আবার তথ্যসূত্র হিসেবে লেখা হয়েছে– 'আলইতকান ফি উলূমিল কোরআন'! সেখানে লেখা হয়েছে–

https://t.me/islaMic_fdf

'জিবরাইল (আ.) আদম (আ.)-এর কাছে ১২ বার এসেছেন। ইদরিস (আ.)-এর কাছে চারবার এসেছেন। নুহ (আ.)-এর কাছে ৫০ বার এসেছেন। ইবরাহিম (আ.)-এর কাছে ৪২ বার এসেছেন। মুসা (আ.)-এর কাছে ৪০০ বার এসেছেন। ঈসা (আ.)-এর কাছে ১৩ বার এসেছেন। ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে চারবার এসেছেন। আইয়ুব (আ.)-এর কাছে ৩০ বার এসেছেন। আর হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে ২৪ হাজার বার এসেছেন। (সূত্র : আলইতকান ফি উলুমিল কোরআন)' [দ্র. দৈনিক কালের কণ্ঠ (অনলাইন সংস্করণ) ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, 'ইসলামী তথ্যকণিকা' শিরোনামে এবং ৫ জানুয়ারি ২০১৮ 'জিবরাইল আ. কোন্ নবীর কাছে কতবার এসেছেন?' শিরোনামে]

আরো কিছু বিষয়সহ ওপরের কথাগুলো ছাপা হয়েছে। আলোচ্যবিষয়ের সূত্র হিসেবে লেখা হয়েছে আলইতকান-এর নাম। আলইতকান-এ অনেক খোঁজ করেও আমরা তা পাইনি।

উক্ত লেখায় অন্যান্য বিষয়ের হাওয়ালার ক্ষেত্রে কিতাবের নামের পাশাপাশি খণ্ড-পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হলেও আলইতকানের ক্ষেত্রে শুধু কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, খণ্ড-পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকেও অনুমিত, লেখক কিতাব দেখা ছাড়াই কিতাবের নাম উল্লেখ করে দিয়েছেন।

যাহোক, এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। তা ছাড়া আলইতকান কিতাবেও তা নেই।

শব্দের ভুল ব্যবহার

একজন সাহাবা/সাহাবাগণ

সাহাবী (صَحَابِيٌّ) আরবী শব্দ। যিনি মুমিন অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাকেই সাহাবী বলে। সাহাবী শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হল সাহাবা (صَحَابَةٌ)।

বাংলাভাষাভাষী কিছু মানুষকে দেখা যায়, তারা একবচন (সাহাবী)-এর স্থানে বহুবচন (সাহাবা) শব্দটি ব্যবহার করেন। যেমন, বলতে শোনা যায় 'একজন সাহাবা'। সঠিক হল 'একজন সাহাবী'। তেমনি কেউ কেউ বলে 'সাহাবাগণ'। অর্থাৎ বহুবচন শব্দে বাংলায় 'গণ' অব্যয় যোগ করে বহুবচন বানাতে চান। কিন্তু এটা ভুল। বহুবচনের জন্য 'গণ' অব্যয় যোগ করতে হয় একবচনের শেষে। অর্থাৎ বলতে হবে 'সাহাবীগণ', 'সাহাবাগণ' বলা ভুল।

https://t.me/islaMic_fdf

মোটকথা, 'একজন সাহাবা' বলা ভুল, বলতে হবে 'একজন সাহাবী'। তেমনি 'সাহাবাগণ' বলাও ভুল, বলতে হবে 'সাহাবীগণ'।

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী

জান্নাতে মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী কে?

মূসা আলাইহিস সালাম যেহেতু কালীমুল্লাহ অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলেছেন, ফলে মূসা আ. ও আল্লাহ্র কথোপকথন শিরোনামে অসতর্ক বক্তাদের মাধ্যমে সমাজে প্রচুর ভিত্তিহীন কিসসা-কাহিনী প্রচলিত আছে। সেগুলোরই একটি–

মূসা আ. একবার আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ! আমার হাশর হবে কার সঙ্গে? আল্লাহ বললেন, এক কসাইয়ের সঙ্গে। মূসা আ. জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায় আছে? আল্লাহ বললেন, অমুক বাজারে। তখন মূসা আ. ওই বাজারে গেলেন এবং কসাইকে দেখলেন– সারাদিন গোস্ত বিক্রির পর কিছু গোস্ত নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে।

মূসা আ. তার পিছেপিছে গেলেন এবং তাকে বললেন, আমি আজ আপনার মেহমান হতে চাই। সে রাজি হল। তখন মূসা আ. দেখলেন, বাড়িতে গিয়ে সে প্রথমে তার বৃদ্ধা মাকে গোসল করাল এবং গোশত রান্না করে খাওয়াল। তখন তার মা তার জন্য দুআ করলেন– আল্লাহ্! আমার ছেলের হাশর যেন এই জমানার নবীর সঙ্গে হয়। এটা শুনে মূসা আ. হাসলেন। কসাই বলল, আমি প্রতিদিন যথাসাধ্য আমার মায়ের খেদমত করার চেষ্টা করি। আর আমার মা প্রতিদিন আমার জন্য এই দুআ করেন।

কেউ কেউ এভাবেও বলেন, মূসা আ. আল্লাহকে বললেন, আল্লাহ! জান্নাতে কে আমার সঙ্গী হবে– তাকে আমি দুনিয়াতেই দেখতে চাই। তখন জিবরীল আ. এসে বললেন, অমুক কসাই।...

...তার মা কী যেন বলল! মূসা আ. তা বুঝতে পারলেন না। যুবককে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি প্রতিদিন আমার মায়ের খেদমত করি আর মা আমার জন্য দুআ করেন– 'আখেরাতে আল্লাহ যেন তোমাকে মূসা আ.-এর সঙ্গী বানান!'

অবশেষে মূসা আ. যুবককে বললেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ তোমার মায়ের দুআ কবুল করেছেন। জান্নাতে আমার সঙ্গী কে– আমি আল্লাহ্র কাছে দুনিয়াতেই তাকে দেখার আবদার করেছি। তখন তোমার নামই বলা হয়েছে।

https://t.me/islaMic_fdf

আমি তোমার বিশেষ কোনো আমল পাইনি মায়ের খেদমত ছাড়া। মায়ের খেদমতের এমনই পুরস্কার!

মায়ের খেদমতের ফযীলত বলতে গিয়ে এ কিসসাটি বলা হয়। কিন্তু এর কোনো সনদ পাওয়া যায় না। মাফাতীহুল জিনান-এ কিসসাটি উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সনদবিহীন। আর বাস্তবে এর কোনো সনদ খুঁজেও পাওয়া যায় না। এটি গল্পকার বা অসতর্ক বক্তাদের বানানো কিসসা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

যাহোক, মায়ের খেদমত বিষয়ে প্রচুর আয়াত-হাদীস রয়েছে। মায়ের খেদমতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেগুলোই বলা উচিত। এজাতীয় ভিত্তিহীন কিসসা-কাহিনী বলা সমীচীন নয়। # জুলাই '২০ঈ.

একটি ভুল ধারণা

জবাই কি আড়াই পোঁচেই করতে হবে?

অনেক মানুষের ধারণা, জবাই আড়াই পোঁচেই করতে হবে। এর বেশি-কম হলে চলবে না। এটি একটি ভুল ধারণা। জবাই আড়াই পোঁচেই করতে হবে–এমন কোনো কথা নেই। আসল কথা হচ্ছে, রগগুলো কেটে রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া। তবে জবাইয়ের ক্ষেত্রে ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করবে। যেন প্রাণীর অধিক কষ্ট না হয়।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ...وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

'আল্লাহ তাআলা সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ...যখন তোমরা জবাই করবে, উত্তম পদ্ধতিতে জবাই করবে; ছুরিতে শান দিয়ে নেবে এবং পশুকে শান্তি দেবে।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৫৫

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

ফেরেশতাদের দরূদ ও তার ফযীলত

কিছু মানুষের মাঝে 'ফেরেশতাদের দরূদ' নামে একটি দুআ প্রচলিত আছে–

এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়া আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে

https://t.me/islaMic_fdf

এবং আমার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ফেরেশতাদের দরূদ এবং মানবজাতির এই তাসবীহ দ্বারা কেন কল্যাণ অর্জন করো না, যার মাধ্যমে মানুষকে রিযিক প্রদান করা হয়? লোকটি নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কী? তিনি ইরশাদ করেন, 'তুমি সুবহে সাদিক হতে ফজরের নামায আদায় করা পর্যন্ত একশ বার–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

পাঠ করবে। দেখবে, দুনিয়া তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। এর প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলা একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি করবেন, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে এবং তুমি এর সওয়াব পেতে থাকবে।

বর্ণনাটি ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে 'যিকিরের ফযীলত' অধ্যায়ে সনদবিহীন উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু এটি একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা। হাদীস বিশারদগণ এই বর্ণনাটিকে মওযূ ও বাতিল বলেছেন। রিজালশাস্ত্রের একাধিক কিতাবে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম তাবারীর সূত্রে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম ইবনে হিব্বান রাহ. 'কিতাবুল মাজরূহীন' গ্রন্থে বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেছেন, এই হাদীসটি 'মওযূ', এর কোনো ভিত্তি নেই। –কিতাবুল মাজরূহীন ১/১৪৯

ইবনে হাজার রাহ. লিসানুল মীযানে ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের আলোচনায় বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেছেন–

وَهٰذَا بَاطِلٌ.

'এটি একটি বাতিল বর্ণনা।' –লিসানুল মীযান ১/৩৪৪; আরো দ্রষ্টব্য, আললাআলিল মাসনূআহ ২/২৮৭; তানযীহুশ শারীআহ ২/৩১৮

অবশ্য আলোচ্য বর্ণনা ও তার ফযীলত প্রমাণিত না হলেও এতে যে দুআ-যিকির উল্লেখ হয়েছে তা সহীহ। এসব যিকির বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং একেকটির একাধিক ফযীলত হাদীস শরীফে এসেছে।

আর سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ এই তাসবীহের সঙ্গে রিযিকের সম্পর্কও রয়েছে; যা সহীহ বর্ণনায় পাওয়া যায়। মুসনাদে আহমাদে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন নূহ

https://t.me/islaMic_fdf

আলাইহিস সালামের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তিনি তাঁর ছেলেদেরকে বললেন, তোমাদেরকে দুটি উপদেশ দিচ্ছি :

১. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ পাঠের নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা সাত আসমান সাত জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অন্য পাল্লায় لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ রাখা হয় তাহলে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ -এর পাল্লা ভারী হবে।

২. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ পাঠ করবে। কেননা তা প্রত্যেক বস্তুর সালাত ও তাসবীহ এবং এর দ্বারা সৃষ্টিজীবকে রিযিক পৌঁছানো হয়। −মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭১০১, ৬৫৮৩

এ ছাড়া সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, দুটি কালেমা আল্লাহ তাআলার কাছে অতি প্রিয়, পড়তে খুব সহজ, মীযানের পাল্লায় অনেক ভারী। তা হল−

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

−সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫৬৩ # আগস্ট '২০ঈ.

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা

মহররমের প্রথম দশ দিন রোযা রাখার ফযীলত

বারো চান্দের ফযীলত শিরোনামের বেশ কিছু পুস্তিকায় মহররম মাসের প্রথম দশ দিন রোযা রাখার ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে। একটি পুস্তিকার ভাষায়−

'হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, যে ব্যক্তি মহররমের প্রথম দশ দিন রোযা রাখে, সে দশ হাজার বছর যাবৎ দিনে রোযা ও রাতে ইবাদতের নেকি পাবে।'

এটি একটি ভিত্তিহীন বানোয়াট বর্ণনা। জাল বর্ণনা-বিষয়ক কিতাবেও এটি খুঁজে পাওয়া যায় না। জাল বর্ণনা-বিষয়ক কিতাবে এর কাছাকাছি একটি বর্ণনা পাওয়া যায়−

مَنْ صَامَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ بَنَى اللهُ لَهُ قُبَّةً فِي الْهَوٰى مِيْلًا فِيْ مِيْلٍ لَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ.

'যে ব্যক্তি মুহাররম মাসের প্রথম নয় দিন রোযা রাখবে আল্লাহ তার জন্য শূন্যে একটি কুববা (তাঁবু) নির্মাণ করবেন; যা হবে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এক মাইল। এর চারটি দরজা থাকবে।'

ইবনুল জাওযী রাহ. উপরিউক্ত বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন−

https://t.me/islaMic_fdf

هٰذَا حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مُوسَى الطَّوِيْلُ يَرْوِيْ عَنْ أَنَسٍ أَشْيَاءَ مَوْضُوْعَةً لَا يَحِلُّ كَتْبُهَا إِلَّا عَلَى التَّعَجُّبِ.

'এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে জালকৃত একটি বর্ণনা।

(এ বর্ণনায় মূসা আত্তাবীল রয়েছে) ইবনে হিব্বান রাহ. বলেন, মূসা আততাবীল আনাস রা.-এর সূত্রে অনেক জাল বিষয় বর্ণনা করেছে। এগুলোর (অসারতা প্রকাশ এবং এর) ওপর বিস্ময় প্রকাশের উদ্দেশ্য ছাড়া তা লেখা বা উল্লেখ করা বৈধ নয়।' –আলমাওযূআত, ইবনুল জাওযী ২/১৯৯; আরো দ্রষ্টব্য, আললাআলিল মাসনূআহ ২/১০৮; তানযীহুশ শরীআহ ২/১৪৮; তাযকিরাতুল মাওযূআত ১১৮

আসলে মাসের প্রথম দশকে রোযার বিষয়টি এসেছে যিলহজ মাসের ক্ষেত্রে। এসব পুস্তিকায় সেটিকেই নিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে মহররমের সঙ্গে এবং যুক্ত করা হয়েছে বিশাল ফযীলত। যিলহজের প্রথম দশকে রোযার বিষয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন–

أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

'চারটি আমল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ছাড়তেন না। আশুরার রোযা, যিলহজের প্রথম দশকের (অর্থাৎ প্রথম নয় দিনের) রোযা, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা, ফজরের আগে দুই রাকাত সুন্নত নামায।' –সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২৪১৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৪২২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৪৫৯, ২২৩৩৪

আর বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে কেবল আশুরা তথা মহররমের দশম তারিখের রোযার বিষয়ে। আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ.

'আশুরার রোযার বিষয়ে আমি আশাবাদী, আল্লাহ্ তাআলা এর দ্বারা অতীতের এক বছরের (সগীরা) গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।' –সহীহ্ মুসলিম, হাদীস ১১৬২

https://t.me/islaMic_fdf

উল্লেখ্য, মহররম মাসের প্রথম দশকের রোযা বিষয়ে কিছু বর্ণিত না হলেও সাধারণভাবে মহররম মাসে রোযা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ.

'রমযানের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হল আল্লাহ্র মাস মহররমের রোযা।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৩

আলী রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল–

يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ رَمَضَانَ؟

'আল্লাহ্র রাসূল! রমযানের পর আপনি আমাকে কোন্ মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দেন? উত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيْهِ يَوْمٌ تَابَ فِيْهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوْبُ فِيْهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِيْنَ.

তুমি যদি রমযানের পর আরো কোনো মাসে রোযা রাখতে চাও তাহলে মহররমে রোযা রাখ। কেননা সেটি আল্লাহ্র মাস। এই মাসে এমন একটি দিন রয়েছে, যেদিন আল্লাহ তাআলা অনেকের তওবা কবুল করেছেন। ভবিষ্যতেও সেদিন আরো মানুষের তওবা কবুল করবেন।' –জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৪১

ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

একটি ভুল আমল

ইমাম সাহু সেজদার জন্য সালাম ফেরালে কি মাসবুকও সালাম ফেরাবে?

যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে পুরো নামায পায়নি, বরং কিছু রাকাত ছুটে গেছে তাকে মাসবুক বলে।

কিছু মানুষকে দেখা যায়, মাসবুক অবস্থায়ও ইমাম সাহু সেজদার জন্য সালাম ফেরালে তারাও ইমামের সঙ্গে সালাম ফেরায়। এটি একটি ভুল আমল।

নিয়ম হল মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সাহু সেজদার জন্য সালাম ফেরাবে

https://t.me/islaMic_fdf

না; বরং সালাম ফেরানো ছাড়া শুধু সাহু সেজদায় শরিক হবে। অবশ্য কখনো ভুলে ইমামের সঙ্গে সাহু সেজদার সালাম ফিরিয়ে ফেললে (কাজটি নিয়মসম্মত না হলেও) নামায ফাসেদ হবে না এবং নিজ নামায শেষে সাহু সেজদাও করতে হবে না। (দ্র. বাদায়েউস সানায়ে ১/৪২২; রদ্দুল মুহতার ২/৮২; হালবাতুল মুজাল্লী ২/৪৫২) # সেপ্টেম্বর '২০ঈ.

একটি ভিত্তিহীন কিসসা

জিবরীল আ.-কে নবীজীর জিজ্ঞেস, আপনার বয়স কত?... নবীজী বললেন, আমিই ওই তারকা...!!

আমাদের দেশের কোনো কোনো অসতর্ক বক্তার মুখে শোনা যায়, ফাতেমা রা.-কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিবরীল তোমার চাচা...। কেউ কেউ এভাবেও বলে, ফাতেমা রা. জিবরীলকে চাচা বললে জিবরীল আ. বলেন, আমি তোমার চাচা নই, জ্যাঠা (অর্থাৎ তোমার বাবার বড়)। কেউ বলে, নবীজী জিবরীল আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বড় নাকি আমি? জিবরীল আ. বললেন, আমি বড়। তখন নবীজী বললেন, হে জিবরীল! আপনার বয়স কত? তখন জিবরীল আ. বলেন, আমি আমার বয়স বলতে পারব না। তবে চতুর্থ হিজাবে (আসমানে) আমি একটি তারকা দেখেছি, যা প্রতি সত্তর হাজার বছরে একবার উদিত হয়। আমি বাহাত্তর হাজার বার ওই তারকা উদিত হতে দেখেছি।

তখন নবীজী বললেন, হে জিবরীল! আমার রবের ইযযতের কসম, আমিই (ছিলাম) ওই তারকা (অর্থাৎ আপনার সৃষ্টির আগে আমার সৃষ্টি)।

এটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন একটি কিসসা। নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে তা পাওয়া যায় না।

এদেশের কোনো কোনো বক্তা কিসসাটিকে আরো চটকদার আকারে পেশ করার জন্য এর সঙ্গে 'চাচা আর জ্যাঠা'র বিষয়টি যুক্ত করেছে। অথচ আরবী ভাষায় 'চাচা-জ্যাঠা'র বিষয় নেই; উভয়ের জন্য আরবী ভাষায় عَمّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আলগুমারী রাহ. 'মুরশিদুল হা-ইর লিবায়ানি ওয়ায্-ই হাদীসি জাবির' কিতাবে কিসসাটি উল্লেখ করার পর বলেন—

وَهٰذَا كَذِبٌ قَبِيْحٌ، قَبَّحَ اللهُ مَنْ وَضَعَهُ وَافْتَرَاهُ.

https://t.me/islaMic_fdf

'এটি একটি নিকৃষ্ট মিথ্যা (ও বানোয়াট কথা)। যে এটি জাল করেছে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন।' –মুরশিদুল হা-ইর লিবায়ানি ওয়ায্-ই হাদীসি জাবির ৫

একটি ভুল নাম

জাফী

এক ব্যক্তির নাম শোনা গেল জাফী। জাফী শব্দের অর্থ হল, রুক্ষ ও কঠোর স্বভাব-প্রকৃতির ব্যক্তি। এখন ভেবে দেখি, কেউ কি নিজ সন্তানের এমন নাম রাখতে পারে?

আজকাল আনকমন নাম খুঁজতে গিয়ে মানুষ সন্তানের এধরনের নাম রেখে ফেলেন। পরে আফসোস করতে হয়। যখন নাম রাখেন তখন কেবল আনকমন এবং নিজের কাছে শুনতে ভালো লাগছে–এর ভিত্তিতে রেখে দেন, পরে অর্থ খোঁজ করেন। অর্থ জানার পর তিনি নামটি পরিবর্তন করতে চান। এতদিনে তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে নামটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে পেরেশান হতে হয়। নাম পরিবর্তন করা হয় ঠিকই; কিন্তু মানুষ আগের নামেই ডাকতে থাকে।

তাই নাম রাখার সময়ই অর্থ জেনে নাম রাখা চাই, যাতে পরে সমস্যা না হয়।

আরেকটি ভুল নাম

মাহীন

অনেক মানুষ সন্তানের নাম রাখেন মাহীন। এর অর্থ– হীন, তুচ্ছ, লাঞ্ছিত। সম্ভবত কুরআন কারীমের 'মাহীন' শব্দ শুনেছে। ব্যস, এর অর্থ বা এটি নাম হতে পারে কি না–এসব জানা ছাড়াই সন্তানের নাম রেখে দিয়েছে।

মাহীন শব্দটি কুরআন কারীমের কয়েক জায়গায় এসেছে। উদাহরণস্বরূপ দু-একটি উল্লেখ করা হল :

সূরা সাজদার ৮ নং আয়াত–

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ.

'(তিনি কাদা হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।) এরপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন 'তুচ্ছ' তরল পদার্থের নির্যাস হতে।'

এখানে মাহীন অর্থ 'তুচ্ছ'।

সূরা কলাম-এর ১০ নং আয়াত–

https://t.me/islaMic_fdf

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ.

'এবং অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে 'লাঞ্ছিত'।' এখানে মাহীন অর্থ 'লাঞ্ছিত'।

এখন বলুন, নাম রাখার আগে যদি কেউ এ বিষয়টি জানত, সে কি নিজ সন্তানের নাম 'মাহীন' রাখত!

কোনো শব্দ কুরআনে থাকার অর্থই এ নয়, তা দ্বারা কারো নাম রাখা যাবে। দেখতে হবে, শব্দটি কোন্ প্রসঙ্গে এসেছে, কী তার অর্থ। ফেরাউন, হামান, কারূন–এ নামগুলোও তো ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে। আমরা কি এগুলো দ্বারা কারো নাম রাখি?

পুনশ্চ : তবে এ নামটিকে আরবী আরেকটি শব্দের দিকে ফেরানো যায়–যদিও 'মাহীন' শব্দটি উল্লিখিত শব্দের সঙ্গেই বেশি খাপ খায়–শব্দটি হল ماحٍ। বাংলায় 'মা-হিন' বা মাহিন (হ্রস্ব-ই কার দিয়ে) এভাবে লিখতে হবে। এর অর্থ হল মোচনকারী। তবে ماحٍ শব্দটি আলিফ-লাম মুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত না হয়ে আলিফ-লাম যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয় الماحي। হাদীস শারীফে الماحي শব্দটি নবীজীর নাম হিসেবে এসেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لِيْ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ.

'আমার পাঁচটি নাম রয়েছে– আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, আমি 'আলমাহী' (মোচনকারী, বিলুপ্তকারী), আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরের বিলুপ্তি ঘটাবেন।' ... –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৫৩২

الماحي শব্দকে বাংলায় বেশির চেয়ে বেশি 'মাহী' বলা যেতে পারে। (আমাদের দেশে 'মাহী' নাম রাখারও প্রচলন রয়েছে।) যদিও তাতে আলিফ-লাম ছুটে যায় এবং উচ্চারণের ধরন আলিফ-লাম ওয়ালা শব্দের মতোই থাকে। তেমনি আলিফ-লাম মুক্ত অবস্থায় ماحٍ মা-হিন/মাহিন বলা যেতে পারে (হ-এ হ্রস্ব-ই কার দিয়ে); 'মাহীন' (হ-এ দীর্ঘ-ই কার দিয়ে) নয়।

মোটকথা, বাংলায় নামটি সর্বোচ্চ মা-হিন, মাহিন বা মাহী হতে পারে; মাহীন নয়। # অক্টোবর '২০ঈ.

https://t.me/islaMic_fdf

ভিত্তিহীন বর্ণনা

রবিউল আউয়ালে বিশেষ নামায এবং দরূদ পাঠের ফযীলত

বাজারে প্রচলিত বারো চান্দের ফযীলত নামের কিছু পুস্তিকায় রবিউল আউয়াল মাসের আমল শিরোনামের অধীনে লেখা হয়েছে–

এক. 'যে ব্যক্তি রবীউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখে সে রাতে দুই দুই রাকাত করে ১৬ রাকাত নামায আদায় করে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। আর নামায শেষ করে নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ ১০০০ বার পাঠ করবে। এরূপ একাধারে ১২ দিন পর্যন্ত পাঠ করলে ১২ দিন যেতে না যেতেই সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখতে পাবে। দরূদ শরীফটি হল... ।'

দুই. 'যে ব্যক্তি এ মাসের প্রথম দিন হতে শুরু করে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ ইশার নামাযের পর নিম্নোক্ত দরূদ... । ...সে ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পদের মালিক হবে এবং তার সংসারে সুখ-শান্তি বিরাজ করবে... ।'

তিন. 'যে ব্যক্তি ১২ই রবীউল আউয়াল তারিখে বেশি পরিমাণে নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াত, যিকির... তার গোনাহ মাফ করে সম্মান বৃদ্ধি করে দেবেন... । '

চার. 'যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ সোয়া লক্ষ বার রবীউল আউয়াল মাসের মধ্যে পড়িবে সে... ।'

পাঁচ. '১২ রবিউল আউয়ালে তাবে তাবেয়ীগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রূহের প্রতি হাদিয়া স্বরূপ ২০ রাকাত নফল নামায পড়িতেন। প্রত্যেক রাকাতে... ।'

এভাবে বিভিন্ন পুস্তকে রবিউল আউয়াল মাসের আমল হিসেবে বিভিন্ন ধরনের মনগড়া পদ্ধতির নামায ও দরূদ শরীফের আমল এবং তার মনগড়া ফযীলত লেখা হয়েছে। এগুলো সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

সাখাবী রাহ. দরূদ শরীফ-বিষয়ক তাঁর কিতাব আলকাওলুল বাদী'-এ সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বা নির্দিষ্ট মাসে বিশেষ ধরনের নামাযের পাশাপাশি দরূদ পাঠের ফযীলত-বিষয়ক কিছু জাল বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন–

وَلَمْ أُوْرِدْ هٰذِهِ وَشِبْهَهُ إِلَّا لِلتَّنْبِيْهِ عَلٰى وَهَائِهِ.

'এ বর্ণনাটি এবং এজাতীয় অন্যান্য যে (ভিত্তিহীন) বর্ণনা আমি এখানে উল্লেখ করেছি, তা কেবল এগুলোর অসারতা ও ভিত্তিহীন হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করার

https://t.me/islaMic_fdf

উদ্দেশ্যেই।' –আলকাওলুল বাদী' ২৯৮

আর আমাদের আলোচ্য বর্ণনাগুলো এমন ধরনের বানোয়াট কথা যে, জাল বর্ণনা-বিষয়ক কিতাবাদিতেও তা পাওয়া যায় না। জাল বর্ণনা-বিষয়ক বেশ কিছু কিতাব ঘেঁটেও রবিউল আউয়াল মাসকেন্দ্রিক বিশেষ কোনো নামাযের জাল বর্ণনাও পাওয়া যায়নি। পূর্ববর্তী হাদীস জালকারীরা বছরের অন্যান্য মাস বা দিনের আমল সম্পর্কে হাদীস জাল করেছে, কিন্তু রবিউল আউয়াল মাস বিষয়ে কোনো বর্ণনা জাল করেনি। কারণ, রবিউল আউয়াল মাস– মহররম, রমযান, যিলহজ ইত্যাদি মাসের মতো বিশেষ আমলের মাস নয়। আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন, বারো চান্দের আমল শিরোনামের পুস্তিকাওয়ালারা এসব কথা কোথা থেকে পেল; যা তারা 'কিতাবে উল্লেখ আছে' বা 'কিতাবে বর্ণিত আছে' ইত্যাদি বলে পেশ করেছে।

আর দরূদ শরীফ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও বহুত বড় নেক আমল। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে মুমিনদের দরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। এর সবচেয়ে বড় ফযীলত হল, দরূদ পাঠকারীর ওপর আল্লাহ্ তাআলা রহমত নাযিল করেন। কেবল রহমতই নাযিল করেন না, একবার দরূদ পাঠ করার কারণে দশবার রহমত নাযিল করেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

'যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০৮ ('দশবার' অর্থের জন্য আততানবীর শরহুল জামিইস সগীর, আলোচ্য হাদীস দ্রষ্টব্য)

এ ছাড়াও দরূদ পাঠের মাধ্যমে গোনাহ মাফ হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِيْ صَلَاةً مُخْلِصًا مِّنْ قَلْبِه، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ.

'যে ব্যক্তি আমার প্রতি অন্তর থেকে একবার দরূদ পেশ করবে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। তার মর্তবা দশ স্তর পর্যন্ত উন্নীত করবেন। তাকে দশটি নেকি দান করবেন এবং তার দশটি গোনাহ মাফ করে দেবেন।' –সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৯৮৯২, ৯৮৯৩; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১২৯৭; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ, নাসায়ী,

https://t.me/islaMic_fdf

হাদীস ৩৬২

তেমনি বেশি বেশি দরূদ পাঠের মাধ্যমে নবীজীর নৈকট্য লাভ হয়, ফেরেশতাদের দুআ লাভ হয়। চিন্তা-পেরেশানি দূর হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

'কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি আমার অধিক নৈকট্য লাভ করবে, যে আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করে।' —জামে তিরমিযী, হাদীস ৪৮৪

আমের ইবনে রবীআ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَا صَلَّى عَلَيَّ أَحَدٌ صَلَاةً، إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّيْ عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ.

'কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ আমার ওপর দরূদ পাঠ করতে থাকে ফেরেশতারা তার জন্য দুআ-ইসতেগফার করতে থাকে। এখন ব্যক্তির ইচ্ছা, চাইলে আমার ওপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করুক অথবা কম। (যে পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে সে হিসেবেই ফেরেশতাদের দুআ-ইসতেগফার লাভ করবে।)' —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫৬৮৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৯০৭; আলমুনতাখাব মিন মুসনাদি আবদ ইবনু হুমাইদ, হাদীস ৩১৭

উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ...আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পড়ে থাকি।... (একপর্যায়ে) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

إِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

তাহলে তো তোমার (দুনিয়া-আখেরাতের) সকল প্রয়োজন পুরো হবে, সকল পেরেশানি দূর হবে এবং তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। —জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৫৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১২৪২

আর নির্দিষ্ট দিনে দরূদ পড়ার বিষয়ে সহীহ হাদীসে যা পাওয়া যায় তা হল, জুমার দিন বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা। হযরত আউস ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ... فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ...

https://t.me/islaMic_fdf

নিশ্চয়ই জুমার দিন শ্রেষ্ঠতম দিনগুলোর অন্যতম। ...সুতরাং সেদিন তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পড়। নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। ... –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৪৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬১৬২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯১০

অন্য হাদীসে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

'তোমরা জুমার রাত ও জুমার দিনে আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ কর। যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন।' –সুনানে কুবরা, বায়হাকী (৩/২৪৯), হাদীস ৬২৬১ (দায়েরাতুল মাআরিফ, হিন্দুস্তান); ফাযাইলুল আওকাত, বায়হাকী, হাদীস ২৭৭; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী, হাদীস ৩৭৯

দরূদ পাঠের ফযীলত-বিষয়ক এরকম আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। এসব সহীহ বর্ণনা এবং সেগুলোতে দরূদের এত বড় বড় ফযীলত বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণির মানুষ নিজে থেকে আরো বিভিন্ন ফযীলত আবিষ্কার করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের মাফ করুন এবং আমাদেরকে সহীহটা জেনে আমল করার তাওফীক দান করুন। নবীজীর ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করার এবং তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে তাঁর শাফাআত লাভের তাওফীক দান করুন– আমীন। # ডিসেম্বর '২০ঈ.

هٰذَا، وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

https://t.me/islaMic_fdf

নোট

https://t.me/islaMic_fdf

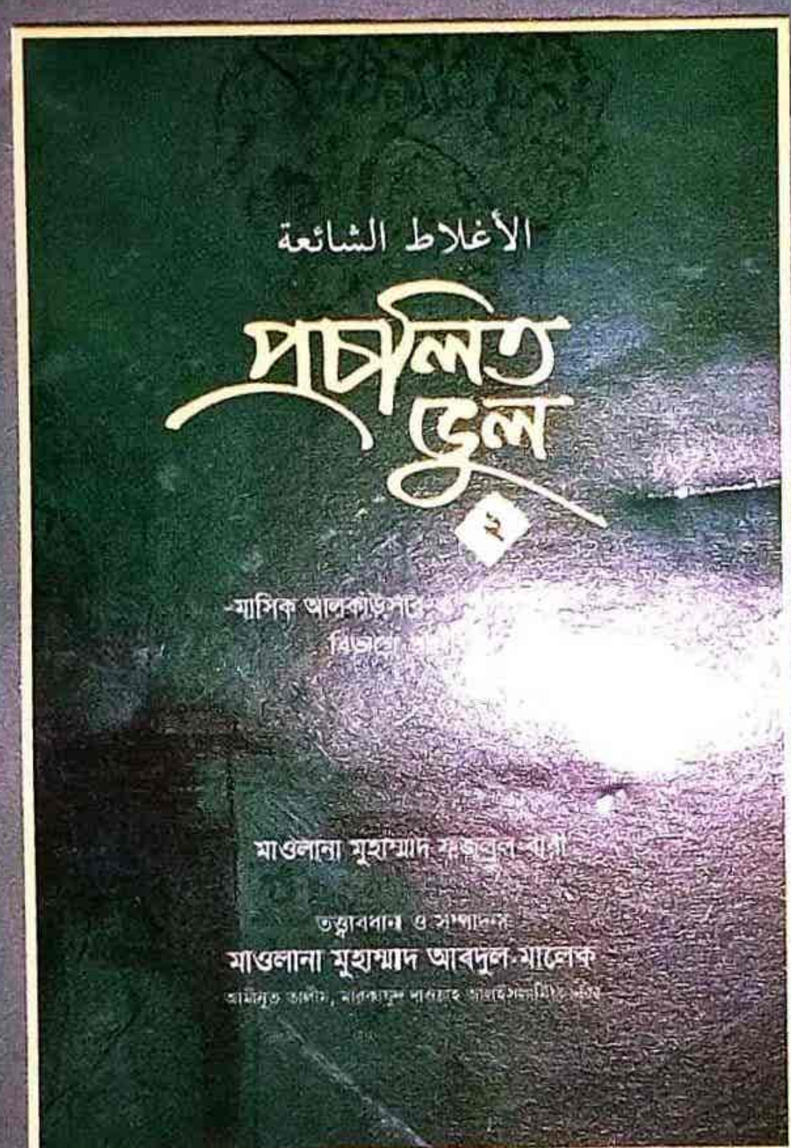

প্রকাশনা বিভাগ

মারকাযুদ দাওয়াহ প্রকাশনী

[মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর একটি প্রতিষ্ঠান]

বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান-১৫, কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯৭৩ ২৯৫ ২৯৫

E-mail : publisher. markaz@yahoo.com

https://t.me/islaMic_fdf